













# THE BUSINESSMAN.

## ফরোজ মোহর

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ,  
৩য় সংখ্যা।

New Series,  
March, 1922.

দ্বিতীয় সংস্করণ।  
মার্চ, ১৯২২।

Vol. XVI.  
No 3



### শানমেটো। SANMETTO.

স্বাস্থ্য ও বালক বালিকাগণের স্বাস্থ্য এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্র (Kidney and Bladder) ব্যক্তীয় পীড়ার প্রত্যাবর্তন ভীষণ যন্ত্রনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যান্য প্রকারে শিশু ও বালকগণের শয্যা ঘূরে স্বাভাবিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল ব্যর্থতা দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং যন্ত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে, শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আজিঃ আমি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেই নিশ্চিন্তে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকি। চিকিৎসা প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশু ১০/- সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

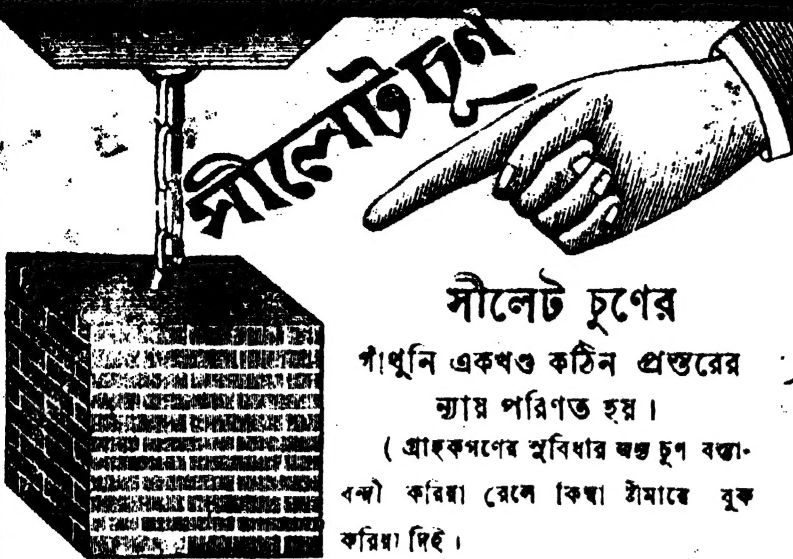
স্বাস্থ্যে শানমেটোর একমাত্র প্রভুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং বাক্সের প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫২ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

ODCHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কারের মোকদ্দম—২ সংস্করণ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ।



**সীলোট চূণ**

সীলোট চূণের  
পাথুরি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলের কিম্বা ষ্টামারে বুক  
করিয়া দিই।)

কিলবরণ এণ্ড কোং,  
৪ নং ফেয়ারলি প্রেস, কলিকাতা।

## ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডিয়ায় একজিভিসনে  
বর্ণ ও রোপ্যাদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালারুত, হুর্লল শিঙের  
জনা ১/৬।

বাটলিওয়ালার অলকিরোরাম, সর্ক প্রকার  
শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও  
যন্ত্রণার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হুর্লতার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলোরোল) কলোরোল এবং  
রক্তমাশের জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার আসল হুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক ষোতল (১ গ্রেন  
করিয়া) ১/০।

ভারতের সমস্ত পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARI I Bombay

## স্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্রীরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং খেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির অন্ত সমগ্র  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্রীরোগের একমুণ্ড উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদেহের সমস্ত হুর্ললকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। দোষনোহুই  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রভাবকগণ আল করিতেছে। ক্রয়ের সমস্ত সেবনের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
৭২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ  
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্বিষয় নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
সহ করিয়া লিখিবেন।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহেই কাজের লোকের মূল্য ২৥০ এবং মাত্র ৥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাছের লোক" হাতে পাঠে  
পাইবেন। মফঃস্বলে ভি: পি: ও ডাকমাত্রল পত্র লাগিবে। ন্যানেজার, কাছের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Boots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries  
China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographie and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,  
etc., etc.  
Commission 2½% to 5%.  
Trade discounts allowed.  
Special Quotations on Demand.  
Sample Cases from ££10 upwards.  
Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1844),

25, Abchurch Lane, London,

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং পূজার নূতন রেকর্ড।

উৎকৃষ্ট সীজন করা কার্টের প্রস্তুত—সুপ্রসিদ্ধ অতিথি দ্বারা সুর বাজা—বাঁজা  
হারমোনিয়ম নচে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন,  
তবে অন্যত্র গাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর সারাতি দেওয়া হয়।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামোফোন মেসামতের কাজ।

মেশিন গাট এবং সেন প্রিং যুগ্মের জন্য চম্ভূল্য হওয়ায় অনেকে মেশিন মেসামত করিতে  
পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেসামতের উৎকৃষ্ট  
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেসামতের জন্য পাঠান, অল্প সময়, সুলভে  
মেসামত হইবে।

১৫ টাকা অধিক মূল্যের অর্ডার একত্রে পাঠাইলে পোস্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাজ ৮০, জাপানী ৮০, জোনোফোন পিন ৮০ বাজ। পাইকারী  
দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড সন্স,

১, সি, বেকটিক স্ট্রীট, (মার্কেটাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

## বিজ্ঞাপন ।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়  
অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের  
মূল্য ১০৮/- একশত আট টাকা, এক ডজনের মূল্য ৯৥০  
সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য ২৥০ আড়াই টাকা  
ধারণ্য করা হইল । এক শিশির মূল্য ১- টাকা রহিল ।

কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট—কলিকাতা ।

## খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যাতিক বেদনানাশক মালিস

• • • • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা বহু দিনের পুরাতন হউক  
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে । কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে ।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্য কলপ্রদ । সঞ্চিত শোণিতকে অলৌকিক শর্শ্ববিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে । এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই । ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে । মূল্য এক শিশি ৮০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে । প্যাকিং ভিঃপিঃ নতুন ।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফের—গলসী, জেলা বর্ধমান ।

৪ নং উইনিয়ন্স লেন, কলিকাতা।



বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুল বিতরণ।

## কামশাস্ত্র।

বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু: কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে।

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অর্ধৈষ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেত্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিদ্রায় স্ত্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবক, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজবিনী করে। সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা।

## কাসাস্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও যেরূপ। ইহা বক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, বরফ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও ফুস-ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, বক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক যন্ত্রণ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার্য করিবে, তাহা দেখা বাহ্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

## হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মার। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১ টকা।

কবিরাজ যশিন্দর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, Trade &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।

New series.

নব পর্যায়।

Vol. XVI.

৩য় সংখ্যা।

MARCH, 1922.

মার্চ ১৯২২।

No. 3.

### The Businessman.

30 March 1922.

#### HOW TO SUCCEED IN LIFE.

Take the first step before you take the second.

First Lesson is the advantage of early training in some form of handicraft.

No man however rich, has enough money to waste in putting on dress. The richer a man gets the more careful he should be to keep his money and his head level.

Business, religion and pleasure of the right kind should be the only things in life for any man.

A big head and a big bank

account were never found together to the credit of any one, and never will be.

No young man is rich enough to smoke a rupee a day.

Next to knowing your own business, it is a good thing to know as much about your neighbour's as possible, especially if he is in the same line.

The best a man ever did should not be his standard for the rest of his life.

The successful men of to-day worked hard for what they got. The men of to-morrow will have to work harder for it.

The secret of all great undertaking is hard work—self reliance—responsibility.

The contemplative Hindoo is regarded as a dreamer who will never accomplish much in the world, but the man who takes time to raise himself above his fellow-men by reading and communing is wiser than he who looks upon contemplation as mere idleness.

"So busy in gaining a grain of salt he lost the salt vessel," says a Bengali proverb.

The man of grit carries in his very presence, a power which controls and commands.

"কাজের লোকের" সুদীপকের জন্য ১০ টাকা ডাকঘাটল পাঠান।

## A FEW BETTER THINGS.

Tact is better than talent.

Common sense better than circumstance.

Better to receive criticism than flattery.

Better to be a good failure than a bad success.

Better an approving conscience than an applauding world.

Better to overlook a wrong than to be suspicious of one.

Better a minute ahead of time than a second behind time.

Better to tell people of their virtues than of their faults.

Better to secure the confidence than the advantage of others.

Better to think of the blessings you have than of those you do not possess.

## SMALL INVENTIONS PAY BEST.

Something little, simple, and cheap—such as a hook-and-eye, a tooth-brush, or button—are the inventions that pay best," said an aged inventor.

The safety-pin and the steel pen are the two inventions which have conceded most. The first gross of steel pens sold for over £7, and the man who invented the safety-pin amassed a very large sum of money through his

ingenuity. The smaller and the cheaper an invention, the more chance it stands of being a money-maker.

## TWELVE RULES FOR A LONG LIFE.

Professor Laynard in his "Chart of Life," gives these twelve rules for those who desire to live a healthy and long life :—

1. Avoid every kind of excess, especially in eating and drinking.

2. Do not live to eat. Select those aliments most suitable for nourishing the body, and not those likely to impair it.

3. Look upon fresh air as your best friend. Inhale its life-giving oxygen as much as possible during the day, while at night sleep with the bedroom window open at the top for a space of at least four or five inches. Follow this out even in the depth of winter. It is one of the great secrets of long life.

4. Be clean both in mind and body. "Cleanliness is next to godliness." It is a fortification against disease.

5. Worry not, nor grieve. This advice may seem but cold philosophy and to be easier to give than to follow; nevertheless

I have known persons of a worrying disposition almost entirely break themselves of it by a simple effort of the will: Worry kills.

6. Learn to love work and hate indolence. The lazy man never becomes a centenarian.

7. Have a hobby. A man with a hobby will never die of senile decay. He has always something to occupy either mind or body; therefore they remain fresh and vigorous.

8. Take regular exercise in the open air; but avoid over-exertion.

9. Keep regular hours, and ensure sufficient sleep.

10. Beware of passion. Remember that every outbreak shortens life to a certain degree, while occasionally it is fatal.

11. Have an object in life. A man who has no purpose to live for, rarely lives long.

12. Seek a good partner in life, but not too early.

## HINTS ON ADVERTISING.

Advertising in India is still in its infancy, and were it not for the European houses which advertise extensively, India would still be in the dark ages of the art. As a consequence, advertising is very

cheap and people have no idea of the value of their property from an advertising standpoint.

Newspaper advertising here is perhaps as efficacious as in English-speaking countries, for though the papers do not circulate very widely, the number of their readers is very considerable. The limited circulation, again, makes the advertising rates cheap. House to house advertising is not only feasible but likely to bring good results.

An article as yet unknown, if properly advertised throughout India, will certainly catch on, provided, of course, the article has reasonable merits, for the Indians, like other people, will not continue to buy wholly on the strength of an advertisement.

### BE AN ALL-ROUND MAN.

If you are to mean something to the world besides a mere piece of machinery for turning out sovereigns or work in some particular narrow groove, you must see to it that, while you excel in your work you neglect nothing that will make you larger than that is.

Whether you are in business or in a profession, be a full-orbed man of affairs, not a mere tool to

do one particular thing. Whether you are an artist, a writer, a merchant, or a lawyer, be more than any of these. Let your education be so broad and thorough that, whether you paint pictures, write books, sell merchandise, make contracts, or cultivate land, you will make yourself felt in your community as an all-round man, of broad ideas and general culture.

Train yourself to fill your part in life, no matter what it may be, like a man. Train yourself to think quickly and to act promptly. This general training will not only help you in public affairs, and give you more influence in your community, but it will be invaluable to you in your business or profession. It will make friends for you, will extend your reputation, will make your life infinitely richer, fuller, better worth living, and, above all else, it will enhance your value to the world a thousand fold.

### HOW TO SAVE MONEY.

Do not tie yourself or your money up. Do not risk all your savings in any scheme, no matter how much it may promise. Do not invest your hard-earned money in anything without first making a thorough and searching investiga-

tion. Do not be misled by those who tell you that it is "now or never," and that if you wait, you are liable to lose the best thing that ever came to you. Make up your mind that if you lose your money, you will not lose your head, and that you will not invest anything until you thoroughly understand all about it.

There are plenty of good things waiting. If you miss one, there are hundreds of others. People will tell you that the opportunity will go by, and you will lose a great chance to make money if you do not act promptly. But take your time, and investigate. Make it a cast-iron rule never to invest in any enterprise until you have gone to the very bottom of it, and if it is not so sound that level-headed men will put money in it, do not touch it. The habit of investigating before you embark in any business will be a happiness-protector and an ambition-protector as well.

### MILL CLOTH.

BY M. K. G.

If handspun and handwoven khaddar, whether cotton, wool or silk is to be the order of the day, what is the place of mill cloth in

the national economy, is the question often asked. If millions of villagers could receive, understand and take up the message of the spinning wheel to-day, I know that there is no room for mill cloth, whether foreign or Indian, in our domestic economy and that the nation will be all the better for its entire disappearance.

This statement has nothing to do with machinery or with the propaganda for boycott of foreign cloth. It is purely and simply a question of the economic condition of the Indian masses.

But unless Providence comes to the rescue and miraculously and immediatly drives the masses to the spinning wheel as to a haven of refuge, the Indian mills must continue to supplement the khaddar manufacture for a few years to come at any rate. It is devoutly to be wished that a successful appeal could be made to the great mill-owners to regard the mill industry as a national trust and that they should realise its proper place. The millowners cannot wish to make money at the expense of the masses. They should on the contrary model their business in keeping with the national requirements and wipe

out the reproach that was justly levelled against them during the Bengal Partition agitation. Even now complaints continue to come from Calcutta and elsewhere that Indian mills are charging for their dhoties more than Manchester, although their dhoties are inferior to the Manchester. If the information is correct, it is highly unpatriotic and such a policy of grab is likely to damage both the cause and the country. At the moment when the country is going through the travail of a new birth, surely it is wicked to charge inordinate prices and thus not merely to stand aloof from the popular movement but actually to be callously indifferent to it.

The millowners might also, if they will take a larger view of the situation, understand appreciate and foster the 'khaddar' movement and study the wants of the people and suit their manufactures to the new needs of the country.

But whether they do so or not the country's march to freedom cannot be made to depend upon any corporation or groups of men. This is a mass manifestation. The masses are moving rapidly towards deliverance and they must move whether with the aid of organised capital or without. This must therefore

be a movement independent of capital and yet not antagonistic to it. Only if capital came to the aid of the masses, it would redound to the credit of the capitalists and hasten the advent of the happy day.

Nor was it otherwise before. India's history is not one of strained relations between capital and labour. The conception of four divisions is as religious as it is economic and political. And the condition has not been affected for the worse by the admixture of Islamic culture which is essentially religious and therefore beneficial to the poor. Islam seems to forbid the hoarding of capital as it literally forbids usury.

And even at the present moment it is not possible to say that capital is standing out. It was the modest capitalists who subscribed so liberally to the Tilak Swaraj Fund. But it has to be admitted with pain that the bulk of the millowners unfortunately stood out. Manufacture of piece goods is the largest industry in the country. It is time for it to make its choice. Will it make it or will it drift?—*Young India*.

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" যে শেষ হইতে চলিল, তৎপর নউন।



## COTTON.

The price of cotton • (fully good machine-gined Oomras) at Bombay on the 11th February 1922 was Rs 345 per candy for Ready goods. *Nominal*.

The imports of raw cotton by rail and sea (foreign and coastwise into Bombay during the week ending 4th February 1922 were 163,606 bales of 400 lbs. each bale againsts 82,029 and 116,553 bales in the\* corresponding periods of 1921 and 1920 respectively.

The estimated stock of raw cotton in Bombay on the 2nd February 1922 was 1,042,000 bales as against 1,001,000 bales at about the corresponding date of 1921.

## RICE.

The Rangoon spot price of special Straits rice on 10th February 1922 was Rs. 450-0 per 100 baskets of 75 pounds each, against Rs. 460-0 on the 3rd February 1922.

The estimated arrivals of paddy and rice expressed in cargo rice

• According to the final cotton forecast issued on the 21st February, 1921, the total production of cotton for 1920-21 is estimated at 3,559,000 bales (400 Rs. each) as against 5,796,000 bales, the revised estimate for 1919-20.

by rail and boat into Rangoon and Bassein from 1st January to 4th February, 1922 as compared with the corresponding period of previous year, were approximately as below :—

	1922	1921	
By rail.	By boat.	Total.	Total
Tons	Tons	Tons	Tons
Rangoon	53,600,	166,000,	219 600.
			182,800
Bassein	1300	2,200	3,500
			13,600

The total import of rice by all routes into Calcutta from 1st January to 4th February 1922 amounted to 64,779 tons as against 63,868 tons in the same period last year.

Rice entered for shipment to foreign ports from 1st January to 4th February 1922 at Rangoon amounted to 58,509 tons as against 56,197 tons for same period 1921 and at Calcutta 1700 tons same period as against 1,926 tons of last year.

The coastwise exports of rice Rangoon to all India excluding Burma provincial ports during the the week ending 4th February 1922 amounted to 579 tons which were consigned to Calcutta.

Commercial Advertiser.

## কাজের লোক।

১৯শে মার্চ ১৯২২

সমগ্র ভারতের অবস্থাটা আজ কাল বেশ বেগুণ হোঁচলে, বারদোলায় কনকরা-কল পৰ থেকে মহাশয়-জীব এবং কংগ্রেসের আদর্শে এক মুহুর্তেই সব ঠাণ্ডা—শিকড়ীং-নাট, সভা সমিতি নাট, মদেব মোকাদ্দম গুলুজার, আর চরকা নিয়ে রাস্তা ঘাটে ছোটোছোটো কেউ করে না।

“ভাল হলো শেষ ভালই ভাল” আর কে খাঙ কোন আন্দোলনই নাই। যে বার আপনার খান্নাতেই লেগে গেছে।

আর পুলিশের সার্কুলার লোরিতে করে বেরায় না, হাপ ছেড়ে বেঁচেছে। মাথা কাঠান দাতার শুতো, সিবিগ গার্ড আর নজরে পড়ে যা। ভালই।

হুকুকে যে জাতির উত্থান পতন—নিজা জাগরণ; তাদের মনের বল খুবই কম, নিজে-দের একটা যে স্বতা তাদের আছে, এ তারা নিজেরাই বধন ধোঁকে না, তখন তেঁদের লোকদিকে মাছুব করা দেবতারও অসাধ্য কাজ, দেশের নেতাদের কথা তোহুরের কথা।

কুলী মজুরদের মধ্যে যে একতা আজ দেখা যাচ্ছে, ওটা তাদের পেটের দ্বায়ে। আর তার বুকে পেরেছে যে, দেশের এত কাজ, কল কারখানা, রেল এসবই তাদের সাহায্য না পেলে কিছু হতেই পারে না। তারাও কল কারখানার মত শক্তি, তাই তারা আপনার বার্থ রক্ষা করবার জন্যে ধর্মবট প্রকৃতি কর্তে আশঙ্ক করছে। এ রাজনৈতিকের সঙ্গে জুড়ে দিবার চেষ্টা বুঝা, এ সব একেবারেই পেট-নৈতিক। উপযুক্ত বেহনত আনা পেলোই এরা থিকই ঠাণ্ডা থাকবে।

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের অন্তঃস্থ /• আনা ডাক্তারী গুল পাঠান।

এরা বখন এ দেশের কাজ কারবারের মধ্যে একটা শক্তিই বটে, তখন বদেলীই হটক আর বিদেলীই হটক, কারবারের মালিকদিকে এই প্রজীবীদের হাতে পড়তেই হবে, নইলে উপায় নাই। সুতরাং এখন আর এ দিনে তো চটালে চলবে না, এদের অভাব অভিযোগ তুলতে হবে, প্রতিকার কর্তেই হবে, নইলে ওরা যদি নিজেদের শক্তি বুঝে দৃঢ় হয়ে বসে থাকে, তা হলে দুনিয়া অচল হবারই কথা।

যেখানেই মানুষ বাঁচা সংখ্যা বেঁধে ঠিক থাকতে পারে, সেইখানেই মুক্তি, মূলধন নিষ্কল হয়েই পড়ে। ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি শিল্প এ সকলে যেমন মূলধন (Capital) আবৃত্তক, আবার তেমনই শ্রম (Labour) আবৃত্তক। এই শ্রমজীবির দল বেঁকে বসলে মূলধনীর অবস্থাই যে অচল পড়ায়, তা সকলেই ভুখু ভরতে কেন সমগ্র জগতেই দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং মূলধনের ও মজুরীর সামঞ্জস্য রেখে কাজ কারবার চালাতে হলে এ যুগে শ্রম জীবিকে আর উপেক্ষা করে চলবে না। তাকে তার মেহনৎজানা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা নিতেই হবে, নইলে সব অচল হয়ে পড়বে। অতএব তাতে শ্রমজীবিরও বিপদ আছে। খাটুনি না কোলে কি খেয়ে বাচে তারা। কিন্তু ক্যাপিটালের অসুবিধার তুলনায় তাদের অসুবিধার কম। কারণ মূলধন চূপ করে বসে থাকতে পারবে না। সেই জন্য উত্তর পক্ষের সামঞ্জস্যের দরকার, নইলেই খোর বিপদ। এই চোকা হুকীতে পৃথিবীর কাজ কর্ম জাহারনে যেতে পারে।

টাকার ভারে দেশ তো চেপুটে মরে বাবার অবস্থার দাঁড়িয়েছে—সব খাবার জিনিস, সামগ্রিক ব্যবহার্য জিনিসই অধি

মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—নতুন সংখার শাসনে টাকার ভারি টান টানির খপর পাঠকগণ নিজাই খপরের কাগজে পড়তেন। সেই টাকার জন্য এবার আর আশাবার সাধারণ কারও পরিচয় নাই। বেশলাই, লবণ, কাপড়, ডাক টিকিট, রেলের ভাড়া, আরও কতকির উপর মোটা গোছের শুদ্ধ বসিয়ে টাকা ফুলে “নেশন গড়বার” খোঁগাড়ে কর্তারা লেগে পড়েছেন। এরা নেশন না গড়েই ছাড়বেন না। কিন্তু নেশন যে করতাবেই অচল পড়ে যাবে, আর গড়বে কাকে?

গরীব প্রজাদের—যারা পর্বর্ষেটেকের না বাপ বলে চিরকাল ভান্ডো, তাদের থাকে না চেপে গর্বর্ষেটেব অনেক অবস্থা বড় কমিয়ে দিলে প্রজা—বাদিকে নিয়ে নেশন গড়বার চেষ্টা, তাদের মনে অসন্তোষ জেলে উঠতো না—শৈল বিহারের ব্যয় কমাও, মজুর মশরদের বেতন কমাও, আরও কত কি, সেগুলো কমিয়ে দাও, টাকার যেমন দরকার প্রজার জীবন রক্ষারও তেমন দরকার। আর নেশন গড়ার কাজ নাই—বাবা ছেড়ে দাও, কেঁবে বাঁচ।

উক্তি মধ্যে বেশলাই একটা হুপস দাঁড়িয়ে গেছে, আরও বাড়ছে। মুন, তেল, কাট, করলা সবই এরপর চড়ে উঠবে। তবে গরীব জলো বাঁচে কি করে? তার অন্তেই বেশব্যাপী অসন্তোষ বহু জলে উঠছে। এ আশ্রণ খাবুড় নিববে না—শান্তির জলেই নিববে—প্রজার করতার কমিয়ে দাও, কৃষি শিল্প বাণিজ্যের মূল্যের বন্ধোবন্ধ করে দাও—দেশের লোক পেটভরে হুচী খেতে পেলে আর চেষ্টাবে

কেন? কিন্তু এই আশ্রণের মতো সে কথা শুনে কে?

Reform যে ভাল বুঝতে চাচ্ছে, দেশের সাধারণ লোকের তা বেশিবার এপর্যন্ত তো কোন কারণও হয় নাই। এখন সুবিধে লোকে দেখাও, লোক বাড় পেতেই তা মেনে নেবে। অশান্তি তো এদেশের লোকে চায় না, কিন্তু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যদি অশান্তির সৃষ্টি করে, তাহলে তাই হয়ে পড়তে পারে। “বাদশী ভাবনা বড় মিছা ভবতি ভাদশী।” সারাদিন রাত অশান্তির কথা ভাবলে একদিন সতি সন্তোষের অশান্তি মুক্তিমান হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। সে মোহ কাদের?

অতি বড় হুমকিও যদি অপর শত্রুপক্ষের একটি শিক্তকে কোলে তুলে নিয়ে তার গণ-দেহ চূষন করে, তখনই শান্তির অন্ত খারার উত্তর পক্ষেই হিংসা ঘেব তুলে ঘের পরস্পর পরস্পরকে আশ্রিত করে চলে যায়, যেহেতু এত বড় শক্তি। এই সহজ রাস্তা তুলে যারের চোটে কারা খামার চেষ্টাটা কেমন? কেবল নিশ্রয় ভাবে কর তারে প্রজার প্রাণান্ত করে দেশের লোকের জ্বর কি শান্তিতে থাকতে পারে কখন?

**বালসুধা**

হৃদয়, শাণ ও চির রূপ বালককে  
সুস্থ ও শান্তি ও শান্তি  
পক্ষে “বালসুধা” ই একমাত্র  
সুখ ও শান্তি ও শান্তি  
সুখ ও শান্তি ও শান্তি  
সুখ ও শান্তি ও শান্তি  
সুখ ও শান্তি ও শান্তি

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” যে শেষ হইতে চলিল, তৎপর লোক।

পোর্টকালিসের কাছে যেতাম সেই বন্দ-  
কেন্দ্রের কাছে তিরত্বজনক। কোথায় আরও  
জেনে ছিলাম, যে ক্রমে আশ পূর্ণতার ও পোর্ট  
কালিস করে পরবর্তী প্রকার অশেষ  
কল্যাণ সাধন করবেন কিন্তু সংস্কার  
বাসনে পার্শ্বের দক্ষিণাভার, ভাটমাসুলের  
টিকেটের দাম, কোর্টের দাম সব ভয়ানক  
রকম বেড়ে উঠলো। অন্তর্মুখী ভাল  
পেদলকে রেজিস্ট্রী করবার বন্দোবস্ত হলো,  
জাফে যে কি—অসুবিধা হয়ে উঠলো,  
বাণিজ্য ব্যবসারের প্রসার বৃদ্ধির নানা-  
উপায়ের মধ্যে এত বাধা উপস্থিত হয়ে উঠল,  
যে বহু ব্যবসায় বাণিজ্য ভিঃপিঃ করবার ভয়ে  
কমে যেতেই বাধ্য হয়েছে। দেশের কাজ  
কীরূপ কমে গেলো কমন করে ভঃপিঃ প্রজা  
—যারা এখনই অনশনে রোগ শোকে ভব-  
নীলা সাজ করতে, তারা চারিদিকে এত কর  
দিতে গেলে তাদের শক্তি থাকতে পারে,  
এ কথা কেউ কি ভেবে দেখবার ও লোক  
নাই।

সকল দেশেই এখন মাথাওরালা লোক  
দৈনিক, কিন্তু হৃদয় ওরালা লোকেরই অভাব,  
সেই অভাবই সমগ্র জগতে আজ এত অশান্তি।

বিলাতের "রিভিউ অফ দি রিভিউ"  
সেই অভাব সেদিন লিখেছেন—"There has  
been too much heads and too  
little heart in the direction of the  
world's affairs". ঠিকই তাই।

## আমার উমেদারী।

—১০১—

যাট্টি ক্রিকেটসময়ে পাশ করে যেন হলো—  
আর ভাবনা নাই—একটা পক্ষী পার হয়ে  
বাওয়া গেল। পিতৃদেব বর্গারোহণ করেন—  
মাতা তাঁর আগুটে ইহলোক পরিত্যাগ করে  
ছিলেন—সুতরাং ২টি বিধবা ভগ্নী একটা  
বিধাতা একটা ভাতবধু, এই ৪টি অবলার  
ভরণ পোষণের ভার থাকে পড়লো। পিতা  
কত আশায় আমার শিক্ষার জন্য মায় ভিটেটী  
পর্ষত বন্ধক দিয়েছিলেন, নগদ অর্থের কো  
কথাই নাই। ২৪ বিধা যা আমারের জমি  
জায়গা, তারই কিছু বন্ধক দিয়ে, আমি  
কলকাতার চলে এলাম টাইপ রাইটীং  
শিক্ষিতে। ১১ মাস টাইপ রাইটীং শিখে  
মনে করলুম, গার ভাবনা নাই—একটা  
চাকরী কি আর পাব না? অন্ততঃ ৩০৪০০  
টাকা যদি উপার্জন কর্তে পারি, তবে  
আবার ভাবনা কি। এখন কোথায় বাই—  
চাকরীর জন্য, সেইটাই হলো আসল ভাবনার  
কথা।

সামান্য বা' সঙ্গে ছিল, একটা হোটেল  
খাওয়া খাকার বন্দোবস্ত করে দিন  
সকালে চোরলীতে "ডেটুম্যান" আফিসের  
দরজায় যে কাগজ টাঙ্গান আছে, তাই  
দেখে দরখাস্ত লিখতে আরম্ভ করলুম—  
কোথাও হতে কেহ অনুসন্ধানও করে না  
—কোন জবাবই পেলাম না—যেই  
বিপদ 'হোটেল বা' জমা দিয়ে ছিলাম,  
সব হুরিরে গেল—আর এক কপর্দক নাই।  
—কাপড় মরলা হয়ে গেছে, সে মরলা  
কাপড় পরে বেখানে বাই—কেউ চুকতে  
জার না। অনাহারে প্রাণ বাস, শিচাল-  
রহ ঝেলসের স্ট্রাটকরনে পড়েই রাত  
কাটাতো লাগলার মাঝে ২১০ পরমা

বা' ছিল, সেটা নিয়ে আর একদিনও কল-  
কাতার প্রাণা চলে না, কত মোকদ্দম  
কাছে হৃদয়ের কাছা কাছলেন, কেউ  
শোনেও না। অনাহারে হৃদয়কার  
কাতর। ঘরে ৪টি প্রাণী—আমার  
মুখ চেয়ে রসে আছে—মনে মনে—শিক্ষার  
উপর স্থণা হতে লাগলো—আমি যদি  
এর চেয়ে ছোটর মিথিরা বাত মিথিরা কাছ  
শিখতাম, তবে আজ আর অনাহারে, এক  
বজ্র চক্কর জলে বুক ভাসিয়ে জীবন কাটাতে  
হতো না। ভোর ছয়টার ডেটুম্যানের দ্বারে  
চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখতে বাওয়া  
বন্ধ নাই। অসংখ্য টাইপ রাইটারের  
বিজ্ঞাপন, কিন্তু দরখাস্ত করে একটারও  
জবাব আসে না। বাড়ী চলে যাবার  
জন্য দেশের এক বন্ধুকে আমার অবস্থা  
জানিয়ে লিখতে তিনি বাড়ী ফিরে বাবার  
এক বৎসিকিং পাঠিয়ে দিলেন। বাড়ী  
চলে গেলাম। সেখানে পরিবার বর্ষের  
হৃদিশার সীমা নাই। বড় বংলার ছেলে,  
হুগুনের সন্তান, এমন হৃদিশা যে অদৃষ্টে কখনও  
হতে পারবে, যথেষ্ট তা কলন্যও কর্তে পারি  
নাই। যখন স্থলে পড়তাম, তখন কত  
আশাই করতাম, এখন দেখি—সে সব  
মরিচীকা প্রায়। জগতের এই রহস্য ক্রমে  
জরজর হতে লাগলো। অভাবের তাড়নার  
বলে থাকবার যো কি—আবার ঋণ করে  
কলকাতার চলে এলাম, সেই সময় নন্-  
কো-অপারেশনের তুকানের সময়, লোকে  
এককালে ২৩ থানা করে খপরের কাগজ  
কিনে পড়তে, আমিও কাগজ বিক্রি কর্তে  
গেলে গেলাম। গুলেছিলাম, এক একজন  
খপরের কাগজবিক্রেতা দৈনিক ২৩  
টাকা পর্যন্তও রোজকার করে। কিন্তু  
সেটা অসম্ভব না হলো হৃদয়াক্ষকে  
আমার বৈদিক আট জানা—কুণ আবার



যেদী মেজকার হতো না, কোনরূপে কষ্টে ঘটে দিন ওজনান কোন দিন হতো—কোনদিন হতো না। বা' বাড়ী হতে এনে ছিলাম, তা দিয়ে বদেলী সাবান, ছবি ইত্যাদি কিনে ঘরে ঘরে বিক্রি করবার জন্ত ভাল বন্দ মকল জারগাতেই প্রাণপনে চেষ্টা করতাম, সে চেষ্টাতেও মকল হতে পাবলেন না। কারণ কলকাতার লোকে মুখে বত বদেলীরতা দেখান, বিলাতী সাবান, বিলাতী জবা নইলে অধিকাংশ লোকেই ব্যবহার করেন না। শেষে অর্ধ মূল্যে সেগুলি বিক্রি করে আবার দুর্ভাগ্য শেষ সীমার উপস্থিত হলেন। আবার অনাহার ব্রত—আবার হাহাকার।

একদিন ৬নং পার্কস্ট্রীট ঠিকানা দিয়ে ট্রেটসমানে একটা বিজ্ঞাপন বাহির হলো যে ভিন্নজন লোকের আবশ্যক। এমন সুন্দর আমার কমনীয় চেহারা, বিকৃত হয়ে গেছে। মরলা কাপড়, এক বস্ত্র—কেমন করে চাই। ট্রেটসমানে অধিকাংশ চাকরী খালীর বিজ্ঞাপনেপোর্টাকিস বাক্স নং মাত্র দেওয়া থাকে, কোন ঠিকানা থাকে না। দেশে চাকরীর এত উদ্দেশ্য, তারা যদি বিজ্ঞাপন দাতার নাম পেতো, তা হলে তাকে উদ্ধৃত করে ফেলতো। উপরে যে চাকরী খালীর কথা বল্লম, তাতে নাম ঠিকানা দেওয়া ছিল, তাই সেখানে ঘেরে একবার চেষ্টা করতেন। ইচ্ছা হলো। ফ্রুতপদে ঘেরে সেই অফিসের ঘরে উপস্থিত হলেন। সেটা একটা সাহেবের কাটা কাপড়ের দোকান, অফিসের ঘরে খুব কম হলেও অন্ততঃ ৪০।৪৫ জন উমেদার দরখাস্ত হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন বিয়ে, ২ জন এম্ এ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছন্ন পরে উপস্থিত, কেউ কেউ হাটু-কেটি পরেও গিরেছিলেন। আমার মলীন কাপড়,—কর্ষ প্রার্থীগণের হাতে গালা গালা সাটিককেট, এই

সেখেন আমার আশা নির্মূল হতে থাকী ছিল না। দারবানও আমাকে হুকুডেই দিলে না, আমি তার কাছেই বসলাম। পুরান দারবান কোড়ালাক্রান্ত হয়ে আমাকে ভিজেস করে, “বাবু এত লোক তোমরা কি জন্তে হজা করে এসেছ?”

আমি বল্লম, চাকরী খালী আছে, সেই জন্ত এসেছি। দারবান বল্লম বাবু! তোমরা কি দারবানী কর্কে, ওটা দারবানের দরকার ছিল, তাদের কাজ আমাদের কাপড়ের অনেক নমুনা বড় বড় খামের মধ্যে করে নিয়ে বড় বড় সাহেবদের বাড়ীতে দিয়ে আসবে। সেই জন্ত ওটা মাসুকের দরকার ছিল। কাল ঐ একজন নিযুক্ত হয়েছে, বেতন ১৮ টাকা। আর ২ জনের দরকার—তাও আজই বাহাল হবে। আশিতো অবাক হয়ে তার মুখ পানে কেবল ভাল ভাল করে তাকিয়ে রহিলুম। ইতাবসরে বি, এ, এম, এ বাবুরা বড়বাবুর কাছে দরখাস্ত দাখিল করে কটকের কাছে এলেন। সাহেব বাহিরে গিরে ছিলেন। বড় বাবু দরখাস্ত গুলি নিয়ে মজা দেখবার জন্যে রেখে গিরে ছিলেন। রহস্তটা ভেঙ্গে বলেনও নি। দরবারের কাছে বাবুরা কিরে আসতেই আমি সবস্ত্র রহস্ত তাঁ'নিকে ভেঙ্গে বলতেই তাঁরা তো চটে লাগ হয়ে উঠলেন এবং বড় বাবুকে দরখাস্ত ফিরিয়ে দিতে বলেন, কিন্তু তিনি তা দিলেন না—। বাবুরা বলেন আপনি আমাদের বাঙ্গালী—আপনি সব ভেনে শুনে আমাদের কাছে আসল রহস্তটা বলেন না কেন?

তিনি বলেন, এ আমার লোব দেবেন না। আপনারা মনে করতে পারতেন যে চাকরীগুলি হয়তো আমার খালা সবকীর জন্ত রেখে দিছি, মনে করে আরও রাগ করতেন। আমি সাহেবকে দরখাস্ত গুলি দেব, তিনি বা চর কর্কেন। সাহেবরা আমাদি'কে

যে এত ঘৃণা করে, এই উদ্দেশ্যের জন্তই বসন্ত নয়।” সকলেই কিরে এলেন। মনে মনে বড় ঘৃণা হলো, অনাহারেরই এসেছিলাম, ওয়েলিংটন হোয়ারের মিকট অজু'র দস্তুর লেন দিয়ে আস'চি, এমন সময় এক প্রৌড়া কীর সঙ্গে দেখা হলো। সে সেই গলীর, বাবু হিরালাল দস্তুর কি তাকে জিজ্ঞাসা কর্লুম, বাছা রাঁধবার বাসুন কার দরকার নাই কি? কি আমার মুখের পানে একবার তাকিয়ে বল্লম “তুমি রাঁধুনী বাসুন? আমাদের বাড়ীতে কাজ করবে? আমাদের পুরোনো বাসুন বাড়ী গেছে” আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে ৭ টাকা মাহিনার রাস্তার কাজে লেগে গেলাম, আজও সেই কাজই করি, আর কিছু হউক না হউক পেুটে ২টা খেয়ে বেঁচে রয়েছি। এটা কল্পিত ঘটনা নয়, আমি সেই কাজেই জল জ্যান্ত বেঁচে রয়েছি। কলকাতার মুকব্বী না থাকলে চাকরী হয়না, রাঁধুনীগিরিও জোটে না। কেরানীগিরি চাকরী তো আজও হয় নাই। দেশে সে মহাপ্রাণী ক'টির কথা পাঠকগণ আর নাই জিজ্ঞাসা করেন। এই তো চাকরীর অবস্থা। পিতার সমস্ত আমার শিক্ষার জন্যে গেছে, আমার সব আশা তরবা নিগিরে গেছে। কার্যকরী শিক্ষা না শিখে যে কত গর্হিত কাজই করে ফেলেছি, এখন তা বুঝছি, এখন শিক্ষার এ দেশের কোন উপকারই আর হতে পারে না। সাহেবরা উপহাস করে আজ কাল বলুতে ননকোঅপারেশন করগে, তোমাদের গাড়ী মকারাঙ্কের কাছে বাঙ। সে কথা তাঁরা বলতে পারে।

চাকরীর মোহ কাটাতে তো আমরা এখনও পারি নাই—দেশে অসংখ্য হিন্দুস্থানী অসংখ্য উড়ে, অসংখ্য মারোরাড়ী যে আজ বাঙ্গালার পরসার ধনী হয়ে উঠল, খালী জীবিকার মধুর আশায় তারা বুঝেছে বলেই আজ

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ফুলিবেন না।

সৌভাগ্যলব্ধী লাভে সর্ব্ব হইবে। আর চাকরীর বোঝালাই পক্ষে দেশের ভীষণে যুগু চরিত্রেছি, দেশের কৃষি নির জীবন ও সাঁওতালদের হাতে চলে গেছে, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আর তাই অন্নের হাহাকার। অসংখ্য মাটি কিউলেশন, বি, এ, এম, এ, বিখ-বিজ্ঞানের কারখানা হতে বেরিয়ে চাকরীর জন্যে ঘুরচে, চাকরী এত কোথায়? এখনও চোখ মুটবে কি?

এই যে বর্তমান শিক্ষা, এতেই সর্ব্বনাশ হইবে। অবশ্য লেখা পড়া শিক্ষা কর, কিন্তু কেউ যেন চাকরীতে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা করো না। এ শিক্ষার শিক্ষাভিত্তিক করে, বাবু করে দিতে পারে বটে—কিন্তু অন্নের কুখা নিবৃত্তি কর্তে পারে না। ব্যবসায়, শিল্প শিক্ষা করলে এত দুর্দশা হতো না। বাবা রাস্তার ফেরি করে বেড়ায়—পান বিক্রি করে, তাদের অবস্থা বিশ্ববিজ্ঞানের পাশ করা বাটের মড়াটির অপেক্ষা অনেক ভাল। বাঙ্গালীর চক্ষু কখন মুটবে?

(ভুক্তভোগী)

## বিলাতি কাপড়ের কলের সঙ্কট।

নমুনা-অপারেশনের ফলে বিলাতি বস্ত্রের কলে বিষম সঙ্কট উপস্থিত। আমরা বাহা দেখিতেছি, তাহাতে এমন বলা যায় না যে, ভারতের সর্ব্বত্রই বিদেশী বস্ত্রের বা বস্ত্রের হইয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে লোকে যে হাতের সুতার কাপড় বা খন্ডের পরিধান করিতেছে, তাহাতেই ল্যাক্সারারের কলগুলিকেই অনেককেই হরত দেউলিয়া কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা “সার্ভেট” হইতে বিদ্যমানতা উদ্ধৃত করিলাম।

## How Boycott Is Telling.

Mr. J. A. Ormerod, a well-known spinner and manufacturer at Blackburn told an “Evening Chronicle” representative that instead of the boycott in India being at an end it was worse than ever.

At the present time, he said, we had got cheap cotton which taking into consideration the exchange, was practically at pre-war price, and the grey cloth was cheap.

“Traders in India are not buying” he added, because the boycott is on India who is our chief customer, and Lancashire never makes money unless India is in the market.

“At the present moment, more than half the looms of Blackburn are idle, and that position will not be remedied until the Government get to the root cause of the unrest in India.

“Unless that trouble is speedily settled half, the Lancashire manufacturers will go into the Bankruptcy Court.”—“Manchester Evening News”

সার বর্ণ :-

মিঃ জে, এ, অর্মেরড, ব্রাকবরনের একজন প্রসিদ্ধ কলকার। তিনি “ইউনিয়ন ক্রমিকল” নামক সংবাদ পত্রের এতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, ভারতের বস্ত্র (বিদেশী

বস্ত্রের) শেষ না হইলে অবস্থা অতিশয় খারাপ হইবে।

বর্তমানে আমরা স্থূলত তুলা পাইতেছি, এবং এক্ষেত্রে প্রায় যুদ্ধের পূর্ব্বের মত থাকিলেও কোরা কাপড় খুব স্থূলতই হইয়াছে। কিন্তু ভারতের ব্যবসায়ীগণ ক্রয় করিতেছেন না। কারণ ভারতে বিলাতি বস্ত্র বর্জন বর্তমান। ভারতই আমাদের প্রধান ক্রেতা লাক্সারার বাজারে ভারতের ক্রেতা না পাইলে অর্থোপার্জন করিতে পারিবে না। এক্ষণে ব্রাকবরনের প্রায় আর্ডেকের উপর তাঁত নিষ্কল হইয়া বসিয়া আছে। গবর্ণমেন্ট অশান্তির কারণের মূলে পৌছিতে না পারিলে এই শোচনীয় অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি অবিলম্বে ভারতের অশান্তির একটা আশু নিষ্পত্তি না হয়, তাহা হইলে লাক্সারারের অনেক কলগুলিকেই দেউলিয়া কোর্টের আশ্রয় লইতে হইবে। যদি সন্ধ্যা দেশই বিলাতি কাপড় পরিত্যাগ করিত তাহা হইলে না জানি অবস্থা আরও কি হইয়া দাঁড়াইত। শুধু তাহাই নহে, সৌখীন কাপড়ের সহিত সৌখীন জুতা বধা—এসেল, সাবান, নানারকম জুতাও প্রচুর আবশ্যক হইত, দেশের হাতের সুতার বোনা কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলে বিদেশী আমদানী অনেক সৌখীনবিলাতী জুতার ও কাটাত সেহ পরিমাণেই যে কমিয়া বাইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ভারতেরও প্রচুর অর্থ বাটীয়া বাইবারই কথা। কারণ বিদেশীয় সভ্যতার অনুকরণে ভারতের আড়ম্বর শূন্য অধিবাসীগণ আবশ্যকীয় ব্যয় অপেক্ষা বিলাসিতার সর্ব্ব খোয়াইয়া বীনতা বৃদ্ধ করিতেছে। আড়ম্বর ও বিলাস শূন্য হইলেই আবার ভারতে লক্ষ্যী বৃদ্ধি হইবে। এ কথা বালকও বুঝিতে পারে।

“কালের লোক” সূচীপত্রের কল ১০: আমা ডাকবাস্তল পাঠান।

## বসন্তোৎসব।

সারা বিধে, আজি উথলে লহর, বন-রাণীর ওই অঙ্গনে,  
ধরে ফসরাঙ্গি রঙ্গিনী সাজ, মলয়ানিল রঙ্গনে।  
নীল আকাশে সোনার উষার—  
কোকিল, শ্রাবা প্রভাতী গায়,  
আসে ভ্রমর বঁধু, কুঞ্জে তাদের, লক্ষ পাখার গুঞ্জরি—  
হবে পুষ্প-বিধী রঙ্গলব্য, ফুটছে ফুলের মঞ্জরী।  
আজ বসন্তরাজ, আসছে সত্যম, রতিরাণী সঙ্গিনী,  
আছে রাসা পায়, নুপুর চুপি, রঙ্গরাজের রঙ্গিনী।  
হুঁ হুঁ দোহার হাত ধরি—  
তুইটী প্রাণ এক করি—  
ধীরে যাচ্ছে রঙ্গে, মোহন ভঙ্গে, রঙ্গ নুপুর সিজিয়া—  
বাবে পদ্মবনের, কুঞ্জ ঘরে ব্যস্ত নিশা বক্ষিরা।  
বনে মুকুতাপাতি, মতির ঝালর—প্রাণ-বঁধুয়া নন্দিয়া—  
নেয় দোরেল শ্রাবা, কোকিল গানে, মধুর তানে বক্ষিরা।  
শিখীর মোহন পুচ্ছবার—  
রঙ্গ রাজের আভি বার—  
ধরে পুষ্পধনু, সন্ধ্যানে বাণ, মোহন ছাঁচের ভঙ্গিরা—  
তাতে ফুলের রাণী, অঙ্কে বসি, মন্থে তার রঙ্গিরা।  
মিলি বন-রাণীর, ওই নন্দিনীরা, নীল গগনের ফুলবনে—  
ধরি শ্রামল সজ্জা, হাতমুখর, ব্যস্ত মধুর নর্তনে—  
মদন সেনার সন্ধ্যানে—  
বীধবে প্রেমের বন্ধনে;  
এত উৎসবে আজ, মত্তধরা, প্রতিমা যার মুগ্ধরী  
তাতে বিশ্বপ্রাণে, ফুটলো হাসি—মুগ্ধরী আজ চিগরী।  
তার প্রজাপতির, পাখায় চড়ি, বসন্তের ফুল ফোটায়,  
দিয়ে গন্ধ বহে, অর্ধপাক, দিগদিগন্তে শ্রাণ ছুটায়;  
আছানো ধার মত্ত অলি,  
নবীন কুঞ্জে করবে কেলি—  
আর সঙ্গে আসে, দোয়েল কোকিল—বসন্তে হুর-হুর করে—  
সুখে পাগিয়া গায়, চাঁদনি রাতে—ইহু নীল অধরে।  
ওই ঋতুরাজের, আছানো আজ, সারা বিশ্ব উদ্মনা  
তাই মস্ত-ভাবে, গাইছে তারা, মন্থধরি বন্ধনা;  
হিয়ার মুহুর স্পন্দনে,  
রঙ্গমঞ্জরী—নিকণে,  
মোর চিত্ত আজি, উদ্বেলিত, ফুটছে যেন মন, বোলার—  
বুঝি বন-রাণীর, ওই রঙ্গিনী সাজ—বিশ্বপতির প্রাণ ভুলায়।

গোপাল।

## Business talk.

## কাজের কথা।

বিজ্ঞাপন রহস্য।

আধুনিক ব্যবসায় বাণিজ্যের জীবন হচ্ছে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলে ব্যবসারে কৃতকার্য হতে পারা যায় না। বহুদিন এই বিজ্ঞাপন নিয়ে জীবনের মধ্য যুগটা কাটিয়ে ছিলার। সে সময় কেন, আজও একটা বিলাতি ফার্মের বিজ্ঞাপনের ডাইরেক্টর হয়ে আছি। সেইজন্য এ সম্বন্ধে “কাজের লোকের” প্রিয় পাঠকগণকে আমার বহুদর্শিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই—জরুরী উপকারও হতে পারে।

আমেরিকার বিজ্ঞাপনের কপি প্রস্তুত করার জন্য লোক আছে, বড় বড় তাদের থাকিস, প্রচুর তাদের আয়। তাদের বিজ্ঞাপন লেখা পড়লেই ক্রেতা না কিনেই হির থাকতে পারে না। সেই জন্য তাদের এই বিজ্ঞাপনের অসংখ্য গ্রন্থ, মাসিক পত্রাদি আছে, পড়ে ছিলার। এ প্রবন্ধে সে সকল পুস্তকাদির পরামর্শ ও লেখার নমুনা ক্রমে ক্রমে দেওয়া হবে। ব্যবসায়ী রাজেরই সে সকল জানবার শেখবার অপরিহার্য উপকরণ। “কাজের লোকের” পাঠকগণ ১৫ বৎসরের “কাজের লোকের” শিল্প শিক্ষা, জিনিস প্রস্তুতের বহু বিষয় পেরেছেন, এখন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কিছু বলবার ইচ্ছা আছে। যদি এ প্রবন্ধ সাধারণের আবশ্যকীয় বলে বিবেচনা না হয়, অথবা ভাল না লাগে, আমাদেরিগকে লিখিলেই বন্ধ করে দিতে পারি। সেইজন্য আমার অনুরোধ, এ প্রবন্ধ পড়ে আপনার মতবা সম্পাদকের নিকট জানাবেন। অনেক কিনিম পেরেছেন, মোকাম

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সাজিয়ে এসে আছেন। কিন্তু আপনার যে একটা কারবার আছে, তাতে যে তিনি আপনার বিক্রি করেন, তার নাম, তার ব্যবহার, হয়, তার সুবিধা এসকল লোককে না জানালে লোকে কেমন করে আপনার ব্যবসার কথা জানবে? সুতরাং ব্যবসা, কারবার, জানানর জন্য কিছু কর্তে হবে। সেই কিছু করাতার নাম “বিজ্ঞাপন” অর্থাৎ বিশেষ রূপে জানান।

তুচ্ছ সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া বা কতকগুলো ছাণ্ডবিল বিলি করারই নাম যে বিজ্ঞাপন, তার কিছু মানে নাই, ঢাক বাজারে, মুখে চেঁচিয়ে, চোল সহরং করেও লোককে জানাতে পারেন—তারও নাম বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন না হুলু আজকাল কিছুই চলে না। তা তুমি উকিল হও, ডাক্তার হও, চাণ্ডালা, কাটওয়াল, বাকওয়াল বাই তোমার কারবার হোক, লোককে জানিয়ে তা’ বেচু’তেই হবে, সুতরাং তাতে বিজ্ঞাপন-প্রথা চালাতেই হবে।

তাই এই বিজ্ঞাপনের রহস্য শিখা দিবার জন্য নানা পুস্তক, মাসিক পত্র, বিলাত ও আমেরিকা হতে বর্ষাক্ষর হয়ে থাকে। এদেশে আগে এই বিজ্ঞাপন প্রথা মোটেই ছিল না, পাশ্চাত্য জাতির ব্যবসা বাণিজ্যের সংস্রবে এসে অনেকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করতেন বটে। কিন্তু আগে লোকে দোকান সাজিয়ে রাস্তার প্রত্যেক লোকের মুখপানে তাকিয়ে সমস্ত দিনে সান্নাধ্য উপার্জন চলে যেতো। এখনও এমন ব্যবসাদারের সংখ্যা বড় কম নয়। তারা কিছুতেই বিজ্ঞাপন দিতে চায় না।

বিজ্ঞাপন দিলে যে কিছু হয়, এটার আমারও বিশ্বাস ছিল না মোটেই। কিন্তু একদিন একটা ঘটনা হয়ে বুঝলাম, বিজ্ঞাপন দেওয়ার কারবারের উন্নতিই হয়ে থাকে। একদিন একটা ঘটনার এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে গেল।

বিজ্ঞাপনে যে বিশেষ কিছু লাভ হয় সে ধারণা আমারও খুব কম ছিল, তথাপি ধানকতক টুকরা কাগজে একটা তিনিসের বিজ্ঞাপন লিখে এক একটা খামে পুরে গালা শীল করে ২১০টা রাস্তার নানান স্থানে ফুটপাথের উপর ফেলে রেখে আসলাম, তার ভিতরে ইহাও লেখা ছিল যে যে কেউ আমার নিকট এই এনভেলপ নিয়ে আসবে, তিনি আমার দ্রব্য কিনলে তার সহিত একটা সম্ভাব-জনক দ্রব্য তাঁর আমার নিকট আসতে যে শ্রম ও সময় নষ্ট হয়েছে, তার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ উপহার দেব। ৪৫ দিনের মধ্যেই সমস্ত এনভেলপ গুলি আমার হাতে এসেছিল। ঐরূপে কেলিয়ে দিয়ে এসে ছিলাম, ২০টা এনভেলপ। দ্রব্যও বিক্রয় করে ছিলাম, আর ২০ খানি স্বন্দর ব্রুটি প্যাড উপহার দিয়েছিলাম এই উপায়টা সম্পূর্ণ অভিনব উপায়, ইতিপূর্বে আর কখনও কেহ এমন করে নাই। এনভেলপ গুলি গালা শীল করা, লোকে মনে করেছিল কেহ বা রেজট্রী কর্তে বাবার সময় কালে গিয়েছে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিছু আছে, এখনও ধারণা হয়েছিল। তার পর বিজ্ঞাপনটা পড়ে উপহারের আশার সকলেই সমস্ত এনভেলপ গুলি ফেরৎ ও এনেছিল। ইহাতে আমি কি বুঝেছিলাম? যে Originality বা মৌলিকত্ব বিজ্ঞাপনের অতি আবশ্যকীয় উপকরণ।

আরও বুঝলাম, যে কোন বিজ্ঞাপনই বুঝা যায় না—একটা চিরকুটের লেখাও লোকে পড়ে। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনও পড়ে, টেলিগ্রাফ পোষ্টের গায়ে বাড়ী ভাড়া, মেসের মেসর আবশ্যক, ঔষধের বিজ্ঞাপনও পড়ে। তার উপর যদি একটু মৌলিকত্ব থাকে, তবে তো কথাই নাই।

বিজ্ঞাপন দুইরকমের আছে, এক জীবন্ত বিজ্ঞাপন—আর এক মরা বিজ্ঞাপন—প্রাণ

হীন, তার আকর্ষণীয় শক্তি নাই। বিজ্ঞাপনে আকর্ষণীয় শক্তি ও জীবন বান কতে না পারলে কেবল টাকার খাঁড় হয়, সে বিজ্ঞাপন ক্রেত ধরতে পারে না। এদেশের কারনে যে সকল খাম খেরালে বিজ্ঞাপনের ম্যানেজার আছেন তাঁদের বিজ্ঞাপনের আদৌ যে অভিজ্ঞতা আছে বলে আমার বিশ্বাস নাই, কলিকাতার মধ্যে আমাদের বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর ২১০ জন মাত্র লোককে দেখেছিলাম, তাঁদের এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বেশ মৌলিকত্ব ছিল।

সুতরাং এখন কথা হচ্ছে যে, বিজ্ঞাপনের যদি প্রাণবান করবার মত বুদ্ধি না থাকে, যদি মৌলিকত্ব দেখাবার উপায় না জানা থাকে, তা’হলে সে কারণে যদি বিজ্ঞাপন ফলপ্রসূ Paying না হয়, সে দোষ সংবাদ পত্রেরও নয়, আর ব্যবসায়ীর অনৃষ্টেও নয়। সে দোষটুকু তথাকথিত বিজ্ঞাপনের ম্যানেজারের। আমেরিকায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এক একজন দক্ষ ম্যানেজার একমাত্র বিজ্ঞাপনের মৌলিকত্বের গবেষণাতেই নিরুজ্জ্বল কাজ করে, তাকে সহস্র টাকা বেতন দিয়াও ব্যবসায়ী নিজেকে লাভবান মনে করেন। এদেশের দেশীয় ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ঐকিঞ্চই প্রাণহীন। সংবাদ পত্রের একস্থানে পড়ে আছে, তার পরিবর্তনও নাই, Attractivenessও নাই, এমনি সব ছাপাখানা যে ছাপা উঠেও না। বিজ্ঞাপনদাতাগণও দেখেন না—সে বিজ্ঞাপনের আর কি কাজ হতে পারে ব্যবসায়ীগণ নিজেরাই চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। কেমন করে বিজ্ঞাপনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিতে হয়, তা আগামী বারে বুঝাবার চেষ্টা করবো।

Manager,

Universal Advertising Agency.

আর কেমন? পৃথক “কাজের লোক” যে শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



## বাঙ্গালাদেশের আর ব্যয়।

বর্তমানবর্ষে ৭৬ লক্ষ কাঁজিল খরচ।

আগামীবর্ষে ১ কোটি ২০ লক্ষ কাঁজিল খরচ।

সেদিন বলীয় ব্যবস্থাপক স্তায় এক অবশেষণ হইয়াছিল। সেট স্তায় রাজস্ব সচিব মিঃ কার বর্তমান বর্ষের আর ব্যয়ের এক হিসাব উপস্থাপ্ত করিয়াছিলেন। গত মার্চমাসে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশের আর ১০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা হইবে।

আর এক মাস পরেই সরকারী বৎসর শেষ হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই বৎসর আর হইবে ৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। সুতরাং আর ৭৬ লক্ষ টাকা কম হইবে।

শায় কবিল কেন, তাহার কারণ নিয়ে প্রশ্ন করিয়া হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে এইরূপ অনুমান করা গিয়াছিল যে, ষ্ট্যাম্প হইতে আর হইবে

২ কোটি ৮৭ লক্ষ

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর হইবে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ। অর্থাৎ ২২ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে।

এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে আন-কারীর আর হইবে

২ কোটি ৫ লক্ষ

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর হইবে ১ কোটি ৮২ লক্ষ অর্থাৎ ২৩ লক্ষ টাকা কম।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের অন্ততা ও ননকো-অপারেশন আন্দোলনের জগুই আর কম হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট আরব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য আর অনেক কম করিয়াছেন।

গত মার্চ মাসে ইহা অনুমান করা হইয়াছিল যে বর্তমান বর্ষে ১২,৫৯১,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু আর কম হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় কমানিয়াছেন

সুতরাং বর্তমান বর্ষে ১১,৯১,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

বর্তমান বর্ষে আর ৯ কোটি ৭১ লক্ষ

ব্যয় ১১ কোটি ৯১ লক্ষ

সুতরাং আর অপেক্ষা ব্যয় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসরের আর ব্যয়।

আগামী এপ্রিল হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে, সেই বৎসর ৯,০৩,১৬,০০০ টাকা আর ও ১০,২২,৪৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং আর অপেক্ষা

ব্যয় ১,১৯,২৯, ৯০০ টাকা বেশী হইবে। সুতরাং গবর্ণমেন্ট বাধ্য হইয়া ষ্ট্যাম্প, কোট কি, বৃদ্ধি করিতে ও থিয়েটার বারোকেপ ও

বোড় দোড়ের উপর ট্যাক্স বসাইতে প্রস্তাব করিয়াছেন। ঐ মাইনট্রয় পাশ হইলে

তবে ১১ কোটি টাকা আর বৃদ্ধি হইবে এবং ব্যয়

নির্ধারিত করিয়া গবর্ণমেন্ট প্রায় ৪০।৫০ লক্ষ টাকা হাতে রাখিতে পারিবেন। এতদ্বারা

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া শিল্পের উন্নতি বিধান করা সম্ভব হইবে, এইরূপই ধারণা।

নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে মামলার সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং কোর্ট কি ও

প্র্যাক্সের আর কমিয়াছে। ইহা খুব আনন্দের বিষয়।

মাতালের সংখ্যা কমিয়াছে, সুতরাং আবগারীর আর হ্রাস হইয়াছে, ইহাও অতি-

শয় আনন্দের বিষয়। এইবার সুখের উপর হুঃখের বোঝাটা দেখুন।

ননকো অপারেশন আন্দোলনের জন্য দেশে যে অশান্তি হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য পুলিশ ও জেল বাড়াইতে

হইতেছে, সুতরাং ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, এইটা হুঃখের বোঝা—এটি বইতে হবে।

বাঙ্গাল দেশ হইতে ৩০ কোটি টাকা আর হয়। ভারত গবর্ণমেন্ট তাহার ২০

কোটি টাকা গ্রহণ করেন, বাঙ্গাল দেশের

ব্যয় নির্বাহার্থ কেবল ১০ কোটি টাকা থাকে। ভারত গবর্ণমেন্ট বাঙ্গাল দেশকে

অতিশয় শোষণ করিতেছেন। এই শোষণ বন্ধ করিতে না পারিলে বাঙ্গালার

অবস্থা কখনও ভাল করা যাইবে না। এই শাসন যদি বন্ধ করা না যায়, ট্যাক্স স্থাপন

অনিবার্য। শোষণ বন্ধ করিবার জন্য আমাদের বেরূপ আন্দোলন করা উচিত,

তাহা করা হইতেছে না। আর করিলেই বা শোনে কে?

অনেকে বলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক স্তায় নিকট স্থিতির আশা নাই। আমরা সুখে

বসি জীতি ও একতার কথা বলি না কেন, রাজ্য বোঝাই পাক্কাব ও যুক্তপ্রদেশ বাঙ্গাল

দেশকে ভাল বাসেন না। সুতরাং ভারতীয় ব্যবস্থাপক স্তা বাঙ্গালাদেশকে তাহার ভাষা

প্রাণা প্রদান করিবেন না।

## নূতন আমলে ব্যয় বৃদ্ধি।

বাবু তড়িৎভূষণ রায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত-

নের পর বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ও আমলা বিভাগের বার্ষিক

ব্যয় কত বেশী হইয়াছে? তদন্তের রাজস্ব সচিব মিঃ কার বলিয়াছেন:—

বিচার বিভাগ।

(১) ১৯২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ভারত গবর্ণমেন্ট সিবিল সার্জিসের বিদেশ-

বাসী কর্মচারীদেরকে বিদেশগতদের বৃত্তি মঞ্জুর করেন,

তদন্ত ৪৪৫০ টাকা

(২) ১৯২১ সালের ১৫ আগষ্ট ভারত গবর্ণমেন্ট সিবিল সার্জিসের কর্মচারীদেরকে

মুজা বিনিময়ে তাহারের বে কতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে আদেশ করেন, তদন্ত ৪০,০০০ টাকা।

আপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে সুলিভেন না।

(৩) ১৯২১ সালের এই যে ভারত গবর্ণ-  
মেন্ট কতিপয় ব্যক্তিকে বিশেষ নির্দিষ্ট  
তালিকাভুক্ত করেন, তাহাদের বর্ধিত বেতন  
৮৫০০০ টাকা  
মোট ১,২২,৪৫০ টাকা দিতে হইয়াছে।

শাসন বিভাগ।

(১) ১৯২১ সালের ১২ই জুলাই  
তারিখের নির্ধারণ অনুসারে সবডেপুটিদের  
বেতন বৃদ্ধি বাবদে ৪ লক্ষ টাকা।

(২) ১৯২০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী  
ভারতগবর্ণমেন্ট সিভিল সার্কিসের বিদেশাগত  
কর্মচারীদের বিদেশাগত বৃত্তি মঞ্জুর করেন,  
তজ্জত

৮৬৯০ টাকা

(৩) ১৯২১ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখ  
ভারত গবর্ণমেন্ট সিভিল সার্কিসের কর্মচারী-  
দিগের মুদ্রা বিনিময়ে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা  
পূরণ করিতে আদেশ করেন, তজ্জত

২০০০০ টাকা

(৪) ১৯২১ সালের এই যে ভারত গবর্ণ-  
মেন্টের আদেশানুযায়ী কতিপয় ব্যক্তিকে  
নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত করা হয়, তাহাদের  
বর্ধিত বেতনের অঙ্ক

৮০৪০০ টাকা

মোট ৫,৮৩,৬৯০ টাকা দিতে হইয়াছে।

পুলিস বিভাগ।

(১) ১৯২১ সালের ১০ই জুনের নির্ধারণ  
অনুসারে কলিকাতা পুলিসের উচ্চতর  
সবডিভিউ কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি অঙ্ক

১,১১,০০ টাকা

(২) ১৯২০ সালের ৩১এ জানুয়ারী  
ভারত গবর্ণমেন্ট ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টদের  
বেতন বৃদ্ধি করিতে আদেশ করেন, তজ্জত

৭০,০০০ টাকা

(৩) ১৯২১ সালের ২৬এ মের নির্ধারণ  
সারে বঙ্গীয় পুলিস ইন্সপেক্টরদের বেতন  
বৃদ্ধি অঙ্ক

২,৮২,৭৮৮ টাকা

(৪) ১৯২১ সালের ১৭ অক্টোবরের  
নির্ধারণ অনুসারে চট্টগ্রাম পার্শ্বতীয় অঞ্চলের  
পুলিসের বেতন বৃদ্ধি অঙ্ক

৫৫০০০ টাকা

(৫) ১৯২১ সালের ২৬এ জুলাই ভারত  
গবর্ণমেন্ট ইম্পিরিয়েল পুলিস সার্কিসের  
বিদেশাগত বৃত্তি প্রদান করিতে আদেশ করেন  
তজ্জত

৩১০০০ টাকা

(৭) ১৯২১ সালের ১৬ই আগস্ট ভারত  
গবর্ণমেন্ট মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষতিপূরণ করিতে  
আদেশ করেন, তজ্জত

১০,০০০ টাকা

মোট ৫,৮৩,৭৮৮ টাকা দিতে হইয়াছে।

আমলাদের বেতন।

আমলাদের বেতন বৃদ্ধি করিবার বার্ষিক  
৩১ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। ভারত গবর্ণ-  
মেন্ট এখনও উহা মঞ্জুর করেন নাই।

নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্তনের পর কেবল  
আমলাদের বেতন বৃদ্ধি জন্য বার্ষিক ৩১ লক্ষ  
টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইবে।

অন্যান্য ব্যয় নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত-  
নের পূর্বেই মঞ্জুর হইয়াছিল।

পাঠকগণ দেশের আয় ব্যয়টা দেখলেন  
তো? বেশ। হুঃখ “কাজের লোকের”  
অনেক খানি জাঃগা গেল।

## এইবার ভারত গবর্ণমেন্টের আয় ব্যয় দেখুন।

১৯২১—২২ সালে

আয় ১০৮ কোটি

ব্যয় ১৪২৫ কোটি

কাজিল খরচ ৩৪ কোটি

১৯২২—২৩ সালের

আয়ের বরাদ্দ ১১০৪ কোটি

ব্যয়ের বরাদ্দ ১৪২১ কোটি

কাজিল খরচ ৩৫ কোটি

গবর্ণমেন্ট রেলওয়ের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া  
৬ কোটি

ডাক মাসুল বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ৬০ লক্ষ

বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল বৃদ্ধি করিয়া ১৫ কোটি  
২০ লক্ষ

ইনকম ও সুপার ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া ২ কোটি  
২৫ লক্ষ

লবণের মাসুল বৃদ্ধি করিয়া ৪ কোটি ৩০ লক্ষ  
মোট ২৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ

করিতে পারিবেন, এইরূপ আশা করা  
হইয়াছে।

যদি ঐ টাকা আদায় হয়, তবে আগামী  
বৎসর ১৩৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা আয় ও  
ব্যয় ১৪২ কোটি ২৫ লক্ষ হইবে। ট্যাক্স  
বৃদ্ধি করা হইলেও তবু ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা  
কাজিল খরচ হইবে।

ডাক মাসুল বৃদ্ধি।

এক পরসার পোষ্ট কার্ডের দাম দুই পরসার  
হইবে।

দুই পরসার ও তিন পরসার চিঠির মাসুল  
উঠাইয়া দিয়া চিঠির মাসুল এক আনা করা  
হইবে।

লবণের মাসুল বৃদ্ধি।

লবণের মাসুল মণ প্রতি ১১০ টাকার  
পরিবর্তে ২১০ টাকা হইবে।

বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল বৃদ্ধি।

যে সকল দ্রব্যের মাসুল শতকরা ১১ ছিল,  
তাহা ১৫ হইবে।

বিদেশী কাপড়ের মাসুল মূল্যের শতকরা  
আরও ৪ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ১৫ টাকা করা  
হইবে।

দেশী কাপড় ট্যাক্স ১০ টাকার পরিবর্তে  
৭৪ টাকা করা হইবে।

চিনির ট্যাক্স শত করা ২৫ টাকা বৃদ্ধি  
হইবে। কেরোসিনের ট্যাক্স প্রতি সেরে এক

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের অঙ্ক /০ আনা ডাকমাসুল পাঠান।

আনা বৃদ্ধি করিয়া দশ পরশা করিতে হইবে। দেশী কেরোসিনের উপর প্রতি ৫ সেরে এক আনা ট্যাক্স বসান হইয়াছে। দিয়াশিলাই একগ্রোস বাক্সের উপর ১৪০ টাকা করা হইবে। ছাপাখানার বস্ত্র তৈয়ারির মাসুল মূল্যের উপর শতকরা ২০ টাকা হইবে।

মেশিনারীর ট্যাক্স মূল্যের উপর শতকরা ১৫ টাকা হইবে। লোহার ও ইম্পাতের জ্বায়ের মাসুল মূল্যের উপর শতকরা ১০ হইবে।

মশলার মাসুল মূল্যের উপর শতকরা ১৫ টাকা হইবে। ছুই কাঁচি, কাগজ, কাচের জবা, বাতি সাবান ছাতার ট্যাক্স মূল্যের উপর শতকরা ১৫ হইবে। মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেল, ঘড়ি, বাস্ত্র যন্ত্র সোণা রূপার জবা, রেশমী বস্ত্র, খেলনার ট্যাক্স মূল্যের উপর শতকরা ৩০ হইবে।

তাহা হইলে মানুষের দৈনিক বাহা কিছু দরকার, সমস্তেরই উপর টাক্স বসিল, ধনী দরিদ্র সকলকেই এই করভার বহন করিতে হইবে। বিলাস জ্বায়ের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু লবণ কেরোসিন তৈল পোষ্ট কার্ড প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করাতে সমস্ত দেশে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে।

সৈনিক বায়ই ভারতের সর্বনাশ করিল। যে দেশের মোট আয় ১১০ কোটি, তাহার সৈনিক বায় ৬২ কোটি ১৮ লক্ষ। এই বায় কমাতে না পারিলে ভাবতবর্ষের অবস্থা অতি শোচনীয় হইবে।

## মহাত্মাজী বন্দী ও দণ্ডিত।

মহাত্মা করমচারি গান্ধী এত দিন পরে বন্দী হলেন, তার প্রতি রাজকোঠের মামলা রুজু করা হয়েছিল।

বন্দী যে যখন তখনই তিনি হতে পাবেন, তা তাঁর অবদিত ছিল না। তাই তিনি দেশের লোককে উপদেশ দিয়া গেছেন, আমার গ্রেপ্তারের দেশ যেন উত্তেজিত না হয়, বরাবরই যেন অহিংস ব্রত পালন করে, সবই নীরবে সহ্য করে—যেন বারমেলি এবং দিল্লীর কংগ্রেস নির্দিষ্ট পথে চলে দেশের কাজ করে যায়। দেশ সেই আদেশ এবং উপদেশ মতই চলেছে, কোথাও কোন উত্তেজনার সংবাদ শোনা যায় না। মহাত্মাজী আরও বলেছেন যে, একজন নেতার অভাবে যেন সব ঘুমিয়ে না পড়ে, দেশকে বোধ সকলেরই নিজের নিজের উপলক্ষের সামগ্রী, প্রত্যেকেরই নিজের কর্তব্য নিয়ে স্থির করে নিয়ে চলতে হবে। ঐ সেই কর্তব্য জানেরই কথা।

বিচারে মহাত্মা নিজেই সব দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন—তাঁর প্রতি ৬ বৎসর বিনা-পরিশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। দেশ প্রাণের মধ্যে খুব বাধা পেয়েছে—কিন্তু সব ক্ষম, নীরব। তাঁর আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন কতে—আজ আত্মবল্লী বন্ধপরিষ্কার।

## ভারতসচিবের পদত্যাগ।

ভারত সচিব মিঃ মন্টেগু সাহেব মন্ত্রিসভাতে ইস্তফা দিয়েছেন, তখনই নাকি লর্ডরিডিংএরও কর্মত্যাগ অবশ্যস্বার্থী। বিলেতের লোকের ধারণা, ভারতের অশান্তি দমনের যথাযোগ্য কঠোরতা হচ্ছে না, এর চেয়েও কঠোর নীতি আবশ্যিক। ভারতবাসীর স্বাধীন অধিকারের

পছা ধরে দেখলে হতো না? কঠোর শাসনে কি জ্বরে শান্তি স্থাপিত হতে পারবে? মেহ, সুবিচার, ভারতবাসীর প্রকৃত হিতের যে তোমাদের বাসনা আছে বলচো, সেইটা কাজে দেখালেই দেশটা ঠাণ্ডা হতে পারতো বোধ হয়। ইংরাজের জায় বিচারের উপর বিশ্বাস করেই ভারত এতকাল ঠাণ্ডাই ছিল, এখনও আবার সেইরূপ মহামুগ্ধ ব্যঙ্গক ভাব দেখলে কেন শান্তি ফিরে আসতো না? সে কথা শোনে কে?

জ্যেষ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় এবং আবও অস্বাভাবিক নেতাগণ কেহ কেহ অল্পখেকে কাতর। কোটা কোটা লোক, ভারতের, কল্পন দশের দেশের কথা ভাবে? ভারত জ্ঞানীয় এতগুলি সুসজ্জন কারাগারে—কে জানে ভগবানের লীলা কোথায় সাঙ্গ হয়ে?

## মহামুগ্ধ।

মহামুগ্ধতা তিতব থেকেই জন্মায়, কাহারও উপদেশে অনুরোধে মহামুগ্ধ আসে না। মানুষ হবার জন্ত সত্য ব্রহ্মা দ্বাপর যুগ হতে কত দেবতা ঋষি মুনি, উপদেশ দিয়ে আসছেন, কে মানব! তুমি প্রকৃত মানুষ হও, নির্মল চরিত্রবান হও, আপনার জনকে আপনার দেশকে, আপনার দেশের মাতাকে আপনার ধর্মকে ভাল বাসতে শেখ, তার জন্ত জীবন পণ কর, কৈ আমরা তা কর্তে শিখলাম কৈ? আমরা আপনার দেশকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে, যেমন করে আপনার ভাবতে হয়, তা ভাবতে একজনও শিখেছি কৈ। সত্য যুগের দেবতা ও মুনি

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

ব্যবস্থা, সংস্কারকরণ চতে আধুনিক যুগের জ্ঞাতা কেঁবা অনেক জনেরই উপদেশ শুনে আসলাম, কিন্তু মানুষ হতে পারলাম কৈ? তা'হলেই কথা হচ্ছে, কারো মনুষ্যত্ব যে ভাগে, সেটা আপনা হতেই তাদের হৃদয়ে ভাগে কারো উপরোধ অমুরোধে মনুষ্যত্ব আসে না। সেট সঙ্গ এটাও ভুলে চলে না যে উপদেশটার উপদেশ এইরূপ হৃদয় প্রস্তুত হবার কতকটা সাহায্য করে বটে। কিন্তু হৃদয়ের বল না থাকলে সে উপদেশ হৃদয় অনেকদিন ধরে রাখতে পারে না, স্থানান বৈরাগ্যের মত ক্ষণেকের জন্তই হৃদয় তা ধারণ করেও কর্তে পারে, কিন্তু রাখতে পারে না, পিচলে যায়। মনুষ্যত্ব একটা কর্তব্য জ্ঞান আছে, নিজের ভালমন্দ বিচার করেই নিজের কর্তব্য ঠিক করে নেয়, সেই ভিত্তিতে সে মানুষ—পশু হইতে তার এই পার্থক্য।

তা হলে যে মানুষের বতটুকু কর্তব্যজ্ঞান সে মানুষ ততটুকুই মনুষ্যত্বান। এই কর্তব্য জ্ঞান মনুষ্যত্বেরই নামান্তর। কর্তব্য জ্ঞানের অভাবেই মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য থাকে না। যে দেশের লোকের এই কর্তব্য জ্ঞানের বতটুকু অভাব, সেই দেশের মনুষ্যত্ব জ্ঞান ও সেই পরিমানেই অল্প।

মনুষ্যত্ব বাদের আছে, তাঁদের হৃদয়ে সংকীর্ণতা থাকে না, প্রশস্ত হৃদয়ে তারা আপনার হৃদয়ে পরের দুঃখ সমান অনুভব কর্তে পারে—কাতর হয়, তার জন্ত চক্ষের জল ফেলে—হিংসা ঘেঁষে ভুলে যায়—কোটা কোটা প্রাণীর সুখ-দুঃখতার জন্ত সে আপনার জীবন পণ করে, প্রতিকারের জন্ত ধন ঐর্ষ্য সবই ছাড় করে, সে পরের বিপদ বেধে নিতান্ত পথের দর্শকের মত দু চখে দেখেই চলে যায় না। ঘটনার কথা ভাবে—প্রতিকারের প্রয়াসী হয়, সেই লোক গুলোর মনুষ্যত্ব তাদের ভিতর গন্ধিরে টেঁকে বৃদ্ধি হতে হবে। সেই লোক গুলোর

বারা মানুষের—জগতের কিছু উপকার হতে পারে—আর হয় ও তাই। এই মনুষ্যত্ব নিয়ে সাধনা কর্তে হয়, পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ করানোর মত মুখে শুধু কপড়ে গেলে চতুর্দর্শ ফলের কোন ফলই যেমন লাভ করা যায় না, সাধনার অভাবে যেমন কেবল সময় নষ্ট হয়, আর জন্মানের পিতৃপাতাদি জনিত বিবিধ শারীরিক উপসর্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ শুধু উপদেশ আউড়ে গেলে চলবে না, তা আপনার হৃদয়ে সাধনা কর্তে হবে, ঠিকই আমি যে মানুষ, আমার ভিতরে সবই আছে, আমাকে সেট ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে, তবেই মানুষ হতে পারবো, তবেই চতুর্দর্শ ফল লাভ হতে পারবো। ২ পায়ে হাঁট, হাতে তুলে খাও, কথা কইতে পার, ভোগ বিলাসে মত্ত, নিজের স্বার্থ ভাল বোঝ—এই গুলিতে মানুষ হয় না। কারণ পশুরও ভাষা আছে, সে তোমাপেকা আরও জুটো বেশী—চার পায়ে হাটে, নিজের স্বার্থ সেও কম বোঝে না।

তারও হিংসা ঘেঁষ, শোক হঃখ আছে, ক্রোধ, প্রতিশোধের বাসনা আছে—নাই কেবল বিবেক—কর্তব্যাকর্তব্যের জ্ঞান। তাই বেচারী পশু নামে বাচা হয়েছে। কিন্তু যে আমরা মানুষ, সেই আমাদের ভেতর পশুত্বের কোন গুণ না আছে? তোমার আমার কর্তব্য জ্ঞান কতটুকু, তার হিসাব নিকাশ কখনও করেছি কি? চলে বাচ্চি একরকমে—ঠিক মানুষ বারা, তারা দেখলেই বলে দেবে, এরা মানুষের আকারে ঘোরে ফেরে, খায় শোয় বটে, কিন্তু মানুষ ঠিক নয়। কিন্তু সাধনার মানুষ হওয়া যায়, সে সাধনা কিসের সাধনা—নিজের কর্তব্য জ্ঞানের। ধর্মই হউক, দেশাধ্যবোধই হোক, পরিবার-বর্ধের, পিতা মাতার প্রতি, দাস দাসীর প্রতিই হউক, নিজের কর্তব্য কতটুকু এই বৃদ্ধি

মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ কর্তে পারে। এই মনুষ্যত্ব লাভ হলেই হৃদয়ে দেবতার পবিত্র সিংহাসন সংস্থাপিত হয়, তখন তার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, সেট যে হৃদয়ের বিমল ভাণ, তট্ট মরজগতে স্বর্গ—হে দীমান! পার যদি এই সাধনার লাগিয়া যাও—সিদ্ধ হও।

পরলোকে

## বিহারী লাল সরকার ।

“বঙ্গবাসী” পত্রের সম্পাদক বিহারীলাল সরকারের ১৫ই ফাল্গুন ১৩২৮ সোমবার বাবাগোস্বামীর কানী প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। বাঙ্গাল সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়া বিহারী বাবু তাঁহার সমস্ত জীবন ঐ কার্যে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৩ সালে সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন মেট্রোপলিটান কলেজে কাষ্ট আর্টস পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে আর তাঁহার উচ্চশিক্ষা লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। জীবিকা অর্জনের জন্ত বাহির হইয়া প্রথমে কিছুদিন তিনি কলিকাতা প্রেস নানক একটি ছাপাখানার প্রভুরিভারী করিয়াছিলেন এবং নিজের কাৰ্যাদক্ষতাগুণে সেই ছাপাখানার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে “প্রভাতী” নামক একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র বাহির হইল। বর্তমান বহুমতীং শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদক ও বিহারীবাবু সহকারী সম্পাদক হইলেন। কিছুদিন পরে প্রভাতী উঠিয়া গেলে বিহারী বাবু বঙ্গবাসী কাৰ্যালয় হইতে প্রকাশিত “দৈনিক” নামক পত্রের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরে ক্রমে ক্রমে বঙ্গবাসী সম্পাদকের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ধীরূপ দক্ষতার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, সে কথা বলা বোধ হয় নিম্নয়োজন। বহুমতী তাঁহার

পুত্রাতন “কাজের লোক” পেশ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



সবকে বাহা লিখিয়াছেন, যে কেহ তাহার সম্পর্কে আসিয়াছেন, তিনিই উহা পরিচয় পাইয়াছেন—“বনুমতী” লিখিয়াছেন, “তাহার যে কবিত্বনোচিত স্বদয় ছিল, সেজন্ত তিনি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। অমন কপটাত্মতা নালকের মত খোলা প্রাণ বুঝি আর দেখিব না। সরকার তাঁহাকে আর সাহেব উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কারণ বিহারী লাল উৎফুল্ল হন নাই অথবা সে সম্মান উপেক্ষার চক্ষেও দেখেন নাই। বাস্তবিক তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মসম্মানের জন্য কখনও ব্যস্ত ছিলেন না।” মৃত্যুকালে বিহারী বাবুর ৬৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ভগবান তাহার শোকসন্তপ্ত পত্নী ও এক মাত্র পুত্রের এই দারুণ শোকে সান্ত্বনা প্রদান করণ, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

## HOUSE-HOLD INFORMATIONS

Cramp in the leg :—is generally result of acidity and yields to a dose of Soda.

দেশী দন্ত মঞ্জুন।

নিম্নপাতা চূর্ণ, তাহারে জলের জুড়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পড়া দাঁতের গোড়ায় মর্দন করিলে দাঁত শক্ত হইবে এবং যন্ত্রণা দূর হয়।

(মোহিম বাবুর মুষ্টি যোগ)

২।

শুট, হরিতকী, মুখা, খয়ের, কর্পূর, গোল মরিচ, লবণ, দারুচিনি শুপারি ভস্ম, প্রত্যেকটা সমভাগে এবং ফুলঝড়ি চূর্ণ এই সর্বসমষ্টির সমান পরিমাণ দিয়া হামান দিত্তার উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া হস্ত বস্ত্র দ্বারা হাঁকিয়া

লইতে হইবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট দস্তমঞ্জুন। ইহা দ্বারা দস্তমূল দৃঢ় হয়, মুখের হৃর্গন্ধ বিদূরিত হয়, তবে তত সৌখিন হইবে না বটে, কাজের জিনিস হইবে।

## Cottage Industries.

### গার্হস্থ্য-শিল্প।

#### HOW TO MAKE STICKING PLASTER.

Ingredients :—

Benzoin	1 oz.
Rectified Spirit	1 oz.
Isinglass	1 oz.
Hot water	1/2 Pint.
Turpentine	4 oz.
Tinct. Benzoin	6 oz.

Mode :—Dessolve the Isinglass in the spirit and strain it again in a sepearte vessel ; Dessolve Issinglass in the water and strain it. Mix the two, and let them cool. Brush the jelly so formed ten or twelve times over black silk streched smooth, having it to dry between each application. When this process is finished, dry the silk thoroughly and brush it over with a solution of Turpentine and tincture of benzoin. Sticking plaster is used for sores to cover.

#### HAIR DYES.

##### BLACK.

Sulphate of Iron	10 gr.
Glycerine	10 oz.
Water	1 1/2 oz.

The hair must be thoroughly

washed by this and brushed daily for 3 days. Then following should be applied by one small tooth comb, but it should not be allowed to touch the skin, if other preparation has done so, as a temporary stain would result.

2. Gallic acid	4 gr.
Tannic acid	4 gr.
Water	1 1/2 oz.

After the first application of No 2, the hair should be allowed to dry and then be brushed. Subsequently both formulæ may be used once daily at interval of an hour or so, untill a black colour is produced. The above is original and non-injurious.

## Medical.

### বাইরোকেমিক নোট্‌স

বা

প্রেস্‌প্রাইবাক্স

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক—ডাক্তার অল্‌কুলচন্দ্র বিশ্বাস।

হড়া (হুগলী)

—:—

Arthritis—আর্থ্রাইটিস্ (গাউট বাত) একে চলিত ভাষায় কথায় গাউট বলে—Gout) এর আরো একটা নাম আছে—তবে সে নামটি তত চলিত ভাষাতেও জেনে রাখা বরকার। তাকে বলে পোডোগ্রা (Podagra)।

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” যে শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

গাউটকে পেটে বাত বলে—আর এই রকম সব ঠিক লক্ষণ না থাকলেও—পেটে বাত আমরা এখানে মাঝে মাঝে দেখতে পাট। অনেক বিজ্ঞ বড় বড় চিকিৎসক বলেন—যে ঠিক আরখাইটীস বা গাউট এ রোগের রোগ নয়। এ টি—বিলাতি রোগ—সাহেবদেরই বেশী হয়ে থাকে। ছেলেদের এ রোগ হয় না। বয়স্ক লোকদেরই—এ রোগ হয়। বীরা বড়লোক—পরসাগুলা লোক—ভোগ বিলাসে সমগ কাটান—কোনও রকম পরিশ্রম না করেন, সর্বদা বসে বসে আদৌর আফ্রাদে কাটান—তাদেরই এ রোগ বেশী হয়, পরিশ্রমী গরীব লোকদের প্রায়ই এ রোগ হয় না।

বীরা কোনও রকম পরিশ্রম করেন না অথচ উত্তেজক পাত্ত, মাংস, চর্কি প্রভৃতির ভয়েসী খাবার—রাজভোগ খাওয়া—মদ ইত্যাদি সর্বদা ব্যবহার করেন—অথচ কুড়ের রাজা বল্লভ বেশী বলা হয় না, —তঁরাই এ রোগে বেশী ভাগ আক্রান্ত হন। মোট কথা—বসে বসে রাজভোগ খেয়ে শরীরের ভার বৃদ্ধি করা—এ রোগের প্রধান কারণ।

হাত পায়ের সব ছোট ছোট গাঁঠিটের ভিতর পূরকৃত সব কারণে ইউরেট অফ সোডা নামক এক রকম জিনিষ জমে। এট ইউরেট অফ সোডা জমার লক্ষণট সন্ধিতে বেদনা হয়—কোলে—এমন কি প্রদাহের লক্ষণও দেখা দেয়। সন্ধির ভিতরে আর তার চারিদিকে চা-খড়ির মত একরকম জমাট বাঁধা জিনিষ জমে। এই চা-খড়ির মত জিনিষটাকেই ইউরেট অফ সোডা বলে। কোনও কোনও রোগীতে এত বেশী ইউরেট অফ সোডা জমে ও জমাট বাঁধে যে, সন্ধির হাড় সকল জুড়ে যায়—অকর্ণণ্য হয়ে যায়, চল-চলু করার কষ্ট পর্বাস্ত

থাকে না। আবার যখন এই ইউরেট অফ সোডা সন্ধির সাইনোভিয়াল-স্বেদ্রেশন এবং কাটিলেজ এর মধ্যে জমাট বাঁধে, তখন ঐ সব গাঁঠিটের মধ্যে কড় কড় শব্দ হয়। হাত দিয়ে টিপলে শক্ত পাথর কুঁচার মত বোধ হয়। এট ইউরেট অফ সোডা সে কেবল গাঁঠিটের ভিতরই জমে—তা নয়। কখনও কখনও কোনও কোনও টিও ও চর্মে পর্যন্ত এট সোডা জমাতে দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

## প্রতিশোধ।

—ঃঃ—

অনেক দিনের কথা। কার্ঘ্যোপলক্ষে বগুড়া যাঁতে হঠাৎছিল। পাহাড়ের ওপরে ঠিক টেশনের কাছেই ছিল আমার বাসা। সেদিন শরীরটা কেমন যেন একটু খাবাপ বোধ হইতেছিল; চা খেলে শরীরটা একটু ভাল হইতে পারে ভাবিয়া, বেয়ানাকে চা তৈরী করিতে বলিয়া টেনিশনের মেমো-রেশ্বার থানা নিরে একটু পড়িবার চেই করিতে লাগিলাম। কিন্তু পড়তেও মনঃ-সংযোগ হইল না—তখন চা পান করিয়া গ্রামের মোড়লকে সঙ্গে লইয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রেলওয়ে টেশনের কাছেই একটা সমতল মাঠের ভিতর আছে একটুক একটুক হাটিতেছি। এখানে আমি কোন দিনই আসি নি; কাজেই এখানকার সবই আমার কাছে নূতন। বৃদ্ধ মোড়লকে একথা সেকথা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ছিলাম—সেও বখাসাখা আমার কোতুলক চরিতার্থ করিতে ছিল। হাটিতে হাটিতে আমরা সমতল ভূমির আর এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি—সমুখে দেখিতে পাইলাম, প্রকাণ্ড একটা আশ্রয়স্থলের নীচে ইটকে নির্মিত একখানি

গৃহের ভগ্নাবশেষ। হানটী অতি সুন্দর। একটা শাটীন আশ্রয় বৃক্ষ শতবাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। এতবড় আশ্রয়স্থল সচরা-চর বড় একটা চোখে পড়ে না। তাহারই নীচে ইটক নির্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ বিস্তারমান। গৃহটাব চতুর্দিকে নানাবিধ পার্কীতা লতাশ্রম্ম দেখিয়া বিহ্বল। এমন হীন প্রান্তরে কে এট গৃহটী নির্মাণ করিয়াছিল—জানিবার জন্য বতাই মনে একটা প্রশ্ন কোতুলক হইল। বাড়ীটাকে আরও পরিষ্কার ভাবে দেখিবার জন্য ওইদিকেই একটু দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলাম। মোড়ল একটু পিছাইয়া পড়িল। সামনে আসিয়া বৃষ্টিতে পারিলাম—ওটা একটা প্রকাণ্ড বাগলার ভগ্নাবশেষ। পাশেই দুটা সমাধি ভবন। আর গার গার সংলগ্ন। তাহাতে বখারীতি মূর্তের নাম ধাম ও মূর্তার তারিখ খোদিত রহিয়াছে। আমি সমাধির নিকটে অগ্রসর হইলাম।

“সাবু—ওদিকে যাবেন না”—পিছন করিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ মোড়ল আমাকে ডাকিতেছে। আমি দাঁড়াইলাম। মোড়ল সমুখে আসিয়া আমাকে যেন অপেক্ষাকৃত অল্পকৃত্ত স্বরে বলিল—“চলুন ফিরে যাই, এখানে বেশীকণ থাকবেন না” বৃদ্ধের ভয়-বিজড়িত কণার ভঙ্গীতে আমার কোতুলক আরো বর্ধিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—“কেন?”

বৃদ্ধ বলিল—“ফিরে চলুন, যেতে যেতে সব বলব’খন।” মোড়লের সঙ্গে ফিরিলাম। মনে মনে ভাবিলাম—নিশ্চয়ই সমাধি ও ভয় বাগলার সঙ্গে কোন গভীর রহস্য জড়িত আছে।

বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিল—সে আশ্রয় অনেক দিনের কথা। বৃত্ত ব্রহ্মকিন্দ বখন রাজকাব্য উপলক্ষে এখানে বসান হয়ে

আর কেন? প্রসার্তন “কাজের লোক” যে শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আসেন—তখন তিনি যুবক—অবিবাহিত। প্রথম যৌবনের ধর্ম—আত্মশক্তিতে অসীম বিশ্বাস—যুবক ব্রহ্মকিন্ডেরও আত্মশক্তিতে পূর্ণ মাত্রার বিশ্বাস ছিল। তার স্বাস্থ্যও ছিল অটুট, আর মনটা ছিল সদাষ্ট কুর্জিতে ভরা, কিন্তু মানুষের কতক গুলি গুণ যখন সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন তাই একগুয়েমীতে পরিণত হয়। যুবক ব্রহ্মকিন্ডের পক্ষেও হট্টয়াছিল তাই। আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাস একগুয়েমীতে পরিণত হট্টয়াছিল। যাক সে কথা।

“তিনি এখানে এসেই তার বাজলা তৈরী করবার জন্ত ওই আরগাটিকেই পছন্দ করেছিলেন। দেখছেন ভো—আরগাটী কেমন সুন্দর? যদিও জনমানব শূন্য হয়ে থাকে, সাহেবদের বাংলা তৈরী করবার উপযুক্ত স্থান মনে হয় না। আপনাদের মত বাজালীরা এমন নির্দ্বন্দ্ব, নিঃশঙ্ক স্থানে কখনো একাকী বাস কর্তে পারেন না।”

“সাহেব এখানে এসে অবধি কিছুদিন তাঁবুতে বাস করছিলেন কিন্তু বেশীদিন তাঁবুতে বাস করা তার পছন্দ হলো না। বাসের জন্ত একটা সুন্দর বাজলা না হলে চলে না।

সাহেব তাঁর সহকারীকে সংকল্পের কথা বলেন। সহকারী একজন দেশী বৃদ্ধ।

তাঁর পাশেই এক মুসলমান পীরের কবর। সাহেব সহকারীকে বলিলেন—“কুলী মজুরের চেষ্টা দেখুন। ওই কবরটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে; বাজলা ঠিক ওখানটাতেই তৈরী কর্তে হবে। আজই যেন একাজটা সেরে ফেলা হয়। হুকুম দিয়েই সাহেব কাজে বেড়িয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সাহেব কিংবে এসে দেখলেন—তখনও কাজ কিছুই হয় নি—যেমন কবর তেঁয়িই রয়েছে।

সাহেব সহকারীকে কারণ জিজ্ঞাসা

করিয়া জানিলেন—কয়েকজন মজুরকে কাজে নিযুক্ত করা হট্টয়াছিল—কিন্তু কার্যক্ষমে আসিয়া সকলেই কিরিয়া গিয়াছে।

সাহেব ক্রুদ্ধবশে জিজ্ঞাসা করিলেন!—সহকারী বলিল—“এটা নাকি একজন মুসলমান সাধুর কবর। স্থানীয় লোকেরা ওই কবরটাকে খুব পবিত্র বলে ভক্তি করে। তারা যেন একটি টুক কপাও স্থানচ্যুত কর্তে রাজী নয়।

কিছুতেই আর মজুর পাওয়া গেল না। সাহেবের সংকল্প আরও দৃঢ় হইল। “নেটিবের কবর, তার আবার পবিত্রতা! যেমন করেই হউক, কবর ভেঙ্গে বাজলা তৈরী কর্তে হবে।”

বাবা তখন গায়েব মোড়ল। সাহেব তাঁকে ডেকে তার অভিপ্রায়ের কথা বলেন। উদ্বেগ—পিতার সাহায্যে মজুর পাওয়া যায় কিনা।

বাবা সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে বলেন—“সাহেব অমন কাজ করবেন না। এ অতি পবিত্র স্থান। এ স্থানের অবমাননা করলে আপনাকে মহাবিপদে পড়তে হবে।”

পিতা সেলান করিয়া উঠিয়া আসিলেন। ছোট লোক মজুর পাওয়া গেল। সাহেব বেশী পরস্রা কবুল করিয়া অল্প গ্রাম হট্টতে লোক আনাটিলেন। টাকার জন্ত তারা সব কর্তে পারে। টাকার কাছে ধর্ম তাঁদের। কাজ শুরু হট্টয়া গেল। সাহেব ভাবিয়া ছিলেন, গ্রামবাসীরা বাধা দেবে; সেজন্য তিনি প্রস্তুত হয়েও ছিলেন কিন্তু কার্যতঃ গ্রামবাসীদের পক্ষ হতে কোন গোলমাল হলো না।

কবরের ওপর এই সুবৃক্ষ বাজলা তৈরী হলো। বাজলার মধ্যে সব চেয়ে বড় সুসজ্জিত কোঠাটা তার শয়ন কক্ষ নির্ধারিত করলেন। কোঠার একদিকে একটি বহুশালা প্রাঙ্গণ

কোট স্থাপন করলেন। কোঠাটী ঠিক বেধানে কবরটা ছিল, তারই ওপর স্থাপিত হলো। সাহেব ঠেকা করেই একাজটা করেছিলেন কিনা জানি না।

রাত্রিতে প্রাঙ্গণ কোটে শয়ন করে সাহেব খুব আরাম অনুভব করলেন। রাত্রি গভীর; জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই, হঠাৎ অসুস্থ ব্রহ্মকিন্ড রক্তবাসে শয্যার উপর উঠে বসলেন—কে যেন লৌহ পীতল হস্তে তার গলাটা চেপে ধরেছে। অতি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করে সাহেব, চোক মেলে দেখলেন—জ্যোৎস্না প্রাবৃত কক্ষতলে এক ভীষণ মূর্তি। আবক্ষলিপিত তত্ত্ব দাড়ী, মস্তকে সবুজ রংএর একটা পাগড়ী বাধা, তত্ত্ব পোষাকে সমগ্র দেহ আবৃত। মুখে এক মস্ত পূর্ণ ক্রুদ্ধ কঠোর ভাব।

ব্রহ্মকিন্ডের অসীম সাহস—ভয় কাকে জ্বল তিনি জানেন না—ছায়ামূর্তিকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহেব চীৎকার করে চাকরকে ডাকলেন। শায়নের ঘরের বারান্দার এক কুঠরীতে চাকর ঘুমেয়েছিল, সাহেবের ডাকে দৌড়ে উঠে আসল। সাহেব তাকে আত্মপূর্কিক সব ঘটনা বলেন। তত্নে তত্ত্ব করে সন্তোষবাগালা খুঁজে কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না। বলা বাহুল্য, সে রাত্রিতে সাহেবের আর ঘুম হলো না।

“পরদিন পুনরায় সাহেব আমার বাবাকে ডেকে সমস্ত ঘটনা বলে সাবধান করে দিলেন, —গ্রামবাসীরা যদি কের আমার সঙ্গে এমন চাতুরী করে, তবে আমি তার উপযুক্ত সাজা দেবো। তুমি সবাইকে সাবধান করে দেন।

সাহেবের ধারণা হয়েছিল—গ্রামবাসীরা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। পিতা সাহেবের কথাই সম্মতি হুচক দাড় নেড়ে চলে গেলেন।”

“পরদিন রাত্রিতে ওইবার সময় সাহেব

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ডলিবেন না।

তারা রিভলভার বালিশের নীচে রেখে গত রাত্রির কথা ভাবতে লাগলেন—

“আজ যদি কেউ আমার নিজার বাঘাত করে, তবে নিশ্চয়ই গুলি করবো।”

ঠাঁই ঘুমের ঘোরে সাহেব চোঁচিয়ে ওঠলেন—গলদেয়ে আবার সেই কঠিন শীতল স্পর্শ। রক্তবাসে সাহেব হাতড়ে হাতড়ে পিস্তল বের করে ছায়া মূর্তি লক্ষ্য করে গুলি ছাড়লেন—গলদেয়ের হস্তমুষ্টি শিথিল—ছায়া মূর্তিও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ হইয়া গেল।

সাহেব শব্দ্য হতে লাকিয়ে পড়লেন—গুলি লক্ষ্যকে আছড় করেছে নিশ্চয়। কিন্তু কই—? কেউ তো কোথাও নেই। পালিয়ে গেলেও রক্তের চিহ্ন দেখা যেতো—কিন্তু এক কোটা রক্তও কোথায় নেই কেন?

প্রতি রাত্রিরই এইরূপ হতে লাগলো। ঘুমিয়ে পড়লেই গলদেয়ে কঠিন শীতল সূতার স্পর্শ। চোক মেলে চাইলেই সেই কঠোর, ভীষণ ছায়া মূর্তি। রোজ রাত্রিরই গুলি চলতে লাগলো—কিন্তু উপদ্রবের শাস্তি হলো না।

সাহেব আর রাত্রিতে ঘুমতে পারতেন না। মনের মধ্যে অহরহই সেই ভীষণ মূর্তি আগছিল। চিন্তার আবেগে পাগলের মত হয়ে ওঠলেন। চিন্তার হাত এড়ানোর জন্যে অনবরত সোডা, হটকি চলতে লাগলো।—তাহাতে কল আরো খারাপ হলো। হটকির অতিরিক্ত উত্তেজনায় অনিদ্রা একেবারে চেপে বসলো। ক্রমে স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হতে আরম্ভ হলো।

সহকারী একদিন বলিল—আপনি ছুটির আবেদন করুন, আপনার স্বাস্থ্য একরকম খারাপ হয়ে গেছে।

সাহেব বললেন—“কিছুতেই নয়, আমি এ রকম ভেদ না কবে ছাড়ছি নে।”

একদিন তাহার এক বৃদ্ধ বন্ধু এসে উপস্থিত হলো। সেও তারি মত শক্তি শালী। অহ, সবল ব্রহ্মকিঙ্ক বন্ধুর আগমনে খুব উৎফুল্ল, তার করমর্দন করে বললেন—এসেছ, ভালই হয়েছে, আমার চিঠিতে তো বটনা জানতে পেরেছ—দেখা যাক, হুজনে মিলে এর কিনারা করতে পারি কি না।

হুজনেই ভট তরা রিভলভার নিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে শয্যার উপর শুইয়ে পড়লেন। হুজনেরই একটু তরঙ্গ এয়েছে—

হঠাৎ মবাগত বন্ধুটি একটা গোঁগানীর শব্দ শুনে শব্দ্য ছেড়ে লাকিয়ে উঠলো—। বা দেখলে ভাতে তার গানের রক্ত যেন জমে বাবার উপক্রম হলো—

“এক ভীষণ ছায়া মূর্তি। আরকলম্বিত শুভ্র বাড়ী; মাথার সবুজ বর্ণের পাগড়ী, শুভ্র বসনে সর্দার আবৃত। ব্রহ্মকিঙ্কের বৃকের ওপর বসে গলা চেপে ধরেছে—

ছারী ছায়ামূর্তিও মস্তক লক্ষ্য করে রিভলভারটা ধরেছে, ঠিক এর সময়ে ছায়া মূর্তি তাকে অগ্রসর হতে দেখেই যেন ব্রহ্মকিঙ্ককে চেড়ে একটু সরে দাঁড়ালে—

ব্রহ্মকিঙ্কও তখন যেন পানিকটা অবসর ভাবে রিভলভারটা নিয়ে নিজের পকেট নীচে পড়েই ছায়া মূর্তি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন। বৃগপৎ আরেকটা শব্দও শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই দুটা বিকট চীৎকার। তারপর সব নীরব। চাকর ও পাড়ার ডাক্তার ছুটে গিয়ে দেখে—ব্রহ্মকিঙ্ক ও তার বন্ধুটির প্রাণ-হীন রক্তাক্ত দেহ নিম্পক ভাবে মেঝেতে পড়ে আছে। ধরময় রক্ত। হুজনেই হুজনের গুলিতে ইহলীলা সাজ করেছে।

ওই সমাধি হুটাই সেই হতভাগ্য ব্রহ্মকিঙ্ক ও তার বন্ধু হারীর। আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস কেলে বাসার দিকে চলতে লাগলাম। গোপাল ভট্টাচার্য্য।

## Notes of Interest.

### আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

—:—

ম্যানচেষ্টারের তুলার উপর শুদ্ধ বাড়ান হইয়াছিল, সেই জন্ত ভারতের তুলার উপরও শুদ্ধ বাড়ান আবশ্যক, বিলাতের কল ওয়ালারা এই বাধনা ধরে বসে ছিল। ওন্টি এ প্রস্তাব ব্যবস্থাপক পরিষদে নাকচ হইয়া গিয়াছে, একজন্ম পৰ্ব্বমন্টের ২ কোটি টাকা আয়ের পথ বন্ধ হইল। ঠিকই হইয়াছে।

### লবণের ট্যাক্স।

লবণের উপর ট্যাক্স বাড়ানর প্রস্তাবও বাতিল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পৰ্ব্বমন্টের

ইহাতেও ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আর বন্ধ হইল। বেদেশের লোকে দুটা আধ পেটা ভাতে লুন ছড়িয়ে খেয়ে কোনরূপে জীবন ধারণ করে সেদেশেও মূনের উপর ট্যাক্স বাড়িতে আছে?

## লাট পরিবর্তন।

২৩শে মার্চ বাঙ্গালার মহামান্য রোণাল্-ডুসে বাঙ্গল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালার নূতন লাট লর্ড লিটন ২৭শে মার্চ বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

## স্বদেশী মেলা।

### চতুর্থ বর্ষ।

এবার কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ওয়া এপ্রিল তারিখ হইতে মেলা খোলা হইয়া ১৫ দিন মেলা খোলা থাকিবে। সমগ্র ভারত জাত শিল্প জব্যাদির একত্র সম্মিলন করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করা হইতেছে। দেশীয় জব্যাদি প্রদর্শনের ইহা একটা অপরিহার্য্য সুযোগ। সাধারণ দর্শকগণের চিত্ত-বিনোদনের জন্ত যাত্রা, ম্যাজিক, ব্যারম্যাপ, কুস্তি প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদেরও আয়োজন প্রচুর আছে। উৎকৃষ্ট প্রকারের চরকার জন্ত, হাতে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট সূতার, জন্ত স্বর্ণ মেডেল দেওয়া হইবে। ৩২ নং বহুবাজার স্ট্রীটে এই স্বদেশী মেলায় আফিস। বাহারা মেলায় জব্যাদি দেখাতে ইচ্ছুক, তাহারা উপরোক্ত ঠিকানায় সর্বিষেষ বিবরণ জানিতে পারেন।

### নূতন ভারত সচিব।

### প্রধান মন্ত্রী কি করিবেন?

বিলাতি ধবরের কাগজে প্রকাশ, ডাই-কাউন্ট পীল নূন ভারত-সচিব হওয়ার রাজ-নৈতিক দুরবস্থা পূর্ববৎ রহিল। এখন যে প্রধান মন্ত্রী কি করিবেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু এক সম্মতের মধ্যেই একটা কিছু এম্পার ওল্ডার হইয়া বাইবে। প্রধান মন্ত্রী হয় পদত্যাগ করিবেন, না হয় তাহার ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্তি করিবার চেষ্টা করিবেন। “বন্দেমাতরম্”

“কালের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

## সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যিক।

গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে সচি আবশ্যকীয় বিষয় পরিপূর্ণ স্বাধীন জীবিকার অসংখ্য তথ্য জ্ঞাত করাইবার জন্য একমাত্র মাসিক পত্র “কাজের লোকের” বহুল প্রচার আবশ্যক হইয়াছে, কারণ এটি সমস্ত কাজ করবার নমুনা “আসিয়াছে”—“কাজের লোক” প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যিক পূর্ণ করিবে—এটি এক্ষণে এজেন্টস আবশ্যিক। এজেন্টসগকে উচ্চহারে কামিশন দেওয়া যাইবে। পুণ্ডিত ভলিউম জারির সমস্ত সংবাদ পত্রের প্রশংসার সীমা নাই। “কাজের লোক” কাজের কথাতেই পরিপূর্ণ। গ্রামা পোষ্ট মাস্টার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইকারা আমাদের জন্য চেষ্টা করিলে ঘরে বাসনা একটা নতুন আয় করিতে পারিবেন—অনেকেই কারতেরেন। অবি-লম্বে নিয়মাবলীও নমুনাও প্রত্ন অঙ্ক আনার জাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

কাব্যানন্দ

“কাজের লোক”

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা।

## জলছবি! জলছবি!

যাত্রা ১০ খানা পত্রস পত্রের মধ্যে আমাদের আকর্ষণে পাঠাইলে ত্রিটি উৎকৃষ্ট বড় বড় পছন্দসই ১২ খানা জলছবি, ডাকে ছেনেদের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, নুতন আয়দান।

“আদিত্য কুমার”

C/o ম্যানেজার—“কাজের লোক” অফিস  
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা।APPLY AT ONCE FOR A  
FREE SPECIMEN COPY।

*You will forget to Die,  
You will cease to Cry,  
If you will only Try,  
Mr. Doodle's weekly!*

SUBSCRIBE AT ONCE FOR  
Mr. DOODLE'S WEEKLY,  
Because,

1. It is the most humorous Weekly.
2. It has new and funny Car-  
toons every week.
3. It is absolutely non-party.
4. It spares none; it wounds  
none; and all like it.
5. It is the best companion at  
Home for Clubs and Journey.
6. It is loved by the refined,  
by the cultured and by the  
Stylish.

ORDER AT ONCE FROM  
THE MANAGER.

“Mr. DOODLE'S WEEKLY,”  
MADRAS.

Subscription: Yearly Rs. 6:

Half Yearly 3-4.

Quarterly 1-12.

Including postage. V. P.

Charges Extra.

## টাককা বীজ।

বসুবাটি।

প্রতি ডোল

সাধারণ ১.  
লম্বা খুব বড় ১.

উচ্চ।

সাধারণ বড় ১.  
বাসুবাটি ১.

লম্বা বা ক্ষীণ।

পালা লম্বা ১.  
তুঁকে বা চৈতে ১.

টেডস।

দেশী মিশ্রিত ১.  
পাটনাট ১.

ধুন্দুল।

বড় পাটনাট ১.  
লাউ।

গোল ১.  
লম্বা ১.

বিজা।

পালাবিজা বড় ১.  
চৈতে বিজা ১.  
খুবি বিজা ১.

করলা।

সাধারণ বড় ১.

এস, পি, চাটাজী এণ্ড সন্স।

টোর গলসী বর্জমান।

কলিকাতা অফিস,

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার  
কলিকাতা।

## কাজের লোক অফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২নং এ বেঙ্গলবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা, নিউ সর্বভী প্রেসে প্রিন্সিপাল প্রিন্টার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্রদত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
নাশক ঔষধ।

# জার্মালাইন

সর্বপ্রকার জ্বরের  
নাশক ঔষধ।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নতুন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রসূ  
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।  
মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা। গ্রোস ৫০৮ ডাক ও রেল মাশুল স্বতন্ত্র।  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

হেড অফিস—২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড,

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

R Gavin & Co, Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUAL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messers. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা ঔষধালী, রিপোর্টের নমুনা সংকলিত পুস্তক।  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ক্রয়সী প্রদর্শিত। মূল্য ১ ডি পি স্বতন্ত্র।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

কাত্যায়নী হোমিওপ্যাথিক স্টোর।

১০৯১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ঔষধালয়। ইংল্যান্ড ও  
আমেরিকা হইতে মাল আমদানী হয়। ড্রাম  
/১০ ও /১৫ পয়সা। পরিচালক (১) ডাঃ  
আর, এন, ডইলপন, এম, ডি; (২) ডাঃ  
এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস, (৩) ডাঃ জে  
চৌধুরী এইচ, এম, বি।

“প্রচারক” হোমিও বাসনা মাসিক পত্র।  
বার্ষিক মূল্য সড়াক ২০। সম্পাদক ডাঃ এ,  
সি, মজুমদার এল, এম, এস। ডাক্তার, ছাত্র  
এবং গৃহস্থের পক্ষে সমান উপযোগী।

“লেপ্রোবাস” — খবল কুটের বস। এক  
মাসে আশোণ্য ১ পিপি ১০, ডজন ২০ টাকা।

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলেন

প্রত্যেক ভলিউম ৩ স্বলে ১।০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, চাতে হাতে লইয়া বাইন।

আমরা কিছ বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Lake” or Businessman— \* \* \*  
is repleted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and  
speculation.” *Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an  
excellent trade journal, devoted to useful art and  
manufacture *Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine  
is the serial publication of recipes relating to  
patent medicines and manufacture of articles of  
every day necessity, etc. We heartily wish our  
contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an  
excellent monthly and deserves wide circulation.  
The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an  
appeal, no one who would not profit in mind and  
in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে  
সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুশিখিত ও  
আবশ্যকীয়বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাত্ত পাঠ না করিলে  
একট উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপার নাই। পত্রিকা-  
খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” বনোহর।

“সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা  
বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা  
সম্মতিস্বরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য বেন  
সুর্ক্ষণা হুসিদ্ধ হয়।” সমর।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৎসরোত্তর আনন্দিত  
হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ-  
গুলি যেহেতু গুরুত্ব, সেইহেতুই উপযোগী।” বহুবল্লভ।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী  
বিষয় সোজা কথা ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার  
কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা  
এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই  
কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা “কাজের লোক” পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে  
অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা  
করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ জাহেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বাহুব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক  
পত্র বিরল। “কাজের লোক” পত্রিলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি  
জ্ঞান, দারিদ্র্যের সঞ্চিত সংশ্রবের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে।  
পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপারহীন  
“বেকারের” বন্ধু। \* \* \*  
বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মারা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য  
শিক্ষা করে, বাঙ্গালী বাহাতে দারিদ্র্যভাবে জীবিকা উপার্জন  
করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়ো-  
জনীয় জ্ঞান প্রভৃতির প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য  
জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালীর এ প্রেমের বাস্তবিক পত্র হইয়া  
নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বধা “হিতবাসী”, “বঙ্গ-  
বাসী”, “বঙ্গবতী”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রও ক্রমেণী  
প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাদের বিষয়, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি  
হিতে পারিলার না।

ভাণ্ডার লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

**শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,**

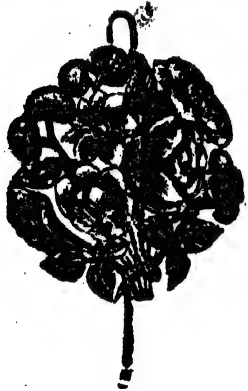
১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

**এলোপ্যাথিক বিভাগ ।**

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য, সুগন্ধি ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসজব মূল্যমূল্যে বিক্রয় করি। সকলের অজ্ঞানতার কারণে অতি সস্তার ভিত্তিতে পাঠান হয়।

**হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।**

(অস্বাভাবিক) নিম্নে আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম ৫ ও ১০ । কলেরা ও প্রু-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ কোটা সেলা বস্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ ও ১১০ । সুগার প্রোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্য । সকলের অজ্ঞানতার কারণে অতি সস্তার ভিত্তিতে পাঠান হয়।



**ঘোষ এণ্ড সন্স,**

**জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,**

টেলিফোন নং ২৫২৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকিৎসা, চেন, পার্শী ও ইহুদী নাকড়ী, কামকুল, নাককুল ইত্যাদি অতি সুন্দর পছন্দ। বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়াদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

**ছাপার কাজ ।**

সকল প্রকার ছাপার কাজ মূল্যে

তৎপর করিয়া থাকি ।

ম্যানেজার কাশীর লোক ।

**আমি**

৪০ বৎসর চাউল ও ধানাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র মূল্যে

অল্পব্যয়ে শীঘ্র সরবরাহ করি—পত্র লিখুন ।

**শ্রীফেলারাম মণ্ডল,**

মল্লী পোঃ বর্ধমান ।



# কাজের লোকের পুস্তক।

শিক্ষা শিক্ষা।

ক্রীতরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি পত্র।

অসংখ্য কাজে তেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি বার আছে, পত্র পাঠ লিখুন।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং গনাকারীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অধ্যয়ন করিওঁছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপেয় আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এত নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে তবে আমাদের অনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২ টাকা ডিঃ পি স্বতঃ। কাগজে বাকান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। সুদ্রের অল্প মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thous-  
and Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to  
make (secondhand Book)

Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

N. P. and postage extra.

যেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কল্পি সন্নিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সাধা-সাধারণ পরিচয়, অধ্যবসায় দ্বারা কর্তন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোতুলকাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্থাৎ করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসকাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১০/- আনা। ডি, পি স্বতঃ।

## ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২১ সুদ্রের অল্প মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কষ্টকারী নাই যে, সন্ধানই এই কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকতর ডাকে লইলে সময় নীচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। দ্বারা আমাদের নাই, তেরন পুস্তকও বহু করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিগ্রন শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের, লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা।

## প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি বহু চক্কুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্কুরকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নিদোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রিটল প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্কুরের রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্কুর নবীকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক বস্ত্র আনা ইয়াছি। চক্কুরের বিবরণ আগাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বস্ত্র-দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
ডে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## চিকিৎসা প্রকাশ।

বাকালী ভাষার সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাস্তি চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মকঃসলের প্রত্যেক পল্লী চিবিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। বার্ষিক ১ সর্ডাক ২১ মাত্র।

ডাঃ ডি, এল, হালদার,

কার্যধ্যক্ষ,

পোঃ আনুগবেদিকা, জেঃ নদীয়া,

# টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্ৰা ! কাজের লোক

হিসেব করে তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের দাওয়া ঔষধ আজকাল পাওয়া 'ত' যায় কিন্তু সাবধান রোগী অর্ধের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটিই দেখে খুঁজি, ঠাট্টা করে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা বা 'তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সত্তা অল্পদে কিছু থাকে কি ? বা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য কবুতে হলে দাবী মঙ্গল্য দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'লে পারে কেমন কোরে ? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করেই কল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা বীরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্বপ্রকার বেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে হরত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিঙ্গলবাসের বিশেষ এই—(১) প্রতি সাত্তার কল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আরাধের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রমাণস্বাক্ষরে মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র পিঁথি এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩, মাঝারী ২৫, ছোট ১৫০।

আর, লগিন এও কোং—মানুফ্যাক্চারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“গিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

## “কাজের লোকের” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কতদিনে চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৮ টাকা ধরা হয়। সং বাবসারীর বিজ্ঞাপন ছাপি।
- ৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ে পরিবর্তন করা হয় না।
- ৪। Display অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
১	৮	৭	৬
২	১৬	১৪	১২
৩	২৪	২১	১৮
৪	৩২	২৮	২৪
৫	৪০	৩৫	৩০
৬	৪৮	৪২	৩৬
৭	৫৬	৪৯	৪২
৮	৬৪	৫৬	৪৮
৯	৭২	৬৩	৫৪
১০	৮০	৭০	৬০

১২ মাসের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মকঃবলের বিজ্ঞাপনের সমস্ত টাকা অগ্রিম দেয়। সন্নিবেশের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্যাব্যয়

“কাজের লোক”।

১ নং বাহুবাজার রাস্তার দোকান, বহুবাজার, কলিক



10 JUL 1922  
WRITERS BUILDINGS  
CALCUTTA.

Edited by S. P. Chatterjee.

১৬শ বর্ষ,  
৪র্থ সংখ্যা।

New Series,  
April, 1922.

দ্বিতীয় সংস্করণ।  
এপ্রিল, ১৯২২।

Vol. XVI.  
No 4



## শানমেটো। SANMETTO.

দ্বী পুরুষ ও বালক কালিকাপনের ক্ষুদ্র এবং জননবস্ত্রের ব্যবহার-গীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবহার করেন। ক্ষুদ্রবস্ত্রের (Kidney and Bladder) ব্যবহার-গীড়ার প্রত্যেককালে ভীষণ যন্ত্রনার রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ প্রস্রাব-শিত ও বালকপনের শয্যা ক্ষুদ্র দারবিক, ব্যতিক বা মেহশক্তি যে কোন গীড়ার অকাল হারিকা বহু করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং ক্ষুদ্র ও জনন বস্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর নক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

কামি-কাম-কোল হেলার জিনিব নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্মিমে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো রাখা উচিত প্রত্যেক শিশুর-সহিত ব্যবহার্য প্রাক। মূল্য প্রতি শিনি ৩/৬ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।  
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রকৃতকারক।

ডাক্তারের সন্দেশ লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।  
লন্ডন কোং, ৫৯ এবং ৬১ বারো স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।  
S. P. CHATTERJEE, 60, 60 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

শানমেটো-একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

## ডাঃ বাটলিওয়ালীর ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডিয়ান একজিভিসনে  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালমুত, হৃদয় শিথিলতা  
জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার অলকিয়োরাম, সর্দি প্রকার  
শিরঃশীড়া আঘাতজনিত ও  
বস্ত্রাঘাত জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হৃদয়জনিত জন্য ১/০।

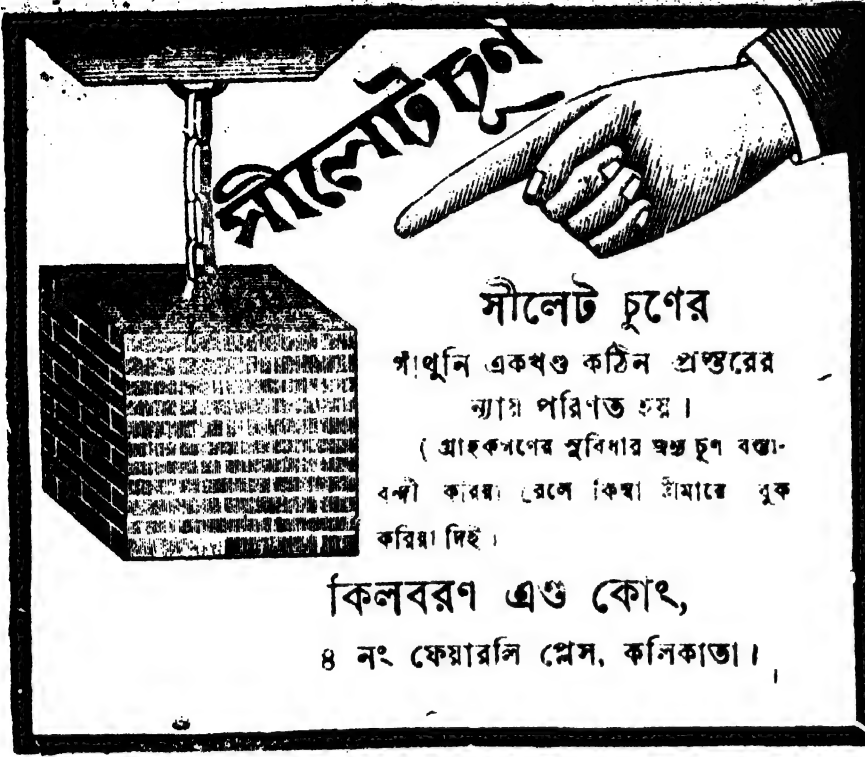
বাটলিওয়ালার (কলোরোল) কলোরোল এবং  
রক্তাক্ততার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক ষোড়শ (১ গ্রেন  
করিয়া) ১/০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.  
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay



**সীলট চুণ**

সীলট চুণের  
পাথুরি একষণ্ড কঠিন প্রাপ্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকপণের সুবিধার স্বল্প চুণ বস্ত্রা-  
ঘাত করিয়া রেলের কিষা দীঘারে বুক  
করিয়া দিহ।)

কিলবরণ এও কোং,  
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

## স্বীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীঃ দ্রোরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং খেতপ্রদর, অস্বাভাবিক দোষজনিত মৃতবৎসী দোষাদির চক্ষু সমগ্র  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ দ্রোরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীসেহের সমস্ত দুর্বলকর উপদর্শ বিদূরিত করিয়া অচিরে তদ্ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মত্ত  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকাব্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় সেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যাগাজিন  
নবোদয়।

# জার্মান

সর্বপ্রকার জ্বরের  
নবোদয়।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

## একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নতুন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রসূ  
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

মূল্য ১০ আনা, ডজন ৫ টাকা। গ্রোস ৫০ ডাক ও রেল মাস্তুল স্বতন্ত্র  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড,

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co, Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUAL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messrs. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা ঔষধী, রেপারটরী সমস্ত সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক,  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা জরুরী প্রণয়িত। মূল্য ১ ডি পি বস্ত্র।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য

যদি যত্নে বসিরা ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ  
পাইতে চান—তবে আমাদের সঙ্গে  
পত্র বাণিজ্য করুন।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর ব্যাণ্ডব্রু হাত-  
বড়ি, ফাউন্টেন পেন, ছুরি, কাঁচি, স্ক্রু, কাগজ  
কলম—ওষধ পত্র—ছবি, বই, খেলনা  
ফেলোদের অস্ত্র উড়ো জাহাজ চলন্ত ইমলক,  
এঞ্জিন, বৈদ্যুতিক ছোট কলকারখানা ইত্যাদি  
ও অস্ত্র অনেক জিনিষ গ্রাহকের পছন্দমত  
ডাকে সরবরাহ করে থাকি। কারখানার  
কনিশন মাত্র পাইয়া—ঠিক কলিকাতার দরে—  
কোন কোন জিনিষ আরও সস্তায় দিতেছি।  
অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে  
একবার পরখ করে দেখুন—খুসী হন কি না।  
ঠিকবার ভর নেই। যে কেহ এ সমবারের  
সদস্য হতে পারেন। “গৃহস্থ সমবার”

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম, আর,  
এ, এম।

শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
১৫ নং খেলাংবাবু লেন, কালীপুর কলিকাতা।



১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩/ স্থলে ১১০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১০, চাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের যন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is reprinted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”  
*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture  
*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to potent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.  
*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”  
*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।”  
যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।”  
সমর।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্যঙ্গরোনাশি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বেঙ্গল রায়গড়, সেইরূপই উপযোগী!”  
বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কাব্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থই মাত্রেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অল্প জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু। \* \* \* \* \*  
জ্ঞানদর্পণ।

বঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর নানা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিখা করে, বঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অল্প জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বঙ্গালীর এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।  
বঙ্গালী।

বঙ্গালীর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গভূমি”, এবং অজ্ঞাত অসংখ্য সংবাদপত্রও ভ্রমণী প্রবংসা করিয়াছেন, চাষের বিষয়, স্থানান্তরিত: সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাছের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এনোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এনোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, খুগকিড্রবা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব মূল্যমূল্যে বিক্রয় করি। নকঃবলের অডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অম্মান নং) বিত্তম্ব আমেরিকান ঔষধ টিউব শিলিতে প্রতি ড্রাম / ৫ ও / ১০ । কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস ঔষধ কোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩৫, ৫০, ৬০ ও ১১৫। সুগার প্রোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্যে । নকঃবলের মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিকোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড ।

সিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, শার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গঠনা বিক্রয় প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিব্যর মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বধা “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা স্ট্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ছাপার কাজ ।

সকল প্রকার ছাপার কাজ মূল্যে

তৎপর করিয়া থাকি ।

ম্যানেজার কাছের লোক ।

আমি

৪০ বৎসর চাউল ও ধান্যাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র মূল্যে

অল্পব্যয়ে শীঘ্র সরবরাহ করি — পত্র লিখুন ।

শ্রীফেলারাম মণ্ডল,

গলদী পোঃ বর্ধমান ।

# কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবতী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাস্তুলানি মাত্র।

অসংখ্য হাতে চেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যের জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। স্বল্পরূপে, ১০০ কপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাজীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপে আয়েরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে তবে আমাদের জানিত এই পুস্তকখানিই বেশ ক্রয় করিবেন। মূল্য ২ টাকা ভি: পি মাত্র। কাগজে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের অন্ত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thous- and Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book)

Rs. 1/8

Watch repairing Re. 1/8

V. P. and postage extra,

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কল্পি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত পদ্মা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোতুলকাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, কুলিসকাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১৮০ আনা। ভি, পি মাত্র।

## ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২০ যুদ্ধের অন্ত মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমা-দের বেশী কষ্টকারী নাই যে, সর্বদাই এই কাব্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা আমা-দের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,  
বহনাতার, কলিকাতা।

## প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরূপকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনিয়াছি। চক্ষুর বিবরণ আমাদের কাছে যেন এতবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-দক্ষিণতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই দে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং সালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

"শ্রীশ্রীআপদ নাশিনীর ত্রুতকথা।"

ছুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে এক-খানা বই পাঠানো হয়।

ঘরে ঘরে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাস্তুল মাত্র।

ম্যানেজার "শতদল"

১৫ নং খেলাংবাবু লেন, কাশীপুর,  
কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রস্থ্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ ।

৪র্থ সংখ্যা ।

New series.

APRIL, 1922.

নব পর্যায় ।

এপ্রেল ১৯২২ ।

Vol. XVI.

No. 4.

### ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় ।

—:—

এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে অনেক অন্তরায় দণ্ডায়মান, তাহার মধ্যে রেলপথে মালচালানের অসুবিধা একটি প্রধান । যুদ্ধের সময় হইতে যুদ্ধের উপকরণ বহনের জন্য গাড়ী পাওয়া সাধারণের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভবের মধ্যেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার পর ধর্ম্মঘট প্রভৃতি নানা উপসর্গ প্রতিনিয়তই লাগিয়া আছে । যদি এক এদেশের মাল অল্প এদেশে বাতায়নের উপায় না থাকে, তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, তাহার অস্তিত্বই থাকে না । এই রূপে কোন স্থানেই প্রচুর মাল আমদানী

হইতে পারে না—ফলে স্থানীয় বাজারে দ্রব্য লাভাই আসিয়া পড়ে । লোকে কোন দ্রব্যই স্থলভে পাইবার আশা করিতে পারে না । দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাঁতে পারে, রেলের গাড়ী বন্ধ হওয়ার জন্য কয়লার অভাবে ১৮০ মণ কয়লা—দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছিল । বর্তমান ধর্ম্মঘটের জন্য কয়লার অভাবে কোন কোন রেল অনেক ট্রেনই তুলিয়া দিতে হইয়াছে । রেলের এই মাল চালানের সুবিধা না থাকায় বাজারের কোন ব্যবসায়ীই কাজ করিতে পারিতেছে না । লোহা লকর, অন্যান্য মালের ব্যবসায়ীগণ শুদামঠাসা মাল লইয়া বসিয়া সময় কাটাইতেছে, অথচ বাজারে ক্রেতার অভাব নাই । কিন্তু মাল লইয়া তাহারা দূর দূরান্তরে পাঠায় কিরূপে ? কাজেই কেহ কোন জিনিস কিনিতে পারে না ।

লোকে যদি রোজকার করিতে না

পারে, তবে দোকান ভাড়া, শুদাম ভাড়া, লোকজনের মাহিনা, টাক্স, লাইসেন্স প্রভৃতি সহস্র প্রকারের বাবু তায় কোথা হইতে ? সুতরাং ব্যবসায় ক্ষতি সহিতে সহিতে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় । যাহারা বাড়ী ঘর করিতেছে তাহাদেব লোহা লকর, কাঠ, মাল, মসলা যাতায়াতের অভাবে জনমজুর লাগাইয়া বসিয়া আছে, মাল বাইবার উপায় নাই । সুতরাং তাহা দগকে কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে । এদিকে শ্রমজীবীগণ কাজের অভাবে না থাইতে পাইয়া মৃতপায়, এই বিবম সমস্তার প্রতিকার কে করিবে ? এই যে টেইলিয়ান রেলওয়ের ধর্ম্মঘট আজ প্রায় মাসাবধি ধরিয়া চলিল, ইহার ফলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা কত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাঝেই বুঝিতেছেন । কিন্তু রেলকর্তৃপক্ষ বা গবর্ণ-

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” যে শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।

মেন্ট এতদিনেও তাহার কি প্রতিবিধান করিলেন ?

এদেশের ব্যবসায়ীর সামান্য সামান্য মূলধন, যদি ব্যবসায় ক্ষতি সহ্য করিতে থাকে, তাহা হইলে লাভের কথাও দুঃখের কথা—মূলধনও বাঁচাইরাও ঘরে কিরিতে পাবে না। সুতরাং রেলের এইরূপ অবস্থায় গাড়ীর অভাব প্রভৃতি বিবিধ কারণে এদেশের ব্যবসায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেও পারে না। বেলেব এই অসুবিধার জন্য অনেক মহাজন জাহাজ রোড দিয়া অত্যন্ত অধিক ভাড়া দিয়া নটবলিতে মাল লইয়া যাউতেছে। তাহার ফলে পল্লীবাসীকে অনেক উচ্চমূল্যে তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য পাইতে হইতেছে—অভাব আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপারে অজ্ঞ—সাধারণ লোক রেলের ব্যবস্থাবস্তুর কলে অসন্তোষ আঙনে পুড়িয়া নরিতেছে—বুঝিতেছে—যে-এ বাজ্যে যেন বহুদিন শান্তি স্থখ অস্থিহিত হইয়াছে। এদেশের লোক তো চোদ্দ আনাই অশিক্ষিত, অজ্ঞ লোকে যেত মাত্র মাত্রকেই রাজার জাত বলিয়া জানে। আর কথাও অনেকটা সত্য। কেন না—একটা সাহেবের অসন্তোষে লাট বেলাটিকেও যেন বিব্রত এবং প্রতিকারপরায়ণ দেখা যায়, কোটি কোটি দেশী লোকের অসুবিধার কাতর ক্রন্দনেও রাজকীয়-চারিদিকে তেমন অসুখাগত ও প্রতিকারপরায়ণ দেখা যায় না। কিন্তু এও কোটি কোটি দেশী কালালোক রাজকোষ পূর্ণ করে, টাকসের অসহনীয় ভার অনাহারেও বহন করে। হইতে পারে, গবর্নমেন্ট যেন প্রাণে তাহার প্রজাদের প্রতি অসীম মেহ সমতা সমদর্শিতাই পোষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ভারতের কোটি কোটি প্রজা এক মুহূর্ত্তও সেই অশূলীলা

মেহ ও মহাহৃদয়ের অমৃত ধারার আভাস আবাদ পাইলে চির কৃতার্থ বোধ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীদের এই দারুণ অসুবিধার কথা কেহ যে ভাবিবার আছেন, তাহার তো চাক্ষুস প্রমাণ দেখা যায় না।

বিদেশী ব্যবসায়ীগণের অনেক ব্যবসায়ই ঘোর কারবার, লাভ ক্ষতি হইলে তাহা অংশীদার সমষ্টির লাভ ও ক্ষতি। কিন্তু এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অনেকেরই নিজস্ব মূলধনেই তাহাদের ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। ক্ষতি হইলে একেবারে যে তাহার সর্বনাশ হইয়া যায়, তাহা ভাবিয়া প্রতিকারবরত প্রজার ব্যবসায় বাণিজ্য বজায় করি-করিবার জন্য কল্পজন চিন্তা করে? সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা এদেশের ব্যবসায়ী উন্নতির পথে বহু কষ্টক ও বাধা দিয়া।

কৃষিতে সাফল্য লাভের অস্ত্ররাজ জলাভাব—ইরিগেশন দ্বারা কৃষির উন্নতির বিষয়ঃ চেষ্টাও হয় নাই। দাসত্ব বৃত্তি দ্বারা সংসার চালান অসম্ভব মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে, উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাবে অনশনে ভাবতবাসী মৃতকল্প—অহরহ মৃত্যুবদিকে ধাবমান—ব্যবসায় বাণিজ্যও অচল। তবে কেমন করিয়া তাহার জীবন রক্ষা হয়? একথার কেহ উত্তর দিবার নাই। ইহার উত্তর এবং ভাবিবার সময় আসিবে কখন? যখন এদেশবাসী নানা দুঃখ দৈন্ত ভোগ করিয়া, অনাহারে ক্ষীণ পরমায়ু হইয়া কালেব করাল গ্রাসে প্রবেশ করিবে—আর সমগ্র দেশটা বিভীষিকাময় শব্দানে পরিণত হইবে তখন। তখন এই ভারত কানধেমুতে আর একবিদ্যুৎ ছুই পাওয়া যাইবে না—তখন এই উপেকার বিষয় ফল অসুভবযোগ্য হইবে।

ভারতের এত অভাব, এত দৈন্ত—দেশ এত অন্ধসার শূন্য হইয়াছে যে, সে দিন আসিতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। তাহার কৃষি, শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্যের সকল পথই বন্ধ।

মাল চলাচলের অসুবিধা, রেলের অসুবিধা অবশ্য সর্বজাতীয় সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই সন্মান বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি বিদেশীয়গণের লোলুপ দৃষ্টি তাহার কাঁচা মালের জন্য। ভারতে Raw material দ্বারা সমগ্র জগতের শিল্প বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ভারতবাসীর আমেরিকা বা ইউরোপের জায় কাপিটাল বা মূলধন নাই, ইহা অতি সত্য তথ্য। তাহা থাকিলে আজ ভারতবাসী তাহাদের কাঁচা মাল অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া বিত্তল চতুর্দণ্ড মূল্যে আপনাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া সর্বশাস্ত হইত না। তাহার সামান্য মূলধনে স্বল্প শ্রম দ্বারা সে যে কাঁচা মাল উৎপন্ন করে, তাহাও সে এক প্রদেশ হইতে অল্প প্রদেশে যদি চালান দিচ্চা ব্যবসায়ের সুসার করিতে না পার, তাহা হইলে অবিলম্বেই তাহার সামান্য মূলধন নিঃশেষিত হইয়া দেওপিয়া হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। তাহার ফলে দেশের দারিদ্র সমস্তা আরো ঘনীভূত এবং জটিল হইয়া উঠিবে এবং অনশন জনিত অসংখ্য রোগ বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যুহার আরও বর্দ্ধিত হইবে—দেশের অশান্তি বাড়িবে, তাহাতে রাজা প্রজা কাহারও শান্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং রেলের সুবন্দোবস্ত করিয়া এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির সুবিধা করার কথা গবর্নমেন্টের নিত্যমাত্র আবশ্যকীয় বিষয়, তাহা উপেক্ষার চক্ষে দেখিলে ঘোর অনর্থেরই সম্ভাবনা। সহজে রেলের গাড়ী পাওয়াত অনেক কালই যায় না, তাহার পর যুদ্ধের

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাসুল পাইন।



সময় হইতে কত খুল দিয়া নানান উপায়েও মহাজনগণ এক খানি ওরাগণের জোগাড় করিতে পারে নাই, রেলের সুবন্দোবস্ত কারয়া সাধারণের কোন উপকারই করা হইল না তাহা উপর সুপারটাক্স প্রভৃতি এবং পার্শ্বল ও শুভসের ভাড়া বাড়িয়া গেল। যে গরুর চক্ষু দোহন করিতে হইবে, তাহাকে বাচাইয়া রাখার দয়াকর, নচেৎ চক্ষু দেবে কে? বর্তমান রেল ধর্ম্মঘটের দ্বারা সাধারণের ক্ষতির সীমা নাই। যে পক্ষেরই ক্ষতি থাকুক, তাহার তর্ক তুলিয়া পরস্পরের ঘাড়ে দোষারোপ করায় কোন ফল নাই। অবিলম্বে মিসাইংস হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

## কি ছিল, কি হইয়াছে।

—:—

সমস্যাগী “নীহারে” কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ধনী ব্যক্তি ছাড়া অধুনা প্রায় সকল ব্যক্তিই আর্থিক অভাবগ্রস্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম; দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী, আর এই দরিদ্রের প্রধান অভাব দৈনন্দিন আহারের। এখন কেন যে এত অল্পের অভাব হইতেছে, আর পূর্বেই বা কেন এরূপ ছিল না, তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশ হইতে শিল্পের তিরোধান। পূর্বে গরীব লোকেরা নানা প্রকার শিল্পকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত; এখন কিন্তু তাহা হয় না। যদিও বা সেই সকল শিল্প প্রচলনের চেষ্টা হইতে পারে, তথাপি স্থলত মূল্যের বৈদেশিক শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ অবশ্যজ্ঞাবী কিন্তু যদি দেশের শিক্ষিত, ধনী ও বিলাসী ভদ্র ব্যক্তিগণ সকলেই দেশীয় শিল্পের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করেন এবং তাবৎ দেশীয় শিল্পের ব্যবহারে দেশের

বৃত্তান্ত ভাঙগণের মধ্যে আর দানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দরিদ্রের অভাব দূরীভূত হইবে ও দেশ অচিরে সমৃদ্ধিশালী হইবে। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ভারতে নানাবিধ শিল্পের প্রচলন ছিল ও তদ্বারা অনেক জীবিকা নির্বাহ করিত। ডাঃ বুকাননের ১৮০০ খৃষ্টাব্দে, সাহাবাদ প্রভৃতি জেলা পারদর্শনের ফলে যে রিপোর্ট বাহির হয়, তাহার কতকংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পাটনা জেলায় ৩,৩০,৪২৬ জন স্ত্রীলোক কেবল সূত কর্তন ব্যবসায়ে জীবিকা নির্বাহ করিত। দিবসের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কার্য করিয়া তাহারা সম্বৎসরে ১০৮১,০০৫ টাকা লাভ করিত। তত্ত্বাবায়েরা বস্ত্র বয়ন করিয়া বার্ষিক (বায় বাদে) ৭১০ লক্ষ টাকা রোজগার করিত। কতুয়া, গয়া, নয়াবাদ প্রভৃতি স্থান তসরের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সাহাবাদে ১,৫২,৫০০ জন রমণী বৎসবে ১২১০ লক্ষ টাকার সূতা কাটিত। ঐ জেলায় ৭২৫০টি তাঁতে বৎসরে ১৬,০০,০০০ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন কাগজ, গন্ধ দ্রব্য, ও তৈল ও লবণ প্রভৃতির ব্যবসাও অতীব সমৃদ্ধ ছিল। ভাগলপুরে তসর বুনন ৩২৭৫টি তাঁত ও কাপড় বুনবার ৭,২৭২টি তাঁত ছিল। গোরক্ষপুরে ১,৭৫,৬০০ স্ত্রীলোক চরকা কাটিয়া দিনপাত করিত; তথায় ৬১১৪টি তাঁত চলিত এবং ২০০ হইতে ৪০০ পর্যন্ত নোকা প্রতি বৎসর নির্মাণ হইত। তদ্ভিন্ন লবণ ও শর্করা প্রস্তুত করিবার কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে বিধবা ও কৃষক রমণীগণ (বায় বাদে) বার্ষিক ৯,১৫০০০ টাকা উপার্জন করিতেন। পাঁচ শত ঘর রেশম ব্যবসায়ী বৎসরে ১,২০,০০০ টাকা লাভ করিত। তত্ত্বাবায়েরা বার্ষিক ১৬৭৪,০০০ টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান

রমণীগণের মধ্যে সূতা শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল, সূতাও কাপড়ে নানা রকমের রং করিয়া বহু সহস্র ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহ হইত। পূর্ণিমা জেলার রমণীগণ প্রতি বৎসর গড়ে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকার কার্পাস কিনিয়া যে সূতা প্রস্তুত করিতেন, তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। তত্ত্বাবায়দিগের ৩৫০০ তাঁতে ৫০,৬০০০ টাকা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিত। এতদ্ভিন্ন ১০,০০০ তাঁতে মোটা কাপড় বুনিয়া তাহারা ৩,২৪০০০ টাকা লাভ করিত। সত-রঞ্জা, ফিতা প্রভৃতির ব্যবসাও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, সেকালের টাকার মূল্য (বায় শক্তি) এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তখন ভাবত যে অতীব শিল্প-প্রধান দেশ ছিল, নিম্নের তালিকাও যথেষ্ট প্রমাণ স্থল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে আমেরিকায় ১৩,৬০৩ গাইট কাপড় গিয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ও তৎপূর্বে প্রতি বৎসরে ডেম্মার্ক ১,৪৫০ গাইট ও ইংলণ্ডে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ১,৪৮১৭ গাইট কাপড় রপ্তানা হইয়াছিল। বিদ্যুত তালিকা অনাবশ্যক গোথে অধুনা শিল্প রপ্তানির কিঞ্চিৎ আভাব দেখা গেল। আশা করি, সকলেই পুরাতন শিল্প প্রচলনের জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন ও দেশের দরিদ্র ভাঙগণের অন্নভাব দূর করিবেন।” আমরা বলি কি ছিল কি হইয়াছে। এ দোষ যে দেশের লোকের আত্মমাত্রায় বিদেশী দ্রব্যের প্রতি অস্বাভাবিক ফল, তাহার সংশয় নাই। দেশের সহায়ত্ব ও সাহায্যের অভাবেই দেশজাত শিল্প ধ্বংস হইয়াছে—এখনও চক্ষু বুজিয়া কি?

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

## চরকাই একমাত্র মুক্তির উপায়।

—:—

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন 'চরকাই মুক্তির  
একমাত্র উপায়।

আমাদের দেশের অবস্থা শোচনীয়।  
বড় দরিদ্রের দেশ, এদেশে গৃহস্থ যদি  
নিজের সামান্য সামান্য পরিশ্রম দ্বারা  
সুতা কাটে, সেই সুতার কাপড় পরে,  
তাহা হইলে সংসারে অনেক সাশ্রয় হবে।  
হাতে কাটা সুতার কাপড় অবশ্য বিলাতি  
সুন্দর কাপড়ের মত হবে না। কিন্তু  
কাপড় স্থায়ী হবে, মোলায়েমও হবে।  
খন্দরের দাম স্থলভ নয়, কিন্তু খন্দরের কাপড়  
স্থায়ী। দাম প্রথম প্রথম কেন্দ্রার সময়  
কষ্টকর বোধ হলে বটে—কিন্তু এক জোড়া  
বিলাতি কাপড়ে যে সময় যেতো, দেশী  
খন্দরের কাপড় তার প্রায় ডবল সময় যাবে।  
বিলাতি কাপড় যদি ১ জোড়া ৫ হু,  
আর খন্দরের একজোড়া মুক্তির দাম যদি  
৫০০ আনাই হয়, তাহলেও বিলাতির ৫  
জোড়ায় যে কাজ হতো, হাতের সুতার  
কাপড় তার ডবল সময় যাবে। তাহলে  
স্বাধীনতার দিকে দেখলে বিলাতি অপেক্ষা  
খন্দর স্থলভ বোধ হবে। চরকাই  
মুক্তির উপায় কেন? যে রকম আফ্রিকাণ্ডার  
বিন পড়েছে, আর কাপড়ের দাম যে রকম  
আগুন, তাতে হাতে সুতা কেটে কাপড়  
কল্পে গৃহস্থের অনেক অর্থই বেঁচে যাবে।  
তবে আমাদের হুঃখ, মহাত্মার এই চরকা  
প্রচলনের আদেশে দেশটা যে বেশ অল্প প্রাণীত  
হয়েছে, কলিকাতার দৃষ্ট দেখে আমাদের  
তা বোধ হচ্ছে না, কেননা অনেক  
চরকা কিনে বাড়ীর বৈঠকখানার লোক

দেখান গৌড় রেবে দিয়েছেন বটে,  
অনেক বাড়ীতে আমরা তা নেখেছি, কিন্তু  
শতকরা এটা বাড়ীতেও কাজের মত কাজ  
হয় নাই। এ দেশের ৬০ কোটি টাকা  
এই কাপড়ের জন্য বিদেশে চলে যায়,  
দেশের লোকের এ কথাটা ভুলে চলে  
না। আমাদের মনে হয়, খন্দর ব্যবসার  
হিসাবে সুবিধে হবে না, বেশী কিছু  
উপার্জন হবে না—, তবে ধরে চরকার সুতা  
কেটে সংসারের সকলের কাপড়ের অভাব  
মোচন কর্তে পারলেই যথেষ্ট লাভ মনে  
কর্তে হবে। দেশাত্ম বোধে এটা যদি  
কেহ না করে, তবে ফাঁকা চোঁচাচোঁচর  
ফল নাই। দেশের মধ্যে জন্মে দেশের  
জিনিসে প্রজ্ঞাদিনি থাকলে দেশ আমার মা  
বাবা বলে চেঁচিয়ে বেড়ালে তেঁা দেশের  
কোন হুঃখই ঘোচে না। সেইজন্য এ  
চরকাটাকে একটা মুক্তির পন্থা বলে ধরে  
নিয়ে ধরে ধরে চরকার প্রচলনই কর্তে  
হবে, তাতে মজল হবে। মুক্তির গুড় রহস্য  
এই চরকার, তার আর সন্দেহই নাই।

## Agricultural.

### কৃষিসম্বন্ধীয়।

#### লিচু।

লিচু অতি সুস্বাদু ফল, তাহা ভারত-  
বাসী মাত্রই অবগত আছেন, কিন্তু কি  
উপায়ে ইহার চাষ করিলে ফল সুস্বাদু  
এবং বড় হয়, হয়তো তাহা অনেকেই  
অবগত নহেন। সেট জন্ম কিঞ্চিৎ এসম্বন্ধে  
আলোচনা করিব। মজঃফরপুরের লিচুট  
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালার অনেক  
বাগানে লিচু জন্মায় বটে, কিন্তু মজঃফর  
পুরের মাটির গুণও লিচু চাষের পক্ষে

যে যথেষ্ট উপযোগী, তাহা বলাই বাহুল্য  
মাত্র।

যে সকল মৃত্তিকায় চুপের অংশ  
অধিক, সেই সকল মৃত্তিকায় লিচু গাছের  
ফল সুমিষ্ট হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা  
প্রমাণ হইয়াছে যে, মৃত্তিকার অন্ততঃ শতকরা  
২০ ভাগ চুপের অংশ থাকিলে তাহার ফল  
উৎকৃষ্ট হয়। সুতরাং যে সকল মৃত্তিকায়  
চুপের অংশ কম, তাহাতে গুঁড়া চুপ দেওয়ার  
আবশ্যক হয়। এ প্রক্রিয়া করিতে হইলে  
প্রথমে মাটিকে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া  
তাহাতে গুঁড়াচুন ছড়াইয়া দিয়া পুনরায়  
কোদাল দিয়া উত্তমরূপে মাটি ওলট  
পালট করিয়া দিতে হয়।

এক কাঠা আন্দাজ জমিতে এক সের মাত্র  
চুনের গুড়া দিলেই অতীষ্ট সিদ্ধ হয়।

লিচুগাছ নরম বালী মাটিতেই ভাল  
জন্মে। লিচুগাছের শিকড় গভীর শক্ত  
মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবনধারণো-  
পযোগী রস সংগ্রহ করিতে সক্ষম নয়। সেই  
জন্য বালুকা প্রধান সরস স্থান না হইলে  
গাছ রস টানিতে না পারিয়া শুষ্ক হইয়া  
মরয়া যায়। বাঙ্গালার দেশে সরস দোআশ  
মাটির ও অভাব নাই

### লিচুর প্রকার ভেদ।

মজঃফরপুরের অনেক প্রকার লিচু জন্মে।  
তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারই  
প্রসিদ্ধ।

বেদানা, হুখিয়া, সুগন্ধী এবং চীনা লিচু।  
বেদানা লিচুর বীজ ক্ষুদ্র, শাঁস বেশী।  
হুখিয়ার ফল পাকিলে উপায়ের ছাল  
ছথের মত হয়।

সুগন্ধ লিচু—বাহাকে বলে রোজ সেন্টেড  
বা গোলাপ গন্ধ যুক্ত, ইহার ফল বড়, সরস  
সুগন্ধ। চীনা লিচু—ফল নারী, উৎকৃষ্ট, গায়ে

পুণাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ছালে কাঁটা থাকে না, অনেকটা সবুজ বর্ণ। যে সকল স্থানের মৃত্তিকা সমস্ত বৎসর সরস থাকে, সেখানকার মাটি শ্রুগন্ধী লিচুর উপযুক্ত স্থান।

ছায়ামুক্ত স্থানেই ছবিয়া লিচু অল্প এবং সেইজন্য ইহার বর্ণও সাধা হয়।

বীজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় কলমের চারাতেই লিচু গাছ ভাল হয়, সেইজন্য বিখ্যাত উৎকৃষ্ট জাতীয় কলমই সংগ্রহ করা আবশ্যক। নিকট জাতীয় লিচুতে বতই জল ও সার দাও, কল ভাল হয় না। গোলাপ গন্ধ লিচুর কলমই বসাইতে হয়।

লিচুর চারা বসাইতে হইলে বর্ষাকালট প্রাপ্ত সময়। যে সকল স্থানে মাটি বেশ সরস থাকে অর্থাৎ হেমন্তের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত বসান যাইতে পারে। বথেষ্ট বৃষ্টি করিতে হয়, ছায়ার বন্দোবস্ত করিতে হয়, কলাগাছ প্রভৃতির মাঝে মাঝে আম ও লিচুগাছ রোপন করিতে হয়, এই সকল স্থানের মৃত্তিকাও সরস থাকে, কলাগাছের ছায়ার রোদ্ভের প্রথম প্রথম উদ্ভাপণ পায় না, গাছ অল্প সময়েই বাড়িয়া উঠে। অনেকেই বলেন, আম ও লিচুগাছের রোপণ প্রণালী প্রায়ই একরূপ, অন্ততঃ ২০।২৪ হাত দূরে এক একটা চারা বসাইতে হয়।

## রোপন কবিবার নিয়ম।

অন্ততঃ একহাত দীর্ঘ একহাত প্রস্থ এবং দেড় হাত গভীর মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্ত করিতে হয়। তাহাতে পচা গোবর সার, চিকন বালী এবং গর্তের মাটি মিলাইয়া গর্তের অর্ধেক অংশ পূর্ণ করিয়া, আশে পাশের মাটি ঢাচিয়া বাকী অর্ধেক পূর্ণ করিয়া দিয়া কিছু দিন এইরূপ ফেলিয়া রাখিতে হয়। প্রায় ৩৪ সপ্তাহ পরে গর্ত গুলিতে লিচু কলম রোপন করিতে হয়। তাহার পর প্রত্যহ জল

দিয়া মাটি সরস রাখা আবশ্যক। দূর দেশ হইতে চারা আনিয়াই পুতিতে নাই। কোন ছায়া যুক্ত স্থানে হাপরের মত করিয়া তাহাতে সমস্ত চারাগুলি একত্রে রাখিয়া জল সেচন করিয়া গাছ গুলিকে একটু তাকিয়া করিয়া তুলিতে হয়, তাহার পর পূর্ণ কণ্ঠিত গর্ত গুলিতে রোপন করিতে হয়। হাপরে অন্ততঃ ২।৩ সপ্তাহ রাখা যাইতে পারে। কলমের গোড়ার মাটি খুলিয়া ফেলিবে না। তবে যদি চারা আনা হয়, তবে সাবধানে টবটি ভাঙিয়া টবের মাটি সমেৎ গর্তে বসান উচিত।

লিচুগাছের পক্ষে জলই উৎকৃষ্ট সার বলিলেও চলে। জল পড়িয়া গোড়ার মাটি শক্ত হইয়া যায়, সেইজন্য মাঝে মাঝে মাটি সাবধানে খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হয়। অতিশয় রোদ্ভের সময় লিচুগাছের পাশে বেড়া দিয়া ডাটা সমেৎ তালপাতা পুতিয়া দিতে হয়, তাহার দ্বারা ছায়া হইয়া গাছ রক্ষা হইয়া থাকে।

লিচুগাছের গোড়ার অনেক ছোট ছোট ফেড়ো উঠে, সেগুলি ধারাল ছুরি দ্বারা ছাঁটিয়া দিতে হয়। (ক্রমশঃ)

## চিকিৎসা-বিষয়ক।

### বসন্তরোগের দেশীয় চিকিৎসা

লেখক :—মেডিক্যাল

ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কবিরাজ

শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত।

১১।১২ং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,

গ্রামবাজার, কলিকাতা।

—:—

পিড়কা সকল সম্পূর্ণরূপে উদ্ভূত না হইলে

১। কাঁচা হরিদ্রার রস, তেলাকুচার

পাতার রস অথবা শতমূলীর রস মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গায়ে মর্দন করিবে।

### পীড়ার প্রথম অবস্থা—

২। মেথী ভিজা জল, কুড় ও বাবুই তুলসীর কাথ অথবা—কুড়, বাবুই তুলসী পাতার শিকড় ও মানকচুর শিকড়ের কাথ সেবন করিলে উপকার হয়।

৩। কুমুরিয়া লতার কাথে ৮০ আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে হইবে।

৪। জয়ন্তী অথবা শিকটীমূল স্তূত—ও পয়স্বিত জলের সহিত পান করিবে।

৫। সুপারির মূল কিম্বা মরিচ ও ময়না মূল অথবা মরিচ, নাটা করঞ্জার মূল বাসি জলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

৬। শ্বেতচন্দন খসা ৮০ আনা অর্দ্ধ ছটাক হিফে শাকের রস পান করিলে বসন্ত ফোটকগুলি ভাঙ্গিয়া উঠে।

### বসন্ত পাকিতে আরম্ভ করিলে

৭। গুলঞ্চ, ষষ্টিমধু, ড্রাক্সা, ইক্ষুমূল ও ডাড়িমের খোসা—ইহাদের কাথ কিঞ্চিৎ গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

৮। রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, নিমছাল, ক্ষেতপাণ্ডা, আকন্দাদি, পলতা, বেনামূল, কটকী, আমলকী, বাসকছাল ও দুরালভা ইহাদের কাথ নীতল করিয়া চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ বসন্ত ভাল হয়।

৯। পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটকী ও ক্ষেতপাণ্ডা ইহাদের কাথ পানে অপর বসন্তপ্রশমিত ও পক বসন্ত বিত্তক হয়।

১০। গুলঞ্চ, ষষ্টিমধু, রান্না, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী, গোন্ধুর, রক্তচন্দন, গাভারী কল, বেড়েলা মূল ও বৈচির্মূল ইহাদের কাথ বাতপ্রধান বসন্ত রোগের পক্যবস্থায় পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

আর কেন? পুরাতন “কাছের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

১১। কিসমিস, গাভীরাফল, খজুৰ, পলতা, নিমছাল, বাসক লাভ (ঐখ) আমলকী ও তুরালতা ইহাদের কাথ চিনি সহ পান করিলে পিত্তজ বসন্ত ভাল হয়।

১২। ছুরালতা ক্ষেপাণড়া, চিরতা ও কটকী ইহাদের কাথ পিত্তপ্রধান বা শ্লেষ্মা প্রধান বসন্ত রোগে প্রয়োগ করিবে।

বসন্ত রোগে মুখে ও কণ্ঠে ত্রণ উৎপন্ন হইলে—

১৩। আমলকী ও যষ্টিমধুর কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্বারা গণ্ডু্য করিতে দিবে।

১৪। জাতীফল মঞ্জিষ্ঠা, দারু হরিদ্রা, সুপারি, শমীকণ্ঠ, আমলকী ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া কবল করিতে দিবে।

বসন্ত রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়—

১৫। মোচার রস দ্বারা খেতচন্দন পেষণ করিয়া কিম্বা বাসকের রস ও মধু দ্বারা পেষণ করিয়া পান করিলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় না।

১৬। টাটকা কটকারীর মূল সমপরিমাণে গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করিলে এক বৎসরের মধ্যে বসন্ত রোগ হয় না।

১৭। পুনর্বার মূলচূর্ণ ও গোলমরিচ সমপরিমাণে জল সহ সেবন করিলে কোন কালে বসন্ত রোগ হইতে পারে না।

১৭। তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস ইহাদের কাথ চৈত্রমাসে পান করিলে বসন্ত রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

১৮। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে শুভবর্ণ কলসে লোহিতবর্ণ পতাকা বুক সিজের শাখা স্থাপন করিয়া বাটিতে

রাখিলে সেই বাটিতে বসন্ত রোগ হইতে পারে না।

১৯। স্ত্রীলোকদিগের বামপার্শ্বে এবং পুরুষদিগের দক্ষিণপার্শ্বে হরীতকী বীজ ধারণ করিলে বসন্তরোগ হয় না।

বসন্ত রোগে অবশ্য পালনীয়।

১। বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে রোগীর ও গৃহস্থ সকলের অতি পবিত্র থাকা, জপ, হোম পূজা ও শীতলাস্তোত্রাদি পাঠ করা কর্তব্য।

২। বসন্ত রোগ জনিত জ্বর হইলে জল স্পর্শ করিবে না। সর্ষাপে ভাঙ্গ-(সিদ্ধি) চূর্ণ মালিশ করিবে ও নিরাস্ত স্থানে থাকিবে।

৩। রুদ্রাক্ষ অন্ন বসিয়া ২৩টা গোলমরিচ চূর্ণ ও পর্যুষিত জল সহ তিনদিন সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৪। কুমারিয়া লতার মূল ২ তোলা / ১০ অর্দ্ধসের জল সহ সিদ্ধ করিয়া ৮০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া খাইবে।

৫। অনন্তমূল ১০ অর্দ্ধতোলা আতপ চাউলের সহিত জল সহ বাটিয়া খাইলে বসন্ত রোগ ভাল হয়।

৬। এই রোগে অত্যন্ত দাহ হইলে পর্যুষিত জল মধ্যে অন্ন মধু মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

৭। পারে বসন্ত হইয়া অবিরত জ্বালা হইলে আতপ চাউলের জল দ্বারা ঐ স্থান ভিজাইয়া রাখিবে।

৮। শুক কুল চূর্ণ ১০ আনা ১০ অর্দ্ধ তোলা ইক্ষু ওড় সহ প্রাতঃকালে পান করিলে অতিশীঘ্র সকল প্রকার বসন্ত থাকিয়া উঠে।

৯। টাৰা লেবুর রস কাঁজিসা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত ও দাহ নিবারিত হয়।

১০। রোগী খুব দুর্বল হইলে বিবেচনা পূর্বক মাংসের ঘূষ দেওয়া বাইতে পারে।

১১। কঠ পত্রিকারের জল পিপ্পল চূর্ণ মধুর সহিত অবলোহন করিতে দিবে।

১২। দ্বাহারা বসন্ত রোগের চিকিৎসা ভাল জানেন ও দীর্ঘকাল বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া অতিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের দ্বারা বসন্ত রোগের চিকিৎসা করা হইবে ও উপদেশ লইয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে।

পথ্যাপথ্য—

রোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষুধাভ্রাসারে দুগ্ধ-মাগ বা দুগ্ধবাণি প্রভৃতি লঘুপথ্য আহাৰ করিতে দিবে। পরে ক্ষুধাবৃদ্ধি অনুসারে এবং ব্রহ্মদির অবস্থা বিবেচনা পূর্বক অন্ন প্রভৃতি আহাৰ করিতে দিবে। বেগুন, পটল, কাঁচকলা, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী ও বেদানা, কিসমিস কমলা লেবু ও আনারস প্রভৃতি ফল খাইতে দিবে। গাজে সর্বদা মোটা কাপড় রাখা কর্তব্য।

মংস্ত, মাংস, উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য এই সকল পদার্থ ভোজন ও তৈলমর্দন ও বায়ু সেবন এই পাড়ার বিশেষ ভাবে বর্জন করিতে হইবে। বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি হুতরাং বসন্ত রোগীর নিকট হইতে বতটা সম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধ প্রস্তুত বোধ—উপরোক্ত ঔষধগুলি (বেগলির পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা তির সর্বস্বত্ব প্রত্যেক দ্রব্য সমভাবে লইয়া দুই তোলা হইবে—অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেবন করিতে হইবে। উপরিলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ঐক্যুত রাজেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও আবুর্কৈদ

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাসুল পাঠান।

সম্পাদক—আয়ুর্কেন মেডিকেল কলেজের  
সুপারিনটেনডেন্ট ও অধ্যাপক রাজবৈদ্য  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন ও শ্রী কবিরঞ্জন  
শাস্ত্রী মহাশয় দ্বয়ের ও আমার পরীক্ষিত  
জানিবেন। লেখক।

## গাছ গাছড়ার বংশবিস্তার করবার অদ্ভুত কন্দী।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:—:—

সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকেই ইতরপ্রাণী  
হতে আরম্ভ করে মানুষ পর্য্যন্ত নিজেদের  
বীচবার জন্ত—স্থল বায়ুজলের জন্ত বরাবর  
সমান ভাবে যুদ্ধ করে আসছে।—এই যুদ্ধটা  
কেবল বিজাতীয় বা বিপক্ষীয় শত্রুর সঙ্গেই  
নয়—প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষে,  
পরোক্ষে দিনরাত সংগ্রাম চলছে, তা ছাড়া  
অবিশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ হচ্ছে প্রত্যেকের প্রকৃতির  
সঙ্গে প্রত্যেক খুঁটিনাটি নিয়ে, অবশ্য এ যুদ্ধটা  
জয় বা সিন্ধিন্দের মত অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে নয়,  
এটা হচ্ছে কোণে প্রতি পক্ষকে পরাস্ত করা  
বা তার কাছ থেকে কিছু জিনিষ আদায় করে  
নেওয়া। প্রাকৃতিক শক্তি জল, বায়ু, আগুন  
ইত্যাদি একটু কোঁক পেলেই একটু অসাধবান  
হলেই অনবরত আমাদের নির্মম ভাবে পিসে  
পিসে মেরেকলতে চাইছে, তাদের না আছে  
একটু, দয়া না আছে কিছু মায়া। কিন্তু  
মানুষ এবং অন্ত্যস্ত প্রাণীরা প্রকৃতির সেই  
ধ্বংসকারী শক্তিটাকে কোণে এড়িয়ে জীবন  
নির্মাণের উপযোগী সব জিনিষ পত্র তার কাছ  
থেকেই সংগ্রহ করে নিচ্ছে। এই যুদ্ধটা  
যদিচ চলে, তদ্বিনই জীবন—এক হলে মৃত্যু।  
(Theory of struggle for Existence)

মানুষ আবার বুদ্ধিবলে সব চেয়ে বেশী  
কন্দীবাণ, সে প্রাকৃতিক শক্তিগুণ হতে জীবন  
নির্মাণের উপযোগী যাবতীয় জিনিষ তো  
সংগ্রহ করেছে, অধিকন্তু তার খেয়ালের সঙ্গে  
সার দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত বা 'তা' কাজ  
করিয়ে নিচ্ছে। বাতাস তার নৌকা চালাচ্ছে  
পাখর কলে আটকে গিয়ে ময়দা পিষছে, কল  
ঠেলেছে জল তুলছে আরও কত কি কচ্ছে!  
জল, আগুন ইত্যাদি ওই রকমে মানুষের  
কারদার পড়ে কত রকমের কাজ যে করে  
দিচ্ছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। বায়ুর সঙ্গে  
মিশ্রিত অনেক রকমের জিনিষের মধ্যে অক্সি-  
জেন গ্যাসটা (oxygen) মানুষের শরীরের  
দূষিত রক্ত পরিষ্কার করবার জন্তে অত্যন্ত  
দরকারী, সেটাকে বায়ু থেকে বেচে নেবার  
জন্তে—'হেমপিও' 'কনকো' ও কত কিছু ক্রম  
বিকাশের (Theory of Gradual development)  
দ্বারা অনুসারে তৈরী ও পরিণত  
হয়েছে। ওই রকমেই মানুষ বা অন্ত্যস্ত ইতর  
প্রাণীদের দেহের প্রত্যেকটি বস্তুই প্রকৃতিকে  
ঠিকিয়ে তার সারাশটুকু বেছে নিয়ে বাজে  
অংশটাকে ফেলে দেবার জন্তে কোন অজ্ঞাত  
শক্তি কর্তৃকই হটক বা আপনা আপনিই হটক  
গড়ে উঠেছে। (Theory of Evolution)  
বাক ও সব কথা বলবার জন্তে আমরা এ  
প্রবন্ধের অবতারণা করছি। আমাদের  
আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ যেমন বেঁচে থাক-  
বার জন্তে বংশবিস্তারের জন্তে প্রকৃতিকে  
ঠিকিয়ে কাজ বাগিয়ে নেবার অপূর্ণ কৌশল-  
জাল বিস্তার করে থাকে, গাছপালা গুলোও  
তাদের বংশরক্ষা, বংশবিস্তার উদ্দেশ্যে ওই ধর-  
ণের অনেক রকম কন্দী অবলম্বন করে প্রকৃতি  
বা অজ্ঞানের দ্বারা অনেক কাজ করিয়ে নেয়।  
মানুষের বুদ্ধির তুলনায় তাদের কৌশলগুলো  
নেহাৎ নিকট ধরনের নয়। আর হলোই বা  
তার গাছ, আর আমরা মানুষ—ওই

হিসেবেও তাদের কৌশলগুলো অত্যন্ত  
কৌতূহলদীপক। এ প্রবন্ধে আমরা তাদের  
জীবন সংগ্রামের "কৌশলগুলো" নিয়ে  
আলোচনা করব না, বংশ বিস্তার ও বংশ  
রক্ষার কন্দী গুলো সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা  
থেকে দু'একটা কথা বলব।

সংখ্যাধিক্য হলেই মানুষ নানা দিকে  
ছড়িয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে থাকে। ওই  
নিয়মে মানবেতিহাসের আদিযুগের অসংখ্যক  
মানুষ থেকে আজ হুনিরা মানুষের কোলাহলে  
স্তরপুর। গাছ গাছড়ার তো ওই রকমে  
ছড়িয়ে পড়বার মন্তবড় অন্তরায় হাটুতে না  
পারা। ছেলেবেলা থেকে বেথানে কন্মেছে,  
যদিচ বেঁচে থাকবে, ওই জায়গার মাটি কাম-  
ড়েই দাড়িয়ে থাকতে হবে। মানুষেরই বল,  
আর গাছ গাছড়াই বল, অজ্ঞানের পর থেকেই  
দিনরাত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে করে এক-  
দিন না একদিন প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ  
করতে হবেই হবে। প্রকৃতির কিছু ক্ষয় নেই  
তার অবসাদও আসে না। প্রাণী বা গাছ-  
পালাও ছাড়বার পাত্র নয়, তারা দেখলে  
প্রকৃতি তো তাদের হারিয়ে দিয়ে তাদের  
নামটাও পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোল থেকে মুছে  
ফেলতে চাইছে, তাই তাবা জাতসারাই  
হটক, বা অজ্ঞাতসারাই হটক বা কোন  
অজ্ঞাত কারণ বা সংস্কারের বশবর্তী  
হয়েই হটক (Theory of Involution)  
তাদের শরীরের স্থল সারাংশ থেকে  
তাদেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ একটা নূতন সত্তা  
(Being) অর্থাৎ তাদেরই সম্পূর্ণ আকৃতি  
প্রকৃতি, শক্তি সার্থ্য দিয়ে একটা নতুন  
জীবকে প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ণবিক্রমে সংগ্রামে  
প্রবুদ্ধ করে নিজে ধরনের কোলে এলিয়ে  
পড়ে; সংগ্রাম কিন্তু তার অবিচ্ছিন্ন ভাবে  
চলতেই থাকে। এটাই হল বংশরক্ষার  
মূল তত্ত্ব। উদ্ভিদ জগৎ বা প্রাণী জগৎ সবারই

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



পক্ষে এ যুক্তি প্রায়শ্চল্য। গাছ কল ধরে খালি তাদের বংশ রক্ষার জন্যে; তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা থাকে ওই কলের ভিতর অতি সুরক্ষিত অবস্থায়। কলের বীজের শক্ত আবরণের মধ্যে সঞ্চিত উৎকৃষ্ট পুষ্টিকরখাতের ভিতরে অতি সম্বর্ণনে তারা লুকানো থাকে। মাটি, জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান থেকে খাদ্যসংগ্রহ করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়। প্রথম অবস্থায় দুর্বলতা ছেঁতু তারা খাবার সংগ্রহ করে নিতে পারে না বলেই তাদের একটু পরিণত হবার উপযোগী খাবার সঞ্চিত থাকে। মাটিতে পড়ে, নিজের পারে দাড়ানোর মত শক্তি সামর্থ্য লাভ না করা পর্যন্ত ওই সঞ্চিত খাদ্যে পুষ্ট হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে যায়।

আম, জাম, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি কতগুলো গাছ তাদের বংশ বিস্তারের ভার—মাহুঘ, পল্ল, পক্ষী ও অন্যান্য জীবজন্তুর প্রতি দ্রুত করেই নিশ্চিত হয়ে আছে, অবশ্য মাহুঘ বা অন্যান্য প্রাণীরা যে তাদের বংশ বিস্তারের সহায়তা করে থাকে, এজন্য দস্তর মত পারিপারিত্রমিক দিতে হয়, ওই পারিপারিত্রমিক হচ্ছে—আমের সুরসাল মাংস, কাঁটালের সুমিষ্ট কোষ, কলার সুস্বাদু খাদ্যাংশ, মাহুঘ ওই সব সুমিষ্ট খাদ্যের নোঙে গাছের বীজ, চারা, কলম ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে নিয়ে বহন করে' পল্লপক্ষী, কাঁট পতঙ্গ বা প্রাকৃতিক উপদ্রব থেকে রক্ষা করে বাচিয়ে তোলে; কাজেই বংশ বিস্তারের জন্য তাদের কোনই চিন্তা করতে হয় না—এমন কি কোন কোন জাতের কলা, বেগুন, পেয়ারা ইত্যাদি তাদের বংশরক্ষার উপায় স্বত্ব—এত উদাসীন ও পর-নির্ভর হয়ে গেছে যে, তারা বীজটাও পর্যন্ত উৎপাদন করে না। মাহুঘ তাদের

ডাল কেটে, কলম করে বংশবিস্তার করে দিচ্ছে, এ অন্তে তারা মাহুঘকে বীজশুল্ক নানা রকমের সুস্বাদু কল দিয়েই খালাস। কিন্তু সব গাছের কলতো আর মাহুঘের খাবার উপযোগী নয়, এমন অনেক গাছ আছে—মাহুঘ থাক, কোন পল্ল পক্ষী পর্যন্ত তাদের বিটকেলেগছে ও বিশ্বাসে দূরে পালিয়ে যায়।

পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলেই “বুনো” নামে এক জাতের গাছ আছে, গাছগুলো প্রায়ই খাল, বিল বা জলাশয়ের পাড়েই জন্মে থাকে, তাদের গায়েও একটা চর্গাক আর কল গুলোর চর্গাক অবর্ণনীয়, কলগুলো ঠিক ‘মাকাল’ কলের মত বড় হয়—আর সাঁদা, বর্ষার যখন খাল বিল, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই ওদের কলগুলো পাকে। খুব বেশী পেকে গেলে আপনিই বোঁটা খসে জলে পড়ে যায়, তখন বা’ একটা চর্গাক বেরোয় তাতে তার ত্রিসীমানার বাওয়া ছড়ার হয়ে ওঠে। কোন পাখীও তাদের কাছে ঘেঁসে না। কাজেই তাদের বংশ বিস্তারের জন্য নিজেরাই একটা উপায় করে নিয়েছে। কল গুলো পেকে জলে পড়লেই শ্রোতের টানে নানা দিকে ভেসে যায়। ওদিকের বর্ষার জল—ঠাৎ খুব বেড়ে ওঠে, আবার ২৪ দিনের ভিতরই কমেতে থাকে—কাজেই কল গুলো ভেসে গিয়ে খালের জলাশয়ের ধারে কোন উঁচু জায়গাতে বা পাড়েই উঠে পড়ে। আবার আস্তে আস্তে জল নেবে বাওয়ার সময় ওগুলো অনেক সময়ই আটকে যায়, সেখানেই একবছরের মধ্যে ফের বর্ষা আসতে না আসতেই বীজ থেকে গাছ হয়ে বেশ বড় বড় হয়ে ওঠে, বর্ষা এসে পড়লেই অনেক সময় গোড়ার দিকটা ডুবে যায়—গাছের মাথার দিকটা জলের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে

বেড়ে ওঠে, নচেৎ একেবারে ডুবে গেলে পাতাগুলো পচে যাবে, গাছের ডাটাটা জলে ডুবানো থাকলেও নষ্ট হয় না, এই উপায়ে ওরা প্রায় সমস্ত খাল, বিল, ডোবার ইত্যাদির পাড়েই দস্তর মত বরকরা সাজিয়ে বসে আছে।

‘মাহুঘ’ নামে একরকমের ছোট গাছ মাঘ কাশ্বর্ন মাসে মাঠের ভিতর অসংখ্য জন্মে থাকে, তাদের কলের বীজের ছই মুখ একটু ফুলো অসংখ্য বীজ হয়ে থাকে, বীজ গুলোর সর্বাঙ্গে ঠিক আকৃসী বা ‘ছকের’ মত মাথা বাকানো অনেক কাঁটা ঠিক খাড়া হয়ে আছে। ওই গাছগুলো খাদ্য হিসেবেই হউক বা অন্য কোন কাজের হিসেবেই হউক, কা’রই কোন একটা দরকারে আসে না, কাজেই সেগুলোর বংশ বিস্তারের জন্যে কারো কাছ থেকেই সহায়তা পায় না। কিন্তু মাহুঘ বা অন্য কারোর কাজে আসেনা বলেই তো আর তারা বংশরক্ষার বিরত থাকতে পারে না। তাই তারা এমন ফলী এটেছে, মাঠের মধ্যে যে কোন পল্ল চরতে আসে বা যদি মাহুঘ মাঠের মধ্যে তাদের সংস্পর্শে গিয়ে পড়ে—বেই একটু ছোঁয়া, আর অমনি তাদের ওই ‘ছক’ ওরালা কাঁটা দিয়ে কাপড় কিংবা গায়ের লোম আচ্ছা করে আঁকড়ে ধরে, সহজে ছাড়ায়, কার সাধা। ওই রকম মাহুঘের কাপড়ে বিধে, অন্তদের লোমে আটকে বহুদূর দূরান্তরে চলে যায়,—সেখানে গিয়ে আবার বংশ বিস্তারের উপায় করতে থাকে।

‘সোনাদী’ নামে একরকমের বড় গাছ মাঠে ঘাটে প্রায় সর্বত্রই জন্মে থাকে। এদের গায়ের ছাল গুলো কেটে কেটে উজ্জল হলুদে রংএর দেখায়। ছালগুলো অনেক সময়ে কবরজি ঔষধে ব্যবহৃত হয়ে

বিজ্ঞাপন দোখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ফুলিবেন না।

থাকে। ও গাছগুলোও বুনে জাতের—কচিৎ কারো সামান্য কাজে আসে, কাজেই কেউ তাদের বংশবৃদ্ধির সহায়তা করে দূরে থাকে—বাড়ীর আশে পাশে জঙ্গলে কেটে ফেলে দেয়। এরা সারা চিনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়-  
বার জন্যে অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেছে। এদের ফলগুলো হয়—খুব লম্বা—ছোট খাট একখানা নৌকা ধরণের, এক একটা ছড়িতে প্রায় ৪৫টা করে ওই রকম নৌকার মত ফল ধরে, ফলগুলোর ভিতরে অসংখ্য বীজ—  
টিক ডানামেলা সাদা মাঝারি প্রজাপতির মত স্তরে স্তরে সাজানো থাকে, মাঝ খান্টায় ঈষৎ সবুজ রংএর একটা চ্যাপটা বীজ আর তার চারধারে পাতলা খুব সাদা—চামড়ার মত—  
পাখা ছড়িয়ে আছে। ফলগুলোর বাইরের আবরণটা খুব শক্ত—সহজে কেটে বীজগুলো ছড়িয়ে পড়তে পারে না, অনেক দিন পর্যন্ত গাছে ফলগুলো শুকিয়ে ঝুলতে থাকে। যখন চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রবল ঝড় আরম্ভ হয়—  
তখন ঝড়ের বেগে শুকনো ফলগুলো পর-  
স্পরের গায়ে আছড়ে পড়ে কেটে যায়—আর বীজগুলো তাদের পাখার ভর করে বাতাসের সঙ্গে অনেক দূরে দূরে চলে যায়। গাছ উচু থাকায় তাদের ৫৭ মাইল সময়ে সময়ে তারও বেশী দূরে ছড়িয়ে পড়তে কোন অসুবিধাই হয় না, যেখানে মাটিতে পড়ে—বৃষ্টির জলে ভিজ়ে সেখানি চারাগাছ গজিয়ে উঠে। এই সহজ উপায়ে তারা প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু আয়গা দখল করে ফেলেছে।

সিমুল তুলাগাছও ওই রকম সহজ উপায়ে বংশ বিস্তার করে থাকে, সিমুল কার্পাস ও অজ্ঞাত তুলার—বীজের চারধারে অনেকগুলো কেসো টিক পালকের মত জড়িয়ে থাকে, বাইরের আবরণটা ফাটে তখন, যখন ভিতরের তুলোর কেসো গুলো বেশ শুকিয়ে সৌজের তাপে ফেঁপে ওঠে। আবরণটার ভেতর থেকে

বেরিয়ে পড়েই সামান্য বাতাসেও উড়ে দেশ দেশান্তরে চলে গিয়ে—নতুন সংসারের পত্তন আরম্ভ করে দেয়। আলকুমী, আকনু বা আকন্দ, শেফালকাঁটার মত এক ধরনের বুনে গাছ—ওরা সবাই উড়ে গিয়ে বংশ বিস্তার করে, এদের বীজের একদিকটায় ঠিক বৃ-  
কেন্দ্রের মত একগোছা গোত্র একদিকে ছড়িয়ে থাকে—ওই গুচ্ছে ভর করে ওরা স্বচ্ছন্দে উড়ে যেতে পারে।

তৈঁতুলে নামে এক শ্রেণীর বুনে গাছও উপর—বাড়ীর আশে পাশে জঙ্গলে অনবরতই চোক পড়ে। গাছ গুলো বড় হয় না। খুব ছোট্ট চেন্টা একরকমের অসংখ্য ফল ধরে। ফল গুলো দেখতে ঠিক অনেকটা তৈঁতুলের মত। গায়ে খুন্স খুন্স অসংখ্য স্তরা আছে। সে স্তরা গুলোর মাথা একটু বাকানো। খুব মনোযোগ দিয়ে না দেখলে স্তরা গুলো মালুমই হয় না। ওই ফলগুলো যদি কোন রকমে একবার মানুষের কাপড়ে বা পত্তনের গায়ের লোমে লাগতে পারে, তবে তাদের ছাড়ান বড়ই দুঃস্বপ্ন হয়ে পড়ে। সেগুলো যেন কামড় খেয়ে একদম ন্যাপটে বসে যায়। একটু ঝোপ জঙ্গলের কাছে হেটে এসে কাপড়ের দিকে চাইলেই দেখে অবাক হতে হয়—কোন কঁাকে একেবারে অজানিত ভাবে কাপড়ের মধ্যে অসংখ্য তৈঁতুলে ত্যাপটে লেগে রয়েছে। তাকে কাপড় থেকে ছাড়ানো বড় সোজা ব্যাপার নয়। ওরা ওই রকমে ফলগুলোকে মানুষ অথবা পত্তনের গায়ে আটকে দিয়ে—দিগদিগান্তরে ছড়িয়ে বংশ বিস্তার করে থাকে।

আপাং গাছের বীজগুলোর মাথার দিকটা খুব হ'চালো—এক একটা ছড়িতে অনেক গুলো বীজ সাজানো থাকে। মানুষের গায়ে লাগলে ঠিক হ'চের মত সারবন্দি হয়ে চাম-  
ড়াতে বিধে যায়—অবশ্য চামড়ার খুব ভিতরে

টোকে না। কাপড়ে খুব সহজেই আটকে যায়। সময়ে সময়ে দেখা যায় গরু, ছাগল প্রভৃতি পত্তনের গায়ে সারবন্দি ভাবে অসংখ্য আপাং বীজ বিধে রয়েছে। তাঁরা ওই ভাবে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পত্তন ও মানুষদের গায়ে চড়ে অত্র বংশ বিস্তারের সুবিধা করে নেয়। চোরকাটা ও অগ্ন অনেক রকমের জম্মাঘাসের বীজও ওই রকমে মানুষের কাপড়ে বিধে দূব দূরান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করে থাকে। চোরকাটা টাতাদি সেখান থেকে সর্কাদাই—এক কাপড়ে বিধে যে—  
সেগুলোকে বেছে কেলেতে হয়রাণ হতে হয়।

“আমলী” বা আমকল শাক অনেকেই চেনে। এগুলো সর্বত্রই একটু পতিত জায়গা পেলেই অসংখ্য পরিমাণে জন্মে থাকে। এগুলোর স্বাদ—টক। দিবা চাটনী ও অম্বল তৈরী কবে পাওয়া হয়, গাছ গুলো ছোট ছোট বেশ নরম জটিন ইকি পর্যন্ত লম্বা হয়। এগুলো হ্রকমে বংশ বিস্তার করে থাকে। একটা গাছের গোড়া থেকে—আবার অনেকগুলোর নতুন ডগা বেড়িয়ে এক একটা গুচ্ছ তৈরী হয়,—যখন গোছাটা খুব বড় হয়, তখন এরা গোড়া থেকে একরকম লতার মত বের করে দূরে চালিয়ে দেয়। খানিক দূর গিয়ে সেটার গাঁট থেকে আবার শিকড় বার করে আবেকটা পরিবার গড়ে তোলে। তবে বীজ ছড়িয়ে বংশ বিস্তারের ফলীটাই এদের খুব সুন্দর। খুব ছোট ঠিক “চনী” গিঠের মত মাথাটা সৰু একরকমের ফল ধরে। ফল-  
টার প্রায় ৫৬ টা শির থাকে, চতুর্দিকেই কয়েক সার বীজ ওই খোসাটার ভিতরে লুকানো থাকে। খোসাটা এমন কৌশলে তৈরী যে, পাকলে একটু সামান্য নাড়াচাড়া পেলেই পট পট বীজ গুলোকে ১০১৫ হাত দূরে ছিটকে ফেলে। আমলী শাকের

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বনের ভিতর একটা গাছ একটু নাড়া দিলেই চতুর্দিক থেকে কেবল পট্ পট্—পুট্ পুট্ শব্দে বীজ ছুটে বেরতে থাকে। বীজগুলো লাল, গায়ে হালকা কীটা আছে, সে-গুলোও কাপড়ে বা লোমে আটকে যায়। ওইরূপ অদ্ভুত উপায়ে দূরে দূরে বীজ ছড়িয়ে তবিশ্যৎ বংশধরদের জন্ত জায়গা দখল করার কৌশলটা দেখতে ভারি সুন্দর।

“দোপাটী” ফুলের বীজগুলো পাকলেও ওই রকম করে খুব জোড়ে দূরে দূরে বীজ-গুলোকে ছড়িয়ে দেয়।

অশোক ফুলের বীজ পাকলেও ওই রকম করে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। আফিকার অঙ্গলে এক রকম অদ্ভুত “গলে” গাছ জন্মে। সে গুলোর বীজ খুব জোরে শব্দ করে কেটে বহু দূরে ছিটকে ক্রমশঃ তাদের চারাগাছের দ্বারা জঙ্গল ছেয়ে ফেলে। সে গুলো এত জোরে ছিটকে পড়ে যে, কাঁবার গায়ে লাগলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এক রকমের অঙ্গলী লতা আছে, সে গুলো খুব উঁচু গাছের উপর লতিয়ে উঠে। গাছ ঢেকে ফেলে—সে গুলোর বীজ পেকে জোড়ে ঠিক চার দারের সমান ভাবে ২০২৫ হাত দূরে ছড়িয়ে পড়ে। পার সুপারীর মত বীজের খোলাটা বোঁটাটা চৌতির হয়ে উন্টে পড়ে। ঠিক ছয় কোণ-ওয়ালা একখানি ফুলের সাঞ্জির মত গাছে গুলতে থাকে।

“মোতরা” নামে এক রকমের গাছ আছে, সেগুলোর ছাল থেকেই পাটী তৈরী হয়। গাছটা মিশমিশে কালো ঠিক সোজা হয়ে তিন চার হাত উঠে। কোন ডাল পালা নেই। ঠিক একগাছা মফণ লাঠীর মত। গোড়ার দিকটা মোটা, ডগার দিকটা সরু। ওই গাছগুলো তিন রকমে একস্থান থেকে আরেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গাছগুলোর বীজ হয়। গাছটার মাথার দিকটা যেখানে

শেষ হয়, সেখানে একটা গাঁট আছে,—ওই গাঁট থেকে তিন চারটা খুব বড় ডাল ছড়িয়ে দেয়। ওই গাঁটটাই গাছের শেষ। যে ডাল গুলো ছড়িয়ে দেয়, তারা প্রত্যেকেই ঠিক এক একটা আলোদা গাছ। ওই প্রত্যেকটা ডালের মাথাতেও একটা করে গাঁট থাকে। আবার ওই গাঁট থেকে আরও ডাল ছড়িয়ে দেয়। ওই ডালপালা গুলো ক্রমশঃ গাঁট থেকে বাড়তে বাড়তে গাছটার মাথা অতিরিক্ত ভারে সুইয়ে পড়ে। যখন ডাল-গুলো মূল গাছটা থেকে অনেক দূরে ভারে মাটির প্রায় কাছাকাছি নেমে আসে, তখন তার মাথার গাঁটটা থেকে আন্তে আন্তে শিকড় নামিয়ে দিতে থাকে। শিকড় একবার মাটির নাগাল শেলেই বেশ করে আঁকড়ে ধরে—আর আন্তে আন্তে মূতন শিকড় বেরিয়ে, মাটি আঁকড়ে গাঁটটাকে একবারে মাটির কাছে নিয়ে যায়। তখন ওখান থেকেই আরেকটা নতুন সংসার পত্তন আরম্ভ হয়! এই উপায়ে একটা ঝাড় থেকে প্রায় ১০১২ হাত দূরে দূরে আরও ২৫ চারটে ঝাড় তৈরী হয়ে, তারা আবার ওই রকমে ছড়িয়ে পড়ে। এক বছরের মধ্যে তারা অতি সহজে দু'একটা ঝাড় থেকে সমস্ত বাগানময় ছড়িয়ে পড়ে। আর গাছের গোড়া থেকেও অনেক গুলে করে খুব তেজোয়ান “পোল” গজিয়ে ওঠে। গাঁট মাটিতে বসবার পরেই তার থেকে দুই চারটা “পোল” বার করে পূর্ণ উত্তমে জায়গা দখল করতে লেগে যায়। বীজ থেকেও গাছ হয় বটে কিন্তু সেটা কদাচিত্।

লেবু, বেলফুল আরও অস্ত্রাণ অনেক গাছও মোতরার মতই বংশ বিস্তার করে থাকে; লেবুর বা বেলফুলের ঝাড় যখন কাঁকালো হয়ে ওঠে, অর্থাৎ যখন ডাল পালা খুব বেশী হয়ে যায়, আর গায় গায় ঘেঁসে থাকা তখন তাদের পোষার না। পাশের

এক একটা ডাল লম্বাটে হয়ে গেলে সে গুলো খানিক দূরে ধেয়েই আপনার ভারে আপনিই ভুঁইয়ের গায়ে এলিয়ে পড়ে। তখন মাটির কাছে একটা চোক থেকে অনেক শিকড় বার করে মাটি কামড়ে ধরে, সেখানে আবার আলাদা পরিবারের পত্তন শুরু করে দেয়। এতে নতুন পরিবার গড়তেও খুব সুবিধা, কোন ব্যাট নেই। নতুন যে পোলগুলো বেরায়, সেগুলোর ঠোঁটেরা যোগানোর জন্তে তো প্রথম প্রথম কোনও চিন্তা করতে হয় না। কারণ ওই জ্যান্ত ডালটাই মূল বড় গাছ থেকে রস রক্ত জুগিয়ে তাদের দিবা নধর ক্রান্তি কুটিয়ে তোলে। তার পর বৃষ্টি হয়ে তো একেবারে পূর্ণোদ্যমে প্রকৃতি থেকে মাল মসলা জোর করে কেড়ে নিতে থাকে। ঝড়ের চার দিকের ডালগুলোকে যদি মানুষে একটা মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে দেয়, তাহলে তো কষাই নেই—অল্পদিনে ওই সব গাছের বন হয়ে যেতে পারে। এসব নানা জাতের গাছের কদর তো মানুষের কাছে ধরতে গেলে সোঁদন হয়েছে। মানুষ আগে কাচা মাংস ছাড়া খেতেই জানতো না, তাতে আবার লেবুর গন্ধ বা ফুলের দোহর তো দূরের কথা। কাজেই প্রথম যুগে এদের বংশ বিস্তারের জন্ত নিজেরাই ওইরকমের ফন্সী খাটিয়ে ছিল। এখন মানুষের হাতে পড়েও তাদের আগেকার বহুদিন লক্ষ সংস্কার ভুলতে পারে নি।

আমরা একরকমের ছোট কচুর শাঁক খেয়ে থাকি। তাদের গোড়ার মাটির নীচের গাঁটটাও খাওয়া হয়। সে গুলোকে গাঁটা কচু বা সুখী কচু বলে। ওই গাছ গুলো অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়বার জন্তে ওর গোড়ার গাঁট থেকে একটা লম্বা শিকড়ের মত একটা লতা অনেক দূরে ছড়িয়ে দেয়। একটা গাছ থেকে এমন দশ বারোটা শিকড়ের মত লতা প্রায় দশ বারো হাত—সময়ে সময়ে

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

বেশী মাটির ওপর দিয়ে চলিয়ে দিতে থাকে। অনেক দূর গিয়ে ওই লতাটার মাথাটা ঠিক একটা গেমোর মতন হয়ে ফুলে ওঠে, আর ওখান থেকে শিকড় বার হয়ে নতুন একটা গাছ গজায়। ওই গেমোরটার ভিতরে চারা-গাছটার খাবার জন্ত Albumen জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। চারাটা বড় হয়ে কের বছরে আবার লতা ছড়িয়ে বংশ বিস্তার করতে থাকে।

জলের ওপরকার নানা জাতের পানি, কচুরী (Water Hyacinth) হিঞ্চে প্রভৃতি ঠিক ওই উপায়েই সারা পুকুর ছড়িয়ে দিবি আরায়ে সাজোপাজো নিয়ে বসবাস করে থাকে।

শালুক বা সাঁপলা ফুলের বীজ (টেপ) যখন পেকে যায়, তখন সেগুলো জলের ওপর ভেসে ভেসে বহু দূরে চলে যায়; জল শুকিয়ে গেলে মাটিতে আটকে গিয়ে পর বছরের বর্ষার চারা বের হয়ে থাকে।

কর্ণ জাতের এক রকমের অসংখ্য গাছ (হুর্গা বাপ, কালী বাপ) বড় বড় গাছের গুঁড়িতে শিকড়ে অসংখ্য জন্মে থাকে, তাদের বংশ বিস্তারের কৌশলের যদিও কোন বিশেষত্ব নেই, তবুও সহজ উপায়ে তারা বেশ বহু পরি-বারে একত্র হয়ে অনেকখানি জায়গা এক চেটিয়া করে নেয়। তাদের পাতার ধারে ধারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ জন্মে থাকে। অনেক গুলো বীজ হওয়াতেই সে গুলোর বংশ বিস্তারে সুবিধা হয়। কতক গুলো নষ্ট হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। পাথর ফুঁচি গাছের ও পাতার ধার থেকে অনেক গুলো চারা বার হয়ে থাকে, বীজটা বত সহজে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, বড় চ্যাটালো পাতাটা তার চেয়ে অনেক সহজে অস্ত্র দিয়ে পড়তে পারে। অনেক রকমের ব্যাঙের ছাতার গারে হস্ত চূর্ণের মত বীজ থাকে, সেগুলো একটু

বাতাসেই বাষ্পের আকারে উড়ে গিয়ে অস্ত্র উপনিবেশ স্থাপন করে।

কতগুলো গাছের ফল এমন শক্ত আবরণে ঢাকা যে, পাখীতে সে গুলো গিলে ফেলেও তাদের পাকস্থলীর গরমে সেটা নষ্ট হয় না। বিটা ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে বীজ গুলো যেখানে পড়ে, সেখানে গাছ গজিয়ে ওঠে। প্রাচীণ জীবিত জীব্য রক্ষার জন্ত কত যে উপায়ই করেছেন, তা দেখলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়।

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন  
ডাঃ বহুর রিসার্চ লেবরেটরী।

## স্বার্থ ত্যাগ।

ভগবান যুগে যুগে অবতার রূপে মহত হৃদয় আশ্রয় করে মুক্তির বাণী তাঁদের মুখ দিয়ে প্রচার করে থাকেন, সেই বাণী শুনে জগত মুক্ত হয়, তাঁর কথায় জীবন মন ধন সব সমর্পন কর্তে কুণ্ঠিত হয় না। এ আদর্শ নূতন নয়। একটা লোকের অঙ্গুলি নির্দেশে কোটা কোটা লোক পরিচালিত হয় কেন? এইটা রহস্য। যদি এই রহস্যের মূল অনুসন্ধান কর্তে যাব, দেখবে স্বার্থ ত্যাগই এইরূপ শক্তির মূল। মানুষ স্বার্থ ত্যাগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর্তে পারলেই সে দেবতার আনন্দ অধিকার কর্তে সমর্থ হয়। তার আর কোন অভাব থাকে না, ধর্ম্ম অর্থ, মোক্ষ, কাম সবই তার করায়ত্ত হয়। তাই স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থেই অপার আনন্দ—একান্ত সুখ। স্বার্থ সংকীর্ণ—পরার্থ বিশাল। এই বিশালত্বে যে আপনাকে হারিয়ে বিশালত্ব লাভ কর্তে পারে, সেই একটা গোটা মানুষ—আর তার কথাতেই জগত মুক্ত এবং পরিচালিত হয়ে থাকে, সেই বহু জন্মেই অবতারের আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই অবতারের নির্দিষ্ট

পন্থা অবিলম্বে চিন্তে অনুসরণ কর্তেই মুক্তি করায়ত্ত হয়।

স্বার্থ ত্যাগে এদেশ আজ পশ্চাৎপদ হয়ে উঠেছে। আমরা বর্তমান যুগের মানুষ আগে সকল কাজেই দেখতে চাই, যে যে কাজ কর্তে থাকি, তাতে আমার নিজের স্বার্থ কতটুকু। এইখানেই বত অনর্থের মূল। আমি আছি কিন্তু দশকে নিয়ে—দেশের সাহায্যে আমার অস্তিত্ব। কিন্তু দেশের কথা, দেশের কথা আমি ভাবতে জানিনা—ভাবতে চাইনা। কেননা স্বার্থত্যাগ সাধনায় আমি কখনও বসি নাই, আমি তাতে অনভ্যস্ত। এই শ্রেণীর লোক যে দেশে অধিক, সেদেশের উন্নতির আশা করা সুখ অস্তায় নয় হুশাশাই বলতে হবে।

ধন, বাস্তব আশ্বাসপ্রসাদ এই সকল আশ্বাসমান লাভের সোপান। আমি জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্তে, দশজনে আমার কথা শুনে, আমার কথায় চলবে, আমার স্বার্থে আমি এই টুকুই চাই। কিন্তু যদি আমার স্বার্থ ভুলে দেশের কথা ভাবতে শিখি, দেশের সুখে সুখী হই, দেশের দেশকে আপনার দেশ ভাবতে শিখি, তাতে আশ্বাসপ্রসাদ এবং আশ্বাসমান, প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়, জগতে অমর নাম রেখে যেতে পারা যায়। তাই জগতের মহাজনগণ বলেছেন—উচ্চজ্ঞান এবং উচ্চ শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ ঐ স্বার্থত্যাগে। যদি পরার্থ ভাবতে না পারি, উচ্চ শিক্ষা উচ্চ জ্ঞান এ সকল ব্যর্থ বুদ্ধিকর্ম্মী পরিণত। এই ভারতের পবিত্র ভূমিতে আজ অসার জ্ঞানী এবং শিক্ষিতের প্রাচুর্য্য হয়ে পড়েছে। তাই বত গর্জন, তত বর্ষণ নাই, বত আন্দোলন তত সূকল নাট। এদেশে পরার্থ ভাববার অপার আনন্দ উপভোগের লোক নাই। জগতের উচ্চ আদর্শ দেখে কখন কখনও অশান বৈরাগ্যের মত চমক ভালে বটে, কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ করবার বেলায় বড় বড় জ্ঞানী উচ্চ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

শিক্ষিত মাথা ছোট করে বসে থাকেন। এমন  
কাহিনীতে ভগবানের দয়া হয় না। দ্রোণদীর  
বন্ধু হরণের সময় ভগবান বলেছিলেন, যখনই  
তুমি পূর্বভাগে আমারই উপর আত্মসমর্পণ  
করে দেবে, তখনই আমি রক্ষা করেছি।  
স্বার্থ ত্যাগ করলেই মুক্তি হয়, অতীত সিদ্ধ  
হয়। জন্ম প্রাপ্ত কর, পরার্থ ভাবতে  
শেখ, দেশকে আপনার বোধ চলে। তাতেই  
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই পাবে, জীবন  
সার্থক হবে, আর দেশ মুক্ত হবে।

### ADVERTISING.

গতবারে বলে ছিলাম, বিজ্ঞাপনের প্রাণ  
প্রতিষ্ঠা কর্তে না জানলে প্রাণহীন বিজ্ঞাপনে  
কাজ হয় না। যে বিজ্ঞাপন ক্রেতা ধরে  
অনুভূতে না পারে, সে বিজ্ঞাপনে কেবল অর্থ  
নষ্ট হয় মাত্র। সেজন্য সংবাদ পত্র দায়ী নয়,  
দোষ বিজ্ঞাপন দাতার নিজের। বিজ্ঞাপনটীর  
প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্তে হলে অল্প কথায়, সত্য  
কথায় তার ব্যবহারের আবশ্যকতা, সুবিধা  
এই গুলি সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারলেই  
সে বিজ্ঞাপন ক্রেতা ধরে অনুভূতে পারে, এটা  
আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। আর  
আমাদের এইরূপ বিজ্ঞাপন লেখবার শিক্ষা  
আমেরিকার Expert লেখকদের নিকট  
হতেই। আমরা যৎকিঞ্চিৎ বা কৌশল শিক্ষা  
করে ছিলাম, তা বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ বুঝে  
ছিলেন। তাই তাদের কাজ করবার সময়  
তারা তাদের চিঠি পত্রে আমাকে অনেক  
প্রশংসা করে লিখেছিলেন। তবে দেশীয় কোন  
ব্যবসায়ী আমাকে বিজ্ঞাপন লেখকরূপে  
নিযুক্ত করেন না। তারা বলতেন, বিজ্ঞাপন  
লিখতে Expert বা অভিজ্ঞ লোকের আব-  
শ্যক কি? এর জন্য পুস্তকাদি আবার কি  
পাঠ করবো। কতগুলো প্রশংসা পত্র

জোগাড় করে, বা নিজেরাই রচনা করে  
ঔষধাদির বা বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এক  
দু কলম সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে মাসিক  
শতাধিক টাকা ব্যয় করে দিলেই অসংখ্য  
গ্রাহক পাওয়া যাবে, কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে  
কোন কোন বন্ধুর বিজ্ঞাপনের ফলাফল  
দেখে বুঝেছি, তা হয় না। অবশ্য  
২১০ জন গ্রাহক পাওয়া যায় বাটে,  
তাতে খরচা পোষায় না, অথবা ডাইনে  
বায়ে লাভ লোকসান সমান হয়ে দাঁড়ায়।  
অনেক স্থলেই খতিয়ে দেখা গেছে, ক্ষতিই  
হয়ে যায়। কিন্তু আমেরিকান ব্যবসায়ীগণ  
প্রত্যেক বারের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত ব্যয়ের  
অনুভূতি দশগুণ গ্রাহক না পেলে সে বিজ্ঞাপন  
নির্ভীক বলে থাকেন। আমাদের দেশের  
বিজ্ঞাপন দাতা বিশেষতঃ দেশীয় ব্যবসায়ী  
বিজ্ঞাপন দেন, বিল আসলে টাকা দেন,  
কিন্তু ফলাফলের হিসাব কিতাব সম্বন্ধে কোন  
লক্ষ্য রাখেন না। এইটী দোষ।

ভাড়া করা স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হয়,  
সুতরাং সেস্থান আজ বাজ্রে কথায় বড় বড়  
ভাষায় ছটায় নিজের খেয়ালের কেরামতি  
দেখাবার স্থান নয়। এতে অপব্যয় হয়।  
অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ করাই ব্যবসায় নীতি।  
সুতরাং বাছাই করা কথায় বেশ চিত্তাকর্ষক  
করে অল্প স্থানই অধিকার কর্তে হয়। তাতে  
ব্যয় সংক্ষেপ হয়, পাঠকের শৈথিল্য হয় না।  
সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ব্যয় অধিক। লম্বা  
লম্বা বিজ্ঞাপন তাতে অল্প আয়গুণি কথা  
সকল অতি অল্প পাঠকেই মনোযোগের সহিত  
পাঠ করে থাকেন। ব্যয় বাহুল্য হয় কিন্তু  
আয় তেমন হয় না। দুঃখের বিষয় এদেশের  
ব্যবসায়ীগণ এইরূপ অপব্যয়ই করে থাকেন।  
আগামী বারে কতকগুলি আমেরিকান বিজ্ঞা-  
পনের নমুনা দিয়া দেখাইব অল্পস্থানে কেমন  
সুন্দর বিজ্ঞাপন হতে পারে।

বিজ্ঞাপনকে চিত্তাকর্ষক কর্তে হলে কতক  
গুলি ক্যাচ-ফ্রেজ (Catch Phrase) ব্যবহার  
করতে হয়। সংবাদ পত্র পাঠক  
সংবাদাদি পড়ে যায়, কিন্তু এই Catch  
Phrase তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করে  
বিজ্ঞাপনের দিকে টেনে নিয়ে এসে নিজের  
বিষয় পড়িয়ে দেয়। এই কল্প ইহার নাম  
ক্যাচ-ফ্রেজ অর্থাৎ যে কথা পাঠকের চিত্তকে  
ধরতে পারে। ইংরাজী ভাষায় আমেরিকান  
বিজ্ঞাপন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই ক্যাচ-  
ফ্রেজের Dictionary প্রস্তুত করেছেন  
তাতে এইরূপ অসংখ্য হেড লাইন বা ক্যাচ-  
ফ্রেজ পাওয়া যায়। সেই সকল ক্যাচ-  
ফ্রেজ নিয়ে সকলে আপনার বিজ্ঞাপন রচনা  
করে থাকেন যাহার রচনায় অনাবশ্যকীয়  
কথা না থাকে, সুন্দর ব্যক্তি থাকে, সংখ্যের  
মীমাংসা থাকে, সেই বিজ্ঞাপনই উৎকৃষ্ট হয়,  
খরিদবার ধর্তে পারে।

(ক্রমশঃ)

## বাইয়োকেমিক নোটস

বা

প্রেসক্রাইবার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

লেখক—ডাক্তার অম্বুকুলচন্দ্র বিশ্বাস।

হড়া (হগলী)

—:—

বেশী মদ খাওয়া—বেশী মাংস, চর্নিযুক্ত  
খাবার খাওয়া ইত্যাদি যে কারণ তা আগেই  
বলেছি। এ সব ছাড়া আরো কয়েকটি  
কারণও এরোগ জন্মায়। শীত প্রধান দেশে  
বাস—ভিজে বয়সায় থাকা—যে দেশের  
জল বায়ু আর্দ্র, সে দেশে বাস—ইত্যাদি।  
অনেকে বলেন যে, সীস্ বাতু দ্বারা রক্ত  
বিষাক্ত হলেও এ রোগ হয়। বেশী ঘাম

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।



হ'লে—বাসের উপর ঠাণ্ডা জলো বাতাস লাগাইয়ে বামকে—বসাইয়ে দিলে—বেশী শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করলেও এ রোগ হয়। বর্ষা ও বসন্ত কালে এ রোগ বেশী হয়। শীতকালে যে হয় না তা—নয়।

বাইওকেমিক চিকিৎসকগণ বলেন যে—যে কোনও কারণেই হোক, দেহের রক্ত মধ্যে নেট্রাম সাল্ফার (Natram Sulph) অভাব হওয়ার দরুন রক্ত যন্ত্রের কাজের ব্যাঘাত ঘটে—সরল ভাবে জলীয় প্রস্রাব হতে দেয় না বলেই রক্তে বেশী পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড (Uric Acid) জমা হয়। বাইওকেমিক ২১টি লবণাত্মক মূত্রযন্ত্র রক্ত থেকে সব একেজো জিনিষ শুধে নিয়ে বার করে দিতে পারে না বলেই রক্ত মধ্যে বেশী পরিমাণে—ইউরিক অ্যাসিড্ জমে বার। আর ঐ সব কারণে রক্তের কাজ ঠিক মত না হওয়াতে সব সন্ধি মধ্যে ইউরেট্ অক সোডাও জমে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সন্ধিতেই এ রোগ বেশীর ভাগ হয়। অপরাপর গ্রন্থিতে যে হয় না—তা—নয়—তবে কম। এ রোগ পুরোনো হয়ে গেলে রোগী বেশী কষ্ট পায়। রোগ পুরোনো হয়ে এলে অপরাপর গ্রন্থিও আক্রান্ত হয়। হাতের আঙ্গুলের সন্ধিও আক্রান্ত হয়। হাতের আঙ্গুলের সন্ধি আক্রান্ত হ'লে—তা'কে ডাক্তারি কথায় চিরেগ্রা বলে—হাঁটুর সন্ধিতে হলে—গণেগ্রা—কাঁড়ডীর সন্ধিবে হ'লে ওমোগ্রা বলে। এ সব নাম ধরে চিকিৎসাও হয় না—আর এ সব নামও তত চলিত শোনা যায় না।

কলাকল—এ রোগ খুবই শক্ত—আর হুরারোগা—কিছু বখা সময়ে বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করে—আর পথ্যাদির বিষয় বিশেষ (আহার বিহার সব বিষয়েই)

ধরাকাটা করে—রোগী অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে। রোগ আরম্ভেই যদি চিকিৎসা করা যায়—আর আত্মাত্মিক বজ্রাদি যদি—আক্রান্ত না হয়, তাহলে—শতকরা—৪৫টা নির্দোষ ভাবে আরাম হ'তে পারে। ভিতরের বজ্রাদি আক্রান্ত হ'লে—অনেক সময় হঠাৎ বিপদ ঘটিতেও পারে।

লক্ষণাদি—(Symptom) বেশীর ভাগ এ রোগ হঠাৎই আক্রমণ করে—আর রাজ্জেই বেশীর ভাগ আরম্ভ হয়। সব সময় বড় একটা পূর্বলক্ষণ টের পাওয়া যায় না। সময় সময় সামান্য রক্তের ২৪টা পূর্বলক্ষণ দেখা দেয়। সে সব পূর্বলক্ষণ দেখে ঠিক ধরা যায় না। চোখ জালা, বুকজালা, অঙ্গবোধ বুক খড় খড় করা—মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, চোখে কম দেখা, ঘোঁরা দেখা, ঘুম না হওয়া বা তন্দ্রার মত স্বপ্নপূর্ণ ঘুম—লিবারের কাজ ঠিক মত না হওয়া, প্রস্রাব ঘন ও পরিমাণে কম হওয়া ইত্যাদি।

এরোগ প্রায়ই কোথাও কিছু নাই, বেশ স্নহ আছে—হঠাৎ রাজ্জে বাতনার অস্থির হয়। বেশ ভাল মাহুব খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছে—এমন কি রাত ১টা পর্যন্ত বজ্রবাকবদের সঙ্গে বলে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা করেছে, কেহই কিছু জানে না। হঠাৎ এক ঘুমের পর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের অসহ্য বাতনার অস্থির হয়ে পড়ে। এ বাতনার কথা মুখে বলে বোঝান যায় না। আর এ রকম অসহ্য বাতনা আর কোনও রকম বাতরোগে দেখা যায় না। হঠাৎ বুড়ো আঙ্গুলে জালা, হলবেধা মত বেদনা—ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। রোগী বাতনা যে কি হচ্ছে, তা স্পষ্ট বলতে পারে না—কেবল গেলুম মলুম শব্দ কর্তে থাকে—বাতনাতে স্পষ্ট কথা কইতে পারে না—অস্পষ্ট ভাবে গৌগাতে থাকে। আক্রান্ত আঙ্গুলটি ফুলে ওঠে লাল হয়—বেদনাও খুব থাকে, গরমও হয়—প্রসা-

হের সব লক্ষণ দেখা যায়। অর ও খুব হয়—শীপালা থাকে, বেশী বেশী জল বার। বাম প্রায় হয় না। প্রস্রাব লাল হয়—ঘন হয়—আর পরিমাণে খুব কম হয়। রোগী প্রায়ই কারো সঙ্গে বড় একটা কথা কইতে চায় না। বিরক্ত হয়—চটে বার। স্বভাব খুবই খিটখিটে হয়। আক্রান্ত স্থানে ছাত দিতে দেয় না—কেউ কাছে গেলে—পাছে হাত দিয়ে দেখে এই ভয়ে শিউরে ওঠে। আক্রান্ত আঙ্গুল বা সন্ধির পাশের সব শিরা রক্তে পরিপূর্ণ হয়, আর ঘেন আড়ট হয়ে থাকে। শীত করে অর আসে—কারো কা'রা খুব কম্প হয়েও অর হয়। রোগী স্থির হয়ে থাকতে পারে না—চটুফটু করে—আটাড় কাছাড় করে। পা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়। কোথায় রেখে যে শান্তি পাবে, তা ঠিক কর্তে না পেরে অস্থির হয়। পাটিকে একবার নিচে, একবার উপরে কখনও বা হেজের উপর ঠাণ্ডার রাখে—তবু শান্তি পায় না।

সকালে অর ও বেদনা কমে আসে। বাতনাদি কমাতে অনেকটা স্নহ বোধ করে। এমন কি একটু ঘুমও হয়। দিনের বেলা এক রকম ভাল গেল—রোগীও মনে করে এইবার কমে গেল। আবার রাজ্জে আগে কার রাজ্জের মত অসহ্য বজ্রপায় রোগীকে অস্থির করে তোলে। এ রোগের আরম্ভ ও বৃদ্ধি সবই রাজ্জে। সন্ধ্যা থেকে একটু একটু করে বেদনা বাড়তে আরম্ভ হয়—ক্রমশঃ যত রাত বাড়তে বাতনাদিও তত বাড়তে। সকালে আবার কমাতে আরম্ভ হয়। যদি এই সময় থেকে বাইওকেমিক মতে ওষুধ পত্র দেওয়া যায়, তা হলে ৫৭ দিন বা ৮১০ দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যেতে পারে। আর যদি চিকিৎসা করান না হয়, তা হলে ক্রমশঃ রোগ পুরোনো হয়ে পড়ে। কখনও বা ২১৩ সপ্তাহ ২১৩ মাস বা ২১৩ বছর ভালও থাকে। ঐ

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপরে লউন।



সময়ের পরে আবার আরম্ভ হয়। ঠিক কত দিনে যে পুনরাক্রমণ হবে, তার কোনও ঠিক নাই। রোগ ২১ বৎসর পরেও হতে পারে। আবার বছরে তিন চার বারও হতে পারে। এর কিছু বাধা ধরা নিয়ম নাই। পুনরাক্রমণ প্রায়ই হয়, বসন্তকালে—না হয় বধী কালেই হয়।

পুনরাক্রমণ হলে যে এক জায়গায় একটা আঙ্গুলে বা একটা সন্ধিতেই হবে, তারও কিছু মানে নাই। আর আর গ্রন্থি সন্ধি এমন কি হাতের আঙ্গুলের সন্ধি পর্যন্ত আক্রান্ত হতে পারে। পুরোনো আক্রমণ ১০ দিন ১৫ দিন বা একমাস পর্যন্ত থাকতে পারে। রোগের ভোগ বত দিনই হোক না কেন—এর প্রতি আক্রমণের পরই সন্ধির ভিতর সাদা চা খড়ি শুঁড়ার মত শক্ত জিনিসটা (ইউরেট অক সোডা) বেশী পরিমাণে জমতে থাকে, আর ক্রমশঃ পাথরের মত শক্ত হয়ে সন্ধি সকলের নড়ন চড়ন ক্ষমতা নষ্ট করে। উহাদিগকে একেবারে কাজের বার করে দেয়। বার বার আক্রমণের পর ঐ সন্ধি সকল পাথরের মত শক্ত ও সটান হয়ে যায়। ক্রমে ঐ ইউরেট অক সোডা পাকগুলি কিডনী মস্তিষ্ক এবং হৃদপিণ্ড মধ্যে গিয়ে পরে নানা রকম প্রাণ নাশক বিপদ আনে। ঐ চা খড়ির মত সাদা জিনিসটাকে অনেকে চক্ টোন বলে।

আরো কয়েকটি লক্ষণ।

রোগের সময় প্রস্রাব কম তো হয়ই, তা ছাড়া প্রস্রাবের সঙ্গে যে পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড ও কস্করিক অ্যাসিড বাহির হওয়া দরকার, তা না হয়ে খুব কমই নির্গত হয়। ঠিক মত অ্যাসিড শরীরের মধ্যে থেকে বার আর ঐ সন্ধিত অ্যাসিড রক্ত মধ্যে মিশে গিয়ে নানা রকম অনিষ্ট ঘটে। রোগের সময় যে প্রস্রাব হয়, তা কম হয় একথা আগেই

বলেছি। তার রং ঘোর লাল, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ বৎ দেখায়। আর কোনও পায়ে প্রস্রাব ধরিলে তলার ইটের শুঁড়ার মত তলানী পড়ে।

রোগ ভাল হ'য়ে এলে—আক্রান্ত সন্ধি চুলকাই, তা থেকে মরা চামড়া (ছাল মুতন আলুব ছালের মত) উঠতে থাকে। রোগীও ক্রমশঃ সুস্থ হতে থাকে। বার বার রোগে পাল্টে পড়লে আর এক সন্ধিতেই যদি ৩৪ বার হয়, তা হলে ঐ ব্যয়গাটি শক্ত হয় চ্যাপটা হয়ে যায়—এক রকম বিশ্রি দেখায়। ব্যয়গা বেগুনে রং দেখায়। তার উপর কখনও মোটা মোটা নিলু বা ঘোর সবুজ রংএর শির দেখা যায়। আর উহার ভিতর চক্ টোন জমার হাত দিয়ে আঙুলে আঙুলে চীপলে তার ভিতর কড় কড় শব্দ শোনা যায়। আবার কখনও ঐ ব্যয়গাটি কেটে গিয়ে যা ও হতে পারে। রোগ বেশী দিন ধরে ভোগ করে শরীর রোগী দুর্বল ও রক্তহীন হয়ে যায়। নিরাশাবস্থায় আর আর সব লক্ষণ এসে দেখা দেয়। সুখ কোলে হাত পা ফোপে—অজীর্ণ অগ্নিমন্দা আসে।

### বাইওকেমিক মতে গাউট

বা

### আরথ্রাইটিসের চিকিৎসা।

এখানে আরো ২৪টা দরকারী বিষয় বল্‌বো।

আমরা গেটে বাতকে এখানে গাউট বলি, কিন্তু ঠিক বিলিতি আরথ্রাইটিস এর সব লক্ষণ আমাদের দেশের গেটে বাতে পাওয়া যায় না। তবে বাইওকেমিক চিকিৎসার বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। আর আমরা এখানে বাতের রোগী প্রায়ই পেয়ে থাকি (বেতো রোগীর চিকিৎসা প্রায়ই কর্তে হয়) এই অস্ত্রে এ প্রবন্ধটি একটু বড়

হলেও—এখানে রিউমেটিজম্ এর কতকগুলি প্রধান লক্ষণ ও চিকিৎসা শেষ করবো। আরথ্রাইটিস (গাউট) রিউমেটিজমের চিকিৎসার বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। বরং এ দুটা রোগের চিকিৎসা এক সঙ্গে থাকতে আরো ভালও হয়—আর অনেক কাজের লাগে। লম্বোগো ও সারেটীকার বিষয় পরে বখান্বানে বলবো।

রিউমেটিজমের লক্ষণ ও কারণ।

Rheumatism রিউমেটিজম্ বা রিউমেটিক ফিবার। বাঙ্গালার একে তকন বাত রোগ বলে।

একবারে একটা বা কতকগুলি সন্ধিতে প্রদাহ হয়—সন্ধিগুলিতে ফুলো থাকে, বেদন রক্ত—অর থাকে—আর এই বাত অরের সঙ্গে সন্ধিদাই বাস হতে দেখা যায়। রোগ খুব কঠিন রকমের হলে এণ্ডো কার্ডিটাইস—পেরি কার্ডিটাইস এবং প্লুরাতেও প্রদাহ হয়। অরের সঙ্গে খুব বেশী পরিমাণে টক গন্ধ যুক্ত বাত হয়। আর প্রস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড নির্গত হয়।

এ রোগ মেয়ে পুরুষ ছেলেদেরও হয়। বয়সের কম বেশীতে রোগ হওয়া না হওয়া কিছুই দেখা যায় না। সব বয়সেই এ রোগ হতে পারে। আবার অনেকে বলেন, খুব বড়োদের এ রোগ হতে প্রায় দেখা যায় না। তবে ১৫ থেকে ৪০৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এরোগ বেশীর ভাগ হয়। বাপ মায়ের এরোগ থাকলে তাঁদের ছেলেদেরও হতে পারে। ভিজে বা ভাঁৎ সেঁতে ব্যয়গার ঘরে বাস, ঠাণ্ডা লাগান, জলে ভেজা খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ার কাঁকা ব্যয়গার শোনা ইত্যাদি এর পূর্ববর্তী কারণ।

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ খানা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

ঠাণ্ডা দেশে ও গরম দেশে এ রোগাক্র-  
মণের একটু তফাৎ দেখা যায়। কেন না  
শীতপ্রধান দেশে পরিশ্রমি গরীব লোক-  
দেরই এ রোগ বেশী হয়। আর আমাদের  
এদেশে ভ্রতলোকদেরই এ রোগ বেশী হতে  
দেখা যায়। যারা ডিসপেনসিয়ার (অজীর্ণ)  
রোগে ভুগছেন, তাঁদের এ রোগ হওয়া খুবই  
সম্ভব। সহরে যে সব বাড়ীতে রোজ প্রায়  
বার না, অতি কষ্টে বাতাস একটু আঁচুই বার  
মাত্র, এ রকম বাড়ীতে বাসও এরোগের আর  
একটি কারণ। জলে ভেজা আর বানের  
সর্বদা জলে থেকে কাজ কর্তে হয় (মাকী  
জেলে ইত্যাদি) বারা খুব বেশী পরিশ্রম  
করেন, বর্ষার জলে দাঁড়াইয়ে ভিজে কাজ  
করেন, ভিজে কাপড়ে থাকেন, খুব ঘামের  
উপর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়ে ঘামকে বসিয়ে  
দেন—খাওয়া দাওয়ার কোনও নিয়ম পালন  
করেন না তাঁদেরই এরোগ হওয়া খুব সম্ভব।  
শ্রীলোকদের ক্ষতু বন্ধও এ রোগের আর  
একটি কারণ।

বাইওকেমিক চিকিৎসকগণ বলেন যে,  
শরীরের রক্তে যে কোনও কারণেই হোক  
বা যে কোনও রোগের দরুনই হোক—  
নেট্রাম ফসফরিকাম্ (Natram Phos-  
phorecum) নামক লবণের অভাব বা  
কমতা হওয়ার জন্য দেহ মধ্যে ল্যাকটিক  
য়াসিডের (Laetic Acid) এর মাত্রা খুব  
বাড়ে। এই ল্যাকটিক য়াসিড বৃদ্ধিই এ  
বাতের প্রধান কারণ।

ক্রমঃ—

শ্রীঅম্বকুল চন্দ্র বিদ্যাস।

চফা।

## সমালোচনা।

তুলার চাস

শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৮০ মাত্র।

আলোচ্য পুস্তিকা খানিতে অতি সরল  
ভাষায় তুলার চাস বর্ণিত হইয়াছে, বর্তমান  
সময়ে এরূপ পুস্তকের আশ্রয় বহুল প্রচার  
কামনা করি। তুলার চাস পুস্তকে তুলার  
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আবশ্যকতা, বিবরণ, জমী  
নির্জীচন, সময় নির্জীচন জমীর পাট, সার  
প্রয়োগ, তুলার জাতি ভেদ, বসান ও রোপন,  
গাছের তদ্বির, ব্যাধি ও চিকিৎসা, গাছ ও  
বীজের উপকারিতা, উৎপন্ন কসল, বীজ  
ছড়ান, বীজ বসান বীজের প্রাপ্তিস্থান, নানা-  
প্রকার চরকার প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি বাবতীর  
জ্ঞাতব্য বিবর গুলি সরল ভাষায় প্রদত্ত  
হইয়াছে। এই পুস্তকখানি আরম্ভ পুস্তক বহু  
কাজের কথ্যেই পূর্ণ। বেশ পুস্তক।  
১২৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট “রিকিউজ”এ  
গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

পাকা রং প্রণালী।

(কাপড় ও হুতার পাকা রং করিরা  
বিবিধ সহজ উপায়) ডাঃ টী এন্ড চক্রবর্তী  
এস, পি, এন্ড প্রণীত, ৩য় সংস্করণ এই  
সংস্করণে ১০০০০ ছাপা হইয়াছে। মূল্য ৮০  
ডাক মাত্রল সমেৎ ১০ আনা মাত্র। চারি  
টিকিট পাঠাইলে ব্রাহ্মণ গী গোঃ চাক

হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ লেবরেটরী হইতে  
পাওয়া যাইবে। আলোচ্য পুস্তিকাখানি বর্তমান  
সময়ে অতি আবশ্যকীয় পুস্তক, দেশীয়  
উদ্ভিদ জাত রং হইতেই পাকা রং প্রাপ্ত  
হইবে। প্রক্রিয়া সহজসাধ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ  
একটা নমুনা দেখাইলাম। ধরের হইতে  
গেলাপী রং (Pink colour) কৃষ্ণধর  
বা মধাই ধরের (Black catechu) ৮০  
ছটাক, জল ৮১ সের ও বিলাতি সোডা ও  
তোলা, জল ৮১ সের, উভয় উপাদান ২টী  
পৃথক পুস্তিকা নিম্নিত পাত্রে নির্দিষ্ট কাল  
ভিজাইয়া রাখিরা নীচের ময়লা বাদ দিয়া  
উপরের পরিষ্কার জাবণ লইবে। প্রথমতঃ  
বস্ত্র ধয়েরের জলে ভিজাইয়া, তৎপর সোডার  
জাবণে চুকাইবে। অবশেষে ছায়াতে শুষ্ক  
করিতে দিলে ক্রমে ক্রমে উক্ত রং কলিবে।  
এইরূপ অনেক গুলি পাকা রং করিবার সহজ  
উপায় আছে। এরূপ পুস্তিকার বাহুল প্রচার  
আবশ্যক।

## জলছবি। জলছবি।

মাত্র ৮০ আনা পরসা পত্রের মধ্যে  
আমাদের আফিসে পাঠাইলে আত উৎকৃষ্ট  
বড় বড় পছন্দসই ১২ খানা জলছবি, ডাকে  
ছেলেদের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, নতুন  
আমদানী।

“আদিত্য কুমার”

C/o ম্যানেজার—“কাজের লোক” অফিস

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যিক।

গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে অতি আবশ্যকীয়  
বিষয় পরিপূর্ণ স্বাধীন জীবিকার অসংখ্য  
তথ্য জ্ঞাত করাইবার জন্য একমাত্র মাসিক  
পত্র “কাজের লোকের” বহুল প্রচার  
আবশ্যক হইয়াছে, কারণ এই সময় কাজ  
করিবার নবযুগ আসিয়াছে—“কাজের  
লোক” প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক পূর্ণ  
করিবে—এই জন্য এজেন্টস আবশ্যিক!  
এজেন্টদিগকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া  
হইবে। পুরাতন তলিউম গুলির সমস্ত  
সংবাদ পত্রের প্রশংসার সীমা নাই।  
“কাজের লোক” কাজের কথাতেই পরি-  
পূর্ণ। গ্রাম্য পোষ্ট মাস্টার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক  
ইহারা আমাদের জন্য চেষ্টা করিলে ঘরে  
বসিয়া একটা নুতন আর করিতে পারিবেন—  
অনেকেই করিতেছেন। অবিলম্বে নিয়মা-  
বলীও নবুনার জন্য এক আনার ডাক টিকিট  
সহ পত্র লিখুন।

কার্যাব্যয়ক—

“কাজের লোক”

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

APPLY AT ONCE FOR A  
FREE SPECIMEN COPY।

*You will forget to Die,*

*You will cease to Cry,*

*If you will only Try,*

*Mr. Doodle's weekly!*

SUBSCRIBE AT ONCE FOR

Mr. DOODLE'S WEEKLY,

Because,

1. It is the most humorous  
Weekly.

2. It has new and funny Car-  
toons every week.

3. It is absolutely non-party.

4. It spares none; it wounds  
none; and all like it.

5. It is the best companion at  
Home, for Clubs and Journey.

6. It is loved by the refined,  
by the cultured and by the  
Stylish.

ORDER AT ONCE FROM  
THE MANAGER.

“Mr, DOODLE'S WEEKLY,”

MADRAS.

Subscription: Yearly Rs. 6:

Half Yearly 3-4.

Quarterly 1-12.

Including postage. V. P.

Charges Extra.

## টাককা বীজ।

বরুটি।

প্রতি ডোল

সাধারণ ১০

লম্বা খুব বড় ১০

উচ্ছে।

সাধারণ বড় ১০

বারমেন্সে ১০

শলা বা ক্ষীরা।

পালা শলা ১০

ভূঁরে বা চৈতে ১০

টেড়স।

দেশী মিশ্রিত ১০

পাটনাই ১০

ধুন্দুল।

বড় পাটনাই ১০

লাউ।

গোল ১০

লম্বা ১০

ঝিঙ্গা।

পালাঝিঙ্গা বড় ১০

চৈতে ঝিঙ্গা ১০

খুবি ঝিঙ্গা ১০

করলা।

সাধারণ বড় ১০

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স।

গৌর গঙ্গা-বর্জমান।

কলিকাতা আফিস,

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার  
কলিকাতা।

## কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সন্ন্যাসী প্রেসে প্রীসারনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
বাধ্য পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। ভিত্তি নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ডি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
সঙ্গে করিয়া লিখিবেন।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহার কাগজের লোকের মূল্য ২৫ এক বাহ ১০ অধিক মিলেই ১৯১৪ সালের ১ মূল্যের একখানি “কাগজের লোক” হাতে পাবে  
পাইবেন। বক:বলে ডি: পি: ও ডাকমাওল বস্তুর লাগিবে। ম্যানেজার, কাগজের লোক।

## EUROPEAN AGENCY.

**W**HOLESALE buying agencies undertake  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Boots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries  
China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographic and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,  
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade accounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £210 upwards.

Cash payments of Produce Sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1844).

25, Abchurch Lane, London.

## উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং পূজার নূতন রেকর্ড।

উৎকৃষ্ট সীজন করা কার্টের প্রভুত—সুন্দর অতি ব্যক্তি দ্বারা সুন্দর বীজা—অত্যন্ত  
হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন,  
তবে অনন্দ হইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

### গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্বদাই বিক্রয়ার প্রস্তুত আছে।

### গ্রামোফোন সেরামতের কাজ।

মেশিন পার্ট এবং সেন্সিভিভিটি বুদ্ধির জন্য হুগোয়ার অনেক মেশিন সেরামত করিতে  
পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন সেরামতের উৎকৃষ্ট  
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন সেরামতের জন্য পাঠান, অল্প সময়, পুঙ্খভে  
সেরামত হইবে।

১৫ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একজে পাঠাইলে পোষ্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাহ ৫০, আপানী ১০০, গ্রামোফোন পিন ১০ বাহ। পাইকারী  
বয়ের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, লেন এণ্ড জাবার্স,

১, সি, বেকিং স্ট্রীট (মার্কটহিল বিল্ডিং) কলিকাতা।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠাতা: কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট—কলিকাতা।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের ত্রাসাত্ত্ব।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে  
জ্বরজ্বরের জ্বর উপকার করে। শ্রীহা ও বহুত  
রোগে অমৃতাদি বটিকার শক্তি অতীব অদ্বিত।

১ কোটা ১ টাকা ৩ কোটা ২৪০

১২ কোটা ১০৮

### মকরধ্বজ

আমাদের প্রস্তুত কর্তৃক বহুতর বসি  
অস্বস্তি মকরধ্বজ সকল রোগেই ব্যবহার্য।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইহা অস্বস্তির জ্বর কাটা  
করে।

১ সপ্তাহ ১৮ ১৩ দিন ২৪ টাকা।

### জবাকুসুম তৈল

শিরোরোগের মহোষ

শ্রুতে অস্বস্তি, গর্ভে অতুলনীয়। কেশের  
অকাল পকণা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ,  
দীর্ঘ ও কৃষ্ণিত করে।

১ শিশি ১৮ ৩ শিশি ২৪ ৬ শিশি ৫৮

১২ শিশি ১০৮ এক গ্রোস ১০৮ টাকা।

ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।

### সুরবলী কষাই

রক্তদুষ্টির মহোষ

সুরবলী কষাই সেবনে রক্তের বাবতীর  
দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন  
হইয়া কান্তি পুষ্ট ও লাভ্য বর্ধিত করে। এই  
সালসা সকল রক্তদুষ্টিতেই সেবন করা বাইতে  
পারে। আবার বৃদ্ধ বনিগা কাহারও সেবনে  
বাধা নাই।

১ শিশি ১৮ ৩ শিশি ২৪ ১২ শিশি ৫৮

ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।

## খোকসিনা

আত্মীয় বৈদ্যাতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক  
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্যী কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় বর্ষাবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৬০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফের—গলসী, জেলা বর্ধমান।

## ঐক্য-কালিমাতার স্বপ্নাদ্য আশ্চর্য কলএম ২১ মাহুলী।

হুড়া গ্রামের বিখ্যাতের বাড়ীর বহুদিনের  
৩ বছর লোকের জানিত ও পরিচীত। একটা  
খেলের ব্যামোর। অপরটা বাতের। ধারণ  
মাজেই নূতন পুরোণো সব রকম খেলের  
ব্যানো এবং বাত মাজেই এমন কি বাতের  
পছন্দ হলেও এই মাহুলী ধারণে নির্দোষ ভাল  
হইবেন। প্রতি মাহুলী ১০ ডাঃ মাঃ ৪০  
পয়সা ১০।

একশীরা কুরণ প্রভৃতি কোষরুদ্ধি  
এবং বাগী, কুঁচকী, গোদ, গরগুণ, বহু  
দিনের স্থায়ী আব, বিবাক্ত বড় বড় ফোড়াদি  
বহি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণার, এবং কোন  
রকম বা ধো না করে নির্দোষ ভাল কষ্টে  
চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত  
পাঁচড়া গাছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত  
ভরল সার ব্যবহার করুন। যন্ত্রপত্রের মত  
উপকার পাইবেন। খাবার ওষুধ নয়। কেবল  
লাগাইতে হয়। নাম প্রতি শিশি ২ ছই টাকা  
ডাঃ মাঃ ১০। ডাক্তার এ সি বিবাস,

হুড়া, ব্রাহ্মপাড়া, পোঃ হুপলী।



## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই তাবিতে হইবে, যে বিত্ত ঐষ না হইলে চিকিৎসাকাঙ্ক্ষী সফল  
হয় না। আমাদের সমস্ত ঐষ বিত্ত—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐষ  
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা  
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বার, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম,  
ডি, চন্দ্রশেখর কালী এম, এম, এল; অক্ষয়কুমার বসু, এল, এম, এম;  
নিভাইচরণ হালদার এল, এম, এল; কীরোর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল,  
এম, এল; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ  
আমাদের ঐষের বিত্তহতার জন্যই আমাদের ঐষ ব্যবহৃত করেন  
মূলতঃ পরস। বাচিতে পারে, কিন্তু যোগ্য বাচেনা—এইটাই ভয়।

আমাদের মাল্যবিস্তার ১০ : ১—১২ প্রতি ডাম ১০, ৩০ ক্রম পয়সা ১০। হুড়ার কমে আশ্রয়  
পারি না। মূল্যভালিকা বিসম্মল্যো পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউন,

১৩ নং হ্যাটফিল্ড রোড, কলকাতা ৮ টি অংশ, ব্রাকঃ—৪৪ নং ওয়েলসলি স্ট্রিট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

## MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United  
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other  
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

## EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign  
Markets supplied;

## STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate  
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,  
or Trade Cards of

## DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under w  
they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash w  
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4

ENGLAND.

established 105 years.

## Success Comes Easy

after reading our two volumes of  
'Businessman, 1914—1915.

They start you right and con-  
tains inside informations that is  
most valuable. They speak right to  
the point about the many necessary  
things you need to know and put  
you on the proper need to a real  
humming success. Sent prepaid  
for Rs 2/8 for Two Big Volumes.  
Only for Bengali gentlemen, if  
you are not satisfied after reading—  
return the books after a week, your  
money will be refunded at once.

Manager

'Businessman'

2, Rrjendra Dutta Lane,  
Bowbazar, Calcutta.

## পশু-চিকিৎসার পুস্তক

## পূহ-সম্মা

১০ আনার ডাক টিকিটে পাঠাই।

শ্রী নরিনাল রায়,

৪ নং উইলিয়ামস্ লেন, কলিকাতা।



সুরমার বিজ্ঞাপনের জন্য ।

# ঢাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রমণ কাজের লোক

হিসেব করে তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক বোনের হাতের ঔষধ আজকাল পাওয়া শু' যায় কিন্তু সাবধান রোগী অর্ধের ও মেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঔষধটাই দেখে  
খুঁজ, ঠাউরে কিমেন। এতে শরীর শান্ত ও নিশ্চিন্ত আরাম চরই, পামখা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সত্তা অসুখে কিছু  
থাকে কি? বা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী বদলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হলে  
পারে কেমন করে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা করা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।  
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহোষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকতে পারে, বাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবাহের বিশেষ এই—(১) প্রতি  
মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সম্পূর্ণ আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে  
বড় বড় ডাক্তারের প্রাণসাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র লিখে এই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩, মাকারী ২৫০, ছোট ১৫০।

আর, লগিন এও কোং—মানুষ্যক্চারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রিট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## “কাজের লোকের” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কতদূর চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৮ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।
- ৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ে পরিবর্তন করা হয় না।
- ৪। Display অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য বিগুণ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
১	৮	৮	৮
২	৮	৮	৮
৩	৮	৮	৮
৪	৮	৮	৮
৫	৮	৮	৮
৬	৮	৮	৮
৭	৮	৮	৮
৮	৮	৮	৮
৯	৮	৮	৮
১০	৮	৮	৮
১১	৮	৮	৮
১২	৮	৮	৮
১৩	৮	৮	৮
১৪	৮	৮	৮
১৫	৮	৮	৮
১৬	৮	৮	৮
১৭	৮	৮	৮
১৮	৮	৮	৮
১৯	৮	৮	৮
২০	৮	৮	৮
২১	৮	৮	৮
২২	৮	৮	৮
২৩	৮	৮	৮
২৪	৮	৮	৮
২৫	৮	৮	৮
২৬	৮	৮	৮
২৭	৮	৮	৮
২৮	৮	৮	৮
২৯	৮	৮	৮
৩০	৮	৮	৮
৩১	৮	৮	৮
৩২	৮	৮	৮
৩৩	৮	৮	৮
৩৪	৮	৮	৮
৩৫	৮	৮	৮
৩৬	৮	৮	৮
৩৭	৮	৮	৮
৩৮	৮	৮	৮
৩৯	৮	৮	৮
৪০	৮	৮	৮
৪১	৮	৮	৮
৪২	৮	৮	৮
৪৩	৮	৮	৮
৪৪	৮	৮	৮
৪৫	৮	৮	৮
৪৬	৮	৮	৮
৪৭	৮	৮	৮
৪৮	৮	৮	৮
৪৯	৮	৮	৮
৫০	৮	৮	৮
৫১	৮	৮	৮
৫২	৮	৮	৮
৫৩	৮	৮	৮
৫৪	৮	৮	৮
৫৫	৮	৮	৮
৫৬	৮	৮	৮
৫৭	৮	৮	৮
৫৮	৮	৮	৮
৫৯	৮	৮	৮
৬০	৮	৮	৮
৬১	৮	৮	৮
৬২	৮	৮	৮
৬৩	৮	৮	৮
৬৪	৮	৮	৮
৬৫	৮	৮	৮
৬৬	৮	৮	৮
৬৭	৮	৮	৮
৬৮	৮	৮	৮
৬৯	৮	৮	৮
৭০	৮	৮	৮
৭১	৮	৮	৮
৭২	৮	৮	৮
৭৩	৮	৮	৮
৭৪	৮	৮	৮
৭৫	৮	৮	৮
৭৬	৮	৮	৮
৭৭	৮	৮	৮
৭৮	৮	৮	৮
৭৯	৮	৮	৮
৮০	৮	৮	৮
৮১	৮	৮	৮
৮২	৮	৮	৮
৮৩	৮	৮	৮
৮৪	৮	৮	৮
৮৫	৮	৮	৮
৮৬	৮	৮	৮
৮৭	৮	৮	৮
৮৮	৮	৮	৮
৮৯	৮	৮	৮
৯০	৮	৮	৮
৯১	৮	৮	৮
৯২	৮	৮	৮
৯৩	৮	৮	৮
৯৪	৮	৮	৮
৯৫	৮	৮	৮
৯৬	৮	৮	৮
৯৭	৮	৮	৮
৯৮	৮	৮	৮
৯৯	৮	৮	৮
১০০	৮	৮	৮

১৫ মাসের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনের সমস্ত

টাকা অগ্রিম দেয়। সন্নিবেষ্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্যাব্যয়

“কাজের লোক”

২ নং কাজের লোকের সেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



# THE BUSINESSMAN.



Edited by S. P. Chatterjee.

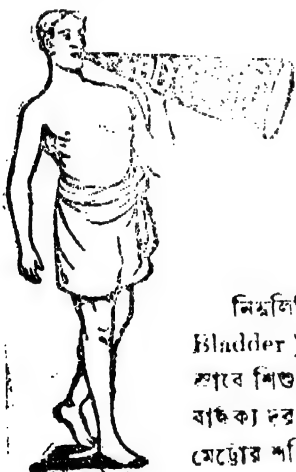
১৬শ বর্ষ,  
৫ম সংখ্যা।

New Series  
May, 1922,

10.7.22

মৃত্যু সংস্করণ।  
মে, ১৯২২।

Vol. XVI  
No 5



## শানমেটো। SANMETTO.

শ্রী পুরুষ ও বালক কালিকাগণের মূল এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্র (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ রূপে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্পর্শক। যান্ত্রিক বা মেহদ্রুতি যে কোন পীড়ার অকাল ব্যক্তি দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহা একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাট। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিকিষে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩০০ সকল দাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

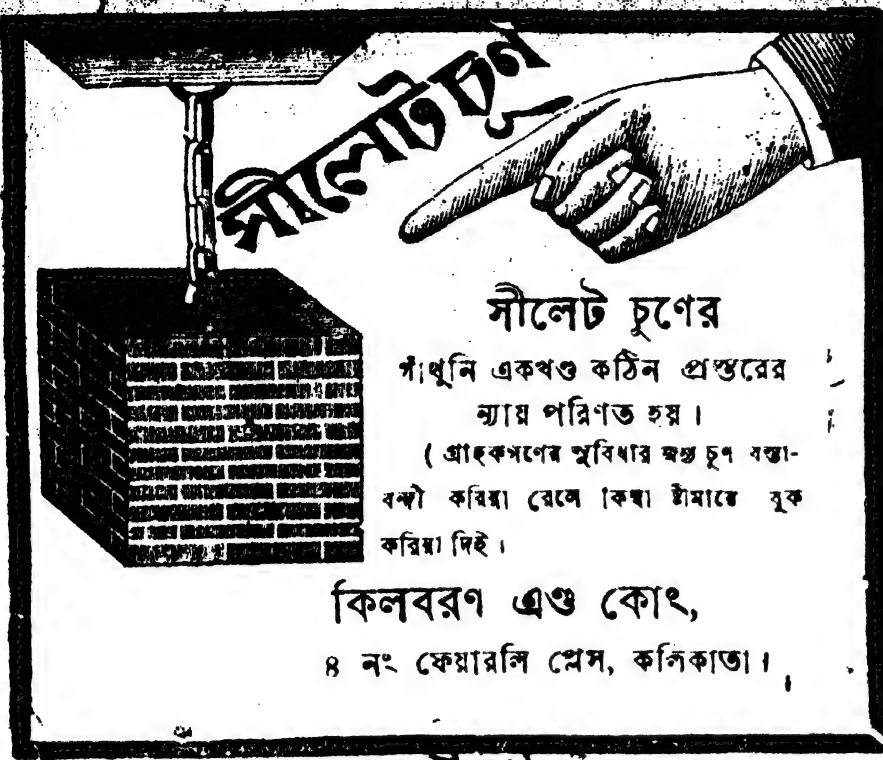
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকে উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

OP. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কালের লোক কালিক—২ নং রাজেন্দ্র হস্তর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



**সীলট চুণের**  
গাধুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার স্বস্তি চুণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলো কিম্বা ট্রামতে বুক  
করিয়া দিই।

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**  
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

## ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিভিসনে  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালাবুত, হুর্কল শিউরের  
জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার অলিকোরবাম, সর্দি প্রকার  
শিরশীড়া, আঘাতজনিত ও  
ঘর্ষণের জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হুর্কলতার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলেবোল) কলেরার এবং  
রক্তামাশয়ের জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার আসিল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেন  
করিয়া) ১/০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sole EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay

## স্ট্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

মানবীয় দ্রবীভাব যথা শাখক, অতিরিক্ত, এবং যেতপ্রদর, অস্বাভাবিক দোষজনিত মৃতবৎস। দোষাদির অল্প সময়ে  
জগতের বিবিধসকল এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ দ্রবীভাবের একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপদ্রব বিদূরিত করিয়া অচিরে উন্নততা পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকাব্যতা দেখিয়া প্রচারকগণ জ্ঞান করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.



কাছের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
নাহেঁষধ।

# জার্মান

নরপ্রকার জ্বরের  
মহেঁষধ

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নতুন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রদ  
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা। গ্রোস ৫০ ডাক ও রেল মাসুল স্বতন্ত্র  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

হেড অফিস—১২০ নং লোয়ার সারকুলার রোড,  
আর, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co, Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUAL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messrs. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C ; C. Mitchell & Co. Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী নামে সংকলিত পুস্তক।  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রসংসিত। মূল্য ১ ডি পি স্বতন্ত্র।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য

বদি ঘরে বসিয়া ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ  
পাইতে চান—তবে আমাদের সঙ্গে  
পত্র বাণহার করুন।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর বাণিজ্য হাত-  
খড়ি, কাউন্টেন পেন, ছুরি, কাঁচি, কুর, কাগজ  
কলম—ওষধ পত্র—ছবি, বই, খেলনা  
হেলেনের জন্ত উড়ো জাহাজ চলন্ত ইমলক,  
এরিন, বৈজ্ঞানিক ছোট কলকারখানা ইত্যাদি  
ও অন্যান্য অনেক জিনিষ গ্রাহকের পছন্দমত  
দ্রাক্ষে সরবরাহ করে থাকি। কারখানার  
কনিশন মার পাইয়া—ঠিক কলিকাতার দরে—  
কোন কোন জিনিষ আরও সস্তার দিতেছি।  
অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে  
একবার পণ্য করে দেখুন—খুশী হইল কি না।  
ঠিকবার জয় নেই। যে কেহ এসময়কার  
সবসা হতে পারে। “গৃহস্থ সমবায়”

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম, আর,  
এ, এন্স।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্  
১৫ নং হেলেনবাগ লেন, কাশীপুর কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩/৬ হাণ্ড ১।০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, চাতে হাতে লইয়া বাউন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের যন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is repleted with useful articles on art and Industry.

*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture.

*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুসিদ্ধিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যুপাঙ্গ পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” বশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গতঃ কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ বহু উদ্দেশ্যে বেন সর্জনা হুসিদ্ধ হয়।”

সবর।

“আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া বঙ্গদেশোন্মতি আনন্ডিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বেঙ্গল, আরবত, সেইসঙ্গেই উপযোগী।”

বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকারী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

মৈনিকচন্দ্রিক।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”

ধুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থই আমাদেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মহিনী-বান্দব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পত্রিলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি আছে, হারিজ্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পরিচাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু। \* \* \* জ্ঞানদর্পণ।

বঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মারা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিকা করে, বঙ্গালী বাহাতে সাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় ত্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বঙ্গালার এ প্রেমীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বঙ্গালী।

বঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বঙ্গা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য অলংঘ্য সংবাদপত্রও ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করিয়াছেন, হুঃখের বিষয়, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাগজের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

ঔষোগ্যাদিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে ঔষোগ্যাদিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিভূষা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসজব মূল্যে বিক্রয় করি। বকঃবলের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সস্তায়ে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্থান নহে) বিখ্যাত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম ৫ ও ১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ কোটা কেলো বস্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি বধাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১১। সুদার মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্যে। বকঃবলের মাল অতি সস্তায়ে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, চেম্. অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড ।

সিনি সোনার প্রস্তুত চিকনী, চেন, পার্সী ও ইহরী হাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাপি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বধা "বকে মাতরম্" "মুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ছাপার কাজ ।

সকল প্রকার ছাপার কাজ মূল্যে

উৎপন্ন করিয়া থাকি ।

ম্যানেজার কাগজের লোক ।

আমি

৪০ বৎসর চাউল ও খাদ্যাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র মূল্যে

অল্পব্যয়ে শীঘ্র সরবরাহ করি—পত্র লিখুন ।

শ্রীকেশ্বরাম মণ্ডল,

মল্লী পোঃ বর্ধমান ।

# কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ঐতিহাসিক চিত্রকলা প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলানি স্বতন্ত্র ।

অসংখ্য কাজে হেতুতে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । সুন্দর ছাপা, ১০০ কপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ লিখুন ।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক বুঝ, ব্যবসায়ী এবং দোকানদার পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনারাসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ২ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র । কাগজে বান্ধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । বুকের ভিত্তি মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

How a penny became Thous-  
and Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to  
make (secondhand Book)

Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

## বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কাৰ্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কল্পি সন্ধিও অতি অনারাসাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্রা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোতুলগাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্জার করিবেন, পকেট সাইজ, কুলিসকাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান । মূল্য ১৮/- আনা । ভিঃ পি স্বতন্ত্র ।

## ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী পুস্তক । ইংরাজী অতিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২২ বুকের ভিত্তি মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমাদের বেশী কামচারী নাই যে, সন্ধ্যাই এই কাণ্ডে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে খাটিতে ব্যয় সমানই, অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় । সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রন্থাগারের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্জার করিলে সন্তোষ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে ক্রয়দার শেলও পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের লোক আফিস” এই ঠিকানার পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা ।

## প্রনিধান করুন

আপনার পকেট চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, বন্ধন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য নামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নির্দিষ্ট চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় ; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী । আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনিয়াছি । চক্ষুর বিবরণ আয়াদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জ্ঞান হইয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু দক্ষতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই যে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং সালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

“জিঞ্জীআপদ নাশিনীর ত্রুতকথা ।”

ছুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয় ।

ঘরে ঘরে প্রচলিত ।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা  
মাণ্ডল স্বতন্ত্র ।

ম্যানেজার “শতদল”

১৫ নং খেলাৎবাবু লেন, কালীপুর,  
কলিকাতা ।

## জাতব্য কথা ।

১। আজ কালের ছেলেরা বিলাসী, অসংযমী, কাজেই ব্রহ্মচর্য্য বিরত খেচ্ছাচারী হইবে বিচিত্র কি ? আগেকার ছাত্র ও সাধারণ সকল ছেলেরাই বিলাস শূন্য, সংযমী, ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে দীর্ঘায়ু লাভ করিতেন। আর বর্তমান কালের বিলাসী বাবু ছেলেরা অসংযমী হইয়া অকালে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতেছেন।

২। উপদেশ শুনিতে কাজ হয় না, উপদেশ শুনিয়া তদানুষ্ঠানেই সফলতা লাভ হয়। নতুবা পুস্তকে বা গুরুজনের মুখের কথা বেশ মিষ্টবোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্যকালে উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বন করিলে উপদেশ ও সংকথা প্রবণ করার কোনই ফল হয় না।

৩। যাহার অধ্যবসায় সুদৃঢ় হইয়াছে, তিনি প্রত্যেক কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। অধ্যবসায় সহকারে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে অসাধ্য বলিয়া বাহাকে দেখিতেছি বা ভাবিতেছি, তাহাও অনায়াসে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

৪। কর্তব্য পরায়ণ না হইলে মানুষে পণ্ডিতে বিভ্রম কি ? যে কাজ করিতে মানুষ অবশ্যবাহ্য তাহাই কর্তব্য কর্ম্ম—তাহাই ধর্ম্ম। এই বাধ্যতা মূলক কর্ম্ম করিলেই কর্তব্য পরায়ণ ধার্ম্মিক হওয়া যায়।

কমা, ধৈর্য্য, ভালবাসা, সহানুভূতি, সরলতা, বিশ্বস্ততা, স্নেহ, মমতা, সত্যকথা, বাকসংযম, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি গুণগুলি আশ্রয় করিয়া, পবিত্র মধুর স্বভাবগঠিয়া তুলিতে হইবে। চরিত্র গঠন করিতে ইচ্ছা থাকিলে আগে ঐগুলি অর্জন কর। চরিত্রবানই মনুষ্য পদবাচ্য।

৫। অনৈক্যতা, আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতিই অকর্তব্য। প্রত্যেক সংসারী লোকের দয়ালু, ধৈর্য্য, ক্রমাশীল, স্নেহ, মমতাদি গুণে ভূষিত হইতে হইবে। সাধ্যানুসারে কার, মন ও ধন দিয়া পরের হুঃখ মোচন করিতে হইবে।

৬। যাহারা আজীবন শ্রমশীলতা, মিতাচারিতা, পরিকার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহারাই নিশ্চয় সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।

৭। অস্তর ও বাহ্য যত পরিকার রাখা যাইবে, ততই শান্তি সুখ লাভ হইবে। যাহার অস্তর বাহ্য অপরিষ্কার সেই হুঃখী অর্থাৎ পাপী।

৮। নিজ ভাল হও, এবং অন্ত্রেকে ভালবাস তা হলেই নিকামধর্ম্ম সাধন সহজ হইবে।

৯। শত্রুকে ভালবাসিতে পারিলে, সেই-ই মিত্র হইয়া যাইবে। কেননা, প্রকৃতির নিয়মই এই, যে যাহাকে আন্তরিক ভালবাসে, সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতেই পারে না।

১০। যাহার অন্ন জ্ঞান, সেই তর্কিক, বাচাল ও অহঙ্কারি হয়, যিনি প্রকৃত গভীর জ্ঞানী, তিনিই সুধীর। জ্ঞানীরা অন্ন কথার দীর শাস্তভাবে বলেন ; কিন্তু মূর্খরাই কেবল চিংকার করে। জ্ঞানী অজ্ঞানী চিনিতে হইলে সুধীর ও তর্কিকদিগের কথা শুনিতেই চিনিবে আসল কি নকল।

১১। মিতব্যারী হইতে হইবে বলিয়া কৃপণ হওয়া অকর্তব্য। কৃপণকে কেহ ভাল বাসিতে চায় না। মিতব্যারী যিনি, তিনিই সফরী। তিনি একটি পরগাও তুচ্ছ ভেবে বুঝা খরচ করেন না বলিয়া কালে ধনী হইয়া থাকেন।

১২। সাদা সিঁধা ভাবে আহার, রীতিমত পরিভ্রম করিলে আজীবন শরীর ভাল থাকে। বাবুগিরি করিতে নাই, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্রই অধঃপাতের মূল।

১৩। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা যুক্তি বুঝিতে চায় না। বন্ধু নিজের জেদ বজায় রাখিতে নানারূপ তর্কজাল বিস্তার করে। স্বার্থপর লোকদিগের সহিত সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। জগৎ স্বার্থপর—স্বার্থশূন্য লোক কম জন সংসারে পাইবে ? তাই নিজের স্বার্থ-রক্ষার্থ অপরের স্বার্থে হাত দিলেই বিপদ ঘটে। স্বার্থত্যাগী মানবই দেবতা।

১৪। যাহার নাম স্মরণ করিলে ভবরোগ দূরীভূত হইয়া যায়, তাহার নাম নিয়ত জপ করিতে পারিলে সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক পীড়া যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাই বলি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, সুখে, দুঃখে, রোগে, শোকে যে অবস্থায় কেন থাক না, একমাত্র ঔষধই শ্রীভগবানের নাম জপকরা। পেটেট ঔষধ স্পর্শ করিওনা, ভগবানের নাম যে আমাদের পেটেট ঔষধ তাহা ভুলিয়া বা উপেক্ষা করিয়া জড়দেহ রক্ষার্থ জড়জ ভেষজ সেবনে রোগারোগ্য হইবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে এবং একটা রোগ যাপ্য হইয়া আর একটা রোগে ভুগিবে। নাম সুধারস পান কর, ইহকাল পরকালে সুখ পাইবে। নামঃ পদ্মা—নাম ব্যতীত আর পথ নাই। তবে নাম করার মত করিতে হইবে, বেগারে নহে—মুখে নহে—প্রাণে প্রাণদ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি অমুরাগে বিশ্বাসে নাম জপ করিতে হইবে। সাধনা সিদ্ধ হইবে।

## গীতাদান—

করিতে হয় পিতৃলোকের শ্রীতার্থে—পিতৃযজ্ঞ বা দ্বিতী মাতার শ্রাদ্ধে ; তাহা যে শুধু অধ্যাপকদিগকেই দিতে হইবে তাহা নহে। শ্রাদ্ধ বাসরে শত শত বালক বালিকারা সমন্বয়ে গীতাপাঠ করিয়া পরলোকগত পিতৃ পুরুষগণকে দেবতা এবং ভগবানের শুভাশীষ লাভ করাইয়া থাকেন অধিকন্তু ইহার শ্রোতা, দর্শক ও পাঠকেবাও কৃতার্থ করেন বলিয়া আমরা আমাদের প্রকাশিত শিশু-গীতা ধানি শ্রাদ্ধকাণ্ডে সমাগত (জাতি বিচার না করিয়া) প্রত্যেক বালক বালিকাগণের হাতে দিতে বলি, কেন না, বালকগণে মধুরস্বরে গীতা পাঠের যে অপূর্ব সৌন্দর্য্য-ফোয়ারা ফুটিয়া উঠে তাহাতেই শ্রাদ্ধস্থানটা সত্যই তপোবন বা স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে।

ঐরূপে শিশু-স্তুতি ধানিও পড়িতে দিউন সংসারের আপদ, বলাই, দুঃখ, জালা, দুঃ হইয়া গৃহে মঙ্গল বিধান হইবে।

আবার ঐ সঙ্গে শিশু-শ্রোণ ধানি যোগ করিয়া দিলে সোণায় সোহাগা পড়িবে। সত্য মিথ্যা একবার শ্রাদ্ধযজ্ঞে ও শুভ-বিবাহ বাসরে ব্যবহার করিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন।

ভাষা এত সহজ যে ৮ আটবৎসরের কম বয়স্কগণও পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন।

প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলে মেয়েই জন্ম—কেন জানেন, তারা মনুষ্য জন্মেই দেবতা হবে বলিয়া এই অমুষ্ঠান।

ছাপা ভাল, হাপটোন্ ছবি, মোটা কাগজ, আবার দুঃখেরও ছাপা আছে।



সবাই ভাল বলেন কেন জানেন? আসল কথা হচ্ছে ছেলে মেয়েকে দেবতা করে তরয়ের করা, তবে ভালিমেয়ে নয়, আসল খাঁটি রত্নরাজি দিয়ে, সে এই বইক'খানি।

**শিশু-গীতাবলী**—কর্তব্য অকর্তব্য কর্তব্যকরার ফল লাভ হবে।

**শিশু-চণ্ডীতে**—গৃহ মঙ্গল ও দুর্গোৎসবের উৎপত্তি শিকা পাবে।

**শিশু-যোগে**—মনোযোগ ও স্মরণশক্তি বাড়াবে।

প্রত্যেক খানি ১০ আনা করিয়া ১০/০ এক টাকা দুই আনা।

**শিশু-কষ্টহার**—এক শব্দের বহু প্রতিশব্দ পাবে।  
দাম ১০ আনা। ঐ ৪ খানার দাম ১০ আনা, ভি: পি: ডাকে ১১০/০ আনা।

কথাগুলি বাড়াইয়া বলা চইল;—কি সত্য বলা হইল বইক'খানি পড়ে দেখুন বুঝবেন। কয়েকখানি সংবাদ পত্রের মতের সারাংশ কিছু দিলাম—

**এডুকেশন গেজেট ২রা মাঘ ১৩২৬।**

**শিশুকষ্টহার**—অমরকোষ অবলম্বনে লিখিত \* \*

শেষের তিনখানি পুস্তকে লেখক বিশেষ দুরুহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। শিশুদিগকে (৮ আট বৎসরের কম বয়স্কদিগকে) চণ্ডী, গীতা এবং যোগ বুঝাইবার চেষ্টা এই নূতন \* ১০৬০ বৎসরের কৃতবিদ্যা ব্যক্তিগণই উহার মর্ম বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকেন। তবে এগুলি অধিক বয়স্কেরাও পড়িলে উপকৃত হইবেন।

শিশুদিগকে উপহার দিবার জন্য সুদৃশ্য পুস্তকগুলি একুণে অধিকাংশই ইংরাজী ধরণে লিখিত হইয়া হিন্দু ছেলেমেয়েদের অনেক অনিষ্ট করিতেছে—এ স্থলে ছেলেবেলা হইতে হিন্দুর অমূল্যধন চণ্ডী, গীতা এবং যোগের নাম শিখাইয়া দেওয়া ভাল।

**বড়ই সংকার্যে উদ্যোগী লেখক। \* \***

যে সকল কথা এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহাতে এই শুভ উদ্যমে পূর্ণ শুভফল হিন্দুসমাজ পাইতে পারিবেন বলিয়াই মনে হয়। “সর্কোৎকৃষ্ট এবং সর্কোপেক্ষা মধুর উপদেশ কোনরূপে শিশুর কর্ণে প্রবেশ করাইয়া রাখা যাউক। যাবজ্জীবন উপকার করিতে থাকিবে।” ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—রবি বাবুর ভাষায়।

**কাজের লোক, মে, ১৯২০।**

**চণ্ডীখানি**—এত সরল এবং সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত যে, শিশুগণ পাঠ করিতে প্রকৃতই আনন্দ পাইবে। আমরা আগাগোড়া পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতলাভ করিয়াছি।

**শিশু-গীতা**—অতি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। শিশুর পাঠোপযোগী করিতে গ্রন্থকার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার সে প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

**শিশু-যোগ**—অতি সরল ভাষায় যোগের গুহ্যতম যে এত পরিকাররূপে বুঝাইয়া শিশুর কোমল হৃদয়ে ধারণা করান যায়, শিশুযোগ পাঠে আমরা তাহা উপলব্ধি করিলাম। প্রত্যেক হিন্দু পিতার উপরোক্ত পুস্তক তিনখানি বালক বালিকার হাতে দেওয়া উচিত। পুস্তকগুলি আইজ বিত্তরূপের উপযুক্ত।

**শিশু-কষ্টহার**—অকারাদিক্রমে অমরকোষের ভ্রার বাঙ্গালা প্রতিশব্দাবলী। বালককে কষ্ট হইয়াছে এক কথার অনেক প্রতিশব্দ শিকা হইবে।

ইংরাজি প্রতিশব্দও দেওয়া হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক বালকের অপরিহার্য পুস্তক সন্দেহ নাই।

**প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৮।**

**শিশু-চণ্ডী**—মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী আবির্ভাবের কাহিনী ও স্তোত্রগুলি ছেলে মেয়েদের জন্য লেখা। যে দুর্গোৎসব বঙ্গের প্রধান উৎসব তার ইতিহাস জানা বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের উচিত। সেই জানার উপায় এই বই।

**শিশু-গীতা**—গীতার মূল তত্ত্ব ও উপদেশ কৃষ্ণার্জুনের কথায় সহজ করিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। \* \* তাতে চিন্তাবৃত্তি মার্জিত ও জিজ্ঞাসু হইবে।

**শিশু-যোগ**—যোগ কাকে বলে, যোগ করিলে কি হয়, যোগের উপকারিতা ইত্যাদি খুব সহজ করিয়া শিশুদের উপযোগী ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই বইখানি বেশ ভালো হইয়াছে, ছেলে মেয়েদের পড়িতে দিলে তাদের সংযম ও নীতি শিক্ষার সুবিধা হইবে।

**শিশু-কষ্টহার**—অমরকোষ হইতে বিভিন্ন শব্দের সামর্থ্যক শব্দ একত্রসংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশুদের শব্দ শিক্ষার সাহায্য হইতে পারিবে। \* \* \*

লাভের জন্ত এ সব বই প্রকাশ করা হয় নাই, তা যদি হতো তবে এই দুমূল্যের বাজারে বই ৪ খানার দাম ২০/০ টাকা হইত কি না অভিজ্ঞগণ বুঝিতে পারিবেন। তাই বলি আপনি দয়া করিয়া একবার পড়িয়া গ্রামের সকল ছেলেমেয়েদের জন্ত কিনিতে বলিবেন।

**সত্যধর্ম বা গীতাসার**—গীতাকে ভিত্তি করিয়া জগতের প্রত্যেক ধর্ম-শাস্ত্রের প্রাণের কথার পরিপূর্ণ। মূল্য ১/১৫। “বেদলী”, “অমৃতবাজার” “বঙ্গবাসী”, “নারক”, বরিশাল হিতৈষী “সুরমা” প্রভৃতি পত্রিকায় ও দেশের প্রধান ২ বিবজ্ঞান কর্তৃক প্রশংসিত নবযুগের প্রাহেলিকাপূর্ণ যুগান্তরকারী উপন্যাস।

## মেঘনাথ-সদ্বার

“বসুমতীর” ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক প্রণীত।

ইহা একখানি বৈচিত্র্যময় নবন্যাস। ইহাতে ভাবের তাবনা আছে, ভাষার উৎস আছে, কুটিল কুচক্রীয় কুচক্র আছে, জটিল প্রেমের মীমাংসা আছে, হিন্দু ও মুসলমানের ভ্রাতৃত্বাবের পূর্ণ বিকাশ আছে, আর আছে ডাকাতির উপর ডাকাতি, পাগ পুণ্যের ফলাফল, স্বর্গের সুখমা, নরকের বীভৎস চিত্র। এ ছেলে গ্রন্থ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পাঠ করিয়া জীবন সার্থক করুন। গ্রন্থখানি হার্টটোন চিত্র সম্বলিত ২৬০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। মূল্য ছন্দর বাধাই ১/০ টাকা, মাণ্ডল ১০/০ আনা।

**প্রাণিহান**—রক্ষিত বুক এজেন্সী

৬নং কৈলাস সাহার লেন, চোর বাগান, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ ।

৫ম সংখ্যা ।

New series.

MAY, 1922.

নব পর্যায় ।

মে, ১৯২২ ।

Vol. XVI.

No. 5.

### Notes of Interest.

#### আবশ্যকীয় সাময়িক

#### তথ্য-সংগ্রহ ।

#### পৃথিবী শান্তির আশা ।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান পৃথিবীর ৪০টা দেশের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়া নগরে মিলিত হইয়াছেন । তাঁহাদের আশা ছিল, ১০ বৎসরের জন্ত এমন সন্ধি করিবেন যে, আর জাতিতে জাতিতে বিরোধ থাকিবে না, কিন্তু আশা সকল হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না ।

হঠাৎ এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কবিরা ও জর্জনী এক সন্ধি করিয়াছেন । এবং জেনোয়াতে সেই সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করা হইয়াছে ।

এই সংবাদ অবগত হইয়া মিত্ররাজগণ ভয় বিহ্বল হইয়াছেন । কৃষ ও জর্জন যদি এক-প্রাণ হইয়া মিত্ররাজদিগকে অগ্রাহ করে, আবার পৃথিবীময় অশান্তির সৃষ্টি হইবে, সকলেই এই আশঙ্কা করিতেছেন ।

#### বোম্বাইএর বস্ত্রব্যবসায়ীদের

#### মধ্যে আন্দোলন ।

বোম্বাইএর বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, “ক্রীষুত গাছিকে কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা আর বিলাতী কাপড়ের জন্ত ইংলণ্ডে করমাইস দিবেন না । কোন ব্যবসায়ী ঐ আদেশ অগ্রাহ করিলে তাহাকে প্রত্যেক বস্ত্র বিলাতী কাপড়ের জন্ত ১শত টাকা জরিমানা দিতে হইবে” । এইরূপ প্রতিজ্ঞা বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বহুবার করিয়াছেন ও তাঙ্গিরা

ছেন । ব্যবসায়ীরা অর্থানুরাগী না হইয়া যদি স্বদেশানুরাগী হইতেন, তবে দেশীবস্ত্রে ভারতের বাজার ছাইয়া যাইত ।

#### লর্ড রেডিংএর সাম্যানীতি ।

বড়লাট লর্ড রেডিং যখন তখন সাম্যানীতির বড়াই করিয়া থাকেন । ভারতে সাম্যানীতি কেমন রক্ষিত হয়, তাহা নিয়মিত ব্যাপারেই প্রমাণিত হইতেছে,—পাঞ্জাব মেল দুর্ঘনাত্তে হত চারিজনদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ ৩৭,৬০৭ সংগৃহীত হইয়াছে । এই টাকার মধ্যে হত ডাইভার এ কুপারের পরিবারবর্গের জন্ত ২৪,০০০; মহানন্দ রজাকের পরিবারবর্গের জন্য ৪,০০০, দুবা খাঁর জন্য ৪,০০০, এবং এ রজাকের পরিবারবর্গের জন্য ৫,০০০ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ।

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক”শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।

এই টাকা ব্যতীত এংলো ইণ্ডিয়ান কুপারের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য অল্প ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কুপার এংলো-ইণ্ডিয়ান, তাই তাঁহার পরিবারবর্গ পাইবেন চব্বিশ হাজার টাকা, আর হত ভারতীয়-গণের পরিবারবর্গ পাইবেন চারি হাজার বা পাঁচ হাজার টাকা করিয়া! সামান্যতঃ বটে!

সম্মাননী।

### স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন।

১৯০৫ সালে যে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার কর্মী ও স্বেচ্ছা সেবকগণ বিনা ভাতায় স্বদেশসেবা করিয়া ছিলেন। বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী স্বেচ্ছাসেবকগণ ভাতা লইয়া কর্ম করিতেছেন। বিগত জাহ্নবীরী ফ্রেডারী ও মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ১৬২১৫ টাকা ভাতা পাইয়াছেন। মহিলা কর্মী সংসদ ১০১৪ টাকা, স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায় ৮০৭ টাকা পাইয়াছেন। বাতায়াতের ব্যয় বাবদে ৪৭৪১ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহম্মদসিংহ কমিটিকে ১০০০ ও অজ্ঞাত কতিপয় জেলা কমিটিতে ২০০। ৩০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। জেলা কমিটিগুলি মোট ৪৩৪০ টাকা পাইয়াছে।

কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বাবদে খরচ করা হইয়াছে কেবল ৮০৮ টাকা।

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী হিসাব প্রকাশ করিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে এমন হিসাব আর কেহ প্রকাশ করেন নাই।

কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে কে কত টাকা পাইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা উচিত। তাহা হইলে বুঝা যাইবে, দেশের লোক কে স্বার্থ ত্যাগ করিতেছেন।

সম্মাননী।

### কুইনাইনের মূল্য হ্রাস।

গত ১লা এপ্রিল হইতে ডাকঘরের কুইনাইনের মূল্য হ্রাস হওয়ার আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এতদিন বটিকা পূর্ণ শিশি ৮ আনা দরে বিক্রয় হইতেছিল, এখন ঐ শিশির দাম ৬ আনা হইয়াছে।

### আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন কে?

সকলেই জানেন, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া অমর কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। আবিষ্কার গৌরব প্রাপ্ত হইয়া তিনি চির অমরতা লাভ করিলেও তিনি ইউরোপ হইতে সর্ব প্রথমে আমেরিকার গিয়াছিলেন, এই কথা এখন স্বীকৃত হয় না। তাঁহার আমেরিকা গমনের প্রায় ১ সহস্র বৎসর পূর্বে নরওয়ে দেশবাসী ভিকিংস্ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া পশ্চিম মহাদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

আমেরিকার ভিকিংস্ সম্বন্ধে লোক পরম্পরায় অনেক আখ্যান প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই সকল কিংবদন্তীর প্রতি লোকের ভেদন আস্থা ছিলনা। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার এক নদীগর্ভে ভিকিং পোত আবিষ্কৃত হওয়ার লোকের মন হইতে সন্দেহ চলিয়া গিয়াছে। সংপ্রতি গ্রীনল্যাণ্ডে এক কবর মধ্যে বর্শা ও অপর নানা অস্ত্র এবং চর্মপরিচ্ছদ পাওয়া গিয়াছে।

সে কালে যে সকল পোত সমুদ্র পথে চলিত, সেগুলি খোলা ক্ষুদ্র বান, এক মাত্র বাতলে এক পাল খাটান হইত, বাহার ইহা চালনা করিত, তাহাদের সঙ্গে 'মানচিত্র

বা কাঁটাকম্পাস থাকিত না, নক্ষত্র দেখিয়াই তাহারা গন্ত্য স্থান স্থির করিয়া লইত।

আল্ফ্রেড বখন ইংলণ্ডের রাজা, তখন ভিকিংস আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।

সে বাহা হউক, ভারতবর্ষে এই বলিয়া গৌরব করিতে পারে যে, ভিকিংসের বহু পূর্বে ভারতবাসীরা আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার নিদর্শন পেরু প্রভৃতি দেশে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

### শ্রমশিল্প সম্মিলনী।

কলিকাতা নগরীতে একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হইতেছে। দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতি বিধান এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের শ্রমশিল্প বিভাগের সহযোগিতা সম্পাদনই এই সম্মিলনীর প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভারতেই রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার বন্দোবস্ত, ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষার জন্ত বৃত্তি, ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ, গ্রাম্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার বিষয় প্রভৃতি ও আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। আমরা আশা করি, সম্মিলনীর আলোচনার ফল কেবল কাগজ পত্রের আবহ থাকিবে না। শীঘ্রই ভারতীয় শ্রমশিল্প ও শ্রাসয়নিক কার্য বিভাগ প্রাতিষ্ঠিত হইবে। এই বিভাগের যত্নে বাহাতে দেশের শ্রমশিল্পের বহুল উন্নতি সাধিত হয়, আমরা তাই আশা করিতেছি। এই সম্মিলনীর মন্ত্রণা অনুসারে যদি আমাদের দেশের শ্রম শিল্প বিভাগে নূতন জীবন ও উৎসাহের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই এই অধিবেশন সফল হইবে। বাহাতে বিশেষ শ্রম শিল্পের জন্ত গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়,—মিকানিকেল বৈজ্ঞানিক, রেলওয়ে এবং বায়ু বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ারিং

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় "কাজের লোকের" নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, এবং নাবিক বিভাগের শিক্ষার উপায় হয়, সঞ্জিলী যদি সেজন্য বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক গুরুতর সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে।

### বাঙ্গালার দস্যতা।

২০এ মার্চ হইতে ৬এ মার্চ পর্য্যন্ত ১০ দিনে বঙ্গদেশে পঞ্চাশটা ডাকাতি হইয়াছে। তন্মধ্যে এক মেদিনীপুরেই ১২টা, ২৪ পরগণা ও রঙ্গপুরে ৬টা, বর্ধমান বরিশাল ও ময়মন সিংহে ৪টা করিমপুরে ৩টা হুগলি, জলপাই-গুড়ি ও পাবনার ২টা, এবং বশোহর, খুলনা, নদিয়া, দিনাজপুর, ও ত্রিপুরায় ১টা করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। বর্ধমান জেলার একজন ডাকাত গৃহস্থের হাতে গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে।

### কুলপী বরফে বিপদ।

যে সকল প্রলোভন পল্লীগামীকে কাল কাতার আকর্ষণ করে, কুলীবরফ তাহাদের অন্যতম। হিন্দুকুলের প্রবীণ শিক্ষক স্বর্গীয় রামবহু ভট্টাচার্য মহাশয়, দেশভূঁই ত্যাগ করী সপরিবারে কলিকাতাবাসীদের উপর চটা ছিলেন, তিনি ঐক্লপ লোককে প্রায়ই উপহাসস্বলে বলিতেন, “হায়! হায়! হায়! শেষটা কুলীবরফের লোভে দেশের ভিটা ছাড়িয়া কলিকাতার ভাড়াটে হইলে, সেই কুলীবরফ যে কিরূপ বিধ, তাহা কলিকাতা মিউনিসিপালিটি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। গত ৩১শে মে কলিকাতা করপোরেশনের এক সভায় রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত ভিজাসা করেন,—দুর্ভিত হুৎ এবং পচা ত্রব্য হইতে প্রস্তুত কুলী বরফ গ্রীষ্মকালে বহু পরিমাণে কলিকাতা সহরে বিক্রীত হইয়া থাকে, ইহা

কি চেয়ারম্যান অবগত আছেন? উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে নিম্ন লিখিত মর্মে সতর্ককরণের এক নোটিশ জারি হইয়াছে,—কলিকাতা রাস্তায় রাস্তায় কেবিরুলা যে কুলপী বরফ বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহার কয়েকটা নমুনাস্বরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা সাধারণতঃ পর্য্যাপ্ত দূষিত হুৎ প্রস্তুত এবং উহাতে বহুসংখ্যক অনিষ্টকর জীবাণু বিস্তারিত; সুতরাং উহা ভক্ষণ করিলে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কুলপী বরফ বিক্রয় দমন করিবার জন্ত করপোরেশন হইতে চেষ্টা হইতেছে। জনসাধারণেরও এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে করপোরেশনের বিজ্ঞাপন হানাত্তরে প্রকাশিত হইল। শুধু কুলীবরফ নহে, এই যে কলিকাতার অলিতে গলিতে আজকাল চা-চপ-ক্যাটলেটের দোকান হইয়াছে, ইহাতে অনেকগুলি বিধের দোকান বুলিলেও অভ্যুত্তি হয় না। করপোরেশন এই দোকানগুলির কি করিতেছেন?

বঙ্গবাসী।

বিলাসিতা—বিলাসিতা সকল দেশেই আছে। আমাদের দেশে অলঙ্কারের, ইংলণ্ডে বস্ত্রের বিলাসিতা প্রবল। আমাদের দেশের নারীগণ স্বামীকে অজান্তেই অলঙ্কারের ক্রয়বাইস দিতে পারেন না, কিন্তু ইংলণ্ডের নারীগণ স্বামীকে না জানাইয়া বস্ত্র কিনিতে পারেন। সুতরাং স্বামীরা অনেক সময়ে বড় হুঙ্কিলে পড়েন।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে বস্ত্র বিলাসের কতকগুলি নোংরা হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ রোলাট আইনের অধীনে রোলাটের নিকট ঐ সকল নোংরার বিচার হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, স্বামী ত্রীকে অল্প বস্ত্র দিতে বাধ্য। কিন্তু ত্রীর বিলাসপ্রবৃত্তি বোকাইতে বাধ্য নহেন।

তিনি বিলাসিতার এক নূতন সংজ্ঞা রচনা

করিয়াছেন, মূল্য দিবার ক্ষমতা নাই, অথচ যদি কোন ত্রব্য ক্রয় করা হয়, তবে তাহাই বিলাসিতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

সংজ্ঞাটি এক দিক দিয়া খুব ঠিক হইয়াছে। যাহার ১০০ টাকা আয়, সে ৫ টাকার একখান কাপড় কিনিতে পারে, তাহা বিলাসিতা নহে। কিন্তু যাহার আয় ২০ টাকা, সে যদি ৪ টাকার কাপড় কিনে তাহা বিলাসিতা।

কিন্তু আমরা বলি, মানব জাতির কল্যাণের জন্ত ধনী নির্ধন সকলেরই পরিচ্ছন্ন অতি অল্প মূল্যের হওয়া উচিত। মায়ের দেওয়া ঘোটা কাপড়ই সকলের মাথায় তুলিয়া লওয়া উচিত।

## AGRICUTURAL NOTES.

### কৃষি-সংবাদ।

#### বীজ ধান ভিজান।

বীজধান এক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিরা পর দিন সামান্য শুক করিয়া বপন করিলে ধানের ফলন অধিক হয়। দক্ষিণ ভারতের চাষায়া ঐ প্রণালীতে ধান বপন করে। ভিজা ধান সামান্য শুক করিতে হয়, বেশী শুক করিলে উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়।

#### লোণা মাটির ধান।

উত্তর মালাবারের নদীর উত্তর পার্শ্ব লোণা মাটিতে “সমুদ্র বালি” ও “অর্কবামা” নামক খাতের চাষ করা হইয়া থাকে। উহা লোণা ভূমিতে বেশ জন্মে। মাঘের শেষ হইতে ফাল্গুনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত উহার বীজধান হাপোরে অপিত হইয়া থাকে। চাষা গাছ এক মাসের হইলেই উহা উঠাইয়া লোণা ভূমিতে রোপন করা হয়। ৪ মাসে ধান পাকে। প্রতি বিঘাতে প্রায় ৯১০ মণ ধান জন্মে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপূর লউন।

খুলনা জেলা ও ফকিরবনের লোণা জমিতে ধান হয় না। লোণা জল ধান ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া উহা নষ্ট করে। সুতরাং চুক্তি হইয়া থাকে।

আমরা খুলনা জেলার অধিবাসীকে 'সমুদ্র বালি ও অকম্বা' ধানের বীজ আনিয়া বপন করিতে অনুরোধ করি। যদি পরীক্ষা সকল হয়, তবে চুক্তির ভয় দূর হইবে।

### কপির চারা।

কপির চারা পিপড়া ও কীট পতকে খাইয়া ফেলে। ইহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় নির্ধারণ করিতে হয়।

প্রথমতঃ কপি বীজগুলি রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে হইবে। তারপর ঐ বীজ কোন পাত্রে ছড়াইয়া রাখিয়া ও দুই তিন ভাজ নেকড়া দ্বারা ঢাকিয়া তাহার উপর অল্প অল্প করিয়া জল দিতে হইবে। বাহাতে নেকড়া শুকাইয়া না যায়, অথচ বীজগুলিতে অধিক জল না লাগে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অল্প জল দিয়া নেকড়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। দুই তিন দিন ক্রমান্বয়ে বীজ এইরূপে জলসিক্ত করিয়া রাখিলে বীজ ফাটিয়া বাইবে। ফাটা বীজগুলি হাপোরে বা খোলা বাস্তো ছিটাইয়া বপন করিতে হইবে। এক দিনের মধ্যেই জলসিক্ত বীজ হইতে অল্প বাহির হইবে। ঐ এক দিন পিপড়ার গ্রাস হইতে বীজ রক্ষা করিতে হয়। এট উপায়ে বীজ যেমন রক্ষা পায়, তেমনই বাধা ও ফলকপি খুব বড় হয়।

### গেঁদাফুল বড় করিবার উপায়।

বর্ষার প্রথমে একদলযুক্ত পাতি গেঁদা ফুলের গাছের ডাল টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া উহার মাথার দিক মাটিতে পুতিতে হয়। ঐ গাছ যখন বড় হইবে, তখন উহা পুনরায় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া মাথার

দিক পুতিতে হয়। পুনরায় গাছ বড় হইলে পুনরায় ডাল পুতিতে হয়। ৩ বার এইরূপ করিলে ঐ গাছে যে গেঁদা ফুল হইবে, তাহা একদলযুক্ত নহে, কিন্তু বহুদলযুক্ত হইবে।

### জিকা গাছে আমড়া।

জিকা গাছ সর্বজন পরিচিত। উহার আঠা সকলেই ব্যবহার করে। ঐ গাছের ডাল উন্টা করিয়া অর্থাৎ মাথার দিক মাটিতে পুতিলে আমড়া গাছ হয় এবং ঐ গাছে আমড়া জন্মে। আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বাহা হউক, কেহ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। জিকাগাছ কি?

### আম কাঁঠাল রোপণ প্রণালী।

অশ্বিনের ৪০ হাত দূরে আমগাছ রোপণ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। খনা ২০ হাত দূরে আম কাঁঠালের বীজ বপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সে বাহা হউক, ৩০ হাত অন্তর রোপন করিলে গাছে বড় ও বেশী ফল হইয়া পাকে। যন সন্নিবিষ্ট গাছ নিস্তেজ হয়, উহাতে ফল বেশী ধরে না।

কৃষিসম্পাদ।

### মূল্যবান ব্যবসায় নীতি।

শ্রার হোয়াইট মেয়ার একজন আমেরিকান। তিনি কয়েকটি মূল্যবান ব্যবসায় নীতির উল্লেখ করিয়া পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের নব্য যুবকগণের তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়।

“Buy to please your customers and not the manufacturer” তোমার ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া

মাল খরিদ করিবে, যেন জিনিস প্রকৃত-কারককে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মাল গচ্ছ করিও না। যে মাল খরিদকার পছন্দ করে না, সে মাল যে ব্যবসায়ী খরিদ করিয়া টাকা নিশ্চল করিয়া দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

২। Give customers the best value you can for their money. ক্রেতার টাকার বখোপযুক্ত মূল্যের দ্রব্যই ক্রেতাকে দিবে, কখন ঠকাইবে না। খরিদকার লক্ষী, স্থায়ী ব্যবসায় স্থাপন করিবার বাসনা থাকিলে ক্রেতাকে মূল্যবান উপকরণ যেন করা উচিত।

৩। Be punctual in keeping your business engagement. দীর্ঘ-স্থায়ী হইও না, প্রাণপণে লোকের সঙ্গে কারবারের নির্ধারিত সময় রক্ষা করিবে এইটি ব্যবসায়ের অতি আবশ্যকীয় নীতি। বাহার সহিত যে সময় দেখা সাক্ষাত, কাজের সময় নির্ধারিত আছে, ঠিক সেই সময় তাহা সম্পন্ন করা বর্তমান ব্যবসায় নীতির একটা অতি আবশ্যকীয় বিষয়। এইটি যে উপেক্ষা করে, লোকের তাহার সহিত কাজ কর্ম করা একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠে। তেমন ব্যবসায়ী ক্রমে লোক চক্ষে উপেক্ষিত হয়, কারবার নষ্ট হয়।

৪। “Buy from those you know to be just” সং-ব্যবসায়ীর নিকট তোমার মালপত্র খরিদ করা উচিত। শঠ ব্যবসায়ী নিকট বাইও না।

৫। Keep posted on methods of up-to-date business houses. ভাল ভাল কারবারকারের বেরূপ আধুনিক নিয়ম পদ্ধতি, সেইরূপ তোমার নিয়ম পদ্ধতি করিবে। সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে Fair price makes business and

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



friends" ভাষা সুবিধাব্যয়ের কারকর যে শুধু ভাল চলে, তা নয়, ক্রেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কারবারের এইটুকুই আকাজিকত বিষয়।

"Good articles at good price should have good advertising." যে জিনিস ভাল—দরে স্থূলত, তার জন্য ভাল বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

To be original in advertising and business methods is necessary to be successful."

বিজ্ঞাপনে এবং ব্যবসায়ের কৰ্ম পদ্ধতিতে মৌলিকতা না থাকিলে সকলকাম হওয়া যায় না। সবাই যা' করে, তাহাদের অনুকরণে আমিও যদি তাই করে যাই, তাহা হইলে ব্যবসায়ের সাফল্য হয় বহু নিশ্চয় না হয় চির জীবনেও হয় না। আপনার মৌলিক পদ্ধতি এবং মৌলিক বিজ্ঞাপন উদ্ভাবনের জন্য মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়। শুধু হাটুর উপর হাত দিয়া চিরপদ্ধতি অনুসারে রাত্তার পথিকের দিকে তাকিয়ে বসে থাকাই সকলতা লাভের পন্থা নয়।

"Lack of advertising judgement is often responsible for lack of business" খুব সুবিবেচনার সহিত বিজ্ঞাপন দিতে ক্রটি হইলে কারবারের পতনের জন্য ঐ সুবিবেচনামূলক বিজ্ঞাপনই দায়ী, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সকল ব্যবসায়েরই উন্নতি ঐকান্তিক অবিরাম চেষ্টারই ফল।

স্বাধীন জীবিকার পথের পথিককে ঐ মূল্যবান উপদেশ গুলি সৰ্বদাই মনে রাখিয়াই গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবে কৰ্ম সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

## Capital and Labour.

### মূলধন এবং শ্রম।

—:o:—

সমগ্র জগতেই ধনী এবং শ্রমজীবির ঘোর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলচে, ধনী তার টাকা ব্যয় করে লোকজনকে এতকাল খাটিয়ে লভ্যাংশের সমস্তই বেশ নিরাপদেই ভোগ করে আসছিলেন, সহসা শ্রমজীবী বুঝলে, আমরাই খেটে খুটে জিনিস তৈরী করি, চাস করি, রেল চালাই, অথচ আমাদের চঃখুতো ঘোচেনা। আমরা যদি বৈকে বসি, তবে মূল ধন পক্ষ হয়ে পড়ে, ধনীর টাকা শুধু একলা কি করতে পারে? এই বহুকালের ঘুম ঘোর হঠাৎ ভেঙ্গে যেয়ে জগতটার ধনী আর শ্রম জীবিতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বেধে গেল। তাই আজ নানাস্থানেই ধর্মঘট, আর আপোস নিষ্পত্তির ঘটনা বেড়ে উঠেছে। ধনীকে কার কারবাব কর্তেই হবে—শ্রমজীবির দল আব্দার করে কিছু খানা লভ্যাংশের ভাগ আদায় কর্তেও ছাড়বে না। এর মাঝে মটরের হড়বড়ানিতে বেচারী মস্তরের প্রাণ যায়। বেচারী মধ্যবৃত্তি লোক গুলো যারা গেল।

ই, আই রেলের ধর্মঘট হলো, রেল-কোম্পানীর কতীর পরিমাণ শুনুচি ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। রেল কোম্পানী ভাড়া বাড়িয়ে দিয়ে সে টাকা তুলে নিচ্ছেন। এতে হলো কি? নীরহ মধ্যবৃত্তি লোকের এখন প্রাণ যায়—এরা না শ্রমজীবী, না ধনী। তাতে বসে বসে শ্রমকাতর—পক্ষ হয়ে পড়েছে এক-ক্রোশ হাটবার ক্ষমতা নাই। এখন এমন মজার যুগ এসেছে যে, যার দাঁম বাড়বে, সে আর কন্ডে জানেনা। মেলে নিলাম, শ্রমজীবীরা কিছু আব্দার করে কিছু

আদায় করে বটে, কিন্তু তাদিকের তো রেলের উঠতে হবে, তখন সেই বুদ্ধিটা হুদে আসলে রেল কোম্পানীকে না দিলে আর বাঁচাও কোথা? আর সে টাকা তো এদেশে থাকবে না, সুতরাং যাই কর বাপু, হরে দরে সেই হাটু জল, অধীন জাতির ছনিয়ার কোথাও সুবিধা হতে পারে না। বাক, এখন এই ধর্মঘটের ব্যাপার সুদূর পল্লীর শ্রমজীবীকেও সেহান্না করে দিয়েছে বেশ। চার আনার যে মজুর খাটতো, সে আজ ১০ দা মজুরী না হলে খাটতে চার না। সে বুঝেছে, আমার বিনা সাহায্যে ভ্রতলোকের চলবার ঘো নাই, তা সে ধনী হউক, মধ্যবৃত্ত হোক, আর দরিদ্র হোক। বড় বড় কারবারের কথা ছেড়েই দিলাম। সাধারণ জমি ব্যয়গা নিয়ে যারা দিন গুজরান করে, তাদেরই কথা আগে ধর্তে হবে। এইরূপে মজুর আর ধনীতে ঠোকাঠুকীর কলে কাজও অনেক কমে যাবে। গৃহস্থ ভ্রতলোক, মজুর খাটাতে পারবে না—জমি জমা আবাদ হবে না—শ্রম জীবিরও দৈনন্দিন আয়ও ধনীভূত হয়ে আসবে, জমীর উর্বরতা শক্তি কমে যাবে, মধ্যবৃত্ত লোকের দেনা বাড়বে, ধনীলোকে ক্রমে তাদের সর্বস্ব কিনে নেবে। তা হলেই বেশ দেখা যাচ্ছে, হয় ধনী হতে হবে—না হয় মজুর হতে হবে। এর মাঝখানের লোকের আর অস্তিত্ব থাকবে না। যে দিকেই যাও কল্যাণ কোন দিকেই নাই। এদেশের শ্রমের মত মহার্ঘ্য শ্রম কোন দেশেই নাই। কেন—তা বলুচি। ম্যালেরিয়া পীড়িত, ভূমিকম্প প্রভৃতি দেশে বলবান মজুর জন্মান কি সম্ভব হতে পারে?—পেট রোগা, পিলে বকুতে যুযুয়া মজুরের সংখ্যাই সর্বত্র। পেটের দারে খাটতে আসে, তারা একবেলা পেট তরে খেতেও পার না। এহেন মেহে আলস্তের মুকরুড়ী আড্ডা। খাটতে এসে

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

খুব পার—পারে না। হিসাব করে দেখা যায়, এক টাকার মজুরীতে মোটে ১০ আনার খাইনী পাওয়া যায়। ১০ আনা পরসী গৃহস্থের লোকসান। একদিনের কাজ চল দিনে—তাই এদেশের মজুরী অগতির সমস্ত দেশের মজুরী অপেক্ষা মর্যাদা। তবেই দেখ, ধনী গেল, মধ্যবৃত্ত লোক হলো—মজুরেরও বাঁচাও নাই। বাঁচবার আর কোন রাস্তাই নাই। ধনী এবং মজুরের সম্ভাবনা না হলে সংসার অচল হবে।

মজুরের উন্নতি করা সম্ভবতভাবেই ধর্ম সম্বন্ধে, এবং বিধেয়, তার আর সম্ভবতাই নাই। কিন্তু শ্রমজীবির স্বচ্ছলতার পরসী যায় কোথা? মদের দোকানে, তাড়ি খানায়, আবগারীতে। পেটের ভাতের জোগাড় না করেও সে শুড়ী খানায় শ্রমলব্ধ অর্থে দিয়ে আসে। নৈতিক অবনতি ভারতের অস্থি মজার ঢুকেছে। হজুকে শুধু বাহবা দিলে হবে না। নৈতিক উন্নতি কেউ করে দিতে পার? তা হলে মজুরের ধর্মীয় জ্ঞান হবে, ঠোকা ঠুকী হবে কেন? যে তার আপনায় কষ্টব্য কাজ করে বাবে। এ শ্রম সম্বন্ধ পাশ্চাত্যের আমদানী, এ অগ্রণ নিয়ে খেলার একটা মন্ত ভীষণ পরিণাম আছে, সেই পরিণামের জন্ত আজ সমগ্র জগৎ জঁপু হয়ে উঠেছে। নৈতিক অবনতিই এই সকল অনর্থের মূল। সমগ্র পৃথিবীর নৈতিক অবনতি হতেই বর্তমান অনর্থ মূল। ধর্মজ্ঞান হারিয়ে হাড়বই রাকস হয়, সারা বিশ্ব জুড়ে অভাবের হাহাকার উঠেছে। এ হাহাকার কি নিববে? এবে খোদার মার!

## TELEPHONE AND LIGHTNING.

### টেলিফোন এবং বজ্রাঘাত।

প্রসিদ্ধ দেশে মিঃ ল্যাংক অমুসন্ধান করিয়া আনিরাছেন যে, অনেক স্থানে টেলিফোন দ্বারা বজ্রাঘাতের সময় বিপদ ঘটয়া থাকে। তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আজকাল টেলিফোনের তার মাটির ভিতর দিয়া চালান পদ্ধতি হইয়াছে, এবং তিনি মনে করেন যে এই কারণে বিপদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। (কসমস)

## BUTTER-MILK.

### ঘোল।

ঘোলের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড আছে, এই ল্যাকটিক অ্যাসিড শোণিত শিরার মধ্যে বাবতীয় মৃৎপদার্থকে আক্রমণ করে এবং এবং গলাটনা ফেলে। সেইজন্য সমস্ত Blood vessels শোণিত বাহিকা শিরাস্থলিকে ধোলাসী করিয়া দেওয়ার রক্তচলাচল ক্রিয়া ক্ষয়রূপে পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং কোনস্থলে শোণিত জমাট বাধিতে পার না। যদি লোকে প্রত্যাহ ঘোল পান করে, তাহা হইলে ১০ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত আরও নিরাপদে অধিক বাঁচিতে পারে। প্রত্যাহ এক কোয়ার্ট অর্থাৎ ৩ পোরা আন্দাজ ঘোল খাওয়াই শেষ মাত্রা, ইহার অধিক খাওয়া উচিত নহে। বাহারী বাতরোগ গ্রস্ত, তাহাদের পক্ষে ইহা অতিশয় হিতকারী সামগ্রী। ইহা দ্বারা বৃদ্ধ মৃত্যবস্ত্রের ক্রিয়া ক্ষয়রূপে পরিচালিত হয়, ইহা পেট ও পাকস্থলীর ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, এবং বিভ্রম শোণিত জমাট হইবার সহায়তা করে। যদি বাত

হোপাক্রান্ত হইয়া থাক, তবে মাংস, বিট্রিক, মন্ত, মসলাযুক্ত খাদ্য, কচী প্রভৃতি ব্যবহার পরি-  
ত্যাগ করা উচিত। বাহা খাইলে পেটে বায়ু সঞ্চার হয়, তাহা পরিহার্য। টাটকা কল, ডিম্ব, কলের আচার পরিমিত ভাবে সেবন করা বাইতে পারে। বাহাদের হাটু হাতের কব্জীতে নড়িলে চড়িলে কড় কড় শব্দ হয়, নড়িতে চড়িতে কষ্ট হয়, তাহারা ঘোল ব্যবহার করিলে অতিশয় উপকৃত হইবেন। কেননা ইহার মধ্যে যে ল্যাকটিক অ্যাসিড আছে, তাহা ঐ সকল স্থলের জন্মারেৎ দূষিত পদার্থকে জব করিয়া দিতে সক্ষম। তবে হৃৎ হইতে মাখন তুলিয়া লওয়ার পর সন্ত টাটকা ঘোলই হিতকর। ইহা শ্রমণ সাধিতে হইবে।

## HOW TO MAKE COCOANUT CREAM.

### নারকেল ক্রিম প্রস্তুত প্রণালী।

একটা বড় নারকেল লটরা তাহাকে ভাঙিয়া তাহার জলটাকে একটা পরিষ্কার পাত্রে রাখিতে হয়। তাহার পর ৪৮ গাউণ্ড প্রায় ১/২ সেয় ২০ সাপা নানাদার চিনি একটা কড়াইয়ে দিয়া তাহাতে নারকেলের জলটা ঢালিয়া দিতে হইবে এবং বৃহ জালে ফুটাইতে হইবে যখন চিনি গাঢ় হইয়া আসিলে তখন আগুন হইতে নামাইয়া ৫ মিনিট কাল ঠাণ্ডা হইতে দিয়া আবার পুনরায় আর একটা নারকেলের জল তাহাতে দিয়া চল মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লও এবং নামাইয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাক। তাহার পর একটা চিনা মাটির প্লেটে মাখন বা উৎকৃষ্ট স্কৃত অন্ন মাখাইয়া তাহাতে ঢালিয়া দাও। যখন জমিয়া বাইবে, তখন ছুরিক

“কাজের লোকের” সৃষ্টপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

যারা চোকা করিয়া লইবে এবং একটা  
নীতল হাশে করেক বণ্টা রাখিয়া দিবে।  
তাহার পর ইহা উপায়ে হইবে।

## ABRAHIM LINCOLN AND PROTECTION.

এব্রাহিম লিনকলন এবং  
রক্ষণনীতি।

আব্রাহিম লিনকলন আমেরিকার  
প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন,  
Protection বা রক্ষণনীতি সম্বন্ধে আমার  
বিশেষ: অভিজ্ঞতা না থাকিলেও আমি এই  
বুঝি যে, যখন আমরা বিদেশ হইতে বিদেশ  
জাতজব্য কিনি, তখন আমরা জিনিস পাঠ,  
আর তাহার অর্থ পার, কিন্তু আমরা যদি  
বিশেষ জাতজব্য ব্যবহার করি, আবশ্যকীয়  
জব্য দেশেই উৎপাদন করিয়া পরমুখাপেক্ষী  
না হই, তবে ঘরের পরস। ঘরেই থাকে,  
অথচ আমরা টাকা ও জিনিস দুইই পাই।”  
“I do not know much about Tariff,  
but I do know this much, when  
we buy goods and the foreigners  
gets money, when we buy goods  
made at home, we get both the  
goods and the money” দেশের  
কল্যাণকারী হইলে যথাসাধ্য দেশীজব্য  
ব্যবহার ও দেশীয় জব্য প্রস্তুতের আকাঙ্ক্ষা  
থাকা চাই, তবে দৈন্ত দশা বুচে, দেশের  
উন্নতি হয়। শুধু কথাই চিড়ে ভিজে না  
বুঝে?

## CONDENSED MILK.

### গাঢ়দুগ্ধ।

(ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় লিখিত)

অনেক বিলাতিপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া থাকেন  
যে, আধ্যাত্মবিগণ গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত-প্রণালী অব-  
গত ছিলেন না, এই জন্তই তাঁহারা ইহা শিশু-  
দিগকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন নাই।  
তাঁহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য আমরা  
সাধারণ পাঠকগণকে অবগত করাইতেছি যে,  
আধ্যাত্মবিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে এরূপ  
উৎকৃষ্ট প্রণালীতে গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিতেন  
যে, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে  
কোন দেশে কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের  
সমস্তগুণুক্ত গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন  
নাই। আজকাল গাভী ও ছাগী-খানকদিগের  
সংখ্যা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, সুদূর  
পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত, গোদুগ্ধ এবং ছাগিদুগ্ধ  
সময় সময় একেবারে ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে  
এবং এই সকল স্থানে পর্য্যন্ত আজকাল অতি  
অনিষ্টকর দেশী ও বিলাতি নানাপ্রকারের  
গাঢ়দুগ্ধ সত্তোজাত শিশুকে ব্যবহার করিতে  
দেওয়া হইতেছে। একজন দেশস্থ প্রত্যেক  
ব্যক্তির, গাঢ়দুগ্ধের ন্যায় বিশেষ করিয়া বুঝা  
একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

আধ্যাত্মবিগণ গাঢ়দুগ্ধ শিশুদিগকে নিত্য  
নৈমিত্তিক ভাবে ব্যবহার করিতে নিষেধ  
করিয়াছেন। তবে তীর্থ পর্য্যটন আদি  
কারণে দূরদেশে গমনের আবশ্যক হইলে,  
বিক্রমে গাঢ়দুগ্ধ ব্যবহার করিতে উপদেশ  
দিয়াছেন।

আধ্যাত্মবিদের গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত  
করিবার প্রণালী।

একখণ্ড বহু কার কোলের জল দিয়া  
অল্পসেঁতাল করিয়া জাল দিয়া এবং সুশোভ

করিয়া কাপড়ে বন্ধন কিছুনাড় মাড় থাকিবে  
না, তখন ঐ কাপড় রোদ্রে শুক করিয়া,  
এই শুক কাপড়, এক কি দুই বক্স  
গোদুগ্ধে ডুবাইয়া সামান্য নিংড়াইয়া এই  
কাপড় রোদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া রাখিয়া  
দিবে। যখন শিশুকে দুগ্ধ সেবন করাইবার  
আবশ্যক হইবে, তখন ইহার এক এক টুকরা  
কাটিয়া গরম জলে নিক্ষেপ করিলে উৎকৃষ্ট  
দুগ্ধ হইবে। ঐ দুগ্ধকে পুনরায় স্নোতিবত  
জাল দিয়া শিশুকে সেবন করিতে দিবে।  
আবার কেহ কেহ দুগ্ধকে দুই একবার  
“বলক” না দিয়া কাঁচা গোদুগ্ধে উপরোক্ত  
প্রণালীতে প্রস্তুত কাপড় ভিজাইয়া রোদ্রে  
শুকাইয়া লয়। এই প্রণালীতে ছাগদুগ্ধ  
গাঢ়দুগ্ধে পরিণত করা হইয়া থাকে। এই  
প্রসঙ্গে সাধারণ পাঠক বুঝুন, অগ্নি কিংবা  
ষ্টীমের (steam) উত্তাপে দুগ্ধ জাল দিয়া  
গাঢ় করিলে ক্ষীর হয়। এই ক্ষীর শিশুর  
খাদ্য নহে, তাহাদের পক্ষে বিষবৎ অনিষ্টকর;  
তাহা সকলেই অবগত আছেন।

গাঢ়দুগ্ধে প্রস্তুত করিবার আধুনিক  
প্রণালী।

দুগ্ধ, কুটন্ত অধ্যাত্মপে বা ষ্টীমের উত্তাপে জাল  
দিয়া গাঢ় করিলে বিজ্ঞানসম্মত Condensed  
Milk বা গাঢ়দুগ্ধে পরিণত হয় না; কেন না,  
এই প্রক্রিয়ার দুগ্ধের Colodial Condition  
অর্থাৎ দুগ্ধের জলে জবণীয় গুণ বিনষ্ট হইয়া  
ক্ষীর রূপে পরিণত হয়। ক্ষীর আহাৰ করা  
শিশুর পক্ষে যে বিশেষ অপকারী, তাহা,  
সকলেই জ্ঞাত আছেন। দুগ্ধ গাঢ় করিবার  
সময় তাহার Colodial Condition বা  
জলে জবণীয় গুণ বাহ্যতে বিনষ্ট না হয়,  
তাহার উপায় বাহির করিবার জন্য আধুনিক  
বিজ্ঞানবিদগণ Vacuum Pan নামক দুগ্ধ  
গাঢ় করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই

পুরাতন “কাজের লোক” শেক হইতে চলিল, তৎপর লউন।

যন্ত্রে হৃৎ অতি সামান্য উত্তাপে গাঢ় হইতে পারে। বাজারে যে সমস্ত বিলাতি উৎকৃষ্ট গাঢ়ত্ব পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ এই প্রণালীতে প্রস্তুত। এই প্রকারে প্রস্তুত গাঢ়ত্ব অনেকটা জলে দ্রব হয়, কিন্তু ডাক্তার কিস্টার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ বালক চিকিৎসকগণ বলেন যে, “হৃৎ গাঢ় করিবার জন্য যত প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার কোন উপায়ে শিশুদের সেবনোপযোগী বিত্ত্ব গাঢ়ত্ব প্রস্তুত করিতে কেহ এপর্যন্ত সক্ষমতা হইতে পারে না।” কিন্তু বড় হৃৎের বিষয় এই যে, এদেশস্থ অধিকাংশ চিকিৎসকগণ ইহা বুঝেন না। তাঁহারা গাঢ়ত্ব, ছানার অংশ (Protied) এবং মাখনের অংশ (Hydro-carbon) অধিক বর্তমান থাকিলে ভাল বলিয়া বুঝেন; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অগত্যা শিক্ষা দিতেছেন কোন খাত্তের পুষ্টিকারী অংশ অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকিলে যে, সে খাত্তের উপকারিতা বৃদ্ধি পায় এমনত নহে,—It must be in digestible form, পরন্তু এই সমস্ত পুষ্টিকারী অংশ সহজে পরিপাক হয়, এই প্রকার অবস্থা খাত্তে বর্তমান থাকা নিতান্ত আবশ্যিক। বড় হৃৎের বিষয়, এদেশস্থ বড় বড় Exhibition প্রদর্শনীর জুররগণও (Juror) ইহা বুঝেন না। এমন কি, ১৯০৬-০৭ সালের জাতীয় মহাসমিতির সংগ্রহে কলিকাতার সুবৃহৎ প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে অনেকপ্রকার উপাধিপ্রাপ্ত গভর্ণমেন্টের রাসায়নিক পণ্ডিতগণ (Chemical Analyser Jurors) বা খাত্ত পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। বহু দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক প্রকার গাঢ়ত্ব, অনেক অর্থব্যয় করিয়া, শুণের প্রতিযোগিতা অনুসারে প্রশংসাপত্রের লাভসায়, প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল; কিন্তু বড় হৃৎ এবং লজ্জার বিষয়

এই যে, বৃট্টিশরাজ্যের কোন রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ, এই সকল গাঢ়ত্ব মধ্যে কোনটী শিশুর উত্তর সহজ পাচ্য, কোনটী কত ওরুপাক, ইহার পরীক্ষা কেহ করিলেন না। তাহার বিপরীত অতি দুষ্পাচ্য এবং অপকারী বিলাতী গোয়ালিনী মার্কা গাঢ়ত্বকে আদর্শস্থানীয় করিয়া, তাহার সহিত তুলনার সমালোচনা করিয়া, যে গাঢ়ত্ব যত ছানার অংশ এবং মাখনের অংশ কম হইল, সে গাঢ়ত্ব তত নিকট বলিয়া দোষারোপ করা হইল। (গোয়ালিনী মার্কা গাঢ়ত্ব প্রায় চারিভাগের একভাগ বাজারের সাধারণ চিনি মিশ্রিত আছে।)

যাহা হউক, যাহারা বাধ্য হইয়া আপন আপন শিশুকে গাঢ়ত্ব সেবন করান, তাঁহারা গাঢ়ত্বকে জলে দ্রব করিয়া ব্লটিং বা ফিটার কাগজের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া, অজবর্গীয় অংশ (Residue) কেলিয়া দিয়া, উক্ত হৃৎে আরও জল মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া সেবন করিতে দিবেন। আর যে মার্কার গাঢ়ত্ব যত অধিক পরিমাণ অজবর্গীয় (Residue) অংশ থাকিবে, সেই প্রকারের হৃৎ অতি নিকট বলিয়া বুঝিবেন। আবার কোন কোন গাঢ়ত্ব আদৌ মাখনের অংশ নাই। এই প্রকারের গাঢ়ত্ব হৃৎপোষ্য শিশুর পক্ষে বিশেষ অপকারী; কেন না, অতি শিশু অবস্থায় বালকদিগের স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপ অনেক কম থাকে। হৃৎের মাখন এবং চিনির অংশ পরিপাক হইয়া, এই তাপ পরিপূরণ হয়।

যাহা হউক, আধুনিকদিগের প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত গাঢ়ত্ব এই সমস্ত দোষ না থাকিলেও, তাঁহারা ইহা নিত্য নৈমিত্তিক রূপে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। অনেকে হৃৎের ক্ষীর এবং গাঢ়ত্ব একই পদার্থ মনে করিয়া বড় কটাহে অগ্ন্যুত্তাপে, কেহবা (Boiler steam)

বয়লার-উত্তাপে হৃৎের ক্ষীর করিয়া গাঢ়ত্ব নামে বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। এদেশস্থ পাণ্ডিত্যভিমাত্রী অনভিজ্ঞ ডাক্তার, রসায়নজ্ঞ, এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, কোন হৃৎ কি প্রকারে প্রস্তুত তাহা না বুঝিয়া এই প্রকার ক্ষীরকে, গাঢ়ত্ব ভ্রমে অনেক অনেক প্রশংসাপত্র দিতেছেন; ইহাতে দেশের যে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা উপরে বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে। হৃৎের ক্ষীর চিরকাল এদেশে আছে, এবং ক্ষীর কখন শিশুর খাত্ত হইতে পারে না, তাহাও সকলে অবগত আছেন। তাই সাবধান হউন, বিলাতী কুহকে পড়িয়া কেন স্বীয় সন্তানের আয়ুষ্কর করিয়া এই কালে হৃৎ এবং পরকালে পাপ সঞ্চয় করিবেন?

## Educational.

ফিলিপাইনে শিল্প শিক্ষা।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকানদের শাসনাধীন। এখানকার ডাইরেকটর অফ এডুকেশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, যে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার সহিত শিল্প শিক্ষার বন্ধোবস্ত থাকার অতি সুকল ফলিয়াছে। বিদ্যালয় সমূহের সাধারণ পাঠ্য বিষয় সমূহের সহিত, কাষ্ঠের কাজ, কামারের কাজ, খুঁড়ি বোনা, কাপড় বোনা, জেলী বা আচার প্রস্তুত প্রণালী, হুচের কাজ, টুপী প্রস্তুত প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় কার্যকারী শিল্প শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠনের সহিত ভবিষ্যৎ জীবনের জড় বহু বাণীকীয়বিধার উপায় ও প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ার ফিলিপাইনবাসী বাণীকীবি হইয়া উঠিতেছে, দেশের ছেলেরা এখন অল্প বয়সেই নানা প্রকার শিল্প কার্য দ্বারা অর্জিত অর্থে

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে সুলিবেন না।

তাহাদের পিতামাতাকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইতেছে। ব্যবসায় উৎকৃষ্ট কাঠ নির্মিত গৃহ সজ্জার সামগ্রীর প্রায় বারোয়ানো বিতালয়ের ছাত্রগণ দ্বারা প্রস্তুত। ফিলিপাইনে প্রায় ২৮০০ বিতালয় আছে, তাহার সকল বিতালয়ের সহিত উত্তান সংলগ্ন আছে, সেই সকল কল ও পুষ্ণোত্তান বিতালয়ের ছাত্রগণ দ্বারা প্রস্তুত এবং বাজারের ফলের অভাব এই সকল বিদ্যালয় সংলগ্ন উত্তান হইতেই মোচন হইয়া থাকে। এই সকল বিতালয় এখন কেবল বিজ্ঞানশিক্ষার আলয় নহে, যথেষ্ট আয়কর হইয়াছে।

যে শিক্ষার ছেলেদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে না পারে, সে শিক্ষা অকস্মণ্য শিক্ষা। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি ভারতবাসীর সম্ভাবনাসমূহকে এইরূপ অসার অকস্মণ্য করিয়া তুলিতেছে। কতদিনে যে এই অসার শিক্ষার সংস্কার হইবে বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত শিল্পশিক্ষার যে একান্ত আবশ্যিকতা, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এদেশের তথা কথিত জাতীয় বিদ্যালয়েও কিছু হইল না এবং গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয়েও কিছু হইল না, এইরূপ শিক্ষা দ্বারা দেশবাসীর যে অশেষ অকল্যাণ হইতেছে তাহা দেশবাসী বুঝিয়াও প্রতিকারের কোন উপায়ই করিতে সচেষ্ট নহেন। প্রত্যেক পিতা মাতা চায়—ছেলে কেমনী বা উকিল হোক, হাকিম হউক, হইয়া চাকরী করিয়া জীবিকা উপার্জন করুক। দুর্ভাগ্য! সকলের অনুরূপে হাকিম বা উকিল হওয়া সম্ভব হয় না অধিকন্তু ছেলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সভ্যতার অজুহাতে বিলাসী অকস্মণ্য হইয়া একটা অপক্লপ জীবনকে দেশের দৈনন্দিনশাই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। প্রতিদিন এই চর্চনা

দেখিয়াও দেশের লোকের চৈতন্য হইল না এমন দেশ কখনও কি উন্নত হওয়া সম্ভবে? যদি কল্যাণ চান, দেশে জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করুন। ঘরে ঘরে শিল্পীগণ আপনাদের অভাব মোচনের জন্য বন্ধপরি-কর হউন, তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব হইবে। গবর্ণমেন্টের আর অপেক্ষা ব্যয় বেশী। খুলিতে এক কড়া না থাকিলে সে দেশ কিরূপে। দেশের একাকী কাহারও এরূপ প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব না হইতে পারে। সমবায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেশের অর্থ প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে স্বাধীন জীবিকার ক্ষমতা বিবিন-কাজ করা হইতে পারে। এখন শিল্পশিক্ষা ব্যতীত মুক্তির অন্য পন্থা নাই। এদেশে জলাভাবে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব নয়, আকাশের জলেই যতদূর হয়। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যের দ্রব্য হাজা নাট। দেশের কাঁচামালের সদগতি হইবে, দেশের অর্থ প্রকৃতই দেশেই থাকিবে। সুতরাং গবর্ণমেন্ট দ্বারা হউক বা দেশের দেশের সমবয়ে হউক, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত কার্যকর শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করা আব-শ্যিক। ফিলিপাইনদ্বীপের লোকগণ আনে-রিকার সংস্রবে আজ উন্নতির পথে ধাবমান। কবে আমাদের শালক সম্প্রদায়ের স্মৃতি হইবে?

## কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি।

—:—:—

যুদ্ধের পূর্বেও ইংলণ্ডে এই হিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, কিন্তু পার্শ্ব প্রদেশ সমূহে ইহার প্রচলন ছিল। ইংলণ্ডের লোক বানিজ্য ব্যবসায় তাহাদের মূলধন ব্যয় করিতেন, কৃষির দিকে তাহাদের আদৌ মনোযোগ ছিল না। তাহার পর যখন দেশের লোকে বুঝিল যে, কৃষি ব্যতীত অন্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে, তখন চারি দিকে “Back to the land” শব্দ পড়িয়া গেল। কৃষকদের সাহায্যের জন্য পার্লিয়ার-মেন্টে এক আইন পাশ হইল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ মূলধনের অভাবে নিশ্চল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের কঠোর দরিদ্রতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন কাটাতে হয়। সেই কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ অল্প সুরে অর্থ পাইলে দেশের কৃষির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া সুরে থাকিতে পারে, তাহাদের চারিদিক সংশোধিত হয়, তাহারাও আবার ভদ্রলোক হইয়া জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। ইংলণ্ডের লোক একথা বুঝিল, তাই সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠান করিয়া কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে সাহায্য করিতে কৃত সংকল্প হইল। দেশের ব্যাঙ্ক সমূহ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল, অচিরে তাহাদের কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতি লাভ করিল। কৃষির উন্নতির আবশ্যিকতা যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডকে এমন বুঝিতে হইয়াছিল

আর কেন? পুস্তক “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



যে, স্থানীয় স্থানীয় প্রদান উদ্যান সমূহকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইয়াছিল। এ দেশের কৃষক দরিদ্র; দেনার দ্বারে সমগ্র বৎসরের পরিশ্রমের উৎপন্ন খাদ্যসম্ভার মহাজনগণের গুণের সুদের দ্বারে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া সমস্ত বৎসর তাহার অপগণ্ড পোষ্য গুলিকে লইয়া অর্জাসনে বিনাতিপাত করিতে হয়। এমন শোচনীয় দৃশ্য কেবল ভারতেই দেখা যায়—অন্ত কোন দেশে দেখা যায় না। ভারতের বহু সংখ্যক জনী অনাবাদী পড়িয়া থাকে, কৃষকগণের মূলধন নাই—দেনার দ্বারে অর্জিত—চক্র বৃদ্ধি হারে তাহারা ভো সুদ দিয়াই আসে, অধিকন্তু মহাজনকে বেগার প্রভৃতি শারিরীক পরিশ্রম দিয়াও মন যোগাইতে হয়। ভারতে সমবায় সমিতির দ্বারা মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে। যদি কেহ কৃষকগণকে এই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির হিত-কারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সমবায় সমিতির দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃতই হিত-সাধন করা হয়। কিন্তু হইয়াছে কি, কৃষক গণ নিরীহ, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা কম, তাহারা কি করিতে কি হইবে, এই ভয়ে গবর্ণমেন্টের এই প্রকৃত হিতকর উদ্দেশ্য হট-লেও ইহার ভিত্তর আসিতে চাহে না। তাহারা জনী জমার চোহন্দী প্রভৃতি দিলে পাছে ভবিষ্যতে কোন কেসাদ বাধিয়া উঠে, সেই ভয়ে এদিকে ঘেসিতে চাহে না। সরল ভাবে ইহাদের এই ভ্রম অপনোদন করিতে প্রয়াস পাইলে তাহারা, সুদখোর বিবর লোভী দের হাত হইতে পরিজ্ঞান পাইতে পারে। প্রাদেশ লোকে কিছু কিছু টাকা দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া সমবায় সমিতির নিয়ম-সারে

সারে জেলার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের হস্তে দিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট অল্প সুদে টাকা পাইতে পারে ও তদ্বারা কৃষি শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। গবর্ণমেন্টের শাসন ব্যয় আর অপেক্ষা অধিক সুতরাং প্রজার সুখসুচ্ছন্দতার জন্য ইচ্ছা থাকিলেও গবর্ণমেন্ট কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। প্রজার আগ্রহ এবং তাহাদের কিছু টাকা দেখিলে গবর্ণমেন্ট ধার দিতে পারেন। আমেরিকা জাৰ্মানীতে এই সমবায়ের দ্বারা কৃষক-গণ তাহাদের অবস্থার প্রস্তুত উন্নতি করিতে পারিয়াছে, এদেশকে তাহা করিতে হইবে নচেৎ মুক্তির উপায় নাই। উৎপন্ন দ্রব্য সমবায় প্রতিষ্ঠান একেবারে ক্রয় করিয়া লইয়া বাজার উঠতি পড়তি হইলেও নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিয়া ইহার সভ্যগণকে বহু অপব্যয়ের দায় হইতে নিষ্কৃতি করিয়া দিতে পারে। কিন্তু অল্প কৃষকগণের সংস্রবে আসিয়া তাহাদিগকে একথা এখন বুঝাইয়া দেয় কে ? সেইটাই কথা। কাগজে কলমে বড় বড় আফিসে কৃষিবিভাগ গবেষণা করিয়া এতকাল দেশের প্রজার প্রকৃত হিতকর কিছু করিতে পারেন নাই। ভ্রূণের সহিত বলিতে হয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির অবস্থাও সেইরূপ, বিশেষ প্রচার এখনও হয় নাই। অনেকে ইহার উদ্দেশ্য এখনও বুঝেনা।

## চুলের ব্যবসায়।

—:o:—

ইরোরোপের দেশ সমূহের চুল হইতেও অর্থায়ন হয়। জাৰ্মানীর মহিলা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাগণ তাহাদের চুলের খুবই বহু

করে। যেমন কৃষকগণ, তাহাদের শস্ত আবাদে বহু করে, ইহারও নিজেদের চুল বাহাতে প্রচুর অর্থ, তাহার জন্য বখাসাধা চেষ্টা করে। তাহাদের চুল গোছাতেও যেমন, কোমলতা-তেও তেমনি। জাৰ্মানীর মহিলাদের চুলের রং যেন পাকা সোণার মত, কিন্তু ফ্রান্সের মহিলাগণ কৃষ্ণবর্ণের চুলেরই পক্ষপাতী বেশী। বৎসরের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে ইহারাই এই কেশ দাম কর্তন করিয়া উচ্চমূল্যেই বিক্রয় করিয়া ফেলে। ইরোরোপের নানান স্থানে হইতে এক্সেন্টসগণ নগরে নগরে টাকা লইয়া মহিলা গণের কেশের গুণের তারতম্যানুসারে মূল্য দিয়া নারীর একটি প্রধান সৌন্দর্যের উপা-দান কেশদাম কাটাইয়া লইয়া যান। সচরা-চর একটি স্ট্রীলোকের চুল প্রায় ২৫ তোলা হয়, তাহার মূল্য ৩০ হইতে ৬০ শিলিং মূল্যে বিক্রয় হয়। এই সকল চুলে নানা প্রকার জিনিস বখা—লকেট, চেন, হার, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। ভাল ভাল পুচ্চুলা হয়। সমুদ্রগামী পোত সমূহের কাচি প্রস্তুত হয়, ইহা লবনাক্ত জলে অল্প জ্বাবার প্রস্তুত কাচির দ্বারা সহজে নষ্ট হয় না। ভারতের চুল একই মোটা ও কড়া, স্থল কাজের জন্য ইহার আদর নাই, কখন প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানার ভেড়ার লোমের সহিত মিশ্রিত করিয়া কাজে লাগান হয়। এদেশের ও চীনের চুল দ্বারা পরচুলা হয় এবং তাহা বুত বা তীর্থযাত্রীর চুল। টাকা লইয়া দ্বারার চুল বিক্রয় করার পদ্ধতির কথা এদেশে শুনা যায় না। পাশ্চাত্য অগতবাসী অর্থের জন্য সকল কাজই করিতে পারে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে তুলিবেন না।

## সরকারের কৃষি গবেষণা।

ভারতের কৃষীর উর্বরতা শক্তি কি  
কমিয়াছে?

“এগ্রিকালচারাল জার্নাল অফ ইণ্ডিয়া” নামক পত্রের ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় ভারতের অফিসিয়েট ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ বাণার্ড কভেন্ট্রী “ভারতের উর্বরতা শক্তি কি কমিয়াছে?” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ডাঃ ভোরেলকার প্রায়ই প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, ভারতের উর্বরতা শক্তি প্রতিদিনই হ্রাস হইয়া বাইতেছে, তাহার প্রমাণ আকবরের রাজত্ব কালে “আইন আকবরী, নামক গ্রন্থে বর্ণিত প্রচুর শস্ত উৎপন্ন হইত বলিয়া প্রকাশ আছে, বাস্তবিক ইংরাজ শাসনে সে প্রকার শস্ত আর ভারতে অন্নিতেছে না। হুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব তাহার প্রমাণ।

মিঃ কভেন্ট্রী প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষগণকে এবিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন।

প্রাদেশিক কর্মচারীগণ তাহাদের যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার বলিয়াছিলেন যে, ভারতের উর্বরতা শক্তি কমিয়াছে কিনা ঠিক তাহার নির্ণয় করা কঠিন। মিঃ কভেন্ট্রী তাহাদের উক্তি হইতে নিয়মিতকর্তী নিম্নোক্ত উপস্থিত হন (১) ভারতের আবাদী জমীর উর্বরতা শক্তি অক্ষত হইয়া নাই, কম বেশী ভাবে অকর্মণ্য Stationery অবস্থায় আছে। তাহাকে কর্মোপযোগী করিয়া লইতে পারিলে ভারতের কৃষির উন্নতি হইতে পারে।

(২) ইংরাজের শাসনের জন্য অনেক খারাপ জমিও লোকে চাষ আবাদ করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সেই কারণেই যে জমীর উর্বরতা শক্তি নাই, এ কথা বলা চলে চলে না।

(৩) পাশ্চাত্য দেশের কৃষির উন্নতির তুলনায় ভারতের জমীর উৎপাদিকা শক্তি কম হইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে কৃষির উন্নতি করে যত মূলধন ন্যস্ত করা হয়, এদেশে তেমন মূলধন খাটান হয় না, মিঃ কভেন্ট্রী অনুমান করেন যে, যদি এদেশেও অধিক মূলধন কৃষির উন্নতি করে নিয়োজিত করা যায়, তাহা হইলে এদেশের কৃষিরও উন্নতি বৃদ্ধি পায়।

আমরা বলি, বেশী টাকা খরচ করিলে যে উর্বরতা শক্তি বাড়িয়া বাইবে, তাহা মনে হয় না। ইহাতে গবর্ণমেন্টের অর্থ ব্যয় করিয়া ক্যানোলাদি করিয়া দিবার আবশ্যকতা আছে। এদেশের কোথাও হাজিরা শস্ত নষ্ট হয়, কোথাও জলাভাবে শুক হইয়া যায়। যেখানে জল নাই, সেখানে আবাদের জল সরবরাহ করিতে হইবে, যেখানে অতিশয় জলে শস্ত ডুবিয়া হাজিরা যায়, তাহার জল নিকাশের উপায় করা চাই। এইগুলি আসল কাজের কথা। গবর্ণমেন্ট যে না বোঝেন, তাহা নহে, তবে টাকা কৈ? রাজস্বের অর্ধেকের উপর সৈন্য ও পুলিশেই খাইয়া ফেলে। কৃষির উন্নতি যদি রাজা হইতে হওয়া সম্ভব না হয়, হুর্ভিক্ষ পীড়িত জনশ্রমিকের নিঃস্বপ্ন প্রকার দ্বারা সে কাজ সম্ভবে কি? তাই মনে হয়—ও কৃষি কথার আর কাজ নাই।

## Shorthand Training In Bengal.

It is said that a Munsiff chanced to lose temper, as every Munsiff is apt to and his ire was poured out in the invective on the head of an old Pleader of his court. “You are an ass”. “No”—retorted the ancient limb of the law, “had I been an ass, I would have long ago become a Munsiff like yourself.” Though this old assinine standard is out of time now so far as the appointment of the Munsiff is concerned, the criterion applies to another class of people.

Let me enunciate my proposition more explicitly by going into some solid facts. There are as many as 60 Shorthand Schools in this city. Among this lot how many are properly staffed? Who is to see that these schools which are supposed to impart a bread-and-butter education to so many thousand young men, are adequately equipped and run on an honest practical line? Whose business is it to find out whether these schools teach and not cheat? Does it fall within the purview of any body to trace the object of these so-called commercial schools? The only controlling

পুরাতন “কাজের লোক” শেব হইতে চলিল, তৎপর লউন।

body in this province is the Government Commercial Institute Advisory Board. But how many of these schools are affiliated to it? Most of these institutions exist for the implicit purpose of making money, and it is not the look-out of the proprietors to see that the students get their money's worth. They are engaged in a constant warfare in getting the better of each other by holding out bright prospects to the intending learners. They take advantage of these people and also of their eagerness to qualify as quickly as possible. The would-be students and the guardians have no idea as to what is possible and what is not in the acquisition and the application of this art of Shorthand. They do not perceive, when designing men, who pass for teachers, but who have no practical experience, allure them into a wrong path by glib talks and glittering promises. The prospectuses of these schools are interesting reading. One has "Teachers of mature years and ripe experience with continental and American experience may be met with in our college only." But an enquiry has discovered the fact that this "College" is located in a room on

the ground-floor about 12 feet square, its student population is counted on the digits of a single finger, and its professorial staff consists of one callow Bengali lad of absolutely no experience and of so very scanty knowledge of Shorthand of which he is professor, that he miscalls the text book, "Shorthand Instructor" as "Shorthand Instruction." Then where is the significance of the advertisement as to teachers of "mature years"? Where is the "continental and American experience," except that the "professor" carries his "continents", old and new, in his Shilling Atlas? Another school circulates a leaflet declaring that it gives a speed in Shorthand of 120 words a minute in 4 months. This is tempting enough to the uninitiated but is criminally misleading in its effect to put it mildly. This school bears on its placard the assertion that it is Government-aided. Is it not a lie intended to enmesh the unsuspecting and the unwary? If not, why does Government aid it? To aid and abet? No use multiplying examples. It is no hard task unearthidg, from amid the debris of bold random talk of these teachers, the fact that their general education is very

meagre and their practical experience as Shorthand writers is nil. This alone proof positive of the fact that they have no honest claim to teach Shorthand, a subject which requires a good general knowledge even in the learner. In England and other go-ahead countries in the west, only the practical experts assume the role of the Teacher so far as the important places are concerned. The Junior positions are filled by those, who have received the Teacher's Diplome. But in this unfortunate land, there is no such thing as the teacher's Diploma, nor is there any standard of qualifications for those who take upon themselves the responsible work of teaching. The Schools spring up like mushrooms with shining sign boards. But the teachers, with exceptions which represent a microscopic minority are in most cases self-styled "Professors", who have either been failures as practioners of the art, or have never practised it at all. Hence the application of the simile with which I commenced this discourse. These people are all talk, and indulge in every kind of mendacious egotisms about the uses of Shorthand of which they have no experience and practice. They put into the head of

the innocent and easily gullible student a wrong, exaggerated idea of his speed; saying that it is as high as 150, while in reality it is barely half as much, and, generally not being drilled in reading back the short-hand notes, his transcript, which is the real test of his work, is awfully bad, I can cite hundreds of cases illustrating this point. Reporting which, as every educated and sensible man ought to know is the highest use to which Shorthand can be put does not escape the clutches of these "Professors." They profess to teach this art though in fact they have not the faintest idea of what it is like and what its requirements are. The initiated and the experienced feel highly amused at the curious conversation, which the teacher and the taught, who vie with each other in their ignorance, indulge in on that subject. Students who, on account of their poor educational equipments, have no earthly claim to be reporters, freely air foolish aspirations for that consummation, and their co called teachers, who have no more claim to teach reporting than the Man in the Moon, encourage them with false hopes and empty assurances. This in the teeth of the utterance

of Thomas Allen Reed, the brightest luminary in the phonographic firmament of England "A reporter amongst Shorthand writers is like a prince amongst men." Besides Shorthand of which a consummate skill is needed for the purpose is not the only thing which makes up the qualifications of a reporter. Here is a case in point. The Chief Justice of the Calcutta High Court happened to deliver recently an important judgment. On the next morning His Lordship asked, "who is responsible for the report of my judgment in the papers?" "Mr. Bholanath Ghosh of the Associated Press" was the answer in a shaky voice. "It is an excellent report"—remarked the Chief, adding "but the report submitted by my Shorthand writer is full of mistakes. "My-Lord, Mr. Bholanath Ghosh is not a Shorthand writer"—faltered out the puzzled Court Stenographer. This information called forth from His Lordship the observation "That is all the more creditable for him." Comment is unnecessary.

I conclude with an earnest appeal to the University which is opening classes this session in Shorthand, and to the Director of Public Instruction as well as to the authorities of Technical and

Industrial education to give up their policy of "Let alone" and put a stop to this scandalous state of affairs by placing the teaching of Shorthand on a sound basis. What is needed is the fixing up of a standard of compulsory course of study for the student, of a standard of qualifications for the teacher and the promulgation and enforcement of Rules for controlling admission, transfer and the examination of the student. Unless this is done the existing chaos will never vanish.

K. C. SIRCAR.

Calcutta.

## Home Industries.

গৃহ-শিল্প-শিক্ষা।

LUBRICANT FOR  
MECHINERY.

কল কারখানার জন্য লিউব্রিকান্ট  
প্রস্তুত প্রণালী।

—:—:—

বর্ষণে কল কব্জা নষ্ট হইয়া যায়। সেই-  
জন্য একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ কলের যে  
সকল অংশ বর্ষণে কম প্রাণ হইবার সম্ভাবনা  
থাকে, সেই সকল স্থানে দেওয়া হইয়া থাকে।  
ইহারই নাম লিউব্রিকান্ট। এই লিউব্রি-  
ক্যান্ট বিলাত হইতেও আমদানী হয়।  
এখানেও ইহা প্রস্তুত করা বাইতে পারে। এই

আর কেন? পুস্তক "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জিনিসটির বাজারে কাটতি আছে। প্রস্তুত  
করিয়া কল কারখানার বিক্রয় করিতে হয়।

### প্রস্তুত প্রণালী।

	শতকরা
Petroleum	30 পার্সেণ্ট
Parffin oil	20 "
Lard oil	20 "
Palm oil	20 "
Cotton seed oil	20 "

উক্তমুদ্রণে মিশ্রিত করিয়া টানে পুরিয়া  
বিক্রয় হয়।

### EMBROICATION.

এমব্রোকেশন একটা মালিস বই আর  
অল্প কিছু নর। ইহা মোচড়ান বেদনা,  
বাত বেদনা প্রভৃতিতে, আঘাতের বেদনার  
মালিশ করিয়া তুলি দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে  
বেদনা নষ্ট হয়। ইহার কাজ উড়িয়া গেলে  
তাল কাজ হয় না, সেইজন্য তুলি দ্বারা মালিশ  
করার পর বান্ধিয়া রাখা দরকার।

### প্রস্তুত প্রণালী।

১। সোপ লিনিমেন্ট ২ ফ্লু. ড. আউল  
অলিভ অয়েল বা সুইট অয়েল ২ " "  
Ammonia (O. 960) লাইকার ২ ফ্লু. ড. আ:  
একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত  
মিশাইবে:—

কপূর ৩ আ:  
অলিভ অয়েল ৪ ফ্লু. ড. আ:  
এই একটা মল্লর এমব্রোকেশন। ইহা  
পেটেন্ট ঔষধের দ্বারা বিক্রয় করা যায়।

## Water-proof solution.

### জল সহন শীল মিশ্রণ।

#### উপকরণ।

শ্বেত মোম ১ আ:  
স্পারমাসেটি ১ আ:  
তেড়ার চর্কি ৪ আ:  
১ পাইন্ট অলিভ অয়েলের সহিত আশু-  
নের উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে।  
তাহার পর যে জিনিসকে ওয়াটার প্রুফ  
করিতে হইবে, তাহাতে জীবৎ গরম থাকিতে  
থাকিতে কোমল ক্রস দ্বারা ৩৪ কোট  
লাগাইলে ওয়াটারপ্রুফ হইয়া বাইবে।  
ইহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না।  
প্রত্যেক কোট মাখাইয়া শুক করিয়া আবার  
লাগাইতে হয়।

### অভিজ্ঞের উপদেশ।

সর্প এবং ক্রুর লোকে বিনা কারণে  
লোকের গ্রাণ সংহার করে। এই শ্রেণীর  
জীবের নিকট হইতে বখা সম্ভব হুঁর থাকাই  
মঙ্গল।

পরশ্রী-কাতর লোক পরের সুখ সৌভাগ্য  
সংঘিয়া সর্বদাই হিংসাবিষে জলিয়া মরে।  
আপনার গৃহে আশ্রয় লাগাইয়া তো  
কাহারও সুখে থাকা সম্ভবে না। সে পুড়ে  
ছাই হয়ে যাবেই। ইহলোকে এই তার দণ্ড।

নীচমনা লোক কৃতজ্ঞ হতে জানে না।  
উন্মত্তভাবে—কোন মহৎ ব্যক্তি উপকার করে  
সে ভাবে তার ভোবাময় করে সে উপভাটক  
হয়ে উপকার কতে এসেছে।

অগতে প্রকৃত আপনার লোক প্রকৃত  
বদ্ব পাওয়া যায় না, সুতরাং লোকের সঙ্গে  
বেশী মেশাবেশি করে আত্মীয়তা পাতাতে  
যেও না। বড় মর্দাহত হবে—জ্বর ছিন্ন ভিন্ন  
হয়ে যাবে। কিন্তু কারো সঙ্গে অগ্রণয় করে  
শক্তি বৃদ্ধি করো না। মেশাবেশি এক জিনিস  
আর আলাপ করা অন্য জিনিস। আলাপ  
কর্তে দোষ নাই।

প্রতিহিংসা লওয়া অপেক্ষা ক্ষমা করা  
বড় গুণ। যদি কখন কারও দ্বারা মর্দাহত  
হও, সহ্য করো, সমস্ত মর্দাবেদনা ভগবানের  
চরণে সমর্পন করে জ্বর সুস্থ করে নিও।

কখন নীচাশয় ক্রুরকে উপদেশ দিতে যেরো  
না—ঠকবে। সুখমাত্রই নিজেকে বড় বলে  
জানে। তাকে উপদেশ দিতে গেলেই সে অপ-  
মান বোধ করে। সমুখ যুদ্ধে এরা কখন নামে  
না, সর্পের দ্বারা সুবিধা পেলেই সাংঘাতিক  
ভাবে দংশন করে।

যে মানের মর্দাণা বোধে না, সে মানী  
ব্যক্তিকে অন্যায়সে অপমানিত কর্তে পারে  
এটা বিচিত্র নয়। সে তাতেই উন্নীত হয়,  
সম্মানী লোককে অপমানিত করে সে গৌর-  
বান্বিত মনে করে। বান্ধবের কাছে মুক্তার  
মালার কখনও আদর হয় কি? না সে তার  
দাম বোধে? সে দাঁতে করে কেটে কেলে  
দেবেই। তাতে মুক্তার মান যায় না, বান্ধবের  
স্বভাব বোঝা যায় মাত্র।

“আধা পরসাকো হাতি গিরা, লেফেন  
কুতাকো জাত গহন লিরা। একটা ককির  
একটা কুকুর সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা করে  
বেড়াতো। কুকুরটাকে সে খুবই ভালবাসতো,

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



আপনার খাবার থেকে অর্ধেক তাকে দিত—বুকে করে শুয়ে থাকতো। একদিন ককীর ডিকের চালগুলি একটা আধ পরসা দিয়ে হাড়ী কিনে রেখে কুকুরটাকে বসিয়ে রেখে ঘান কর্তে গেল, ফিরে এসে দেখে, কুকুর হাড়ী খেয়ে ফাঁক করে রেখে দিয়েছে। তাই আক্ষেপ করে বলেছিল, “আধা পরসাকো হাড়ি গিন্না, লেকেন্ কুত্তেকে জাত পছন্দ লিরা।”

কুকুরের স্বভাব—বতাই ভালবাস, কেউ দুহুতে পার না। ককীর কুকুরকে আর মারে নাই—কেবল ঐ কথা বলে একটু হেসে ছিল। যে সংলোক, সে প্রতিহিংসা চায় না? মাত্র লোক চিনে নিয়ে স্থগার হাসি হেসে মুখ কিরিয়ে জায় হার নিমক হারাম কুকুর! ককীরের এত উপকার, এত ভালবাসা সব ভুলে গেলি? সংসারে এমন মানুষ কুকুরও অনেক। স্বযোগ হইলেই চিন্তে পার! বার।

বত জানাই তুমি অর্জন কর, বতক্ষণ সে জান তোমার পারিপার্শ্বিক লোক জনের হিতার্থে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ সে জানের কোন মূল্য নাই।

## Canning Mangoes.

### আম্র সংরক্ষণের কথা।

এবারে সমগ্র ভারতে বত আম জন্মিয়াছে, এমন আম বহুকালই হয় নাই। পল্লীগোমে ১০ আনা হইতে ১০ আনা মত বিক্রী হইয়া গিয়াছে, বাজার রক্ষকগণ বলেছিল, আম বিক্রি কর্তে বাজারে আসা বিড়ম্বনা—মক্কীও পোষায় না। বাস্তবিক আমটা এবার কোলা

হড়াই হয়ে গেছে। কিন্তু আম সকল দেশে অম্বে না, ভারতের আম, পেঁপে, কলা নারকেল ভগবানের বিশেষ দান, এই দান হতে অগতের অনেক দেশ মহাদেশও বঞ্চিত। এই আম সংরক্ষণ করে যদি বিদেশে চালানোর ব্যবস্থা হতো, তা'হলে ভারতের লোকে এবার প্রচুর অর্থ উপার্জন কর্তে পারতো।

মিঃ ডব্লিউ, এইচ, মাইকেল, কলিকাতার আমেরিকান কন্সল-জেনারেল ছিলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে লিখে ছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্বে মিঃ এ, বি, সরকার নামক জনৈক হিন্দু যুবকের মস্তিষ্কে এই কল সংরক্ষণ করিয়া বিদেশে রপ্তানীর মতলবটা উদ্ভূত হয়। এই উৎসাহী যুবক অনেক বিবেচনা এবং চিন্তার পর আমেরিকায় কেমন করিয়া কল সংরক্ষণ এবং টিনের মধ্যে রক্ষা করিতে হয় শিক্ষা করিবার জন্য আমেরিকায় গমন করে, এবং কালিফোর্নিয়ায় কেমন করিয়া পিচ প্রকৃতি সংরক্ষণ করা হয়, শিক্ষা করিতে থাকেন। ইহার সহিত কলের টিনের কোটা প্রস্তুত, জীবাণু পরীক্ষাদি নানান বিষয় শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাপন করেন। এবং নানা চেষ্টার অনেক আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়া মজঃফরপুরের নিকট একটা কারখানা স্থাপন করেন। এই স্থানটি কলিকাতা হইতে ৩৫০ মাইল দূরে। কলকব্জা ইত্যাদিতে প্রায় ৭৫০০০ ব্যয় করা হয়। সব আমেরিকা হতেই আমদানী করা হইয়াছিল, ১৯১০ সালে প্রায় ২০০০০ টন আম, আনারস, লিচু ইত্যেরোপে রপ্তানী করা হয়। ১৯১১ সালে বেশীর ভাগ লগনে চালান দেওয়া হয়। ১৯১১ সালে ১৮০০০ টন আম, ১২০০০ টন লিচু সমগ্র ইয়োরোপে পাটান হয়। এখানে ২৪টা টন ওজনে ২৪০ পাউণ্ড ৪২ টাকার বিক্রয় হয়। ইহাতে লগনে আহাজ হইতে একটা কেশ নামান

খরচ ১০ টাকা পড়ে। এই কোম্পানী বেড় পাউণ্ড টন ও বিক্রয় করিয়া থাকেন।

## The process of canning

মিঃ মাইকেল তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, টিন বন্ধ করিবার পদ্ধতি আমাদের (আমেরিকায়) কালিফোর্নিয়ার ফ্রি স্টোন পিচ সংরক্ষণের প্রণালীর অনুরূপ। আমগুলির ছালগুলি সব্বদে ছাড়াইয়া ইহার ভিতরের আঁটাটা সাবধানে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। যে কল অভিশয় পাকিয়া যায়, বা খারাপ কল পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাকে সংরক্ষণের জন্য লগ্না উচিত নহে। বেশ করিয়া ছাল ছাড়ান এবং আঁটা ফেলিয়া দেওয়ার পর টিনের কোটার (Can) এর মধ্যে সব্বদে সংস্থাপন করিতে হয়, এবং তাহাতে চিনির গাঢ় সীরপ দিয়া প্রত্যেক টিনটিকে ওজন করিতে হয়। ঐ সীরপের বিশেষ পরিমাণ নাই, আমগুলি তাহাতে ডুবিয়া থাকে এমন ভাবে টিন পূর্ণ করিয়া ঐ টিনের কোটার চাকুনী গুলি দিয়া ঢাকিয়া সাবধানে তাহা একেবারে ঝালিয়া দিতে হয়। এই চাকুনী দেওয়ারটা কলে Capping steel দ্বারা সম্পাদিত হয়। কোটার মুখ আটা হইয়া বাইলেই ডালাটার উপর একটা স্ক্রু ছিদ্র করিয়া রাখা হয়। তাহার পর একটা কটাছে বা বয়লারে এমনভাবে কুটত গলে জেক্ বা লোহার সিক দ্বারা ছুলাইয়া ডুবাইয়া দিতে হইবে, যেন টিনের ছিদ্র দিয়া ভিতরে গল প্রবেশ না করিতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম Exhusting. এইরূপ করিলেই ভিতরের বায়ু ঐ ছিদ্র পথে বাহির হইয়া যায় এবং তৎপরতার সহিত ঐ স্ক্রু ছিদ্রটাকে ঝালিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহার পর টিনগুলিকে পুনরায় কুটত গলে ডুবাইয়া

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপূর লউন।

রাখিতে হয়, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় বলে Processing. কিছুকণ ফুটন্ত জলে রাখিয়া ভাটার পর তুলিয়া লইয়া একটা শীতল স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। ইহার মধ্যে কোন কোন টিনকে Incubator নামক যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া অল্পবীক্ষণ—পরীক্ষা করা হয়, এবং দেখা হয়, তাহার মধ্যে কোন প্রকার জীবাণু আছে কিনা। মজঃফরপুরের কারখানার লোক দৈনিক আট আনা মজুরী পায়। বাহারা আটা ও খোসা ছাড়ায়, তাহা-দিগকে শতকরা হিসাবে দাম দেওয়া হয়। একাজে সংজ্ঞাতি এমন কি ব্রাহ্মণ কারয়গরও কাজ করিতে আসে। পরে এই কার্যে শিক্ষিত লোকেরও অভাব হইবে না এমন আশা করা যায়।”

সময়ে সময়ে এ দেশে এত প্রচুর যখন আত্ম জন্মিয়া থাকে, তখন সমবায় বা যৌথ কারবার করিয়া মূলধন সংগ্রহ করতঃ এইরূপ Canning ও ফল সংরক্ষণের আরও অনেক কার্যম হওয়া উচিত। এই সকল সংরক্ষণের আয় ও অজ্ঞাত ফল বিদেশে রপ্তানী হইয়া দেশের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে। ভারতের মধ্যেও যে এ কাজ না চলে তাহা নহে। এ বিশাল ভারতে উপায় অনেক, কিন্তু কর্মীরই অভাব। দেশের দৈন্য হ্রঃ শুধু হার হার করিলে বুচিতে পারে না, কোন দেশেই তাহা বুচে না। বুচিবে কাজ করিলে। দেশের যুবকদিগকে এই সকল শিল্পশিক্ষার দিকে উৎসাহিত করা উচিত।

## সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যিক।

গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে অতি আবশ্যকীয় বিষয় পরিপূর্ণ বাধীন জীবিকার অসংখ্য তথ্য জ্ঞাত করাইবার জন্য একমাত্র মাসিক পত্র “কাজের লোকের” বহুল প্রচার আবশ্যক হইয়াছে, কারণ এষ্ট সময় কাজ করিবার নবযুগ আসিয়াছে—“কাজের লোক” প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক পূর্ণ করিবে—এই জন্য এজেন্টস আবশ্যিক। এজেন্টদিগকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে। পুরাতন ভলিউম গুলির সমস্ত সংবাদ পত্রের প্রকাশনার সীমা নাট। “কাজের লোক” কাজের কথাতেই পরিপূর্ণ। গ্রাম্য পোষ্ট মাস্টার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইহারা আমাদের জন্য চেষ্টা করিলে ঘরে বসিয়া একটা নুতন আয় করিতে পারিবেন—অনেকেই করিতেছেন। অবিলম্বে নিয়মাবলী ও নমুনায় জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

কার্যাবধা—

“কাজের লোক”

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

## টার্কা বীজ।

বরষাটি।

প্রতি ভোল।

সাধারণ ১০  
লম্বা খুব বড় ১০

উচ্ছে।

সাধারণ বড় ১০  
বারমেসে ১০

শশা বা ক্ষীরা।

পালা শশা  
ভূঁয়ে বা চৈতে ১০

টেঁড়স।

দেশী মিশ্রিত ১০  
পাটনাই ১০

ধুন্দুল।

বড় পাটনাই ১০  
লাউ।

মোল ১০  
লম্বা ১০

বিঙ্গা।

পালাবিঙ্গা বড় ১০  
চৈতে বিঙ্গা ১০  
খুবি বিঙ্গা ১০

করলা।

সাধারণ বড় ১০

এস, পি, চাটাজ্জী এণ্ড সন্স।

ঠোর গলসী-বর্ধমান।

কলিকাতা আফিস,

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার  
কলিকাতা।

## কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৭এ বেহুলাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরকারী প্রেসে প্রিন্টাররা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

## সুধাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা ।

১। আমরা ছুল পাঠ্য বাবতীর ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। উত্তম নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাপক্ষকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
সহ করিয়া লিখিবেন।

### নূতন গ্রাহকের সুযোগ ।

নূতন গ্রাহক যাহেই কাজের লোকের মূল্য ২৫০ এবং বাক্স ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মাসের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে  
পাইবেন। বক্সে যেন ভি: পি: ও ডাকমাণ্ডল সত্বর লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**WHOLESALE** buying agencies undertaken  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Boots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries  
China, Earthenware and Glassware.  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographic and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,  
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1844).

25, Abchurch Lane, London.

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং পূজার নূতন রেকর্ড ।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রভুত—স্বরণে অতিশয় ব্যক্তি যারা হুর বাঁজা—কাজে  
হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি শ্রবণ রাখিয়া অত্র আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন,  
অবশ্যই হইবেন। এতোক হারমোনিয়মের স্বরের জন্য ২ বৎসর ধারাটি দেখা হয়।

### গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্বদাই বিক্রয়ার প্রস্তুত আছে।

### গ্রামোফোন যেরামতের কাজ ।

\* যেশিন পার্ট এবং মেন্ড্রি প্রভৃতির জন্য হর্প ল্যু হওয়ার অনেক যেশিন যেরামত করিতে  
পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের যেশিন যেরামতের উৎকৃষ্ট  
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার যেশিন যেরামতের জন্য পাঠান, অল্প সময়ে, অল্প  
যেরামত হইবে।

১৫. টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একজে পাঠাইলে পোটেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাক্স ৫০, আপানী ১০, জোনোফোন পিন ১০ বাক্স। পাইকারী  
স্বরের জন্য পর লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড সন্স,

১, লি, বেস্টিক স্ট্রীট (বার্কটাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড ।

প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট - কলিকাতা ।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের ত্রাসাত্ত্ব ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে  
জ্বরের জ্বর উপকার করে । প্রীহা ও বক্রত  
জ্বরে অমৃতাদি বটিকার শক্তি অতীব অদ্ভুত ।

১ কোটা ১ টাকা ৩ কোটা ২৫০

১২ কোটা ১০০

### মকরধ্বজ ।

আমাদের প্রস্তুত স্বর্ণঘটিত বড়গুণ বলি  
কারিত্ব মকরধ্বজ সকল রোগেই ব্যবহার্য ।

ইনফ্লুয়েন্সারোগে ইহা মস্তকটির জ্বর কার্য  
করে ।

১ সপ্তাহ ১০ ১ ভরি ২৫ টাকা ।

### জবাকুমুম তৈল ।

শিরোরোগের মহৌষধ

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয় । কেশের  
অকাল পকণ নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ,  
দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে ।

১ শিশি ১০ ৩ শিশি ২৫ ৬ শিশি ৫০

১২ শিশি ৯০ এক গ্রোস ১০৮ টাকা ।

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র ।

### সুরবল্লী কষাই ।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ ।

সুরবল্লী কষায় সেননে রক্তের ঘাণতীয়  
দোষ নষ্ট হয় । শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন  
হইয়া কাস্তি পুষ্টি ও লাভ্য বৃদ্ধি করে । এই  
সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়  
পারে । আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও সেবনে  
বাধা নাই ।

১ শিশি ১৫ ৩ শিশি ৩৫ ১২ শিশি ১০০

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র ।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক  
“খোকসিনা” ২৫ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে । কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে ।

### কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্মার্য কলপ্রদ । সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া মস্তে মস্তে  
উপকার করে । এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই । ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে । মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে । প্যাকিং ভিঃপ স্বতন্ত্র ।

এস, পি, চার্টার্ড এন্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফের--গলসী, জেলা বর্ধমান ।

## শ্রী শ্রী-কালিনাতার স্বপ্নাদ্য আশ্চর্য ফলপ্রসূ ২টি মাদুলী।

হুড়া গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহুদিনের ও বহু লোকের জানিত ও পরীক্ষিত। একটা খেতের ব্যামোর। অপরটা বাতের। ধারণ মাজেই নতুন পুরোণো সব রকম খেতের ব্যামো এবং বাত মাজেই এমন কি বাতে পড়লেও এই মাদুলী ধারণে নির্দোষ ভাল হইবেন। প্রতি মাদুলী ১০ ডাঃ মাঃ ৪টা পর্যন্ত ১০।

একলীরা কুরণ্ড প্রভৃতি কোষরুদ্ধি এবং বাগী, কুঁচকী, গোদ, গরগণ্ড, বহু দিনের স্থায়ী আব, বিবাক্ত বড় বড় ফোড়াদি যদি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণার, এবং কোন রকম খাণো না করে নির্দোষ ভাল কঠে চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাহাড়ী গছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত তরল সার ব্যবহার করুন। মন্ত্রশক্তির মত উপকার পাইবেন। খাবার ওষুধ নয়। কেবল লাগাইতে হয়। দাম প্রতি শিশি ২ ডুই টাকা ডুই মাঃ ১০। ডাক্তার এ সি বিশ্বাস,

হুড়া, ব্রাহ্মপাড়া, পোঃ হুগলী।



## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তীয় ঐশ্বর্য না হইলে চিকিৎসাকার্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য বিত্তীয়—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি ; ডি, এন, রায়, এম ডি ; জে, এন, বোহ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস ; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম ; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস ; কীর্ত্তি প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস ; সিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি অচিকিৎসকগণ আমাদের ঐশ্বর্যের বিত্তীয়তার জন্যই আমাদের ঐশ্বর্য ব্যবস্থা করেন।

পুলভে পরমা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই ত্রাণ। আমাদের মাল্যবটিকাচার ১০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ১০। দ্বিহাস কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং.

হোমিওপ্যাথিক কমিউনিটি

৩০ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাকঃ—৫৫ নং ওয়েলসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

## MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

## EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied ;

## STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

## DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under w they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 10.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash w order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4

ENGLAND.

Established 105 years.

## Success Comes Easy

after reading our two volumes of  
'Businessman, 1914—1915.

They start you right and contains inside information that is most valuable. They speak right to the point about the many necessary things you need to know and put you on the proper road to a real humming success. Sent prepaid for Rs 2/8 for Two Big Volumes. Only for Bengali gentlemen. if you are not satisfied after reading—return the books after a week, your money will be refunded at once.

Manager

'Businessman'

2, Rajendra Dutta Lane,  
Bowbazar, Calcutta.

## পশু চিকিৎসার পুস্তক

## পুঁহ-সংখা

৩০ আনার ডাক টিকিটে পাঠাই।

শ্রী নানিলাল রায়,

৪ নং উইলিংগ্‌স্‌ লেন, কলিকাতা।



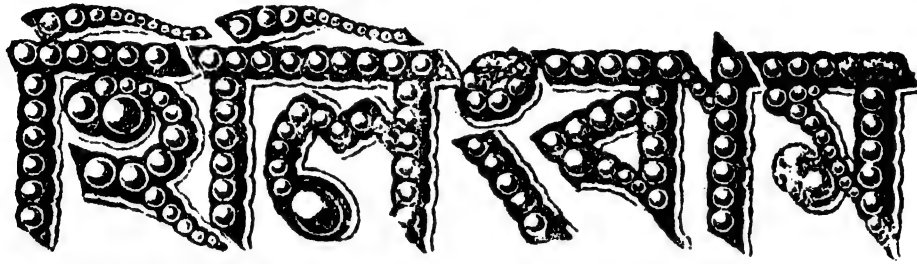
সুরমার বিজ্ঞাপনের জন্য ।

# ঢাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা! কাজের লোক

হিসেব ক'রে তাই একটী পরিসাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ভ' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও বেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটুকু দেখে বুঝে, ঠাট্টে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা বা 'তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সত্বে অল্পদে কিছু থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মসলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা ধীরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্বপ্রকার বেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাচাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিন্দিবাসের, বিশেষত্ব এই—(১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অসি নব্য, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে প্রকৃত ডাক্তারের প্রামাণ্যবাদের মতোই আছে—অদ্য পর নিম্নে এই বহু ১৭১১ সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য ১৬ ০০, মাঝারী ২০ ০০, ছোট ১০ ০০।

আর, লগিন এও কোং—যানুক্যাক্চারিং কেমিকাল্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিন্দি” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## “কাজের লোকের” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কতখানি চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চাকির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ছাঁকি প্রতি বার ১২ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপা।
- ৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ে পরিবর্তন করা হয় না।
- ৪। Display অর্থাৎ মাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য বিভাগ।

### সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ .	৭ .	৬ .	৫ .
৩ .	৬ .	৫ .	৪ .
১ কলাম	৫ .	৪ .	৩ .
২ .	৪ .	৩ .	২ .

১৫ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনের সহজ

টাকা অগ্রিম দেয়। সপ্তিমেন্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্যাদক্ষ

“কাজের লোক”।

১২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



## আসমুদ্র স্তায়তে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও অক্ষয় হয়। কটা চুল ককবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিঙ্গ্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ স্নগন্ধে চিত্তের প্রকল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৯ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল সাত আনা।

## উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পান্দ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিঃস্বাভাবে ও অল্প ব্যয়ে একেবারে রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পান্দ-বিকৃতিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মস্তকশক্তির ভায় কাঁচা করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২৯ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৬০ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে

মসা মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মূহুর্ভেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

(স্বতন্ত্র পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত)

প্রকাশিত: প্রতি সপ্তাহে

LAUTTA (Registered No. C. 481.)  
Established 1851

1851

3000 22 6-9

# THE BUSINESS




Edited by S. P. Chatterjee.

১৬শ বর্ষ,  
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

New Series.  
June, 1922,

নৃতন সংস্করণ।  
জুন, ১৯২২।

{ Vol. X VI.  
No 6



## শানমেটো। SANMETTO.

দ্রুত পুরুষ ও বালক কালিকাগণের মূত্র এবং অননবস্ত্রের ব্যবহার পীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) ব্যবহার পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রণার রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অনাবিধ প্রাবে শিশু ও বালকগণের শরীরে মূত্রে দ্রাব্যিক, দ্রাব্যিক বা মেহকটি যে কোন পীড়ার অকাল বর্জ্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

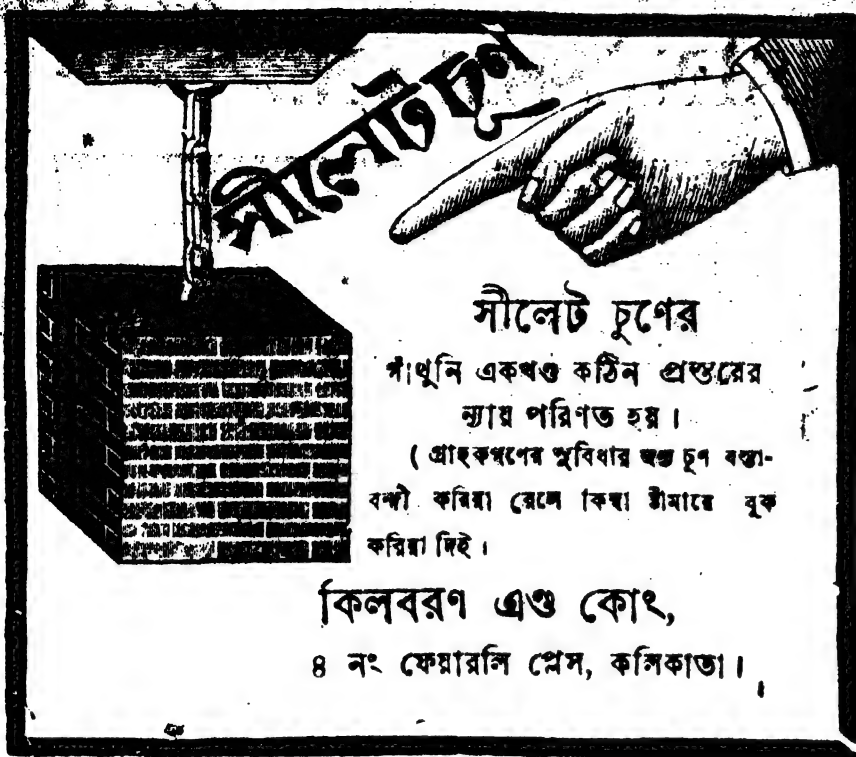
আমি: আর কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ভয়ে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাক। উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবহার্য থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৭/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেজ উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

OF. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.



**সীলট চূণের**  
পাথুরি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ম্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলো কিম্বা সীমারে বুক  
করিয়া দিই।

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**  
৪ নং ফেরারলি প্লেস, কলিকাতা।

## ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একমিউনিসিটে  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালামুত, হুসল, শিলাই  
জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার অলুকেরোবান, সর্দিরক্ষক  
শিরঃশীড়া আঘাতজনিত ও  
বহুগণি জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক শিল, রক্তাক্ততা এবং  
হৃদয়তর জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলেসোল) কলেসোল এবং  
রক্তাক্ততার জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার অসিল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেন  
করিয়া) ১/০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay

## শ্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় দ্রোরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং শ্বেতপ্রদর, অরাস্থ্য দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির ক্ষয় সমগ্র  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ দ্রোরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ ভাল করিতেছে। ক্রেতার সমরলেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

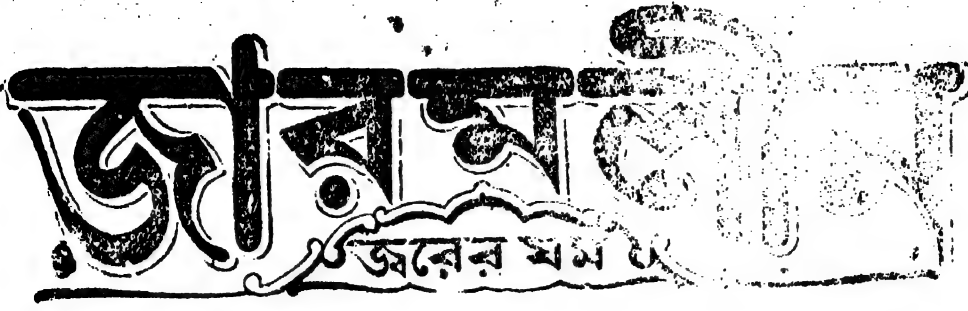
(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.



স্বাস্থ্যের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
নাশক।



সকল প্রকার জ্বরের  
নাশক।

জ্বরে নিঃস্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নতুন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রদ  
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা। গ্রোস ৫০২ ডাক ও রেল মাসুল স্বতন্ত্র  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড,

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co, Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUAL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messrs. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C. ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C. ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী এবং সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক,  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োদী প্রণয়িত। মূল্য ১ ডি পি স্বতন্ত্র।

২ নং রাজেন্দ্র হলের লেন, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য

যদি ঘরে বসিরা ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ  
পাইতে চান—তবে আমাদের সঙ্গে  
পত্র বা হাফ এক।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর বাণিজ্যিক হাউ-  
ষড়ি, ফাউন্টেন পেন, ছুনি, কাঁচি, কুর, কাগজ  
কলম, গুঁড় পত্র—ছবি, এই, খেলানি  
গেমের জন্ত উড়ে জাহাজ চলন্ত টীমলক,  
এক্সন, বৈজ্ঞানিক ছোট কলকারখানা ইত্যাদি  
ও অত্যন্ত অনেক জিনিষ গ্রাহকের পছন্দমত  
ডাকে সরবরাহ করে থাকি। কারণনার  
কমিশন মাত্র পাইয়া—ঠিক কলিকাতার দরে—  
কোন কোন জিনিষ আরও সস্তায় দিতেছি।  
অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে  
একবার পরখ করে দেখুন—খুসী হন কি না।  
ঠিকবার ভয় নেই। যে কেহ এসময়দের  
সদস্য হতে পারেন। “গৃহস্থ সমবায়”

শ্রীবল্লভকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম, আর,  
এ, এম্।  
শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যারথ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
১৫ নং খেলাংবাবু লেন, কালীপুর কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## ‘কাজের লোক’ সমস্ত লাইনে

প্রত্যেক ভলিউম ৩/৬ হলে ১৮০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১৮০, চাতে হাতে লইয়া বাটন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের যন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*

is repleted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”  
*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture  
*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.”

*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুসিদ্ধিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাত্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” বশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে কাহনা করি, ‘কাজের লোকের’ সহ উদ্দেশ্য বেন সর্বাঙ্গ সুসিদ্ধ হয়।” সমর।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্যঙ্গোন্নতি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বেঙ্গল প্রদেশ, সেইসঙ্গেই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথার ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা “কাজের লোক” পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার হারিৎ ও উন্নতি কামনা করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ হাজিরই পাঠ করা কর্তব্য।”

বেদিনী-বাঈব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পত্রিলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি আছে, হারিজ্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু। \* \* \* জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর যারা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিকা করে, বাঙ্গালী বাহাতে আধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রাপ্তির প্রাণালী, শিল্পের পরিচর প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বধা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গবর্ত্তা”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রও কৃষোদী প্রাণশো করিয়াছেন, কৃষকের বিষয়, হানাতাবলতঃ সকলগুলি দিতে পারিলিস না।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

**শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,**

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

**ঔষোগ্যাবিক বিভাগ ।**

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে ঔষোগ্যাবিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য, সুগন্ধিভূষা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসমূহে সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। সকলের অভ্যর্থনাসারিক মাল অতি সম্মত তিঃপিঃতে পাঠান হয়।

**হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।**

(অস্বাস্থ্য নহে) বিস্তৃত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম ৫ ও ১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ কোটি কোটি বস্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি বাক্সে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুন্দর রোবিন্সন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। সকলের মাল অতি সম্মত তিঃপিঃতে পাঠান হয়।



**ঘোষ এণ্ড সন্স,**

**জুয়েলার্স, ষড়ি ও চসমা বিক্রেতা,**

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড ।

মিনি সোনার প্রস্তুত চিকলী, চেন, পার্সী ও ইহলী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিব্য মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বহা "বন্ডে মাতরন্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা গ্রাহনীয়। ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

**ছাপার কাজ ।**

সকল প্রকার ছাপার কাজ সুলভে

তৎপর করিয়া থাকি ।

ম্যানেজার কাজের লোক ।

**আমি**

৪০ বৎসর চাউল ও ধানাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র সুসভে

অল্পব্যয়ে শীঘ্র সরবরাহ করি —পত্র লিখুন ।

**শ্রীকেশ্বরাম মণ্ডল,**

মসলী পোঃ বর্ধমান ।

# কাঙের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

প্রবন্ধপত্র চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাস্তানি পত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেবে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরূপে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ্য লিখুন।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ঘনাকাকীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোয়োপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, জাহাজে অনারাসসাধা উপায় সমূহ বস্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২ টাকা ডিঃ পি বতর। কাগজে বন্ধন, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের পর মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thous-  
and Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to  
make (secondhand Book)

Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

Y. P. and postage extra.

বেকারের উপায়।

কাঙের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাট অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ক্ষতি সন্ধিও অতি অনারাস সাধা উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোতুলকাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্কা নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, কুলিসকাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১০/০ আনা। ডিঃ পি বতর।

## ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহস্রসাধা জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অস্তিত্ব বাক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২২/০ যুদ্ধের পর মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমা-  
দের বেশী কল্যাণী নাই যে, সমস্তই এই  
কাণ্ডে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা  
পাঠাইতে এবং আকিসে আসিতে ব্যবসায়নই,  
অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়।  
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাঙের  
লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা আমা-  
দের নাই, কেমন পুস্তকও কল্যাণ করিলে সমস্ত

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কল্যাণ  
শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের  
জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাঙের  
লোক আকিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাঙের লোক আকিস,

২ নং রাজেন্দ্র হস্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

## প্রনিধান করুন

আপনার পকেট চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন  
চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
অমূল্য চক্ষুরূপকে রক্ষা করিতে বান; কিন্তু  
তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দোষ চসমা  
উৎকৃষ্ট ত্রেজিল প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয়;  
তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই  
চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু  
পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক বস্ত্র আনায়াছি।  
চক্ষের বিবরণ আনাগিকে যেন এতবার অতি  
অব্যয় জ্ঞান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-  
দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবস্থাসমূহ চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
দে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"শ্রীশ্রীআলদ নাশিনীর ব্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে এক-  
খানা বই পাঠানো হয়।

যেরূপে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা  
মাস্তান বতর।

ম্যানেজার "শতাব্দী"

১৫ নং খেলাবাজার লেন, কলিকাতা,  
কলিকাতা।

## জীবন কথা।

১। আজ কালের ছেলেরা বিলাসী, অসংযমী, কাজেই ব্রহ্মচর্য বিরত স্বেচ্ছাচারী হইবে বিচিত্র কি? আগেকার ছাত্র ও সাধারণ সকল ছেলেরাই বিলাস শূন্য, সংযমী, ব্রহ্মচর্যে থাকিয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে দীর্ঘায়ু লাভ করিতেন। আর বর্তমান কালের বিলাসী বাবু ছেলেরা অসংযমী হইয়া অকালে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতেছেন।

২। উপদেশ শুনিতে কাজ হয় না, উপদেশ শুনিয়া তদাঙ্কটানেই সফলতা লাভ হয়। নতুবা পুস্তকে বা গুরুজনের মুখের কথা বেশ মিষ্টবোধ হয় বটে, কিন্তু কার্যকালে উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বন করিলে উপদেশ ও সংকথা শ্রবণ করার কোনই ফল হয় না।

৩। বাহার অধ্যবসায় সুদৃঢ় হইয়াছে, তিনি প্রত্যেক কার্যেই কৃতকার্য হইয়া থাকেন। অধ্যবসায় সহকারে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে অসাধ্য বলিয়া যাহাকে দেখিতেছি বা ভাবিতেছি, তাহাও অনায়াসে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

৪। কর্তব্য পরায়ণ না হইলে মানুষে পণ্ডিতে বিভ্রম কি? যে কাজ করিতে মানুষ অবশ্যবাধ্য তাহাই কর্তব্য কর্ম—তাহাই ধর্ম। এই বাধ্যতা মূলক কর্ম করিলেই কর্তব্য পরায়ণ ধার্মিক হওয়া যায়।

কমা, ধৈর্য, ভালবাসা, সহায়ত্ব, সরলতা, বিশ্বস্ততা, মেহ, মমতা, সত্যকথা, বাকসংযম, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি গুণগুলি আশ্রয় করিয়া, পবিত্র মধুর স্বভাবগঠিতা তুলিতে হইবে। চরিত্র গঠন করিতে ইচ্ছা থাকিলে আগে ঐগুলি অর্জন কর। চরিত্রবানই মনুষ্য পদবাচ্য।

৫। অনৈক্যতা, আলস্য, অকর্মণ্যতা প্রভৃতিই অকর্তব্য। প্রত্যেক সংসারী লোকের দয়ালু, ধৈর্য, কমাশীল, মেহ, মমতাদি গুণে ভূষিত হইতে হইবে। সাধ্যানুসারে কাম, মন ও ধন দিয়া পরের হুঃখ মোচন করিতে হইবে।

৬। বাহার আত্মজীবন শ্রমশীলতা, মিতাচারিতা, পরিকার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহারাই নিশ্চয় সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।

৭। অন্তর ও বাহ্য যত পরিকার রাখা যাইবে, ততই শান্তি সুখ লাভ হইবে। বাহার অন্তর বাহ্য অপরিহার্য সেই হুঃখী অর্থাৎ পাপী।

৮। নিজে ভাল হও, এবং অন্তরে ভালবাস তা হলেই নিকামধর্ম সাধন সহজ হইবে।

৯। শত্রুকে ভালবাসিতে পারিলে, সেই-ই মিত্র হইয়া যাইবে। কেননা, প্রকৃতির নিয়মই এই, যে যাহাকে আন্তরিক ভালবাসে, সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতেই পারে না।

১০। বাহার অল্প জ্ঞান, সেই তর্কিক, বাচাল ও অহঙ্কারি হই, যিনি প্রকৃত গভীর জ্ঞানী, তিনিই সুধীর। জ্ঞানীরা অল্প কথার দ্বারা শাস্ত্যভাবে বলেন; কিন্তু মুর্থরাই কেবল চিৎকার করে। জ্ঞানী অজ্ঞানী চিনিতে হইলে সুধীর ও তর্কিকদিগের কথা শুনিতেই চিনিবে আসল কি মফল।

১১। মিতব্যারী হইতে হইবে বলিয়া কপণ হওয়া অকর্তব্য। কপণকে কেহ ভাল বাসিতে চায় না। মিতব্যারী যিনি, তিনিই সফল। তিনি একটি পরীক্ষাও তুচ্ছ ভেবে বুঝা ধরচ করেন না বলিয়া কালে ধনী হইয়া থাকেন।

১২। সাদা সিঁধা ভাবে আহার, রীতিমত পরিশ্রম করিলে আত্মজীবন শরীর ভাল থাকে। বাবুগিরি করিতে নাই, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্রই অধঃপাতের মূল।

১৩। বাহার স্বার্থপর, তাহার যুক্তি বুদ্ধিতে চায় না। বন্ধ নিজের জেদ বজায় রাখিতে নামারূপ তর্কজাল বিস্তার করে। স্বার্থপর লোকদিগের সহিত সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। জগৎ স্বার্থপর—স্বার্থপর লোক কর জন সংসারে পাইবে? তাই নিজের স্বার্থ-রক্ষার্থ অপরের স্বার্থে হাত দিলেই বিপদ ঘটে। স্বার্থত্যাগী মানবই দেবতা।

১৪। বাহার নাম স্মরণ করিলে ভবরোগ দূরীভূত হইয়া যায়, তাহার নাম নিয়ত জপ করিতে পারিলে সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক পীড়া যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাই বলি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, সুখে, দুঃখে, রোগে, শোকে যে অবস্থায় কেন থাক না, একমাত্র ঔষধই শ্রীভগবানের নাম জপকরা। পেটেন্ট ঔষধ স্পর্শ কাঁচনা, ভগবানের নাম যে আমাদের পেটেন্ট ঔষধ তাহা তুলিয়া বা উপেক্ষা করিয়া জড়মেহ রক্ষার্থ জড়জ ভেষজ সেবনে রোগাযোগ্য হইবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে এবং একটা রোগ ব্যাধি হইয়া আর একটা রোগে ভুগিবে। নাম মুখারস পান কর, ইহকাল পরকালে সুখ পাইবে। নামঃ পদ্ম—নাম ব্যতীত আর পথ নাই। তবে নাম করার মত করিতে হইবে, বেগারে নহে—মুখে নহে—প্রাণে প্রাণদ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি অমুরাগে বিখ্যাসে নাম জপ করিতে হইবে। সাধনা সিদ্ধ হইবে।

## গীতাদান—

করিতে হয় পিতৃলোকের গীতার্থে—পিতৃষজ্ঞ বা পিতা মাতার শ্রাদ্ধ; তাহা যে সুধু অধ্যাপকদিগকেই দিতে হইবে তাহা নহে। শ্রাদ্ধ বাসরে শত শত বালক বালিকারা সমন্বয়ে গীতাপাঠ করিয়া পরলোকগত পিতৃ পুরুষগণকে দেবতা এবং ভগবানের শুভাশীষ লাভ করাইয়া থাকেন অধিকন্তু ইহার শ্রোতা, দর্শক ও পাঠকেরাও কৃতার্থ হইয়া বলিয়া আমরা আমাদের প্রকাশিত শিশু-গীতা ধানি শ্রাদ্ধকাণ্ডে সমাগত (জাতি বিচার না করিয়া) প্রত্যেক বালক বালিকাগণের হাতে দিতে বলি, কেন না, বালকবর্গে মধুরস্বরে গীতা পাঠের যে অপূর্ণ সৌন্দর্য-কোয়ারা ছুটিয়া উঠে তাহাতেই শ্রাদ্ধস্থানটি সত্যই তপোবন বা স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে।

ঐরূপে শিশু-চরিত্র ধানিও পড়িতে দিউন সংসারের আপদ, বাল্য, দুঃখ, জালা, দুঃ হইয়া গৃহে মঙ্গল বিধান হইবে।

আবার ঐ সঙ্গে শিশু-স্বোপা ধানি যোগ করিয়া দিলে সোণার সোহাগা পড়িবে। সত্য মিথ্যা একবার শ্রাদ্ধযজ্ঞ ও শুভ-বিবাহ বাসরে ব্যবহার করিয়া দেখুন, বুদ্ধিতে পারিবেন।

ভাষা এত সহজ যে ৮ আটবৎসরের কম বয়স্কগণও পড়িয়া বুদ্ধিতে পারিবেন।

প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলে মেয়েই জন্ম—কেন জানেন, তারা মনুষ্য জন্মেই দেবতা হবে বলিয়া এই অনুষ্ঠান।

ছাপা ভাল, হাপটোন ছবি, মোটা কাগজ, আবার দুঃখেরও ছাপা আছে।



সবাই ভাল বলেন কেন জানেন? আসল কথা হচ্ছে ছেলে মেয়েকে দেবতা করে তরয়েরী করা, তবে তালিমেরে নয়, আসল খাটি রত্নরাজি দিয়ে, সে এই বইক'খানি।

শিশু-গীতাবলী—কর্তব্য অকর্তব্য কর্তব্যকার ফল লাভ হবে।

শিশু-চণ্ডীতে—গৃহ মঙ্গল ও দুর্গোৎসবের উৎপত্তি শিকা পাবে।

শিশু-যোগে—মনোযোগ ও স্মরণশক্তি বাড়াবে।

প্রত্যেক খানি ১০ আনা করিয়া ১০/০ এক টাকা হই আনা।

শিশু-কষ্টহান্ন—এক শব্দের বহু প্রতিশব্দ পাবে। দাম ১০ আনা। ঐ ৪ খানার দাম ১১০ আনা, ভি: পি: ডাকে ১১০/০ আনা।

কথাগুলি বাড়াইয়া বলা হইল;—কি সত্য বলা হইল বইক'খানি পড়ে দেখুন বুঝবেন। কয়েকখানি সংবাদ পত্রের মতের সারাংশ কিছু দিলাম—

এডুকেশন গেজেট ২রা মাঘ ১৩২৬।

শিশুকষ্টহান্ন—অমরকোষ অবলম্বনে লিখিত \* \*

শেষের তিনখানি পুস্তকে লেখক বিশেষ দৃষ্টি কাকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। শিশুদিগকে (৮ আট বৎসরের কম বয়স্কদিগকে) চণ্ডী, গীতা এবং যোগ বুঝাইবার চেষ্টা এই নুতন: ১০/৬০ বৎসরের কৃতবিদ্যা ব্যক্তিগণই উহার মর্থ বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকেন। তবে এগুলি অধিক বয়স্কেরাও পড়িলে উপকৃত হইবেন।

শিশুদিগকে উপহার দিবার জন্য সুদৃঢ় পুস্তকগুলি এক্ষণে অধিকাংশই ইংরাজী ধরণে লিখিত হইয়া হিন্দুছেলেমেয়েদের অনেক অনিষ্ট করিতেছে—এ স্থলে ছেলেবেলা হইতে হিন্দুর অমূল্যধন চণ্ডী, গীতা এবং যোগের নাম শিখাইয়া দেওয়া ভাল।

বড়ই সংকাক্ষ্যে উদ্যোগী লেখক। \* \*

যে সকল কথা এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহাতে এই শুভ উদ্যমে পূর্ণ শুভফল হিন্দুসমাজ পাইতে পারিবেন বলিয়াই মনে হয়। “সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা মধুর উপদেশ কোনরূপে শিশুর কর্ণে প্রবেশ করাইয়া রাখা যাউক। যাবজ্জীবন উপকার করিতে থাকিবে।” ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—রবি বাবুর ভাষায়।

কাজের লোক, মে, ১৯২০।

চণ্ডীখানি—এত সরল এবং সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত যে, শিশুগণ পাঠ করিতে প্রকৃতই আনন্দ পাইবে। আমরা আগাগোড়া পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতলাভ করিয়াছি।

শিশু-গীতা—অতি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। শিশুর পাঠোপযোগী করিতে গ্রন্থকার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার সে প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

শিশু-যোগ—অতি সরল ভাষায় যোগের গুহ্যতত্ত্ব যে এত পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া শিশুর কোমল হৃদয়ে ধারণা করান যায়, শিশুযোগ পাঠে আমরা তাহা উপলব্ধি করিলাম। প্রত্যেক হিন্দু পিতার উপরোক্ত পুস্তক তিনখানি বালক বালিকার হাতে দেওয়া উচিত। পুস্তকগুলি আইজ বিতরণের উপযুক্ত।

শিশু-কষ্টহান্ন—অকারাদিক্রমে অমরকোষের ভাষা বাঙ্গালা প্রতিশব্দাবলী। বালককে কষ্ট হইয়াছে এক কথার অনেক প্রতিশব্দ শিকা হইবে।

ইংরাজি প্রতিশব্দও দেওয়া হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক বালকের অপরিহার্য পুস্তক সন্দেহ নাই।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৮।

শিশু-চণ্ডী—মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী আবির্ভাবের কাহিনী ও তোত্রগুলি ছেলে মেয়েদের জন্য লেখা। যে দুর্গোৎসব বঙ্গের প্রধান উৎসব তার ইতিহাস জানা বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের উচিত। সেই জানার উপায় এই বই।

শিশু-গীতা—গীতার মূল তত্ত্ব ও উপদেশ কৃষ্ণার্জুনের কথায় সহজ করিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। \* \* তাতে চিত্তবৃত্তি মার্জিত ও জিজ্ঞাসু হইবে।

শিশু-যোগ—যোগ কাকে বলে, যোগ করিলে কি হয়, যোগের উপকারিতা ইত্যাদি খুব সহজ করিয়া শিশুদের উপযোগী ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই বইখানি বেশ ভালো হইয়াছে, ছেলে মেয়েদের পড়িতে মিলে তাদের সংযম ও নীতি শিক্ষার সুবিধা হইবে।

শিশু-কষ্টহান্ন—অমরকোষ হইতে বিভিন্ন শব্দের সামর্থ্যক শব্দ একত্রসংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশুদের শব্দ শিক্ষার সাহায্য হইতে পারিবে। \* \* \*

লাভের জন্য এ সব বই প্রকাশ করা হয় নাই, তা যদি হতো তবে এই দুমূল্যের স্বাক্ষরে বই ৪ খানার দাম ২১০ টাকা হইত কি না অভিজ্ঞগণ বুঝিতে পারিবেন। তাই বলি আপনি দয়া করিয়া একবার পড়িয়া গ্রামের সকল ছেলেমেয়েদের জন্য কিনিতে বলিবেন।

সত্যার্থ বা গীতাসান্ন—গীতাকে ভিত্তি করিয়া জগতের প্রত্যেক ধর্ম-শাস্ত্রের প্রাণের কথার পরিপূর্ণ। মূল্য ১/১৫। “বেঙ্গলী”, “অমৃতভাষার” “বঙ্গবাসী”, “নায়ক”, বরিশাল হিতৈষী “সুরমা” প্রভৃতি পত্রিকার ও দেশের প্রধান ২ বিদ্যাজ্ঞ কৰ্ত্তৃক প্রশংসিত নবযুগের প্রহেলিকাপূর্ণ যুগান্তরকারী উপন্যাস।

## মোঘনাথ-সদর

“বহুমতীর” ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক প্রণীত।

ইহা একখানি বৈচিত্র্যময় নবন্যাস। ইহাতে ভাবের ভাবনা আছে, ভাষার উৎস আছে, কুটিল কুচক্রীর কুচক্র আছে, জটিল প্রেমের মীমাংসা আছে, হিন্দু ও মুসলমানের ভ্রাতৃত্বাবের পূর্ণ বিকাশ আছে, আর আছে ডাকাতির উপর ডাকাতি, পাপ পুণ্যের ফলাফল, স্বর্গের সুখ, নরকের বীভৎস চিত্র। এ হেম গ্রন্থ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পাঠ করিয়া জীবন সার্থক করুন। গ্রন্থখানি হার্টটোন চিত্র সম্বলিত ২৬০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। মূল্য দুই টাকা বাঁধাই ১/০ টাকা, মাসুল ১০/০ আনা।

প্রাণিহান—স্বাক্ষিত বুক এজেন্সী

৬নং কৈলাস সাহায লেন, চৌর বাগান, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রমাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্যায়।	Vol. XVI.
৬ষ্ঠ সংখ্যা।	JUNE, 1922.*	জুন, ১৯২২।	No. 6.

### সং প্রসঙ্গ।

"False friends are worse than open enemy" "কপট বন্ধু প্রকৃত শত্রু অপেক্ষা ভয়ানক। পরিভাষা—কপট বন্ধুই পনের আনা তিন পাই। অধিকাংশ তথা কথিত বন্ধুই বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং সাবধানে বন্ধুত্ব করা উচিত।

"Friends are best known in distress" হুঃসময়েই ভাল করে বন্ধু চিন্তে পারা যায়। হুঃসময়ে বন্ধুর অভাব হয় না। কিন্তু হুঃসময়ে কোন বন্ধুরই বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

"Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an en-

emy are deceitful" প্রকৃত বন্ধুর আঘাতও বিশ্বাস যোগ্য, কিন্তু স্থপিত শত্রুর চুষনও কপটতা পূর্ণ, সেই জন্য শত্রুকে বিশ্বাস নাই।

ধ্বংসের অগ্রগামী দূত হচ্ছে অহঙ্কার, আর পতনের অগ্রগামী হচ্ছে ক্রোধ। এ দুইকেই সামলে না চলতে পারলেই অধঃপতন এবং ধ্বংস অনিচ্ছিত।

"The blessing of God—it maketh rich and he addeth no sorrow with it" বহিঃজগতের আশীর্বাদে ধন দৌলত লাভ হয়, তবে তার পেছনে আর হুঃখ অহুঃতাপ থাকে না। কিন্তু সম্রাটের আরাধনাতেও ধন দৌলত পেতে পার, তবে পেছনে অহুঃতাপ

মনকষ্ট একদিন না একদিন আসবেই। সেই দিন বড় ভয়ানক।

অজ্ঞান উপায়ে বহুলোককেই ধনী হতেও দেখেছি, কিন্তু তাদের পতনও দেখেছি অতি শোচনীয়। একটা প্রাণীও সে ধন ভোগ করতে থাকে না। এইরূপ মতি গতি বিষয় পিপাসা সম্রাটের প্ররোচনায়। "Ill got, ill spent" অজ্ঞান ভাবের উপার্জিত ধন দৌলত অজ্ঞান রূপেই ঘেঁষে থাকে।" কিন্তু অনেক সম্রাট এই অজ্ঞানেই আনন্দ উপভোগ করে, বিষয়ের মানের গোরব করে বেড়ায়। আর জানী দূর হতে তার এই পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য দেখে হাত সংবরণ কর্তে পারে না। হাঁসে এই জন্য যে, এত কৌশলের প্রতারণার কষ্টের ধনের এক কপর্দকও সে ধ্বংসের সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না।

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নীচাশর, অসং, খল, ইহারা যতদিন পৃথিবীতে থাকে, কুটিল মতলবের জন্ত নিজেও এক মুহূর্তও শান্তি পেতে পারে না। অপরকেও শান্তিতে থাকতে দেয় না। লাভ—বৈচে থাকতেও লোকের গালাগাল নিন্দা, মরণের পরেও তার স্মৃতিতে গালাগাল অভিসম্পাত। কিন্তু সংলোক ইহ জগতে নিজেও শান্তি পায়, অপরকেও সুখী করে। মরণের পরও তার স্মৃতি শুক গোলাপের পাবড়ির জায় যশ সৌরভ বিতরণ করে জগতকে ন্যায়ের পুষ্প মণ্ডিত পথ দেখিয়ে দেয়। সে মরেও অমর। পার্থক্য এইটুকু। এই অমর জীবন লাভের জন্য ইচ্ছা হয় না?

বিষয় বৈভব কর, নিজে আঁতে দাঁতে দাঁও না। কিছুদিন পরে দাঁত খিচিয়ে মরে যাও, আত্মীয় স্বজন দুই দিন “আমাদের কি করে গেলে গো” বলে কান্দে। কেন? না—দেঁড়ে মুশে সং অসং নানান উপায়ে যে তাদের জোগাড় করে দিচ্ছিলে, সেটা বন্ধ হলো। সে ছদ্মনির কান্না ৩ দিনের দিন আর কেউ শুন্তে পায় না। তোমার একটু ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে ছেঁড়া চাটাইয়ে বেঞ্চে নিয়ে ঘেয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আসে, চিতা নির্দোষের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার নাম ফুরিয়ে গেল, ছদ্মনির পরে কেউ আর তোমার নামও করে না আর কর্কেও না। কর্কে কারা? যারা তোমার যারা প্রভাবিত—ব্যথিত, তারা কিছুদিন তোমার চকুতির জন্ত দিকার বর্ষণ করবে। ফুরিয়ে গেল সব। কীর্তি ছুঁরকমের। সুকীর্তি আর কুকীর্তি। সুকীর্তি রেখে যেতে পারলে জীবন সার্থক হতো। সুকীর্তি সংকর্ষ না করে তো হতে পারে না—হয় ও না। তবে কেন অন্যায় অপকর্ম করে চোদ্দ পুরুষের উপর কলঙ্ক অর্পণ করে যাও? নৈতিক উন্নতিতে আত্মার উন্নতি হয়, মানব ইহ জগতেই বর্গ

ভোগ করে থাকে। ধন মৌলত অপেক্ষা ন্যায়বান সংলোকের জগতে মূল্য ও সম্মান আছে। অনেক সরতান তা বোঝে না।

ক্রিমি কীটের বিটোর মধ্যে থেকেই আনন্দ। তাকে পরিকার পরিচ্ছন্ন করে সুবর্ণ পাত্রে রাখ, একমুহূর্ত সে বাঁচবে না। নির্দোষ বিষয়ী স্থপিত বিষয়েই বৈচে থাকে, তাকে সংপস্থা দেখালে তার দিন ধন্য হয়ে আসে। সেইজন্য সে সংকে নিন্দা করে, অন্যায় অধর্মেরই পোষকতা করে। ভাল লোককে এরা দেখতে পাবে না, অপবিত্র করে দেবার উদ্দেশ্যে নানা ছল পেতে বেড়ায়। কিন্তু গোলাপদানীটা ভেঙ্গে চুর কবে ফেলে দিলেও তার সৌরভ তাতে থাকে। অসং সরতান কখনও সত্তের কীর্তি লোপ কতে পারে না।

## ব্যারণ রথ চাইন্ডের সিদ্ধি- লাভের উপদেশাবলী।

১। তোমার নিজের কাজ কারবারের প্রত্যেক খুঁটা নাটা বিষয়েও সাবধানে মনোযোগ রাখিবে।

২। সকল কাঁধাই তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিবে, দীর্ঘস্থায়ীতা পাপ।

৩। বাহা করিবে, তাহা বিশেষরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চিত রূপে সম্পন্ন করিবে।

৪। যেন বাহা ন্যায্য, তাহা করিতে সাহস থাকে, অন্যায় করিতে ভয় থাকে।

৫। জীবনের এক একটা পরীক্ষার সময় আসে, সেই পরীক্ষার সময় ঐখ্য রক্ষা করিয়া অটল থাকিও।

৬। জীবন যুদ্ধে বাহুবীর মত—সাহসী বীরের মত যুদ্ধিও। বিপদে ভীত ও বিহবল হইলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

৭। অসং সংসর্গে কদাচ মিশিও না। ভীষণ চরিত্রের জনসমাজ পরিত্যাগ করিবে।

৮। কদাচ অপরের কারবার বা বশের ক্ষতি করিও না। ইহা নীচাশর লোকের কাজ।

৯। কেবল ধর্মপরাণ ব্যক্তির সহিত মিশিবে। তাহার সহিত এক মতে কার্য করিবে।

১০। সর্বদাই অসং চিন্তা সমূহ হইতে বিরত থাকিবে। সংচিন্তাতেই জীবনান্তিপাত করিবে।

১১। কদাচ মিথ্যায় আশ্রয় লইবে না, বস্ত মূল্যবান ও ভাবিবার বিষয় হোক, মিথ্যা কথা বলিও না।

১২। অন্নই বন্ধু রাখিও, প্রকৃত বন্ধু বিরল।

১৩। যেমন তোমার অবস্থা নয়, তেমন ক্ষমিতে বাইও না, সাধা বড় লোক জ্ঞানের দিকেই ধাবিত হয়।

১৪। সকলের সহিত ভজ্ঞজনোচিত ব্যবহার করিবে ও ভজ্ঞ ব্যবহার শিখিবে।

১৫। তৎপরতার সহিত গুণ পরিশোধ করিবে।

১৬। তোমার বন্ধু বান্ধবের সত্যবাদিতা সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে কখনও প্রশ্ন করিবে না। ইহা যারা শক্ততা বৃদ্ধি হইবে।

১৭। জনক জননীর উপদেশ শিরোধার্য করিবে।

১৮। তোমার নিজের বাহা মৌলিক কর্ম পদ্ধতি, তাহার নষ্ট করা অপেক্ষা বরং কিছু অর্থ নষ্ট ভাল।

১৯। সর্ববিষয়েই মিতাচারী হইবে। বাক্য, কান, জোখ, লোভ, মোহ, মদ, মাংসখ্যা আহার, বিহার সর্ববিষয়েই মিতাচারী হওয়া মনুষ্য লাভের অপরিহার্য উপকরণ।

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

২০। বিশ্রাম সময়ে আয়োজিত চিত্রা করিবে।

২১। বাহারী অসৎ চিত্তার, অসার আয়োদ প্রমোদে সময় কাটার, তাহার কোন কালেও কর্মী হইতে পারে না।

২২। প্রত্যেক লোককে সম্মান প্রদর্শন করিবে, দয়া করিবে।

২৩। হতাশায় সম্মুখে কদাচ আত্ম সমর্পণ করিও না। ক্রমিক চেষ্টা দ্বারা বিকলাশাও সকল হইয়া আসে।

২৪। বাহা ভ্রাণ, তাহার সকলতার জন্য প্রাণ পণেপরিপ্রম করিবে।

২৫। অজ্ঞারের ত্রিসমানায় বাইও না।

উপরোক্ত উপদেশাবলী বাস্তবিকই সর্ব কাৰ্যেই সিদ্ধিলাভের উপকরণ এবং মনুষ্য লাভেরও উপায়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যেক পিতা মাতার সম্মান সন্ততির উপরোক্ত উপদেশ মত কার্য্য করান উচিত। আমাদের দেশের নৈতিক অবনতিই অধঃপতনের প্রকৃত কারণ। চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সে যুগে অধ্যাপকগণ নৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষা দিতেন। আধুনিক শিক্ষার নৈতিক উন্নতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই স্থানেই গল্প।

## গাভী পালনের কেন দরকার ?

এ দেশের লোক কৃষিজীবী। এ দেশের বড়লোক ভাল ভাল ঘোড়া কিনিয়া সমস্ত পালন করে, কিন্তু গো পালনে বড়লোকদের ভেদন লক্ষ্য নাই, অনেকে গরুরাও ভাল দুষ্ট দুষ্ট খাইয়া নিজের ও সম্মান সন্ততির বাস্তব নষ্ট করিয়া অকালে শমন ভবনে বাইবার

সাহায্য করেন, কিন্তু বিলাসী বাবুগণ বাড়ীতে পাছে গোময়ের গন্ধ হয় বলিয়া গো-পালন করেন না। প্রত্যেক সংসারেই গাভীচর্যা, গাভী পালন করিলে বিত্ত হ্রাস হ্রাস পাওয়া যায়, দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেও পারেন।

পল্লীগোমে প্রায় প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে এখনও গাভী আছে, সেইজন্য পল্লী-শিশু বড় একটা ইনফ্যান্টাইল লিভার বা শিশু বক্তৃত পীড়ায় মরেও না। সহরের দুষ্ট দুষ্ট খাওয়া অপেক্ষা দুষ্ট না খাওয়াই ভাল। তাহা হইলে সহরের শিশু বাঁচে কি খাইয়া? সেইজন্য সহরেও প্রত্যেক গৃহে গাভী রক্ষা করা উচিত। বিলাতি দুষ্ট খাওয়া আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। গতবারে বোধ হয় পাঠকগণ ডাক্তার নন্দীর গাঢ় দুষ্ট শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গাভী রক্ষা করিলে দুষ্টের স্বচ্ছলতা হইবে। সহরে গরু পোষা একটু ব্যয় বাহ্যিক বটে, কিন্তু শিশুর অমূল্য জীবনের কথা ভাবিলে এ ব্যয়টাকে অপব্যয় বোধ হইবে না।

## জাপানী দেশলারের কথা।

কিছুদিন আগে একখানা জাপানী মাসিক পত্রে ("The Japan Magazine") পড়ে ছিলাম, যাকাতো শিমিজু নামে একজন জাপানী যুবক ইজিনিয়ারিং পড়বার জন্য ফ্রান্স গিয়েছিল। সেটা হলো ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, প্রায় আজ ৫২ বছরের কথা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সে জাপানে ফিরে এসে একটা দেশলারের কারখানা স্থাপন করেছিল। তারপর পুনরায় সেই উৎসাহী জাপানী যুবক ইরোরোপে ঘুরে নানা স্থানের দেশলারের

কারখানা দেখে জাপানে যখন ফিরে এল, তখন দেশলাই তৈরীর অভিজ্ঞতা লাভ ভালই হয়েছিল, আর তারই ফলে ওশাকা কোব্, নাগোয়া প্রভৃতি স্থানে দেশলারের কারখানা স্থাপন কতে সমর্থ হয়েছিল।

এ দেশের লোকের যেমন কতকগুলো সংস্কার আছে, "কাজের লোক" জাপান কাহিনী দ্বারা মনোযোগের সহিত পাঠ করেছিলেন, তাঁরা জানেন, জাপানেও অনেক তেমনি কুসংস্কার ছিল, এখনও যে নাই তা নয়। দেশলাই যদি হলো তো জাপানীরা ব্যবহার কর্তে চায় না, তাদের গোঁড়ার বলতে লাগলো, এ আচ্কা আশুন অপবিত্র, সুতরাং দেশলাইয়ের আশুন দেবালয়ে নিয়ে যাওয়ার পাপ আছে। বহু বৎসর এরূপে দেশলারের চলন হতে পারনি। এখন সে কুসংস্কার আর নাই। জাপানী দেশলাই জাপানে তো চলবেই, কারণ তাদের দেশের শিল্পে ভক্তি প্রভা আছে। তা না হলে কি তারা আজ হুনিয়ার ভেতর একটা কেটর বেটর মধ্যে দাঁড়াতে পারতো? জাপানী স্বদেশী প্রেমতো যুথের নয়, তার সে দেশভালবাসা তাদের অন্তরের—তাই তারা আজ শক্তি মধ্যে জগতে খ্যাতি লাভ কর্তে পেরেছে। জাপানীরা আমাদের দেশের মত চক্ৰমকি হুকেই আগে আগুন কর্তে।

জাপানীরা যে দেশলারের কাজে খুবই উন্নতি কর্তে পেরেছে, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যুদ্ধের আগে জাপানী দেশলাই পরসার গাটা ছিল, খুব ছোট দেশলাই হুই পরসার ডজন অর্থাৎ বারটা পর্যন্ত রাত্তার ধারে ধারে কেরিওয়ালার পর্যন্ত বিক্রি করেছে আমরা তাও তো দেখেছি। জাপানী দেশলারের কারখানার আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্নের সংস্থান হচ্ছে। এরা এত সস্তার দেশলাই দিতে পারে যে, কোন ইরোরোপীয় দেশলাই

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ব্যবসায়ী যুদ্ধের পরেও এদিকে পরাস্ত করে উঠতে পারেনি। জাপানী দেশলারে ভারত পরিপূর্ণ। সুইডেন ও নরওয়ে দেশলাই আর দেশছাড়া হয়ে পড়েছে। শুনেছি যে দেশলাই প্রস্তুতের কাঠ জাপানে জন্মে না, তাদিকে এ কাঠ বিশেষ হতে আমদানী কর্তে হয়। আর এই বিশেষ কাঠ উচ্চ মূল্যে কিনেও এত সস্তার দেশলাই দিতে পারছে যে, ইয়ো-রোগের কোন দেশলাই প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ী জাপানকে হটাতে পাচ্ছে না।

এইবার আমাদের বাঙ্গলার অবস্থাটা দেখুন। জাপানে দেশলারের কাঠ জন্মায় না, বাঙ্গলাতেও জন্মায় না। জাপানে কস্করাস গন্ধক প্রকৃতি পাবার যে সুবিধা আছে, বাঙ্গলাতেও সেট সুবিধা আছে, তবে জাপানের দেশলাইয়ের এত উন্নতি কেন, আর আমরা দেশলারের জন্য পরের মুখ চেয়ে থাকি কেন? এর মানে হচ্ছে, কোন বিষয়েই আমাদের একটা প্রকৃত আন্তরিকতা নাই। তারপর আমরা কাজের প্রকৃত পন্থা ধরতে জানি না, শিখতেও আগ্রহ নাই। আমাদের দক্ষা রক্ষা হয়েছে বাবু মেরে যেয়ে। কেবল বিলাসিতা বাবু দেখবার জন্যে—কাঁকা বকু-তার কিস্তি মাত করবার জন্যে—আর কাঁক তালে নাম কিনেবার জন্যে আমরা যত ব্যস্ত, আসল কাজের দিকে আমাদের প্রবৃত্তি মোটেই নাই। আমরা বলি যে, গবর্ণমেন্ট দেশের অভাব যোচনের সমস্ত প্রতিষ্ঠান—গুলি করে দিন, আর আমরা বাবু হয়ে গোপে চাড়া মেরে পরসা দিয়ে কিনে নিই। এরাই আবার দেশের দুঃখ দৈন্য ঘুচবে, দেশের উন্নতি করবে। আপনাদের পায়ে বার জোর নাই, তাকে দাঁড় করার কে? কোন দেশের গবর্ণমেন্টের সাধ্য নাই যে প্রকার অভাবের, ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্ত প্রতিষ্ঠান-

গুলি করে দিতে পারে। প্রত্যেকে এ সব করে নিতে হবে।

কিন্তু দেশের অর্থশালী—বাক বলে ধনীগণ তাঁরা উদাসীন—বোধ কারবারে এদেশের লোকের বিশ্বাস বা আস্থা নাই, তার উপর উচ্চর ধারার বতগুলি বদ্বগণ আবশ্রুক, আমাদের তেত্তর তার সবগুলিই আছে—প্রম কাতর, অপব্যয়ী বিলাসী, একতাবিহীন বাঙ্গালী তাই পেটের ছুটি অন্নর সংস্থান কর্তেও পারে না। একালেও ২১০টা দেশলারের কারখানাও হলো না গা? এ শুধু আপশোষের কথা নয়তো—এ লজ্জা—স্থগার কথা। এট দেশলারের উপর কর ধার্য হয়ে প্রত্যেক দেশলাইটার দাম হয়েছে চ-পরসা—বাঙ্গালী তামাক, সিগারেটের দম বসেও চলে। একটা বিড়ি বা সিগারেট ধরিয়ে শেষ কন্তে অন্ততঃ ১০টা কাটা নষ্ট হয়ে যায়, গড়ে প্রত্যেক লোকের প্রত্যাহ একটা করে দেশলাই চাই। জাপান এই দেশলারের কাজেই তার দেশের লক্ষ্মীশ্রী করে কেনে, আর আমরা চিরকালই অগতির ব্যবসায়ীর নিকট ক্রেতার জাতি হয়েই রইলুম। ভগবানের মার আর কি! আরে ভাই যদি দেশলাই না কর্তে পারিলি, তবে চক্‌মকি চুকে আশুণ কর্তে দোব কি? তা বসে কি হয়—পাশ্চাত্য সভ্য-তার সভা আমরা, চক্‌মকি বগলে করে কি বেরতে পারা যায়। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী উদ্রলোক তার বুচ্-কীর ভিতর চক্‌মকি সোলা নিয়েও বেরতো, তখন তো সভ্যতার পিপুল পাকে নি, তাই কেউ তাদিকে নিষেধও কর্তো না। স্থগাও কর্তো না। অথচ সেই সরল প্রকৃতির বিলাসপূন্য উদ্রলোকগণ যে সকল বিষয় সম্পত্তি করে গেছেন, আজ আমরা তা হতেই দিন জরান করছি—শুধু নকরীর পরসাদ যে

চলতে তা নয়। মরোছি এই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার। তবু এখনও কি ঘুম ভেঙেচে?

## কাশীর ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা হইতে লক্ষ সন্ধ্যাপুস্তক বিতরণ।

—:—

দিন দিন ব্রাহ্মণের অবনতি হইতেছে, বেদজ সং ব্রাহ্মণ পাওয়া ত দুরের কথা, অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান সন্ধ্যা গায়ত্রীও, জামেন না। ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা সেইজন্য লক্ষ সন্ধ্যাপুস্তক ছাপাইয়া বিতরণ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। কোন মহাত্মা একাই পুস্তক প্রকাশের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া-ছেন। ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা কাহারও নিকট আর্থিক সাহায্য চাহেন না, চাহেন কেবল বধ্য-প্রাণ ব্রাহ্মণ, যিনি পুস্তকগুলি পাইয়া অধিকৃত এবং কৃষি কার্যে রত সন্ধ্যাহিক-বর্জিত ব্রাহ্মণসন্তানগণের মধ্যে সন্ধ্যা পুস্তকগুলি বিতরণ করিয়া দেন। এবং সন্ধ্যাআহিক গায়ত্রীতে তাহাদের প্রবৃত্তি আনয়ন করিতে পারেন। সস্তার উদ্দেশ্য মহৎ, প্রত্যেক গ্রামেই ব্রাহ্মণগণ যেন সস্তার উদ্দেশ্য সকল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রক্ষা করেন। এ বিষয়ের জন্য নিয়মিত ঠিকানায় লিখিলে আরও বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন। “কাজের-লোকের” নাম উল্লেখ করিয়া লিখিবেন।

ত্রিঅধিকা চরণ শর্মা

সম্পাদক—ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা

১নং পঞ্চকোণী রোড

নাগোরা, বেনারস।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।



## Notes of Interest. বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:—

### ভেজাল নারিকেল তেল।

১৯১২ সালে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মিঃ কালিটকর বোম্বে প্রেসিডেন্সীর সায়েন্স এসোসিয়েশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাতে তিনি দেখিয়ে ছিলেন যে, নারিকেল তেলও খাঁটি পাওয়া যায় না। তিনি একবার একটা বাজারের নারিকেল তেল কিনে তাঁর সম্বন্ধে হওয়ার সেটাকে রাসায়নিক পরীক্ষা করেছিলেন। তাতে ১০০ ভাগ নারিকেল তেলে প্রায় ৭৫ ভাগ খনিজ তৈল, যাকে বলে হোয়াইট অয়েল পেয়ে ছিলেন। এট হোয়াইট অয়েল খুব রিভাইন করা কেরোসীন অয়েল—ভেজাল দিতে সুবিধা হয়। এই ক্ষেত্রে যে এটা খুবই তরল, বর্ণহীন। যে নারিকেল তেলে এই হোয়াইট অয়েল থাকে, তা সহজে ঠাণ্ডার জমতে চায় না। নারিকেল তেল খাঁটি হলে ঠাণ্ডার সে জমবেই। হোয়াইট অয়েলের দান নারিকেল তেলের চেয়ে অনেক কম, এক তৃতীয়াংশ বস্তু হয়। ইহা কেশ রোগ ও শিরোরোগ আনতে পারে। এখনকার যে সব সৌখীন নানা নামের সস্তা কেশ তৈল বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তার অধিকাংশ তৈলে এই খনিজ তৈল মিশান আছে, সেই ক্ষেত্রে অনেক তেলের বিজ্ঞাপনে দেখবেন দেখা আছে, আমাদের অমুক তেল শীতকালে জমে না—তা—জমবে কেন? তাতেতো খাঁটি নারিকেল তেল থাকে না—আমাদের বিলাসী ভুলো সেই তেল কিনে নিয়ে বেয়ে ব্রী, ছেলে মেয়েকে বাচ্চুতে দিয়ে এককালে চুল পাকিয়ে দেয়। খাঁটি নারিকেল তেল ভারত

বহিঃস্থ চুলকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত,—কাল রাখতে।

### বাঙ্গালার বাণিজ্য

১৯২১—২২ সনের সরকারী হিসাবে দেখা যায়—এবংসর বঙ্গদেশে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। বিগত বৎসর—অর্থাৎ ১৯২০—২১ সনে বাঙ্গালার ১২২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মাল বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের আমদানীর পরিমাণ মাত্র ১০৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা।

বাঙ্গালার যত পণ্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহার মধ্যে কাপড়ই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রধানতঃ বাঙ্গালার মাড়োয়ারী মহাজনেরাই বিলাতী কলওয়ারীদের নিকট হইতে কাপড় আনাইয়া ভারতের নানা স্থানে প্রেরণ করে। গত বৎসর এই ব্যবস ৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আমাদের ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। যে বাঙ্গালার স্বল্প মূল্যবান এককালে সমস্ত সভ্যজগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল, যে বাঙ্গালা হইতে এককালে ১৫ কোটি টাকার কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইত, সেই বাঙ্গালার আজ এমন অধঃপতন হইয়াছে, সেই বাঙ্গালী এমন অকর্মণ্য ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে যে, ল্যাক্সারীর কলওয়ারীদের রূপা না হইলে, তাহাদিগকে উলঙ্গ থাকিতে হয়। আজ যে ৩৮ কোটি টাকা কাপড় বেচিয়া বিদেশী বণিক লুটিয়া লইয়া বাইতেছে—তাহার পরিবর্তে আমরা কি পাইয়াছি? আমরা পাইয়াছি—বস্ত্রের করুণ ক্রন্দন, আর বস্ত্রের মর্মভেরী আর্তনাদ। বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ তাঁতী কাপড় বুনিয়া বছরব্যে দিন গুজরাণ করিত—আমাদের সর্বনাশা স্বল্পবস্ত্রের ঘোহে আজ তাহারা কর্মহীন হইয়া অন্নাতাবে

বস্ত্রের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই ৩৮ কোটি টাকা বাঙ্গালীর ঘরে থাকিয়া গেলে আর আর বাঙ্গালার পাঁচ কোটি নরনারীকে তথু খাড়াভাবে জীবনী-শক্তি হীন হইয়া ম্যালেরিয়ার করালগ্রাসে আত্মাহুতি দিতে হইত না।

সুতরাং দেখে যে এবার বিলাতী কাপড়ের আমদানী ৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার মত কমিয়া গিয়া ২৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার দাঁড়াইয়াছে, ইহা শুনিতে সত্যি প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। মনে হয়, মহাত্মার কাতর প্রার্থনা হয়তঃ বিফল হয় নাই। গত বৎসর একমাত্র গেঞ্জি বোঝা প্রকৃতির দরুণই আমাদের কাছে ১০৯ লক্ষ টাকার বস্ত্রের কড়ি পরকে বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল। ক্ষুধের বিষয়, এ বৎসর উহা করিয়া মাত্র ২৮ লক্ষ টাকার দাঁড়াইয়াছে। পোশে সত্তর লক্ষ টাকার জুতার স্থানে মাত্র ৩ লক্ষ টাকার জুতা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। আবার ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ ইংরাজ বা আধা ইংরাজেরাই ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা, মূল্যের বস্ত পার্থক্যই থাকুক না কেন, কখনও নিজের দেশের তৈয়ারী জিনিষ পাইলে অপরের জিনিষ ব্যবহার করেন না।

মাদক দ্রব্যের আমদানীও খুব কমিয়াছে। এ বৎসর মাত্র ৪৩০৭১ গ্যালন ত্রাণ্ডি আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় উহা অর্ধেকেরও কম। বিলাত হইতে আমদানী মদের পরিমাণ ৫১৫৫৯ গ্যালন কমিয়া ৫১৭০২৭ গ্যালনে দাঁড়াইয়াছে। ইহাও নিতান্ত শুভ চিহ্ন। এই বিষয়ানে আত্মবাহীনদিগকে সাবধান করিয়া দিতে বাইরা যে সব মহাপ্রাণ কর্মী আজ কারা-বরণা ভোগ করিতেছেন, তাহাদের আত্ম-ত্যাগ নিতান্তই ব্যর্থ হয় নাই।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

১৯২০—২১ সনে ৫০০০ খানা মোটর গাড়ী আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল। এবার উহার ৫ ভাগের একভাগও আসে নাই। যে দেশের লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পার না, সে দেশে মোটর-বিহারের কথা পরিহাসের মত শুনার। সুতরাং এ সংবাদেও আমরা মুখী হইয়াছি।

আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানীও কমিয়াছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে উহা আমাদের লোকসান। কারণ বাহির হইতে টাকা আনিতে না পারিলে, শুধু পরের জিনিস কিনিতে গেলে, আমাদের ঘরের টাকাই বাহির হইয়া যাইবে। বাজার রপ্তানীর মধ্যে পাট, চা ও চামড়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাট বাজার নিজস্ব সম্পত্তি, অল্প কোনও দেশে বাজার মত পাট জন্মে না। কিন্তু পাটের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বিদেশীর হাতে। কারখানার মালিকেরাও কেহই বাঙ্গালী নহে। কাজেই বিদেশী পাটের ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত পাটের দর কমাইয়া দেয়। অথচ যে দরে তাহার্য্য কিনে, বিক্রী করে তাহার চতুর্গুণ দরে। বাজার কৃষক এই লাভের ভাগ কিছুই পায় না। আর সর্বত্র পাটের চাষ অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়ার ধানের আবাদ কমিয়া গিয়াছে এবং ফলে বাঙ্গলাদেশে অন্ন-ভাব ঘটিতেছে। ক্ষেত্রে যে পরিমাণ পাট জন্মায়, আজকালকার বাজারে ধানের দরের তুলনায় উহা লোকসান। কাজেই পাটের চাষ কমিয়া যাইতেছে। পাট বাজার ধনাগমের এক প্রধান পক্ষ—কাজেই পাটের চাষ একেবারে বন্ধ করিয়া না দিয়া, বাহাতে পাটের উৎপাদন ও ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে আসে, তাহার চেষ্টাই করা উচিত। চামড়ারও এই একই অবস্থা।

কাঁচা চামড়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করি; কিন্তু সেইগুলিই আবার আমরা বিদেশ হইতে 'ট্যানু' করিয়া বহুমূল্যে খরিদ করি। যে পর্যন্ত এদেশের কাঁচামাল আমরা পণ্যনির্মে পরিবর্তিত না করিতে পারি, সে পর্যন্ত বিদেশী বণিকের খেরালমত দরেই আমাদিগকে উহা বিক্রয় করিতে হইবে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিলে, শুধু ভাষাধর্মের দোহাই দিলে কেহ শুনিবে না, হুঃখ-হুঃশার করণ কাহিনীতেও বিদেশী মহাজনের চোখ ভিজিবে না। তাহার্য্য লুটিতে আসিয়াছে, সুবিধা পাইলেই লুটিয়া লইয়া যাইবে। আমরা যদি নিরীহ ছাগলের মত আমাদের গায়ের লোম কাটিতে দিই, তবে তাহার্য্য ছাড়িবে না। সুতরাং বাহাতে বাজার শিল্পবাণিজ্য বাঙ্গালীর হাতে আসে, তাহাই এখন আমাদের করিতে হইবে।

আনন্দ বাজার।

## Agricultural Notes.

### কৃষি-কথা।

নানী রকম শাক তরকারীর বীজ অনেক বিক্রয় করে, কিন্তু সকল বীজ হইতে অল্প হয় না। ঠকাঠকির কারবার বড় বেশী হইয়াছে। সুতরাং কোন বীজ ভাল, তাহার পরীক্ষার উপায় জানা উচিত। "কৃষি সমাচার" লিখিয়াছেন:—

বাড়ীর আশেপাশের ছোট খাট জমিতে যদি বেশী পরিমাণ শাক সব্জী উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে ভাল বীজ ক্রয় করিয়া চাষ

করাই ভাল। খারাপ বীজ হইতে কখনও ভাল চারা জন্মিতে পারে না। নিজের জমিতে ভাল ভাবে শাক সব্জী জন্মাইতে পারিলে, শাক সব্জী খারাপ ১০।১৫ টাকা খরচ বাঁচিতে পারে।

অতি সহজেই ভাল বীজ ও মন্দ বীজ বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রায় সকল রকমের ছোট বীজই ভিজা ব্লটিং কাগজের দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এক তা ব্লটিং কাগজ একটু ভিজাইয়া তাহার ভাজের মধ্যে বীজগুলি রাখিয়া কোন একটি পাতের মধ্যে রাখিয়া দিবে। এমন ভাবে রাখিবে, যেন ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। অল্প কয়েক দিন এই ভাবে রাখিয়া দিলেই বীজ কীকরণ, উহা হইতে ভাল চারা উৎপন্ন হইবে কিনা, তাহা জানা যাইবে। যদি অল্প সময়ে চারা গলাইয়া উঠে, তাহা হইলে বীজ যে উৎকৃষ্ট তাহা নিঃসন্দেহ। জলে ভিজাইয়া করাতের ভাঁড়ির মধ্যে বীজ রাখিয়াও পরীক্ষা করা যায়। তবে করাতের ভাঁড়ির মধ্যে ঘন ঘন জল ছিটাইয়া উহা ভিজাইয়া রাখা দরকার। তাপ পরিমাণ সমভাবে থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বীজ রাখিবে। বেশী জল দিয়া ভিজানও গুজত নহে। খোলা ভাবে বীজ রাখা অপেক্ষা তাপের পরিমাণ বাহাতে সমান ভাবে থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বীজ পরীক্ষা করিলেই উহার প্রকৃত পরীক্ষা হয়।

কৃষি সমাচার।

### হাত বড়ীতে বিপদ।

হাত বড়ী ব্যবহারের ক্যানন খুব প্রবল হইয়াছে। মানচেষ্টার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ঈপকোর্ড বলিয়াছেন, ঐ

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় "কাজের লোকের" নাম উল্লেখ করিতে সুলিখন না।

বড়ী ব্যবহার করিলে হাতে স্নানার্থে রোগ  
জন্মে। বিলাসিগণ সতর্ক হউন।

## ছাগলের গ্রন্থি সংযোগে স্বাস্থ্যলাভ।

১৯১৮ সালের আশ্বিন মাসে আমেরিকার  
এক ব্যক্তির শরীরে ছাগলের গ্রন্থিযোগ করা  
হইয়াছিল। তাঁহার সন্তান ছিলনা, কিন্তু এই  
গ্রন্থি সংযোগে ( Interstitial transplan-  
sation ) এক বৎসর পরে তাঁহার এক পুত্র  
সন্তান হয়। এই শিশু বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ এবং  
স্বাভাবিক মানুষের ভায়।

### কলিকাতার পরদেশী সংখ্যা।

কলিকাতা ও সহরতলীর লোক সংখ্যা ১৩  
লক্ষ। তন্মধ্যে বেহারী ও উড়িষী ২ লক্ষ ৬৪  
হাজার, হিন্দুস্থানী ১ লক্ষ ২৭ হাজার, মাড়ো-  
য়ারী ৩০ হাজার, পাঞ্জাবী ১০ হাজার, বোম্বাই  
৮ হাজার, মধ্যপ্রদেশী ৮ হাজার, মালভা  
৫০০০, আসামী ৩৯০০। অর্থাৎ প্রায় ৫ লক্ষ  
বাহ্যলোক বাহিরের লোক।

### মটর গাড়ী।

১৯২০—২১ সালে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ  
টাকার মোটর গাড়ী বাজারদেখে আমদানি  
হইয়াছিল। ১৯২১—২২সালে কেবল ৭১৯  
লক্ষ টাকার মোটর গাড়ীর আমদানি  
হইয়াছে। যেসবী মোটা ইত্যাদির আমদানি  
এক বৎসরে ৬ লাখ টাকা হইতে ৭০ হাজার  
হইয়াছে। কুতার আমদানি ১৬৬ লাখ হইতে  
৩ লাখে নামিয়াছে।

ইহার কারণ এই মোটা ও কুতা সেলাই-

এর কল চলিতেছে। মনের মত কাপড়ের  
কল চালাইতে পারিলে কাপড়ের আমদানিও  
হ্রাস হইবে।

### গো হত্যা নিবারণ

বর্ধমান মিউনিসিপালিটির হিন্দু কমি-  
শনাররা প্রায় সকলেই এক জোট হইয়া মন্তব্য  
পাস করিয়াছেন যে সহরের মধ্যে গোহত্যা  
হইবে না। ইহাতে মুসলমানেরা অত্যন্ত  
রাগান্বিত হইয়াছেন। সেদিন মুসলমানেরা  
সভা করিয়া ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন।  
হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে শ্রীমদ্রাজ কুমার  
স্বয়ং ও শ্রীঅশেষ কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন  
যে সাধারণ হিন্দুরা এক্ষণে তাহা গোবধ  
নিবারণ করিতে চাহে না। সাধারণ হিন্দুরা  
মুসলমানদেরই উপর সমস্ত নির্ভর করে ও  
আশা করে যে, মুসলমানেরা অত্যন্ত দুঃখবতী  
গাভী ও বাছুর নষ্ট করিবে না। তাঁহারা  
ইহাও বলেন যে, হিন্দুরা মুসলমানদের কোনও  
প্রকারে জব্দ করিতে চাহেন না। দুই এক  
জন মুসলমানের ওরূপ বিশ্বাস ভুল।

### বর্ধমান কংগ্রেস কমিটি।

বর্ধমান কংগ্রেস কমিটি চরকা প্রচলনে মন  
দিয়াছেন। বহু গ্রামে সভাও করিতেছেন।  
বর্ধমান কংগ্রেস কমিটি একটি তাঁতশালা  
স্থাপন করিতেছেন এবং তুলা, তুলার বীজ,  
চরকা প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন।

### বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি।

বর্ধমান সহরে বৈজ্ঞানিক আলোর বন্দো-  
বস্ত হইতেছে। বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার  
কলবাটি নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। লেখাপড়া  
মত ( এগ্রিমেন্ট মত ) কার্য হইলে খুব স্থলতে

স্বাতন্ত্র্য বৈজ্ঞানিক আলোক দেওয়া হইবে।  
আশাকরি, বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি অত্যন্ত  
বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবেন।

### দাড়ী-বিষেব।

কবিয়ার আর পিটার দি গ্রেট শ্রমের তরানক  
শব্দ ছিলেন। তিনি কবিয়ার সিংহাসনে  
আরোহণ করিবার পূর্বে বিশেষে ভ্রমণ করি-  
বার সময়ে পশ্চিম ইউরোপের লোকদিগের  
মস্তৃপ শ্রমহীন মুখমণ্ডল দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ  
হন। তিনি যখন আর হইলেন, তখন লোকের  
দাড়ির উপর টান্ন বসাইলেন, তাহাতে  
রাজকোষের আর বৃদ্ধি পাইল বটে। কিন্তু  
দাড়ির সংখ্যা হ্রাস পাইল না। অতঃপর তিনি  
মক্কো নগরের সদর ঘরে একমল কোরকার  
নিযুক্ত করিলেন। তাহার কাহারও দাড়ি  
আছে, দেখিলেই জোর করিয়া তাহা মুড়াইয়া  
দিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা  
অনেকটা পূর্ণ হইয়াছিল।

সজীবনী।

### কলকারখানার বিপদ

[ "New Witness" এ Arthur  
Apenty লিখিত "Aganist Industria-  
lism" হ'তে ]

পৃথিবীর যে সব দেশ এতদিন কলকার-  
খানার মোহে আচ্ছন্ন ছিল, আজ তাদের সে  
মোহের জাল আঁড়ে আঁড়ে ছিন্ন হচ্ছে;  
ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানিতে ও আজ এমন  
লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যারা কলকার-  
খানার সর্বগ্রাসী হা দেখে ভয় পাচ্ছেন।  
আর যে সবদেশে এই Industrialism বোল  
আনা হুকতে পারে নি, সে সব আরগারগাও

পুরাতন "কালের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কলকারখানার বিকল্পে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তারা কলকারখানা এঁকেবারে বাদ দিতে না চাইলেও তাকে সীমাবদ্ধ করতে চাইছে।

ভারতে অসহযোগের সঙ্গে এই কলকারখানার বিকল্পে একটা প্রবল আন্দোলন দেখতে পাই যা এক সময় পৃথিবীব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হবে। অসহযোগী কর্মীরা চরকা ও তাঁতের সাহায্যে হাতে কাটা হতো ও হাতে বোনা কাপড়ের দেশব্যাপী প্রচলনকে আজ স্বরাজী লাভের মূলমন্ত্র বলে জ্ঞান করেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এরকম একটা ধারণা কেউ কল্পনায় আনতে পারতো না। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে দেশ ইউরোপ ও আমেরিকার অত্যাচারে কলকারখানার সৃষ্টি করে আপনার অভাব আপনি পূরণ করতে পারে। ভারত তখনো পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকল্পে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, বরং তাকে সর্বাঙ্গকরণে অত্যাচার করতে চেয়েছিল। যা কিছু বিদেশী ভারতের কাছে বড় আদরের ছিল;—রাজার প্রাসাদ ইউরোপীয় আর্টিলিকার অত্যাচারে তৈরী হোত; সে প্রাসাদ সজ্জিত হোত বিলেত ও ফ্রান্স থেকে চেয়ার টেবিল আমদানী করে। তাতে ইংলণ্ডের ব্যবসার উন্নতি; কিন্তু ভারতের সর্বনাশ হচ্ছিল। কেননা, ভারত যে দায়ের বিলাতী জিনিষ কিনতো, শুধু যে, সে টাকা দেশ থেকে বেরিয়ে যেতো তা নয়; ভারতের গৌরব ও নিজস্ব যে শিল্পকলা তা আঁড়ে আঁড়ে বধি প্রাপ্ত হচ্ছিল। শিল্পী কোথাও না খেরে—কোথাও আঁধারপেটা খেরে সমন সমনে চলেছিল; আর বারা প্রাণে মেরিসি, তারা নিজেদের ব্যবসা ছেড়ে চাবের

কাজে লেগেছিল, ছোটো ছোটো চাকরির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এল দেশে কলকারখানার যুগ। অনেকে মনে করল, দেশীয় শিল্পীদের দ্বারা কলকারখানার চলবে, তাতে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে এবং দেশের অভাব দেশে যোচন করতে পারলে দেশের টাকা আর বিদেশে যাবে না; তাতে দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি হবে। কিন্তু কলকারখানার যে কলকাতা থেকে ভারত অব্যাহতি পেল না; ভারতের শিল্পীদের ও অবস্থার কোন উন্নতি হল না। কেননা, ল্যাক্সারার বা বোম্বাইয়ের কল তার কাছে একই জিনিস; প্রতিযোগীতা একই জাতের। এই সমস্ত সমাধানের জন্য এই কলকারখানার বিকল্পে একটা প্রতিক্রিয়া, আজ যা অসহযোগের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৮৭৭ সালে দিল্লীতে যে শিল্প-প্রদর্শনী বসে, তাতেই জানা যায়, পশ্চিমের কলকারখানার তৈরী পণ্য কি করে দেশীয় শিল্পকলা নষ্ট করেছে। যেসব দেশীয় জিনিসের প্রচলন ভারতের বার্মা বা বঙ্গোপসাগরে হওয়া উচিত ছিল, তা কর্মকর্তা ধনি লোকের বৈঠকখানার বা বাহুবলে দূস্ত্রাণ্য জিনিসের হতো রক্ষিত হচ্চে। ডাক্তার আনন্দকুমার স্বামী বিলাতে অনেক বছর ছিলেন, তিনি আইরিসসভ্যতার পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পকলার ঐক্যবাদের ইতিহাস আলোচনা করেন, এবং শিল্পকলার অবনতি যে দেশকে দরিদ্র করতে এবং কলকারখানা যে দেশের ধনসম্পদ বাড়াতে পারে না—

তার লেখার ভেতর দিয়ে এই কথা ছুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এমন কি, তিনি স্বদেশী আন্দোলনের বিকল্পে পর্যন্ত লেখেন যে, এর পেছনে শুধু ব্যবসায়ী বাণিজ্যের আদর্শ ছাড়া দেশকে সভ্যতার গড়ে তোলবার কোন আদর্শ নেই; দেশের নেতারা আজ শুধু টাকা চাচ্ছে।

কিন্তু ভারত দরিদ্র কেন? ভারত হারিয়েছে তার সনাতন সভ্যতার আদর্শ যে জন্ম আজ তার শিল্পী খেতে পাচ্ছে না; যেজন্ম আজ তার সন্তানদের রুচি বিকৃত। তার ফলে, তারা চার রুচি হীন সভ্য বিদেশী জিনিস, বা কোন শিক্ষিত ভদ্র ইংরাজ কিনবে না এবং যা তৈরী হয় শুধু ভারতের বাজারের জন্য। কণিক হলে ও এই ধানেই পাশ্চাত্য সভ্যতা জন্মি হয়েছিল; এই ধানেই পশ্চিম আন্তে আন্তে দেশীয় রুচি নষ্ট করে ভারতের জাতীয়তাকে বিকৃত করতে পেরেছিল।

স্বদেশী আন্দোলন কলকারখানার দিকে ঝোঁক দিয়ে ও বিদেশী জিনিসকে বরকট করে আসলে দেশীয় শিল্পীদের সঙ্গে বরকট করেছিল, দেশীয় রুচিকে দেশ-ছাড়া করেছিল।

ভারতের এই অধঃপতনের কারণ কি? এককথায় ইউরোপের অত্যাচার ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ, আর তার জন্য দায়ী দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়। ডাঃ কুমার স্বামী বলেন “এই যে আমরা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, বারা নিজেদের উন্নততার জীব বলে মনে করি, বারা কাউজিল, কনকারেল করি, বারা বড় বড় চাকরি করি, আইন আদালতে যোঁট্ট টাকা দারি,—আমরাই স্বদেশের সব কিছু ধ্বংস করি; তাতে করে আমরা দেশের শিল্পকলা নষ্ট করেছি, শিল্পের

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

বংশ ধ্বংস করেচি; এবং শেষে যখন আমরা পকেটে হাত পড়লো, তখন বড় বড় বিদেশী কোম্পানি খুলতে গেলুম, বিদেশী চংএর জিনিস তৈরী করার জন্য। আমরা জানতে পারলুম না যে মোষ আমাদের। আমরা সংস্কার সাহেবী বাংলার বাস করতে গেলুম, কলার, নেকটাইর সব চেয়ে নতুন সংস্করণ কি আর তা কি রকম ক'রে পরলে সৌভব বুদ্ধি হয়, আর তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলুম! বেরালে আমাদের জন্মের ছবি, মেয়েতে ব্রাসেলসের কার্পেট; আমরা দেশী জীবন্ত গান কেলে বিলাতী কলের গান শুনে গেলুম এবং সবশেষে দেশ উদ্ধার করতে গেলুম স্বদেশী সাবানের কারবারের শেরার কিনে। কিন্তু সত্যিকারের স্বদেশী যে তা নয়, সে যে জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। আগে দেশের প্রাণ বন্ধকে জান। তারপর তারতের অতীত সভ্যতা আপনিই ফিরে আসবে।”

বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধ পশ্চিমের এই কলকারখানার যুগের সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। এবং প্রাচ্যে পশ্চিমের গৌরব নষ্ট করেছে। অসহযোগ আন্দোলন দেশ-বাসী একটা ওলট পালট এনে দিয়েছে। আর কংগ্রেসে বিদেশী ভাষার কথা কয় না; এখন কংগ্রেস যুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিতদের নয়। আজ সারা ভারত শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, ইত্যর ভদ্র কংগ্রেসে যোগদান আজ চরকা অসহযোগ আন্দোলনের চিহ্ন স্বরূপ—আজ এই চরকাই বিদেশীসভ্যতার বিরুদ্ধে ভারতের বিজ্রোহের জয় পতাকা।

আত্মশক্তি।

## Health and Hygiene.

### স্বাস্থ্য-কথা।

#### হিন্দু-হোটেল।

বঙ্গদেশে দুই প্রকার সাধারণ ভোজন-নাগার দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম ভাতের হোটেল, ২য় মাংসের হোটেল। ভাতের হোটেল বঙ্গের সর্বত্র রহিয়াছে। বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে, মহকুমার নগরে এবং সহরে ভাতের হোটেলই সাধারণের অস্থান। সহর ব্যতীত অন্ত্র বাবতীর ভাতের হোটেল খ্যাত্তের সহিত পখ্যুযিও অন্নব্যঞ্জন মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে খরিকারের সংখ্যা আদৌ নিয়মিত নহে বলিয়া কিছুতেই রন্ধনের পরিমাণ স্থির করা সম্ভব নহে। সহরের হোটেল, বিশেষতঃ কলিকাতার হোটলে পখ্যুযিত অন্নব্যঞ্জন মিশ্রিত হইলেও, ইহাদের পরিমাণ নিত্য অন্ত্র। কিন্তু রন্ধন প্রণালী সর্বত্রই সমান। তা ছাড়া বাজারে বাহা সর্কাপেকা মূল্য, যে তৈলে সর্কাপেকা অধিক ভোজন, তাহাই হোটেলের খাত্ত সম্ভাবের উপাদান। দ্রুত বলিয়া একটি খাত্ত হোটেলের সীমার উপস্থিত হয় না। একরূপ হোটেল মাংসই দুইটি জীবের অধীনে পরিচালিত হয়। একজন “ঝি” নারী পরিচারিকা এবং অপর “ঠাকুর” নামক পাচক। ইহাদের পরস্পরের সহিত কি সম্পর্ক, তাহা লিখিয়া পাঠকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। মানবের ইন্দ্রিয়-বর্তিত বাবতীর বীভৎস রোগের এই দুইটি জীব পরস্পর আশ্রয়স্থল; ইহারা অপরিচ্ছন্ন। তদুপরি হোটেলটি সাক্ষাৎ নরক-মুষ্টি। দুর্গন্ধ সে স্থান ছাড়িয়া অন্ত্র বাইতে চাফে না; গৃহ-তল সর্বত্র আর্দ্র; ভোজন পাত্রের চতুর্দিকে

কর্দবলিষ্ট, উজ্জ্বল ও আবর্জনা সংলিষ্ট, বৃহৎ কলেবর দুই দশটা মার্জার ভুড়িয়া বেড়াইতে থাকে; পাকশালা অন্ধকার-পূর্ণ এবং তৈল-পাইক ও মুষিকের প্রিয় আবাস। এইরূপ স্থলেই ভদ্র, অতদ্র, মধ্যবিত্ত দরিদ্র সকলেই ভোজন করেন। বিদেশে চাকুরী করিতে আসিয়া বা কার্যোপক্ষে আসিয়া কোথায় তাঁতারা দুইটি অন্নর জন্ত গমন করিবেন? কাজেই ইচ্ছার হউক, অনিচ্ছার হউক, কোনওরূপে দুইটি অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া দিন কাটাইয়া দেন।

তৎপরে মাংসের হোটেল,—ইহা বড় বড় সহরেই অবস্থিত, মাংসাদি ছাগলের কি কুকুরের তাহা কে জানে? আশ্বাদ, ভরস্কর উগ্র—লঙ্কার ও পিরাজের তীব্র গন্ধে খাদ্যের সমস্ত দোষ আচ্ছন্ন। কাজেই গলিত মাংস কি পখ্যুযিত মাংস তাহা কাহার সাধ্য নির্ণয় করিতে পারে। একরূপ খাদ্য গলাধঃকরণ করিলে স্বাস্থ্য হানি লওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, খাদ্য বাহার তাহার হাতে খাওয়া উচিত নহে, আহাৰ্যের সহিত পাচকের নৈতিক ধর্ম-সম্পর্ক অলঙ্ঘ্য স্থাপিত হয়। আহাৰ্য গলাধঃকরণ করিবার সময় আমরা আহাৰ্যের সহিত পাচকের প্রবৃত্তি নীতির বশীভূত হই। হাড়ি ইত্যাদি নীচ জাতির অন্ন এই জন্য অস্পৃশ্য। এ সমস্ত কথা বাদ দিয়া কেবল স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একরূপ খাদ্য জীবন ধারণ করিয়া কলিকাতার ও অন্ত্র সহরের বহু লোক স্বাস্থ্য সম্পদ হারাইতেছে। বাহার হোটলে বহুকাল আসিতেছে, তাহাদের অশ্বলে বুক জালা, ডিসপেন্সিয়া ইত্যাদি নিত্য সহচর। বাহা হউক, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এই সমস্ত হোটেলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অনেক দিন আগে শ্রীবৃদ্ধ ভাস্কর হরিধন দত্ত

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



এইসময়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে করপোরেশনের চেয়ারম্যান উত্তর দিয়াছিলেন যে ২৭টি ভোজনাগারের পরঃপ্রণালীর পথ পরিষ্কার করণ, খাদ্যাদি রক্ষার আধার নির্মাণকরণ মেজে সিমেন্টকরণ, গৃহ প্রাচীর চূণকামকরণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে উন্নতি করা হইয়াছে ; আরও ২৯টি ভোজনাগারের নাম সরকারী বৃত্তিতে লেখান হইয়াছে ; বাহ্যবিভাগের কক্ষ চারীগণ হোটেল পরিদর্শন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন ; ইত্যাদি নানাবিধ উন্নতিকর কার্যে হাত দেওয়া হইয়াছে। বাকী হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট, কিন্তু আরও কিছু করা আবশ্যিক। এই সমস্ত হোটেল বাহারা অগ্রগ্রহণ করে, তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে কিছু করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। তাহারা যদি সমবেত হইয়া হোটেলের সত্মারিকারীকে সর্ববিধে উন্নতি করিতে বাধ্য করে, এবং সে উন্নতি বিধান করিতে অসম্মত হইলে তাহা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের গোচরে অচিরাৎ আনয়ন করে, তাহা হইলে হোটেল দুদত্ত হইতে কতদিন আবশ্যক হয়? একপ হইলে মিউনিসিপ্যালিটি কার্য করিবার সুবিধা ও সন্ধান পাইতে পারে।

## জননীর জাতব্য।

## শিশুকে দুগ্ধপান করাইবার বিধি।

লেখক—ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী।

—:—

আজকাল অনেক বিলাতিপ্রিয় বাবু, সাহেবদের অনুকরণ করিয়া দুগ্ধ ফুটন্ত জালে জাল না দিয়া, কাঁচা অথবা Water Bath অর্থাৎ উষ্ণজলে গরম করিয়া, শিশুকে দুগ্ধপান

করিতে দেন, ইহাতে সময় সময়ে উৎকট রোগ এবং শিশুর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার অমূল্যে যিনি যে প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করুন না কেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান, ভ্রমযুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের প্রতীতির জন্য উল্লেখ করা বাইতেছে যে, কলিকাতা রাজধানীর বাহ্য বিদ্যক কক্ষচারী, কিছু দিন হইল, (Municipal Market) হগ সাহেবের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট কাঁচা দুগ্ধ পান করিয়া, ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সাধারণ পাঠকগণ বুঝুন, দুগ্ধে সচরাচর নানাপ্রকার ভাণ্ডার বাস, ওলাউঠা, টাইফয়েড জ্বর এবং অন্যান্য অনেক প্রকার রোগ-জননকারী কীটগু (Bacillus) বর্তমান থাকে। গরম জলের উত্তাপে (Water Bath) দুগ্ধ গরম করিলে সমস্ত গ্যাসাদি বিদূরিত হইয়া দুগ্ধ পরিশোধিত হয় না।

আর্য্যাবিগণের উপদেশ যে, দুগ্ধে বধেট পরিমাণ গুল মিশ্রিত করিয়া কিছুকাল জাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিলে দুগ্ধ বিত্ত্ব হয় এবং তখন শিশুর পানের উপযুক্ত হয়।

উক্তধার দুগ্ধ অর্থাৎ গরুর বাট হইতে সকল গরম দুগ্ধ এবং বৎসর জার বাটে মুখ দিয়া চুষিয়া চুষিয়া দুগ্ধ পান করা অতি বাধ্য কর; এই সমস্ত ব্যবস্থা শিশুদিগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। ইহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা এ প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। গরুর বাটে বা থাকিলে বা গো-মোহনকারীর হস্ত কতাদি রোগে দোষিত থাকিলে, দুগ্ধে পূর্বের অংশ অপূরীকণ বস্ত্র সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য এই প্রকার কাঁচা দুগ্ধ দূরে থাকুক, জাল দেওয়া দুগ্ধও শিশুর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

আধুনিক বিজ্ঞান এতকাল পূর্বে এবং

আর্য্যাবিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্বে বুঝিয়া গিয়াছেন,—আম্রবৎ সেবা না করিলে অর্থাৎ আমরা যে প্রকার বিত্ত্ব বায়ু সেবন করি, পরিষ্কার এবং উচ্চস্থানে বাস করি, পবিত্র ও পুষ্টিকর আহার করি, এবং স্নান করিয়া শরীরের বল পরিষ্কার করি, গরুকে তত্ত্বপ ভাবে নিজের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন না করিলে, কখন বিত্ত্ব পুষ্টিকর দুগ্ধ পাওয়া যায় না। গো-মোহন কার্যও বিশেষ পবিত্রভাবে করিতে হয়। আজকালকার বাবুদের মত চাকরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। একপে বাহার কিছুমাত্র বিচারশক্তি আছে, হিন্দু হও, মুসলমান হও, খ্রীষ্টান বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হও, বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝ যে, গর্ভসহত সংস্কার বিত্ত্ব না হইলে এবং শিশুর আহার পবিত্র এবং পুষ্টিকর না হইলে, কোন ভাতি কখন পারীক্ষিক বা মানসিক উন্নতি করিতে পারে না। বিত্ত্ব দুগ্ধের অভাব সর্বদেশে, সর্বজাতিতে, সর্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অমূল্যব করিতেছেন, এবং এই গুরুতর অভাবের জন্য প্রত্যেক জাতিগত অবনতি (Race degeneration) হইতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন তখন আমাদের ভারতবর্ষের সর্বসম্প্রদায়ের লোক একত্র হইয়া গুরুতর আন্দোলন করিয়া সর্ব-সম্প্রদায়কে বুঝাইতে হইবে যে, গাভী ও ছাগী দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর জীবন রক্ষা হয়, সুতরাং গাভী ও ছাগী হত্যা আইন দ্বারা বন্ধ না করিতে পারিলে, কখন এই জাতিগত অবগতি নিবারণের দ্বিতীয় উপায় নাই।

বিস্তাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ফুলিবেন না।

## ঝিঝুক ও মাইপোষ ব্যবহার।

কত কাল হইতে ঝিঝুক করিয়া শিশুকে দুধ পান করাইবার প্রথা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা বড় চক্কর। এই দোষকর প্রথা বৈদিক কালের প্রথা নহে বলিয়া মনে হয়। বাহা হউক, আজ কাল অজ্ঞান প্রভৃতি এবং ধাত্রীগণ এই প্রণালীতে শিশুকে দুধ পান করাইয়া, তাহাদিগকে কতপ্রকার রোগপ্রবণ করিচ্ছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সন্তোজাত শিশুই হউক, আর তরুণবয়স্ক শিশুই হউক, তাহাদের ক্ষুধা অল্পসারে পরিমিত দুধ পান করান নিত্য আবশ্যক; কিন্তু প্রত্যেক শিশুর বাড় (Development) অল্পসারে, কত পরিমাণ এবং কত সময় (ঘণ্টা) অন্তর শিশুকে দুধ সেবন করাইতে হইবে, ইহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার; তখচ একটি নিয়ম অনুসারে মাতৃসুতনদুধ বা তাহার অভাবে ধাত্রীসুতনদুধ সেবন করা অতি আবশ্যক। আর যে স্থানে উভয় প্রকার সুতনদুধের অভাব হয় এবং বাধ্য হইয়া গো কিংবা ছাগদুধ পান করাইতে হয়, তখার কখনও ঝিঝুক করিয়া শিশুকে দুধপান করিতে দিবে না, চির আধা-প্রাণাসারে পলতে করিয়া দুধপান করিতে দিবে। পরিষ্কার একটি বাটির মধ্যে দুধ রাখিয়া, ঐ দুধে পরিষ্কার প'লতে ভিঝাইয়া, তাহার একটি অস্ত বাটির মধ্যে কেলিয়া দিয়া, নিয়মিত একপভাবে খুলাইয়া দিবে যে, কৈকিন আকর্ষণে (capillary attraction) আবশ্যকতা অনুসারে প্রতি এক বা দুই সেকেন্ডে এক এক কোঁটা করিয়া দুধ পতিত হইতে পারে। এই অবস্থায় শিশুর মুখে ঐ পলতা দিলে শিশু তাহার ক্ষুধা অনুসারে, আপন ইচ্ছায় দুধপান করিতে থাকিবে। এই অতি প্রাচীন প্রথার অলঙ্কার

করিয়া আধুনিক মাইপোষের (Feeding Bottle) আবিষ্কার হইয়াছে। এই মাইপোষের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা সহজ নহে। মাইপোষের নল ও বে অংশ শিশুর মুখে থাকে, তাহা সোডা ও গরম জল দিয়া উত্তম-রূপে পরিষ্কার করিতে পারিলে, মাইপোষ ব্যবহারের সমস্ত বিপদ দূর হইল, এমন নহে; পরন্তু শিশুর বয়স, Development অর্থাৎ বাড় এবং পরিপাকশক্তি অনুসারে মাইপোষের মুখের অংশের ছিদ্র কমবেশী করা নিত্য আবশ্যক। সূচিকংসক নাড্রেই ইহা অবগত আছেন যে, অনেক শিশুর হুনিবার উদগারন বোগে, সর্স প্রকার ঔষধ বন্ধ করিয়া, মাত্র মাইপোষের মুখের ভাগে দুধ-নির্গমনের ছিদ্র ছোট করিয়া দেওয়াতে অনেক শিশু আরোগ্য হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মাইপোষের মুখের অংশের ছিদ্র বড় থাকিলে, ঝিঝুক দুধ খাওয়াইবার মত অধিক পরিমাণ দুধ এককালীন শিশুর উদরস্থ হইয়া, উদরাময় রোগ জন্মায়। বাহা হউক, হেচিনসন প্রভৃতি সুবিখ্যাত বাল-চিকিৎসকগণ পরামর্শ দেন যে মাইপোষ দুধ পূর্ণ করিয়া উন্টাইয়া ধরিলে মুখের অংশের ছিদ্রপথে যদি সেকেন্ডে এক কোঁটা করিয়া দুধ পতিত হয়, তবে সেই প্রকার মাইপোষ আদর্শ মাইপোষ বলিয়া বুঝিবে। এই ছিদ্র ময়লা ও দুধের সর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং শিশুকে দুধ পান করাইবার পূর্বে প্রতি সেকেন্ডে এক কোঁটা করিয়া দুধ পড়ে কি না দেখিতে হইবে। আর যে সমস্ত মাতা বিলাসিতার অহুরোধে অপত্যস্নেহের মাধুর্য্য ভুলিয়া যান নাই, যে সমস্ত মাতা বি-চাক্ষুণি বৈতনভোগী কৃত্যগণের উপর স্বীয় সন্তানের লালন-পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, যে সমস্ত মাতা সন্তানের পালন করা পরমান্বের বিধ

বলিয়া মনে করেন, বাহাদের স্বীয় সন্তানদের অভাবে শিশুকে বাধ্য হইয় পত-দুধ পান করাইতে হয়, তাহারা য য প্রাণের সম-তুল শিশুকে অতি যত্নের সহিত উপরোক্ত পলিতা প্রণালিতে দুধ পান করাইবেন; কখন মাইপোষে দুধপান কবাইবেন না। কারণ একটুকু বড় করিলে পলতা প্রণালীতে যে প্রকার পবিত্রতাবে, শিশুর ক্ষুধা এবং বয়স অনুসারে দুধ শিশুমুখে পতনের পরিমাণ নির্দেশ করা যায়, মাইপোষে তদ্রূপ হয় না। মাইপোষ পরিষ্কার করা অতি দুরূহ কার্য্য, বিশেষ সতর্ক না হইলে কেও এই কার্য্য অসম্পন্ন করিতে পারে না। ধোপার ঘরের ধোয়া (ছোয়া) কাপড় পুনরায় উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, ধোপার ক্ষয় ভাল করিয়া বিদূরিত করতঃ শুকাইয়া রাখিবে; পরে অব-সর অনুসারে একদিন কতকগুলি উপযুক্ত প'লতে প্রস্তুত করিয়া, খুলা লাগিতে না, পায়ে একপস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে শিশু যতবার দুধ পান করিবে, ততবার একটি করিয়া প'লতে ব্যবহার করিয়া এবং পানান্তে এই প'লতে ফেলিয়া দিবে। মাইপোষে এই প্রকার বিতৃষ্ণতাবে কখন শিশুকে দুধপান করান যায় না।

শিশুকে দিবসে কতবার দুধ পান

করিতে দিবে?

শিশুকে দিবসে কতবার দুধ পান করিতে দিবে, ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের একটি গুরুতর সমস্যা। এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাকিলেও, আধুনিক প্রধান প্রধান চিকিৎসক-গণের অনুমোদিত শিশুদিগের দুধপান করিবার সময়নির্ণায়ক তালিকা সাধারণের জ্ঞান-নার্থ প্রদত্ত হইল:—

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## শিশুর দুগ্ধপান করিবার সময়- নির্ণায়ক তালিকা।

এক মাস বয়স—দিবা ৬টা, ৮টা, ১০টা, ১২টা, ২টা, ৪টা, রাত্রি ৬টা, ৮টা, ১০ এবং ১২টা।

এক মাস হইতে দুই মাস বয়স—দিবা ৬টা, ৯টা, ১১টা, ১টা, ৩টা, ৫টা, রাত্রি ৭টা, ৯টা, এবং ১১টা।

দুই মাস হইতে চারি মাস—দিবা ৬টা, ৯টা, ১২টা, ৩টা, রাত্রি ৬টা, ৯টা, এবং ১২টা।

চারি মাস হইতে ছয় মাস—দিবা ৬টা, ৯টা, ১২টা, ৩টা, রাত্রি ৬টা, এবং ৯টা।

ছয় মাস হইতে নয় মাস—দিবা ৬টা, ৯টা হইতে ১০টা, ১১ হইতে ২টা, ৫ হইতে ৬টা এবং রাত্রি ৯ হইতে ১০টা।

নয় মাস হইতে বার মাস—দিবা ৬টা, ১১টা, ২টা, রাত্রি ৬টা, এবং ১০টা।

এই তালিকা দ্বারা বুঝা যায়, জন্ম হইতে চারি মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত ২৩ ঘণ্টা অন্তর দুগ্ধ সেবন করাষ্টবার ব্যবস্থা আছে। আর চারি মাস হইতে ছয় মাস পর্যন্ত রাত্রি ৯টা, আর ছয় মাসের পর রাত্রি ৯টা ১০টা পর্যন্ত আহার দিবার ব্যবস্থা আছে। এক্ষণে বীহার বৃদ্ধিবার শক্তি আছে, তিনি আমাদের বৃদ্ধিতে পারিবেন যে, শিশু কীদিলেই দুগ্ধপান করান কত অনিষ্টকর। সর্বোপরি এদেশস্থ অজ্ঞান মাতা, পিতা, এবং ধাত্তোসকল শিশুর অল্পবয়সী বয়সে, অল্প-বয়সী মাতার, অল্পবয়সী বাবু এবং অল্প-বয়সী অধিক রাতে দুগ্ধ পান করাইয়া, প্রতি বৎসর কত সহস্র শিশুকে অকাল মৃত্যুর মুখে পতিত করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে!

ইহাতে এক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হই-

তেছে যে, শিশু যদি রাত্রিতে কীদিলে থাকে এবং তাহার আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তবে আমরা কি করিব? এষ্ট প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে অধিক রাতে শিশুকে কোনক্রমে আহার দিবে না।; যদি নিত্যন্ত আবশ্যক হয়, তবে তাহাদিগকে বিত্তজালপান করিতে দিবে। বিত্তজাল সর্বদানে পাওয়া যায় না, এমনকি পানীর জল দিনের মধ্যে যে কোন সময় হউক অর্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত জ্বাল দিয়া ছাঁকিয়া বোতলে করিয়া রাখিয়া দিবে; শিশু এই প্রকার জল অধিক রাতে পান করিলে তাহাদের কোন প্রকার অন্ত্র হইবে না।

## শিশুর প্রতিবারে দুগ্ধ-সেবনের নিয়ম।

শিশুকে কত পরিমাণ দুগ্ধ প্রতিবারে পান করিতে দিতে হইবে ইহার, একটা নিয়ম স্থির করা আধুনিক বিজ্ঞানের অতি গুরুতর কার্য। এক্ষণ পর্যন্ত ইহার পরিমাণ নির্ণয় হয় নাই; কেন না বিজ্ঞানবিদগণ বহুকালব্যাপী পরীক্ষার পর বুঝিয়াছেন যে, ছোট বড় বহুসংখ্যক শিশুর পাকস্থলীর (Stomach Capacity) “খোল”—অল্প-সময় ৯ ড্রাম হইতে ১১ ড্রাম পর্যন্ত এক মাস বয়সে (কম-বেশী) প্রায় ২ আউন্স আর তিন মাসের শেষে প্রায় ৫ আউন্স হয়।

এক্ষণে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, উপরোক্ত বিচারে শিশুর খোরাকের পরিমাণ কখন নির্দেশ হয় না। কেন না শিশুর বয়স অনুসারে প্রত্যেক শিশুর খোরাক বৃদ্ধি হয় না, পরন্তু বাড় (Development) অনুসারে প্রত্যেক শিশুর খোরাক কমবেশী হয়। সুতরাং বহুদর্শিনী গৃহীণীদের বিচারের উপর ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাই আর্থাভিগণ বহুসংখ্যক বৎসর হইতে কর্তব্যার্থ-পরায়ণা মাতা

(Good Mother) ইহাও যে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমরা—অধিকাংশ দেশস্থ কৃতবিদ্যা সাহিত্য-সেবীদের—সামাজিক জ্ঞানের অভাবে দিন দিন ক্রমশঃ হারাইয়া এক্ষণে একেবারে হারা-ইতে বসিয়াছি। ইহারা কতগুলি কুকটিক নাটক প্ররচনা করিয়া, তাহাতে স্ত্রী-পুরুষের কামাকর্ষণকে প্রেমাকর্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া আমাদের সমাজে বহুল প্রচার করিয়া-ছেন। তাহার ফলে, দেশস্থ শিক্ষিত লোক-সকল কমবেশী বাসনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সহজে বুঝা যায়, যে জাতি বাসনানন্দে মাতোয়ারা রহিয়াছে, তাহারা কি কখন কোন প্রকার কর্তব্যার্থ প্রতিপালন করিতে পারে?—কখনই নহে। তাই আমাদের সমাজ-খিলাতীসমাজে পরিণত হইতে বসিয়াছে। তাই আমাদের গৃহলক্ষীগণ সে কালের গৃহিণী-দিগের ন্যায় গৃহকাধ্যে অল্পপয়স্ক হইয়াছেন। তাই আমাদের গৃহলক্ষীগণ সন্তান-পালন-কাধ্যে বহুদর্শিতা জ্ঞান একেবারে হারাইতে-ছেন। হায়, দেশের কি ছদ্দিনই উপস্থিত হইয়াছে! তাই জগতের মধ্যে বঙ্গদেশে শিশুর বৃত্তাসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে।

## সাপের অভিনব ব্যবহার।

কিছুদিন আগে হুগলীর সবজজের কোটে একটা মকদ্দমা হয়েছিল, তাতে একজন মহা-জনের খাতা আদালতে দাখিল কর্তে হয়। তাতে অন্ততঃ খরচের সঙ্গে নানা জাতীর সাপ খরদের মূল্য ৫০০ টাকার একটা খরচ লেখা ছিল। এই সকল সাপ নেপালের সীমান্ত প্রদেশের জঙ্গল হতে আমদানী করা হতো। বিশেষ: অল্পসংখ্যক প্রকাশ হয়েছিল যে, সেই সকল সাপকে গরম জলে ফুটিয়ে ফুটিয়ে গলিয়ে ফেলা হতো, তারপর চর্চি বাঁধ হ’য়ে জলের

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

উপর ভেঙ্গে উঠতো। সেই চর্কি স্বতন্ত্র সঙ্গে ভেঁজাল দিয়ে বী বলে বিক্রী হতো। বাঙ্গালী এমন কত যে সাপের চর্কি খেয়েছে, তার কুল কিনারা নাই। এখনও যে সে কাজ কোথাও না চলচে, তাই বা কে বলতে পারে। উপরোক্ত ব্যবসায়ের ছিল মুসলমান চর্কি বিক্রেতা। বী বাঙ্গালীর খাওয়া চাই, তাতে সাপের চর্কি আর মরা বাজুয়েরই চর্কি থাকুক, স্বতন্ত্র ভোজনে বাঙ্গালী ভাইসকল চর্কাক নৌতির গোঁড়া হলেও গাভী পোষে না। বাবুগিরিতে ১৫ টাকা দামের জুতো কিনতে মটর চড়তে, ২৮ খিরেটারে যেতে অনেক পরসা খরচ কর্তে পারবে, কেবল পারবে না গরু গৃহে হুখ বী নিজের ঘরে উৎপন্ন কর্তে। মাড়োয়ারীরা পরকে চর্কি ওয়ালা বী বেচে ক্রোড়পতি হয়, কিন্তু নিজেরা খুব ভাল বিনুজ বী খায়। গরু পোষে, গো-বন্ধার ওজ্ঞ এরা অনেক টাকা ব্যয় করে। একশো জন বাঙ্গালী বাবুর মধ্যে হয়তো ৩০ জন গরু রাখে, বাকী ৭০ জন বাজারের হুখ কিনে খায়। বাঙ্গালী শিশু মড়কের এও একটা বিশেষ কারণ বলে চিকিৎসকগণ প্রকাশ করেছেন। প্রতি গৃহে গো-পালন করে খাঁটী হুখ বী পাওয়া যেতে পারতো। সে দিকে কৈ অনেকের মতি গতি যায় না। তাই ভেঁজাল খাওয়া বাঙ্গলা আজ পরিপূর্ণ, বাঙ্গালী ক্রম মরণের পথে চলছে—তার হ'স নাই। সেকালের ধর্ম যে গৃহে গাভী না থাকতো, সে গৃহ অপবিত্র বলে জ্ঞান করা হতো। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে সব শাস্ত্র বাক্য অবহেলা কর্তে লিখেছি।

## Business-like Nation-Building.

(CONTRIBUTED)

Nation-building is a laudable ministerial programme. This high sounding term is in itself a solace to the malaria-suffering mufasilite. But what about the carrying out of the programme? So far the only action in the direction has been the delivery of oration—lectures illustrated by lantern slides. Is that sufficient for the up building of the nation?

Malaria, poverty, and their concomitants are still devastating the population. The lectures are not improving matters in any way. The manhood of Bengal is being sapped by a steady and incessant process of destruction. Insufficient food is no doubt an active element of this undermining process. But the main fountain head from which proceed death and depopulation is the accursed malaria. Instead of illustrating abstract theories by lantern lectures which go the way of all lectures and orations that are nothing but sound, the Hon. Minister would be taking a definite step towards checking the process of destruction at work, if he

picked out some mufasil areas and introduced sanitary measures with a view to saving the population from premature death.

Let me give an illustration. I wish I could take a snapshot of the place and its people and hold it up before the kindly Ministerial eye as well as the eyes of the public. Verily, I believe, that illustrations like that could do much more good than the illustrated lantern lectures. There is a big village named Faridpore on the Eastern border of Murshidabad, the district which claims, as statistics show, the largest number of deaths from malaria. This place is calculated to serve as a model showing devastation and depopulation. Within the last decade, its population has been reduced by a quarter. Malaria, of course, is the main agent. But there are other agents also which are taking their fair share of the destruction. Your idea of a malaria patient must be associated with a thin attenuated body. But in this village, emaciation has a peculiar aspect. There is none here who is wholly thin. Indeed, there is thinness in the extreme. But the *tout Ensemble* of the figure belies that idea. Every one, at least of the

*Bhadralogue* class who appears in shirt and coat, looks fat. But this fatness is in the belly. Indeed, I am sure none, who has not seen the place, can have even a remote idea of such a big village populace having the universal appanage of an enlarged spleen grown so enormously as to give the false notion of fatness in each and every case. Verily on the occasion of a feast which I attended, the host was at pains to make out which of his guests had already partaken of the feast and which had yet to sit to dinner—the bellies had the invariable appearance of being full as after a heavy meal!

I am not joking. I met a remarkably curious figure of a Mahomedan youth. He said his name was ‘Gonesh.’ Indeed none could tell his age—not even the cleverest medical man. His stature is that of a small boy. But his face betrayed maturity. His arms and legs were all bones. The rest with the exception of the head is all belly. I felt his skin—hot at a temperature of at least 105 Fahrenheit. I asked—“How old are you?”—“16 years”—was the answer. ‘How long have you been like this?’—was my next question. “From

childhood, Sir”—was the immediate answer. “How long have you got that fever?”—“Fever” ejaculated the figure rather surprised—I do not know any fever. My skin is always like that.” Now fancy, what it means—105 temperature “Normal!”

The village illustrates the “Tapoban”—i. e. the front where recluses of old used to retire. Indeed, it is full of jungles interspersed with large ponds overgrown with tall weeds. The water is unfit for human use. But it has to be used. These water receptacles, besides serving as the power house of malaria. Shelter snakes and alligators—snakes of no common description. One of them, that was killed some years ago while devouring a goat, measured as many as 13 cubits. The alligators, amphibious brutes, finding perhaps no food in the water, get on land and chase men and animals and have upto now caught some of the latter, who outnumber the former. The snakes of which the village can boast as proudly as a zoological garden rich in its reptiles, lighten the population to some extent

year after year. So do tigers and leopards.

So far about the village itself. The means of communication are quite as bad. The railway is 28 miles away. This distance is covered in bullock and buffalo carts. The route is intersected by as many as 4 waterways. There is no charitable dispensary of the District Board within an area of 24 miles. Should not the Hon. Minister go beyond lecturing and do something tangible to building the nation by saving its body from slow but sure death?

Should he not, unlike a theorist and like a man of business, start some real work with one of these villages which abound in the province? It is one thing to talk and another thing to do. Talk we have had enough of. Does not the Hon. Minister himself feel a sense of satiety so far as talking is concerned? He should not only speak business like a real business men, if speaking is at all necessary prior to working, and formulate a definite scheme to combat malaria, the all devouring enemy of Bengal. Instead of keeping at a safe distance, why should he not Visit the rural areas in the

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে তুলিবেন না।



process of depopulation and take step to remove the root cause of premature death and wholesale depopulation? The hoary headed minister ought to do some substantial work before he lays down his office. But it is a pity that no beginning has yet been made. Can we expect him to rise enqual to the occasion and give a tangible proof of his love of his country and his contrymen by introducing sanitary measurcs with a view to saving his fast dying out Bengalee nation even before the building up. Lest the proud programme of nation building remain on paper and before it is ripe for being carried out, the materials which are to constitute the nation are effaced off the face of the earth.

K. C. Sircar,

Calcutta.

**বালসুখ**  
 দুর্ভোগ, মারি ও চির রুগ্ন বালককে  
 বন্ধনমুক্ত ও গৌরব করিবার  
 পক্ষে "বালসুখ" ই একমাত্র  
 যথার্থ ও সিদ্ধি উপায়।  
 মনো প্রসিদ্ধি বিখ্যাত ও সাক্ষ্য প্রাপ্ত।  
 প্রায় ৫০ বছর  
 সুখস্বাস্থ্যকর কোমল গুণবান।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অধুনা ডাকমাওল বৃদ্ধি হইয়াছে, চিঠি  
 বামে লিখিতে ১০, পোষ্টকার্ডে লিখিলেও  
 ২০ পরমা লাগে, বোধ হয় সকলেই অবগত  
 আছেন। সেই জন্য সাধারণকে জ্ঞাত করা  
 বাইতেছে যে, উত্তর পাইবার আশা করিলে  
 চিঠির ভিতরে ১০ আনার টিকিট দিতে  
 হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে  
 না। কাজ কর্তৃক জ্ঞাত যেখানে আমাদের  
 প্রকৃত উত্তর দেওয়ার আবশ্যক, সেখানে  
 আমরা উত্তর নিজেদের টাম্প খরচ করিয়াই  
 দিব। কিন্তু অসুস্থস্বাস্থ্যাদির জন্য উত্তর পাই-  
 বার আশা রাখিলে প্রত্যেক চিঠির ভিতর  
 ১০ আনার টাম্প উত্তর পাইবার জন্য অতি  
 অপ্রস্তুত হইবে, নচেৎ উত্তর দেওয়া হইবে  
 না। এইরূপ enquiryর পত্র আমাদের  
 অভিশয় বেশী হইয়া থাকে ও হইতেছে।  
 যখন ডাকমাওলের ব্যয় কম ছিল, তখন পত্র  
 পাইয়াই বরাবর উত্তর দিয়া আসিয়াছি।  
 বলা বাহুল্য, এখন অভিশয় ব্যয় বাহুল্য হই-  
 তেছে এই জন্য উত্তর পাইবার জন্য টিকিট  
 দেওয়ার আবশ্যক।

কার্যাবধি।

"কালের লোক"

## শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

পাক্ষিক পত্রিকা "সনাতন" প্রাবণে

বাহির হইবে।

ম্যানেজার—৪১ মল্লিকা লেন, বহুবাজার,

কলিকাতা।

## সহজ শিল্পপ্রস্তুত প্রণালী।

**Brown Shoe Polishes**

( Paste. )

ব্রাউন জুতার পালিস (পেস্ট)

হরিদ্বর্ণের মোম	১ আঃ
পাম্ অয়েল	১ আঃ
ভারপিন তৈল	৩ আঃ

গরম জলের তাপ্ণায় একটা মুখবন্ধ পারে  
 উত্তমরূপে গালাইয়া ফেল, তাহাকে রং কবি-  
 বার জন্য ব্রাউন্ লাক্‌কিন্ পাঁচ গ্রেণ মাত্র  
 মিশাইলেই ইহা আটা আটা হইবে, তখন  
 টানের কোটার পুরিয়া বিক্রয় করা বাইতে  
 পারিবে।

## দ্বিতীয় প্রকার

( তরল। )

হরিদ্বর্ণের মোম	৪ আঃ
পটাস্ কার্বনেট	২ আঃ
হরিদ্বর্ণের সাবান ( বারসোপ )	১২ আঃ

এই গুলিকে অগ্নির উত্তাপে বেশ গালাইয়া  
 ফেল, তাহার পর ইহাতে —

স্পিরিট টারপেন্‌টাইন	৫ আঃ
ফস্ফাইন	৪ গ্রেন্
জল	আধ আউন্স

ফস্ফাইনকে প্রথমে জলে দ্রব করিয়া বাকী  
 গুলি দিয়া সুন্দর এবং সর্বোত্তমভাবে মিশা-  
 ইয়া উপরোক্ত উত্তম মিশ্রণটির সহিত মিশা-  
 ইয়া ফেল, মীতল হইলেই বোতলে রাখিয়া  
 লেবেল দিয়া বিক্রয় করা বাইতে পারে।

পুরাতন "কালের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুল বিতরণ।

## কামশাস্ত্র।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতগুলি স্বাভাবিক নিয়ম বধ্যবধরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

### আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা তবৈধ ইচ্ছায় সেবনের ফলে জননেদ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছার গুরুপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজবিনী করে। সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বথেষ্ট সহায়তা করে

মূল্য ৩০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

### কাসান্তক

এই বটিকার নাম বেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা বক্ষা, ক্রম, হাঁপানী, শ্বসনজন, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও কুসকূসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্তান্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্রম, বক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্ত সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুলা মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

### হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রজাঙ্ক। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্টীট, কলিকাতা।

কাজের লোক অফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫৭এ মেছুরাবাজার ষ্টীট, কলিকাতা, নিউ সরকারী প্রেসে ত্রিশারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

## সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, ( মুর্গীহাটা ) কলিকাতা ।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মধ্যে নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
সহ করিয়া লিখিবেন।

### নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

বৃন্দন গ্রাহক হইলেই কাজের লোকের মূল্য ২৫% এবং নাত্র ৫% অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে  
পাইবেন। মকঃমলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাওল সহিত লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**W**HOLESALE buying agencies undertaken  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Boots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries  
China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographic and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,  
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Orders from £10 upwards.

Consignment of Produce Sold on Account

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established in '41)

41, Abchurch Lane, London.

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং পুজার নূতন রেকর্ড ।

উৎকৃষ্ট সীজন করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতি ব্যক্তি দ্বারা সুর বাজা—বাজারে  
হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অত্র আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন,  
তবে অন্যত্র হইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

#### গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

#### গ্রামোফোন সেরামণ্ডের কাজ।

মেশিন পার্ট এবং মেনু প্রিং বুকের জন্য চূর্ণ ল্যা হওয়ার অনেকে মেশিন সেরামণ্ড করিতে  
পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন সেরামণ্ডের উৎকৃষ্ট  
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন সেরামণ্ডের জন্য পাঠান, অল্প মূল্যে, সুলভে  
সেরামণ্ড হইবে।

১৫ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একজে পাঠাইলে পোটেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাক্স ৫০, আপানী ১০, কোনো কোনো পিন ১০ বাজ। পাইকারী  
কয়ের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, লেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১, সি. স্ট্রীট, ( মার্কেটাইল বিদ্যুৎ ) কলিকাতা।

## সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট—কলিকাতা।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের ত্রাসাত্ত্ব।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে জ্বরজ্বর জ্বর উপকার করে। গ্রীবা ও বকৃত রোগে অমৃতাদি বটিকার শক্তি অতীব অমৃত।

১ কোটা ১ টাকা ০ কোটা ২৪০

১২ কোটা ১০৭

### মকরধ্বজ।

আমাদের প্রস্তুত স্বর্ণধ্বজ বড়গুণ বলি অমৃত মকরধ্বজ সকল রোগেই ব্যবহাধ্য।

ইনকলুয়েন্স রোগে ইহা মন্ত্রশক্তির জ্বর কার্য করে

১ সপ্তাহ ১৭ ১ তরি ২৪ টাকা।

### জবাকুম্ভ তৈল।

শিরোরোগের মহোষ

গুণে অমৃতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পকণা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে।

১ শিশি ১৭ ৩ শিশি ২৪ ৬ শিশি ৫৭

১২ শিশি ২৪০ এক গ্রোস ১০৮ টাকা।

ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।

### সুরবল্লী কষাই।

রক্তদুষ্টির মহোষধ।

সুরবল্লী কষাই সেবনে রক্তের বাবতীর দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কান্তি পুষ্ট ও লাভ্য বর্দ্ধিত করে। এই সালক সকল রক্তেই সেবন করা যাইতে পারে। আবাল্য বৃদ্ধ বনিষ্ঠা কাহারও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১৪০ ৩ শিশি ৩৮০ ১২ শিশি ১৫৭

ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।

## খোকসিনা

আদিতীয় বৈজ্ঞাতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা বহু দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২১৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা দ্বারা কলপ্রদ। সজিত শোণিতকে অলৌকিক শক্তিবিদ্যুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগ্য আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৮০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফের—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

## ক্রী কালিমাতার স্বপ্নাদ্য আশ্চর্য কলপ্রদ ২১ মাছনী।

হুড়া গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহনিনের ও বহ লোকের আনিত ও পরিচীত। একটা খেতের ব্যামোর। অপরটা বাতের। ধারণ মাজেই নুতন পুরোণো সব রকম খেতের ব্যামো এবং বাত মাজেই এমন কি বাড়ে পক্ষ হলও এই মাছনী ধারণে নির্দোষ ভাল হইবেন। প্রতি মাছনী ১০ ডাঃ মাঃ ৪টা পর্যন্ত ১০।

একশীরা কুরণ্ড প্রভৃতি কোষবৃদ্ধি এবং বোগী, কুঁচকী, গোধ, গরগণ্ড, বহ দিনের স্বায়ী আব, বিবাক্ত বড় বড় কোড়াদি যদি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণার, এবং কোন রকম বাধা না করে নির্দোষ ভাল কর্তে চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাহাড়ী গাছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত তরল সার ব্যবহার করুন। যন্ত্রপাতির মত উপকার পাইবেন। খাবার ওষুধ নয়। কেবল লাগাইতে হয়। দাম প্রতি শিশি ২ হুই টাকা ডাঃ মাঃ ১০। ডাক্তার এ সি বিশ্বাস,

হুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ হুগলী।



## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্ত ঐশ্বর্য না হইলে চিকিৎসাকার্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য বিত্ত—টাকা, আমেরিকার এসিড ঐশ্বর্য প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতমান ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বার, এম ডি; জে, এন, বোম এবং ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার বসু, এল, এম, এস; নিতাইচন্দ্র হালদার এল, এম, এস; কীরোর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ আমাদের ঐশ্বরের বিত্তভার জন্যই আমাদের ঐশ্বর্য ব্যবস্থা করেন।

মূলতঃ পরমা বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচে না—এইটাই চঃখ। আমাদের হালদারটিংচার ১০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ১০। দ্বিবার করে আশ্রয় পাবি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউন,

১০ নং হ্যাটিন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট অংশ, ব্রাক—৪৫ নং ভয়েলেন্সি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

## MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

## EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied;

## STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

## DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4

ENGLAND.

established 105 years.

## Success Comes Easy

after reading our two volumes of  
'Businessman, 1914—1915.

They start you right and contains inside informations that is most valuable. They speak right to the point about the many necessary things you need to know and put you on the proper need to a real humming success. Sent prepaid for Rs. 2/8 for Two Big Volumes. Only for Bengali gentlemen. If you are not satisfied after reading—return the books after a week, your money will be refunded at once.

Manager

'Businessman'

2, Rjendra Dutta Lane,  
Howbazar, Calcutta.

## পশু-চিকিৎসার পুস্তক

## গৃহ-সংখ্যা

৩০ আনা ৫ ডাক টিকিতে পাঠাই।

শ্রীনিলমল বার,

৪ নং উইলিংটন লেন, কলিকাতা।



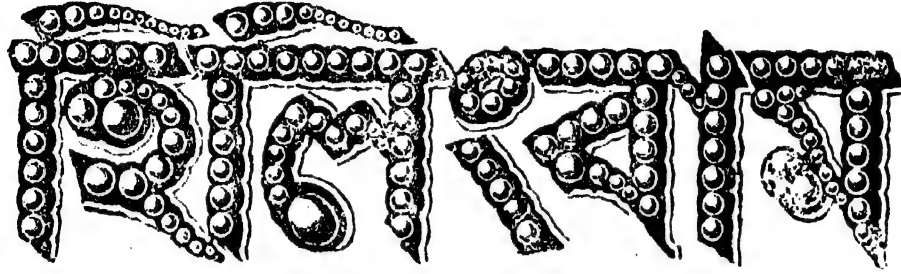
সুরমার বিজ্ঞাপনের জন্য।

# ঢাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা ! কাজের লোক

হিসেব করে তাই একটি পরমাণু অপব্যয় করেন না

এক রোগের হ্যাঁচবি ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটিই দেখে বুঝে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, গামখা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা অমুদে কিছু থাকে কি? বা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মদলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না ত'য়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা বীরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সকলপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সব্বাসাদিসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাতাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্র'ত্ন মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সম্ভ্রাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রবাসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩, মাঝারী ২০০, ছোট ১০০।

আর, লগিন এও কোং—মানুক্যাক্চারিং কমিউন্স্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চোমাখা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## “কাজের লোকের” বিজ্ঞাপনের হার।

১. কতাপিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
২. ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১২ টাকা ধরা হয়। সং বাবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।
৩. কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ে পরিবর্তন করা হয় না।
৪. Display অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য দিওন।

### সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ .	৫ .	৪ .	৩ .
৩ .	৩ .	২ .	১ .
১ কলাম	৩ .	২ .	১ .
২ .	১০ .	৮ .	৬ .

১৫ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মকস্মলের বিজ্ঞাপনের সমস্ত

টাকা অগ্রিম দেয়। সল্লিমেণ্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্যাব্যাহক

“কাজের লোক”।



## আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মন্থন হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের স্থালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকাংগে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব দুরূহ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধায়ন, অধিক চিন্তা, সর্বাধিক শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ শৃঙ্খলে চিন্তের প্রকল্পতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১, এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডুল সাত আনা।

## উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত কইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদেরকে লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের তীব্র কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্থনক্রিয়া ক্রিয়া করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২, দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডুল দশ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীটনষ্টকরবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে

মসা মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মূহুর্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN

6.7  
No 360  
30/9/22

## ফরোজ মোহ

Edited by S. P. Chatterjee.

১৬শ বর্ষ,  
৫ম সংখ্যা।

New Series  
July, 1922,

নতুন সংস্করণ।  
জুলাই, ১৯২২।

Vol. XVI.  
No 7



### শানমেটো।

### SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিব্বারক  
সকলপ্রভেদ বলাকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবহৃত করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রণায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অনাবিধ লগ্নাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহদ্রুতি যে কোন পীড়ার অকাল বর্ধিত্য দূর করিয়া বোঝন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদ্য কোন নেশার ভিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্দোষে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাক। উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি অণু সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

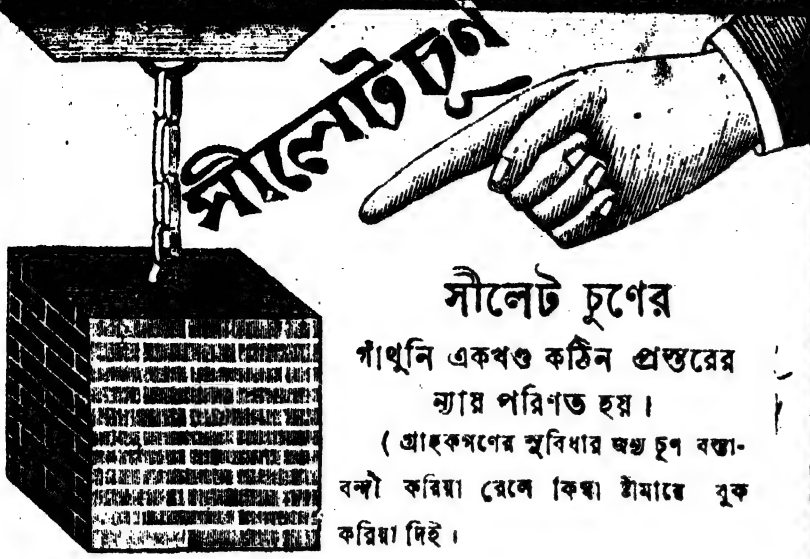
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেজ উপরে দেখিয়া লইবেন।

অন্ড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

OD. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের লোক আফিল—২ নং বারোজ হস্তর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



**সীলট চুণ**

সীলট চুণের  
গাধুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
স্থায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলের কিছা ট্রামারে বুক  
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,  
২৫ নং মোমালো লেন, কলিকাতা।

## ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একাডেমিস্ট  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালারুত, ইকল শিত্তে  
জন্ম ১৮৭০।

বাটলিওয়ালার অলকিমোরবাম, সর্গপ্রকার  
শিরঃশীড়া আঘাতজনিত ও  
বহুবার জন্ম ১৮৭০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হৃৎকলতার জন্য ১৮৭০।

বাটলিওয়ালার (কলেসোল) কলেসোল এবং  
রক্তমাশরুর জন্য ১৮৭০।

বাটলিওয়ালার আলফ কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রাম  
করিয়া) ১০।

ভারতের সমস্ত গণিতা যার।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Buliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—

BATLIWALLA, WARLI Bombay

## স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং শোথপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির সমস্ত সমগ্র  
অগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের একদল উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদের সমস্ত দুর্বলতার উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তদ্ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকাৰ্য্যতা দেখিয়া প্রচারকগণ জ্ঞান করিতেছে। ফ্রেন্সের গম্বল লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.



কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যানেজারিয়া জ্বরের  
মহৌষধ।

# জার্মলীন

সকল প্রকার জ্বরের  
মহৌষধ।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নূতন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রদ  
সেবনে পথের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।  
মূল্য ১০ আনা, ডজন ৫ টাকা। গ্রোস ৫০ ডাক ও রেল মাসুল স্বতন্ত্র  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

হেড অফিস—১২০ নং লোয়ার সারকুলার রোড,

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co., Germline Laboratory, Tale:—Germline, phone:—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messers. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C. C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, R. C.; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের সিস্ত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রোগারটরী নবোৎসর্গকৃত পুস্তক,  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা জরুরী প্রেরণসিদ্ধ। মূল্য ১ টি পি স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার, “কাজের লোক,”

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

বদি ঘরে বসিয়া ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ  
পাইতে চান—তবে আমাদের সঙ্গে  
পত্র ব্যবহার করুন।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর বাণিজ্যিক হাত-  
ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, চুরি, কাঁচি, ক্ষুর, ফাগছ  
কলম—ঔষধ পত্র—ছবি, বই, খেলনা।  
হেপেদের জল উড়ো জাহাজ চলন্ত ইমলপ,  
এক্সিন, বৈজ্ঞানিক ছোট কলকারখানা ইত্যাদি  
ও অখ্যাত অনেক জিনিষ গ্রাহকের পছন্দমত  
ভাঙ্গে সরবরাহ করে থাকি। কারখানার  
কনিশন মাত্র পাঠিয়া—ঠিক কলিকাতার দরে—  
কোন কোন জিনিষ আরও সস্তায় দিতেছি।  
অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে  
একবার পরখ করে দেখুন—খুসী হইল কি না।  
ঠিকবার ভয় নেই। যে কেহ এ সময়ের  
সদস্য হতে পারেন। “গৃহস্থ-সমবায়”

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম, আর,  
এ, এম্।

শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ম্যানেজিং ডিরেক্টরস  
১৫ নং খেলাংবাবু লেন, কালীপুর কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩ স্বলে ১।০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is repleted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and  
speculation.” *Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an  
excellent trade journal, devoted to useful art and  
manufacture *Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine  
is the serial publication of recipes relating to  
patent medicines and manufacture of articles of  
every day necessity, etc. We heartily wish our  
contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an  
excellent monthly and deserves wide circulation.  
The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an  
appeal, no one who would not profit in mind and  
in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে  
সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একপ মুন্দর, সুশ্লিষ্ট ও  
আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আন্তোপাস্ত পাঠ না করিলে  
প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-  
খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একপ কবি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা  
বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা  
সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন  
সম্পূর্ণা হুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া হৃৎপর্যোনাতি আনন্দিত  
হইয়াছি। ইহার শিল্প, কবি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ-  
গুলি দেহপ রোগের, সেইসমূহই উপযোগী!” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী  
বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার  
কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা  
একপ পত্রিকায় দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই  
কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা “কাজের লোক” পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে  
অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা  
করি।” ধুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাজেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্দব।

একপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক  
পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি  
জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে।  
পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন  
“বেকারের” বন্ধু। \* \* \* \* \* জ্ঞানদর্পণ।

বঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মারা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য  
শিক্ষা করে, বঙ্গালী বাহাতে সাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন  
করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়ো-  
জনীয় ত্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচর প্রভৃতি অবশ্য  
জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বঙ্গালীর এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর  
নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বঙ্গালী।

বঙ্গালীর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গ-  
বাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অজ্ঞাত অসংখ্য সংবাদপত্রও ভ্রম্যণী  
প্রশংসা করিয়াছেন, হৃৎকের বিষয়, স্থানান্তারবশতঃ সকলগুলি  
দিতে পারিলাম না।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য, সুগন্ধিভূষা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া দখলসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মকঃবলের অভ্যাসানুসারিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্বাভাবিক) বিস্তৃত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও/১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বার ঔষধ ফোটা ফেলা বস্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুগার স্লোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মকঃবলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হার্লিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিক্রী, চেন, পাশী ও ইছলী মাঝড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। খোঁতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রূক, টাইম্পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ছাপার কাজ ।

সকল প্রকার ছাপার কাজ সুলভে

তৎপর করিয়া থাকি।

ম্যানেজার কাজের লোক।

আমি

৪০ বৎসর চাউল ও ধান্যাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র সুলভে

অল্পব্যয়ে নীত্র সরবরাহ করি—পত্র লিখুন।

শ্রীফেলারাম মণ্ডল,

গলদী পোঃ বর্ধমান।

# কাভের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র ।

অসংখ্য হাতে ছেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপ জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । সুন্দর কাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পর পাঠ লিখুন ।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক লোক, লাবসায়ী এবং ধনাকাক্ষী পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপারে অল্প সময়ে ইংসারোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনারাসাধ্য উপায় সমুদ্র বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনিত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ২ টাকা ডিঃ পি স্বতন্ত্র । কাপড়ে বানান, পরিষ্কার অক্ষরে বিনাডে প্রকাশিত । যুদ্ধের অন্ত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

বেকারের উপায় ।

কাভের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপারে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য অসম্পন্ন করা যায়, এই সকলের কল্পি সন্ধিও অতি অনারাসাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু সামান্য পরিভ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোটহলক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফ্লিসকাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান । মূল্য ১০/০ আনা । ডি, পি স্বতন্ত্র ।

## ONE THOUSAND RECIPE

বিনাডী পুস্তক, সহ সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২১/০ যুদ্ধের অন্ত মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমাদের বেশী কল্পচারী নাই যে, সর্বদাই এই কাব্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় । সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাভের লোকের গ্রাহকগণের বিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । যাহা আমাদেব নাই, তেমন পুস্তকও অক্ষয় করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কবিশন শেল্ড পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাভের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ।

কাভের লোক আফিস,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা ।

## প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় ; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সাহায্য । আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি । চক্ষুর বিবরণ আমাদের কাছে যেন একবার অতি অবশ্য জ্ঞানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বক্তৃতিশীল আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই দে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং দালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

## "জিল্লীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা ।"

হুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয় ।

ঘরে ঘরে প্রচলিত ।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাসুল স্বতন্ত্র ।

ম্যানেজার "শতাব্দী"

১৫ নং খেলাংবাবু লেন, কালীপুর,  
কলিকাতা ।

How a penny became Thous-  
and Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to  
make (secondhand Book)

Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক  
সচিত্র গাহস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্যায়।	Vol. XVI.
৭ম সংখ্যা।	JULY, 1922.*	জুলাই, ১৯২২।	No. 7.

নানান কাহিনী।

### ভেবে দেখ্‌লেই চক্ষুস্থির!

প্রতি বৎসর ভারতের লোকের কাপড়ের  
জন্ম ৪০ কোটি টাকা বিদেশে চলে যায়। সেই  
টাকাটা কেমন করে যায়, একবার  
তলিয়ে দেখা যাক। প্রথমতঃ মানচেষ্টারের  
কাপড় লম্বা আশের তুলা ছাড়া হয় না, কাজেই  
সে তুলা আমেরিকার কিন্তে হয়। এটো তো  
গেল একদম আমেরিকার লাভ। তারপর  
মানচেষ্টারে সূতা ও কাপড় হবে আহাজ  
ভাড়া দিবে তা দিকে যথেষ্ট লাভ দিবে এ  
দেশে এল, তারপর এখানকার, আমদানী  
কারকদের লাভ, দালালদের লাভ, ছোট বড়  
পাইকারদের লাভ আছে। এ দেশের  
লোকের গড় আয় প্রত্যেক লোকের মাসিক  
৫ টাকা—হিসেব করে দেখা হয়েছে। তা হলে

দিন প্রত্যেক লোকের গড়ে ১০ এক আনা  
মাত্র আয়। মার্কিন দেশের শ্রম জীবনের গড়ে  
দৈনিক আয় এক ডলার অর্থাৎ ৩১/০ তিন  
টাকা পাঁচ আনা, ইংরাজ শ্রমজীবির দৈনিক  
আয় গড়ে প্রায়ই আমেরিকার মত। তা হলেই  
ভারতবাসীর দৈনিক আয় ১/০ হতে তাকে  
অল্প দেশের ৩১/০ দৈনিক শ্রমজীবিকে  
খাটাতে হচ্ছে। তবে এ দেশের দৈনিক দশা  
না হয়ে যায় কোথা। হাতে সূতো কেটে  
কাপড়ের সংস্থান করে, একটা কি কম লাভ  
হয়? কিন্তু এখনও যুম ভাঙ্গে নি—মিহি  
কাপড়ের মায়া কি ছাড়া যায়?

### বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের ভাতা।

প্রিয় পাঠক, নিচের লম্বা খরচের  
কিরিতিটা দেখে আত্মকে উঠবেন না, এটা হচ্ছে

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের ভাতার  
বৎসিকিং তালিকা। মাননীয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র  
নন্দ মহাশয়, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯২১  
সালের জাগ্রয়ারী হতে ১৯২২ সালের জুন  
পর্যন্ত সভ্যগণ কত ভাতা পেয়েছেন, এই প্রশ্ন  
করে বসেন। উত্তরে মিঃ ট্রিকেনসন একটা  
তালিকা পেশ করে ছিলেন। এটা সেই  
তালিকা। ভাতার নামে হচ্ছে (Travelling  
and halting allowance) ভ্রমণ এবং ভ্রমণ  
করিতে করিতে কোন কোন স্থানে বিশ্রাম  
জন্ম অবস্থান। মোট টাকাটা প্রায় দেড় লক্ষ  
টাকা। প্রকাশ যে, বঙ্গের নাকি কলিকাতা-  
তেও বাড়ী, তাঁরাও ভাতা নিতে ছাড়েন নি।  
কিন্তু এই ভ্রমণ এবং বিশ্রাম খরচে যে দেড়  
লক্ষ টাকা চলে গেল, এ টাকা অবশ্য বার  
টাক্সের ভায়ে মর মর, তাদেরই টাকা হতে।  
কিন্তু আমরা জানি না, তাদের কতখানি  
পার্শ্বিক সুখ, স্বচ্ছন্দতার সুবিধা এপর্যন্ত

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



হয়েছে। তারপর মস্ত্রীদের ৩৪ হাজার  
বেতন তো আছেই।

১। নবাবজাদা কে, এম আফজল

খাঁ বাহাদুর ঢাকা ৪১৫৪৮/০

২। খাঁ বাহাদুর মৌলবী এমদাদ

উদ্দিন আহাম্মদ, রাজসাহী ৩৭২৭/০

৩। খাঁ বাহাদুর মৌলবী ওয়াসিম

উদ্দিন আহাম্মদ পাবনা ২৭২৯৮/০

৪। মৌলবী আজাদার উদ্দিন

আহাম্মদ গোলসাখালি ৩০২৯৮/০

৫। মৌলবী রফিকউদ্দিন আহাম্মদ

যশোহর ১৫৫৬৮/০

৬। মৌলবী ইয়াকুব উদ্দিন

আহাম্মদ, দিনাজপুর ৪৪৬৩৮/০

৭। মিঃ এম, আহাম্মদ, কার্তিকপুর ২৩০৭৮/০

৮। মুন্সী জাকির আহাম্মদ,

নোয়াখালি ৩১১৮৮/০

৯। মিঃ সৈয়দ এরফান আলি,

হুগলি ২৩৮৫৮/০

১০। মুন্সী আমির আলি, চট্টগ্রাম ২২১৮৮/০

১১। মুন্সী আয়ুর আলি, চট্টগ্রাম ২২৩০৮/০

১২। মৌলবী হোসেন আলি বরিশা: ৬৫২৮/০

১৩। মৌলবী আরহাম উদ্দিন খন্দকার

টাঙ্গাইল ২২১১৮/০

১৪। খাঁ বাহাদুর খোজা মহম্মদ আজাম,

ঢাকা ২৮১৫৮/০

১৫। রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বানার্জী

বীরভূম ১২৫২৮/০

১৬। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রংপুর ৩৩১৮৮/০

১৭। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

ধরমপুর ৩২১২৮/০

১৮। শ্রীযুক্ত কিশোরী বোহন চৌধুরী

রাজসাহী ৩৩২০৮/০

১৯। শ্রীযুক্ত টকনাথ চৌধুরী মুলবার ২১৩৪৮/০

২০। খাঁ বাহাদুর মৌলবী হাকিমর রহমান

চৌধুরী, বগুড়া ৩১৬২৮/০

২১। মৌলবী শা মহম্মদ, মালদহ ১৮৫০৮/০

২২। সার আশুতোষ চৌধুরী ২৮৩৮৮/০

২৩। শ্রীযুক্ত তীক্ষ্ণ দেব দাস, ভাঙ্গা ৪৫৫১৮/০

২৪। রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত

বরিশাল ২৬২৫৮/০

২৫। মিঃ জে, এ, ডিলিস্লি, নারায়ণগঞ্জ ৮৩৮/০

২৬। রায়বাহাদুর প্যারীলাল দাস,

ঢাকা ১৮২৮৮/০

২৭। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দত্ত, চট্টগ্রাম ২৫৬৩৮/০

২৮। শ্রীযুক্ত ইন্সপেক্টর দত্ত, কুমিল্লা ১৮৬০৮/০

২৯। মিঃ কে, জি, এম, কারোকি,

কুমিল্লা, ২৪৩৪৮/০

৩০। রায় বাহাদুর নীলমণি ঘটক,

মালদহ, ১১২১৮/০

৩১। মিঃ ডি, সি, ঘোষ ৩২১৮৮/০

৩২। শা সৈয়দ এমদাদুল হক,

কুমিল্লা, ২৩২০৮/০

৩৩। মৌলবি এক্রামুল হক,

বহরমপুর, ২৭৭৭/০

৩৪। মৌলবি মহম্মদ মাদানুল হোসেন,

রামপুরহাট, ১৯৪২৮/০

৩৫। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র জানা,

মেদিনীপুর ৬১১৮/০

৩৬। মৌলবি আবদুল করিম,

করিমপুর, ১৯৩১৮/০

৩৭। মৌলবি ফজলুল করিম,

পাটুরাখালি, ২৪২৮/০

৩৮। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ,

মেদিনীপুর, ৭৮৬/০

৩৯। মৌলবি হামিদউদ্দিন খাঁ

গাইবান্ধা, ৩২৮২৮/০

৪০। মৌলবি মহম্মদ রফিক উদ্দিন খাঁ,

জামালপুর, ৪১৫৫/০

৪১। মিঃ রাজা উন্নয়নরহমান খাঁ,

বালিয়া, ২৫৭০৮/০

৪২। খাঁ বাহাদুর মৌলবিরহম্মদআসাদ আলিখা  
মাটোর, ২৪৬৭/০

৪৩। মুন্সী মক্কেম আলি,

নোয়াখালি, ৩০৭০৮/০

৪৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ২১৪৮৮/০

৪৫। বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র,

হুগলি, ১১৮৬৮/০

৪৬। ডাঃ স্বতীন্দ্রনাথ মৈত্র ২২৩৮৮/০

৪৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জি, হুগলি ৬৪১৮/০

৪৮। অধ্যাপক এ, সি, মুখার্জি,

শ্রীরামপুর ৮৭৪৮/০

৪৯। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভদ্রলোক ১৩২০৮/০

৫০। শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী মল্লিক খুলনা ২৫২৪৮/০

৫১। মৌলবী মহম্মদ আবদুল জব্বার পালোয়ান

চীনাড়ুলি ৩৮২৩৮/০

৫২। মৌলবী শা আবদুল রৌফ রংপুর ২৯২৫৮/০

৫৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় ৩৩৮৮৮/০

৫৪। কুমার শিবশেখ শের রায়,

তাহিরপুর ২৮৪২৮/০

৫৫। রায়বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ রায়,

চট্টগ্রাম ১৮৭১৮/০

৫৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী,

গৌরীপুর ১৪৭৭৮/০

৫৭। মিঃ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী,

চন্দননগর ১১২৩৮/০

৫৮। রাজা মনমথনাথ রায় চৌধুরী,

সন্তোষ ২২১১৮/০

৫৯। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ঝবি,

নোয়াখালি ৩৩৬৪৮/০

৬০। শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, দমোবা ২২৮৪৮/০

৬১। শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্রনাথ রায়,

আমারিগোলা ১৮২২৮/০

৬২। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায়, যশোহর ২০৮৫৮/০

৬৩। মহারাজ কৌণীনন্দ রায় বাহাদুর,

নদীয়া ১৬০৬৮/০

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

- ৩৪। মিঃ বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়,  
চকদীঘী ১৩২৪৮/০
- ৩৫। রায় বাহাদুর ললিত মোহন সিংহ রায়,  
চকদীঘী ১৩১২১৮/০
- ৩৬। রাজা মণিলাল সিংহ রায়  
চকদীঘী ১২৬৪৫/০
- ৩৭। শ্রীযুক্ত শৈলনাথ রায় চৌধুরী,  
খুলনা ২২০৭
- ৩৮। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সরকার  
রংপুর ৩৫১১৮/০
- ৩৯। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ রায়,  
নেহালিয়া ১৭৫২৫৮/০
- ৭০। ডাঃ হাসন সার ওয়াদি  
মেদনীপুর ১৪৭০৫৮/০
- ৭১। মিঃ ডব্লিউ. এল. টেভাস  
জলপাইগুড়ি ২৪৬৮

## ভারতে সূতা ও কাপড়।

গত এপ্রিল মাসে ভারতে ৫৫০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা এবং ৩২০ লক্ষ পাউণ্ড কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে সূতা হইয়াছে ৫৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং কাপড় হইয়াছিল ৩৮০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমান বর্ষের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ ভারত হইতে বিদেশে সূতা রপ্তানী হইয়াছে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে সূতা রপ্তানী হইয়াছিল ৭ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯২০ সালের এপ্রিলে হইয়াছিল ৯০ লক্ষ পাউণ্ড।

এপ্রিল মাসে মোটা সূতা প্রস্তুত হইয়াছে ৪২০ পাউণ্ড। বিদেশ হইতে মোটা সূতা আমদানী হইয়াছে ১০০৫০০০ পাউণ্ড। স্বল্প সূতা আমদানী হইয়াছে ১৭২০০০ পাউণ্ড।

এপ্রিল মাসে ভারতের কলসমূহে যে সকল কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার আয়-

মানিক মূল্য ৪৮১ লক্ষ টাকা। গত বৎসর এই মাসে ৫৭৪ লক্ষ টাকার কাপড় হইয়াছিল। এপ্রিল মাসে বিদেশ হইতে আমদানী কাপড়ের মূল্য ২৮৭ লক্ষ টাকা। গত বৎসর (১৯২১) এই মাসে বিদেশী কাপড় আমদানী হইয়াছিল ৪৩৫ লক্ষ টাকার। তবেই দেখা যাউতেছে, গত বৎসর এবং বর্তমান বর্ষের এপ্রিল মাসে বিদেশী কাপড়ের আমদানীর তারতম্য প্রায় অক্সিমাধি। এপ্রিল মাসে আমদানী কাপড়ের উপর টেক্স আদায় হইয়াছে ১৩ লক্ষ টাকা, গত বৎসর এই মাসে টেক্স আদায় হইয়াছিল ২৩ লক্ষ টাকা। আমাদের দেশে এখনও এক দল লোক আছে, বাহারা কেবলই বলিতেছে বন্দর আন্দোলন বিফল হইয়াছে। এই আন্দোলন সকল হইয়াছে কি বিফল হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত বিবরণ পড়িলেই টের পাওয়া যাইবে।

## ভূ-পর্য্যটক মিঃ মাটিনেট্।

এই মার্কিন পর্য্যটক পায়ে হেঁটে পৃথিবী পর্য্যটন করে বেড়াচ্ছেন, সেদিন কলিকাতায় এসেছিলেন, এবং বহুবাজারের প্রসিদ্ধ Old club এ অতিথি হয়ে ছিলেন। মাটিনেট্ সাহেবের চেহারা আমাদের দেশের সন্ন্যাসীদের মত হয়ে গেছে, সঙ্গে কোন লট বহর নাই, একটা মাত্র রবারের গদি তাতে ঠাণ্ডা পুরলে মোটা হয়, সেই বিছানাটা হাটবার সময়ে গুটিয়ে খাড়ের উপর রাখা চলে, তাই করেই তিনি রাখেন। গায়ে লম্বা ঝাঁকির সার্ট, গোপ দাড়ী লম্বা হয়ে সন্ন্যাসীদের মতন দেখতে। কোনরূপ টুপিও পরেন না, কুতাও পরেন না, বহুবাজারে বসন ছিলেন, তখন তাঁর পা হুঁপানি রাস্তা চলে একটু ফুলে গিয়েছিল। গুজরাব্ বখাসাখা তাঁর আতিথ্য

সংকার করে ছিলেন। জ্যাংড়া আম, ইলিস মাছ তাজা, খেয়ে মিঃ মাটিনেট্ ব'লে ছিলেন, তিনি এমন ফল এবং এমন মাছ জীবনেও আর কখন খান্ নি। এ দেশের আতিথ্য সংস্কারের তারি প্রশংসা করেছিলেন।—লক্ষ্মাবনত সুখী বাঙ্গালী মহিলার কোমল স্বভাবের খুবই প্রশংসা করেছেন, এমন কি তিনি বলেছিলেন, যদি আমার কাজ শেষ হতো, তাহলে তিনি একটা বাঙ্গালী মহিলাকে বিবাহ করে সংসাধে সুখী হতেন। সাহেবকে বাঙ্গলা তরকারী, মুড়ি, ভীমনাগ ও নবান ময়রার রসগোল্লা ঘেঁরেও বলতে হয়েছিল যে এমন আর কোথাও খান্ নি। এমন দেশ আর কোথায় আছে? মাটিনেট্ সাহেব যেদিন হাবড়ার পৌঁছিলেন, টেশন লোকে লোকারণ্য, সাধু দর্শনের ইচ্ছার। মাটিনেট্ অবশ্য সাধু সন্ন্যাসী নহেন—রেজ হ'লেও এ দেশের লোক সাধুর পোষাক পরিচ্ছদ পরা রেজ হ'লেও জাতি বিচার ভুলে ঘেঁর তাকে পূজা কর্তে চার। মাটিনেট্ সাহেব সমগ্র পৃথিবী ঘুরে শেষে একখানা বই লিখবেন, ভারত সম্বন্ধে তিনি খুব ভাল ধারণা পোষণ করে গেছেন, বিশেষঃ বাঙ্গালী সম্বন্ধে মাটিনেটের বই পড়ে সাদা জাতি বুঝবে—বাঙ্গালী অসত্য নয়—বাঘ ভালুকের মত বজ্র জন্তুও নয়—বাঙ্গালীও ভগতের অস্ত্র মাগুবদের মত মাগুব—ওধু মাগুব নয়, গুলতা জাত।

মাটিনেট্ এখন বিবাহ করেন নাই। ১৮৭৮ খৃঃ আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের লুসিয়ানা নামক স্থানে জন্মে ছিলেন। ধর্ম্ম রোমান ক্যাথলিক, তাঁহার বাপ মা নাই। ২টা ভাই আছেন, তাঁরা ইঞ্জিনিয়ার। মাটিনেট্ ভারতের সঙ্গে একান্তবর্তী তাবেই থাকেন। এ পর্য্যন্ত ১৪০০০ মাইল ভ্রমণ করেছেন, প্রতিদিন ৪০।৪৫ মাইল চলেন। আরবে তাঁকে একজন সর্দার একটা

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ফুলিবেন না।

কুকুর দিগেছিলেন, কুকুরটীর অস্থখ হওয়ার বোঝাই এদেশের ভূঁসাত্তালে রেখে কলিকাতায় এসে ছিলেন। মার্টিনেট সাহেব লোক বেশ, সকলের সঙ্গে মিলুক আছেন—কলিকাতায় অনেক খপরের কাগজের আফিসেও তিনি গিয়েছিলেন। কলিকাতা হ'তে উত্তর বঙ্গ, আসাম প্রদেশ হ'য়ে বর্ষায় ও হংকং যাবেন, এট এখনকার সংস্করণ।

## Agricultural.

### কৃষি বিষয়ক।

#### PLOUGHING WITH DYNAMITE.

“World-Works” নামক পত্রে Mr. F. A. Talbot মিঃ এফ. এ, টালবট লিখিয়াছেন যে, সাধারণ লাজল দ্বারা জমীর কর্ষণ কার্য অচ্যুতরূপে সম্পন্ন হয় না। কঠিন মাটিতে লাজল দ্বারা একটি সামান্য গভীর রেখা পাত হয় মাত্র। একজন কৃষক তাহার কৃষি ক্ষেত্রে চতুর্দশ চতুর্দশ কঠিন মাটির একস্থানে গর্ত খুঁড়িয়া একটি ডিনামাইট পুঁতিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছিল, যখন ডিনামাইট ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই কঠিন কৃষিক্ষেত্রের বহুদূরের মাটি কয়েক ফুট গভীর চতুর্দশ জমীতে পড়িয়াছিল, এবং যেখানে ডিনামাইট পৌঁতা হইয়াছিল, তাহার চতুর্দশ বহুদূরের জমীর মাটি গভীর ভাবে এমন আলগা হইয়া গিয়াছিল যে একবার মাত্র লাজল দ্বারা কর্ষণ করিলেই কৃষির উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। এই মতলবটা এখন সমগ্র কানাডা এবং মেক্সিকোর কৃষকগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ডিনামাইট দ্বারা কর্ষণ করার শস্তের মূল

মুক্তিকার মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে পার, এবং ডিনামাইট কর্ষিত ক্ষেত্র গভীর ভাবে মৃত্তিকাকে আলগা করিয়া দেওয়ার, তাহার মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পর্যন্ত মৃত্তিকা সরস রাখিতে পারে। এদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কেৱল ডিনামাইট দ্বারা কর্ষণ করিয়া এ পর্যন্ত দেখিয়াছেন কিনা অবগত নহি। কিন্তু চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

শ্রামদেশে খাজের ক্ষেত্রে চারি ইঞ্চি গভীর করিয়া কর্ষণ করা হইত, কিন্তু তথাকার শ্রাম ষ্টেটের ফুলের কৃষি ক্ষেত্রে ১০ ইঞ্চি গভীর করিয়া কর্ষণ করিয়া উৎপন্ন শস্ত শত করা ৩৩ ভাগ অধিক হইয়াছে। গভীর কর্ষণ আবশ্যক।

এ দেশের কৃষকগণ যত কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য কখন মস্তিষ্ক চালনা করে না। চিরকালের যে মামুলী প্রথা আছে, তাহাই করিয়া কোন রূপে অর্দ্ধাসনের অন্ন সংস্থান করিয়া ঋনজালে জড়িত হইয়া মরে। কি করিলে তাহার কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি হয়, সে নিজেও ভাবে না, গবর্ণমেন্ট কৃষি বিভাগও যে বড় বড় মস্তিষ্কবান লোক দ্বারা কি গবেষণা করেন, তাহাও সাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন না, কাজেই এ দেশের কৃষির উন্নতি সুদূর পরাহত সম্ভব নাই। শিক্ষিত যুৎকগণের আধুনিক উন্নত প্রণালীর কৃষি-শিক্ষা লাভ করিয়া কৃষি কার্যের দিকে আগ্রহের হওয়া উচিত, তাহা হইলে অল্প কষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারে। উৎপন্ন শস্তের দর মন্দ নহে, এই কৃষি কার্যেও অর্থ আছে, আমাদের দেশের কৃষির অবনতির কারণ হয় জলাভাব—নয় অতিবৃষ্টি। আর একটি বিষয় সমস্ত আছে, সেটা মজুর বিল্লাট। ম্যালেরিয়া প্রসীড়িত বাঙ্গালার—সামর্থ্যবান মজুরের বড়

অভাব। ইহারা অলস, বেতনের উপযুক্ত পরি-শ্রম করে না—করিবার সামর্থ্য নাই। সাঁও-তাল, কৌড়া প্রভৃতি অশ্রান্ত জাতি আসিয়া বাঙ্গালার কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিয়া অর্থো-পার্জন করিয়া লইয়া বাইতেছে, বাঙ্গালার মজুরগণ অলস অকর্মণ্য প্রত্যেক বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্য বাঙ্গালার মজুরদের চর্চনা বৃদ্ধি হইয়াছে—আর খাটিতেও পারে না—খাটানো পারও না। এই সকল নানা কারণে হিসাব করিয়া দেখিলে বাঙ্গালার চাষে লাভ হয় না, সেইজন্য পেটের দ্বারে জমলোক চাষ ছাড়িয়া চাকরীর জন্য সহরে আসে। কাজেই পতিত জমীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু Back to the land বলিলে হইবে কি, কৃষির উন্নতির জন্য শুধু রাজস্ব লওয়া বাতিত গভর্ণমেন্টের কর্তব্য আছে, ক্যানেনলাদি করিয়া দেওয়া, জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা, প্রজার স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি।

শুধু কৃষি গবেষণা—স্থানে স্থানে কৃষি সম্বন্ধে বৈঠক করিলেই রাজার কর্তব্য শেষ হইল, এখনকার প্রজা তা' বুঝে না। কাজের মত কাজ করিলে মূর্থ প্রজাও তাহা বুঝিতে পারে, রাজতত্ত্ব হয়, রাজার জয়গান করে। তবে ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করা ও গভর্ণমেন্টেরও ভাবিবার দিন একদিন আসিবে।

ভারতের উৎপন্ন শস্তই জগতের বহু দেশেই রপ্তানী হইয়া বাইয়া সে দেশের জীবন রক্ষা কর ভারতের কৃষির অবনতির ফল ভোগ হইলেই তখন চৈতন্য হইবে। বিনা চিকিৎসার কৃষককুল নিশ্চল হইতে চলিল। সেদিন আসিতেও বড় বিলম্ব নাই, দেশ যখন শ্মশান হইবে, তখন রাজস্বের পথও বন্ধ হইবে। নেশন গড়ার মাল মসলা থাকিলে তো নেশন গড়িবে? গড়া নেশনই খতম হইয়া গেল।

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

## আচার্যের আক্ষেপ।

আচার্য প্রফুল্লক্সে রাজবাড়ীতে বক্তৃতা-কালে বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্ভ্র-  
মায়ের দারুণ দুঃখকষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া-  
ছেন, বাঙ্গালা হইতে ৩০ কোটি টাকা প্রতি  
বৎসর বিদেশী বস্ত্র আমদানী বাবদে চলিয়া  
যাইতেছে, অথচ এই মধ্যবিত্তশ্রেণী ঘরে  
তুলার চাষ বা চরকাব হুতা কাটার মন  
দিতে চাহেন না। বিড়ম্বনা নহে কি? অবসর  
কালে সকল ঘরেই চরকা চালান যায়। কিন্তু  
আলস্য ঐদাসীতাই কাল হইয়াছে—ইহার গতি  
রোধ করিবে কে? মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পুত্র-  
পরিবারের অন্নসংস্থান করিতে পারে না,  
অথচ পাপ বিলাসিতা ত্যাগ করিবে না। কি  
বিকৃত শিক্ষাই আমরা পাইতেছি! সাথে কি  
অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীবাবুর slave men-  
talityর এত নিদ্রা করিতে হয়? এজন বুকিয়া  
চলি না আমরা, নিবাহে প্রাক্ত আড়ম্বরে সর্ব-  
স্বাস্থ্য হইতেছি আমরা; পরিশ্রমে, নিতান্ত নতুন  
অন্নসংস্থানের উপায় বিধানে কাতর আমরা,  
আমাদের গতি কি হইবে? কেবল অদৃষ্টকে  
হিস্তার দিলে অদৃষ্ট প্রসন্ন হন না, পুরুষকারকে  
সুযোগ পাইলেও আমরা হেলায় হারাই।  
এক যুগপ্রবর্তক পুরুষসিংহ আমাদের পুরুষ-  
কারের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন—মুক্তি-শঙ্ক  
বাঙাইয়া আমাদের গুরু জীবন-থাতে ভাব-  
মন্ডাকিনীর ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন,  
আমাদিগকে জঘন্ত অনুকরণ ও বিলাসবাসনা  
পরিভোগ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে উপদেশ  
দিয়াছেন,—আমরা এই সুযোগের কি সদ্য-  
ব্যবহার করিতেছি? বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণী  
চাকুরীর মোহে যদি এতই আকৃষ্ট, তবে চাকুরী  
বজায় রাখিয়াও ত অবসরকালে স্বাবলম্বনের  
পন্থাধ্বন অভ্যাস করিতে পারে—গৃহপ্রাঙ্গণে  
ও দুই দশটা কার্পাস চাব করিতে পারে,

পুত্রপরিজনদের সঙ্গে আপনিও পরিশ্রম করিয়া  
দুই চারিখানা কাপড়ের হুতাও ত কাটিতে  
পারে। বাঙ্গালীর এ সুবুদ্ধি কবে হইবে। না  
হয় অসত্যযোগ নাট করিলে, কিন্তু অরচিত্তা  
চমৎকারা মনে রাখিয়াও ত দুই চার পরস  
অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান করিলে হয়?

## দীনেশের মহত্ব।

শিক্ষিত সমাজ দীন দরিদ্রগণের কথা  
স্বপ্নেও ভাবেন না। সভা সমিতি কাউন্সিলে  
ইহাদের কথা কখনও কেহ ভুলিয়াও উত্থাপন  
করেন না। কিন্তু ইহাদের মহত্ব—ইহাদের  
উপকার প্রাপ দিয়াও শোধ করা যায় না।  
আমরা ভদ্রলোক—যা বুঝিয়া ছুঁতে দাঁড়াইয়া  
মন্ডা দেখি, আর ইহারা যখন গ্রামের কোন  
গৃহে আগুন লাগিয়া পাড়াকে পাড়া ভস্মীভূত  
হইতেছে, তখন জীবন হুচ্ছ বিবেচনা করিয়া  
বিপদসঙ্কুল গগনস্পর্শী অগ্নিশিখার সহিত  
যুদ্ধ করিয়া গ্রাম রক্ষা করে, ভদ্রলোক যদি  
বাচিয়া থাকে, তাহা ইহাদের গুণে মাত্র।  
ইহারা এই মহৎ কার্য করিয়া যে বাহার আপ-  
নার গৃহে চলিয়া যায়, এক কপদিকও পাই-  
বার আশা রাখেনা, এমন বিপদের বন্ধু, অস-  
হয়ের সহায়, এমন জীবন মরণের সখা বাঙ্গা-  
লীর পল্লীগ্রামে আর কেহ নাই। এই গরীবগণ  
নিঃস্বার্থ—অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা সহস্রগুণে  
শ্রেষ্ঠ জীব। ইহাদিগের সামান্য ক্রটি দেখিলেই  
ভদ্রলোকেরা জুতা পেটা করিয়া গোরব অনুভব  
করে! বেশ নিরপেক্ষ হইয়া বল দেখি ভাই,  
এমন সকল শিশাচকে তোমরা “ভদ্রলোক”  
আখ্যা দিতে পার কি না? কিন্তু পল্লীগ্রামের  
নরকে এমন নারকীয় জীব আছে, এরা ভদ্র  
লোক—বিঘ্নী লোক! ইহাদিগকে খাটাইয়া  
ভাষা পরস দেয় হয় না, শিক্ষিত সমাজ

ইহাদের অতি বড় মহত্বের কথা গণনার মধ্যেও  
আনেন না। গত গ্রীষ্মকালে আমি বর্দ্ধমানের  
গলসী নামক গ্রামে ছিলাম, উপযুগপরি ৫৬  
দিনের মধ্যে ২৩ স্থানে আগুন লাগিল, কোন  
কোনটা রাত্রেও হইয়াছিল, অবশ্য ভদ্রদর্শক-  
শ্রেণীরও অভাব ছিল না, কিন্তু বাহাদিগকে  
আমরা ছোট দোক বগিয়া ঘুরায় চক্ষে দেখি,  
তাহাদের সেই উলুখড়ের ছাউনি ঘরের  
আকাশস্পর্শী অগ্নি শিখার সহিত প্রাণপনে  
বুকিয়া অগ্নি নিষাপন কার্যে নিয়োজিত দেখিয়া  
মনে হইরাছিল, পল্লীর সদাশয় ও মহত্ব  
গরীবগণ এই ছোটলোকের দল, তাহার আর  
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের দিকে কেহ পরদিন  
ফিরিয়াও চায়না। তাহাবাও পশুশাখাও শুনি-  
বার আদৌ প্রয়াসী নয়। আমার বলি, গভীর  
রজনী, ঘন ঘন বজ্রবাত, তর্জনি কটাকর্ষণ কর্দ্দ-  
ময় পল্লীপথ, ভদ্রলোকদের মড়া নরিয়াকে, বড়  
বড় শবদাদের কাঠি বহিয়া লইয়া সুহর শ্রাণনে  
ভদ্রলোক দিগকে আগুণাটী সাহায্য করিতে  
হইবে। তাহারাই আগে চগিল। আগে জীবন  
উৎসর্গ করিয়া বড় কাঠের বোকা লইয়া  
অগ্রসর হইতে লাগিল, শ্রাণন খুঁড়িয়া চিতা  
বাহির করিল—তাহার পর কাঠ চেলাইতে  
লাগিল, যতক্ষণ না কার্য শেষ হয়, ততক্ষণ  
ইহারা ভদ্রলোকদের সাহায্য করিল। কোন্  
আশায়? কোন আশায় নয়—মজুরী নাই,  
মজুরী লয় না, ঢটো ধস্তাবাদও নয়—যেন তা’রা  
কর্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, ভদ্রলোক-  
দের আশে পাশে বসবাস করি, তাহাদের  
বিপদে উপকার করিতেই হইবে। তাহাতে  
জীবন হুচ্ছ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত  
নয়। কিন্তু হে ভদ্র মহাশয়গণ! আমাদের  
স্বার্থ সিদ্ধি হইলে আর ইহাদের মুখের  
দিকে—ইহাদের জীর্ণ শীর্ণ অর্দ্ধ ভুক্ত কঙ্কাল  
সার মেহের দিকে—ইহাদের শত ছিদ্র গৃহের  
দিকে তাহাই দেখি কি? ভদ্রলোক

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পরীক্ষার উপকার এমনি যেমালুম হয়  
করিয়া কেলে যে, তাহার পর যুক্তি উপকারও  
কখনও উঠে না! এই দীন নিঃস্বার্থ জাতি  
তোমার কৃষি ক্ষেত্রে তাহার জীবন পণ  
করিয়া খাটে, তোমার সংসার ধন খাড়ে পূর্ণ  
করিয়া দেয়, তাহার বিনিময়ে পার কি? তুটী  
উচ্চিষ্ট অন্ন—আর অতি সামান্য মজুরী, বাহা  
দ্বারায় সে তাহার জীবন কাপড়, সম্ভান সন্ততির  
অর্থশনেরও স্বচ্ছলতা করিতে পারে না!

পল্লীতেই ইহারাই প্রকৃত আপনায়—  
প্রকৃত বন্ধু। ইহারাই একটা মাত্র মধুস বাকো  
গলিয়া যায়, তাহার জন্ত জীবন পাতি করিতেও  
কুণ্ঠিত হয় না। এদের মহত্বের সীমা নাই। হৃদয়  
বীন আমরা, অকৃতজ্ঞ আমরা, অনায়াসে তাগ-  
দের উপকারের কথা বিস্মৃত হই। কেমন ঠিক  
কিনা? অথচ আমরাই ভদ্র—আর তাহা?  
নীচ! মহাত্মা এই নীচদিগকে আপনায় করিয়া  
কোল দিয়া ছুতমার্গ ভুলিতে বলিয়াছেন,  
কেমনা ইহাদিগকে নীচে ফেলিয়া রাখিয়া  
আমরা যে পাপার্জন করিয়াছি, তাহার  
প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদি কখন দেশের কল্যান  
সাধিত হয়, তবে ইহাদের দ্বারায় হইবে।  
যদি শুভলোক বলিয়া গোরব করিবার দাবি  
আমরা করি, তবে এদের রক্ষার জন্য কয়েকটি  
কার্য করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে  
শ্রম জীবীদের বিপদ আপদ হইতে রক্ষার জন্য  
ক্ষুদ্র ধন ভাণ্ডার কর, ভদ্র লোক মাত্রই কিছু  
কিছু চাঁদা দাও, যে বত মজুর খাটাইবে,  
মজুরদের বেতন হইতেও মাত্র ১০ আনা করিয়া  
কাটিয়া লইয়া সেই ধনভাণ্ডারে সঞ্চয় কর।  
তাহাকে একখানি হাতটিটি করিয়া দাও, যখন  
ইহাদের অসুখ হইবে খাটিয়া খাইতে পারিবেনা,  
তখন ইহাদের এই ধন ভাণ্ডার হইতে সাহায্য  
কর। ইহাদিগকে একটু গা নাড়া দিয়া  
মিতব্যয়িতা শিক্ষা দাও, মানক সেবন নিবারণ  
কর, শ্রম সম্বন্ধে উপদেশ দাও, নৈশ বিদ্যালয়

করিয়া ইহাদের ছেলেদিগকে শিক্ষা দাও।  
দেখিবে তোমার ও তাহাদের উপকার হইবে।  
উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছ বলিয়া তোমাদের  
যে আত্মাভিমান, তাহা বর্জন কর। ইহাদের  
কাছে ঘেষিতে দাও, তবে তোমাদের শিক্ষার  
সার্থকতা, মানের সার্থকতা হইবে।  
দীনের মহত্বের পুরস্কার তোমাকেই করিতে  
হইবে। তাহার। যে তোমার পর নয়—  
অন্ধকার রজনীর—ঘোর বিপদের বন্ধ, বুকে  
হাত দিয়া বল দেখি হে ভদ্র! তাহাদের জন্য  
তোমরা কি করিয়াছ? মহত্ব ব্যবহারে  
প্রকাশ পায়, হলুট বা দীন চীরবাস পরিহিত  
পথের কাঙ্গাল—তাহার যদি মহত্বের পরিচয়  
পাও, তুমি নত জ্ঞান হইয়া সে মহত্বের সম্মান  
করিলে না? তবে তোমার শিক্ষার, বংশ  
মর্যাদার গোরব কেন?

সহরের বাহারা অগ্নিনির্বাপন করে,  
তাহাদের পুরস্কার আছে, গবর্ণমেন্টের দান  
আছে, এ গরীব—বাহারা নিস্বার্থ ভাবে পল্লী  
রক্ষা করে, কোন ব্যবস্থাপক সম্ভার মাননীয়  
সভ্য প্রত্যেক গ্রামের এমন সকল লোকদের  
পল্লী রক্ষার কার্যে বাহারা স্বেচ্ছায় আত্ম-  
নিবেগ করে, তাহাদের পুরস্কারের জন্য  
কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন না?  
কি গবর্ণমেন্ট, কি দেশীয় প্রতিষ্ঠান যিনিই  
এই অতি আবশ্যকীয় বিষয়ে মনোযোগ দিবেন,  
তিনিই কোটা কোটা নরনারীর হৃদয় অধি-  
কার করিয়া ধন্য হইবেন। কে আছে এমন  
হৃদয়বান! এই দীনগণের কথা হৃদয়ে স্থান  
দিবেন?

কাঃ সং।

## দর্প-চূর্ণ।

(ক্ষুদ্র গদ্য)

‘হাইনার’ ছিলেন হপ্‌কিন্স কোম্পানির  
‘আর্ট ডিপার্টমেন্টের’ পরিদর্শক। কোম্পা-

নির কর্মচারীদের ভিতরে তার নাম  
ডাক ছিল খুব। অন্ততঃ খদ্দেরদের কাছে  
উচু গলাতেই তিনি সবাইকে সেটা জানিয়ে  
দিতেন। বিশালোদর হৃদয় বুদ্ধির পরিচায়ক  
কিনা সে বিষয়ে পুরা দস্তুর সন্দেহ বিন্যমান  
থাকাতোও অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ ঐ বিশালো-  
দরের ভয়ে থরহরি—কম্পমান বিশালোদরের  
আবির্ভাবেই কর্মচারীবৃন্দ সাক্ষাৎ মৃত্যুর  
সামিথ্য অনুভব করিত, এমনই ছিল তার হাঁক  
ডাক। তার তাড়াহড়োতেই হটক বা বিশাল  
ভূঁড়ির প্রভাবেই হটক—আর্ট ডিপার্টমেন্ট  
চলতো খুব সুশৃঙ্খলায়, সামান্য ত্রুটির অছি-  
লায় জরিমানা, বরখাস্ত বা রিপোর্টের শাস-  
নের ভয়ে কর্মচারীবৃন্দ সর্বদা শঙ্কিত থাকিত,  
কিন্তু উর্দ্ধতন কর্মচারীর কাছে ‘হাইনার’  
ছিলেন—বিনয়, সৌজন্যের আধার, আর  
তৈল নর্দনের অবতার স্বরূপ। উর্দ্ধতন  
কর্মচারীর আগমনে তার আর তেমন হাঁক-  
ডাক বা ভূঁড়ি সকালগনের বাহার দেখা  
বাইত না।

একদিন দোকানের দরজায় এক খদ্দের  
এসে হাজির। পরণের কাপড় ছিল তার  
নেহাৎ মরলা ও ছেঁড়া, গেটের দরওয়ানকে  
ভীত কম্পিত স্বরে সে আর্ট ডিপার্টমেন্টের  
দরজা দেখাইয়া দিতে বলিল, অত বড়  
সাজানো দোকানে তার মত নোংরা সামান্য  
খদ্দেরের ঢুকতেই যেন পা সন্ছিল না।

দরওয়ান দরজা দেখাইয়া দিতেই সে  
তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কম্পিত পদে সন্তর্পণে  
ভিতরে ঢুকল।

ঢুকেই একেবারে সাম্নাসাম্নি পড়ে  
গেল আর্ট ডিপার্টমেন্টের পরিদর্শক বিশালো-  
দর হাইনারের চোকে।

হাইনার গোড়া থেকেই লোকটার  
ভীকতা ও সর্বোচ্চের ভাব লক্ষ্য করছিল।  
তাকে ঢুকতে দেখেই ‘হাইনারের’ গুরুত্বের

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



গরব প্রকাশের উপযুক্ত অবসর পাইয়া—খুব বড়মানুষী চালে তার দিকে বেন একটা বিরাট তাকিলোর ভাব নিয়ে এগিয়ে গেল, হাইনার জলদগড়ীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—“কি? কি চাই তোমার?” অভ্যস্ত কঠোর বিনয়-ব্যঞ্জক “মহাশয়” শব্দটা ইচ্ছাপূর্বকই বাদ দিলেন। কারণ সামান্য নোংরা একটা লোক দোকানের আসবাব পত্র দেখেই “খ” হয়ে গেছে, তাকে “মহাশয়” বলে সম্বোধন করাটা ‘হাইনার’ উপযুক্ত মনে করলেন না। আরও বিশেষতঃ তিনি ছিলেন খুব মধ্যমাজ্ঞাপক বড়মানুষ—পোষাকে সজ্জিত।

“আমি চা—ই—ই একটা চা—চাদানী” কম্পিতকণ্ঠে লোকটা একথা বলিয়া ‘হাইনারের’ মুখের দিকে ভরে ভরে তাকাইয়া রহিল। নাক সিটকিয়ে হাইনার বলেন—“এটা তো আর চায়ের দোকান নয়—বাপু” হাত ছুটোকে একটা বড় রকমের নাড়া দিয়ে এইকথা বলেই লোকটাকে অঙ্গুলি সঞ্চালনে দরজার দিকে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন।

লোকটাতো আর এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের অস্ত্র প্রস্তুত ছিল না, সেত একেই ভরে ভরে চলছিল, ‘হাইনারের’ অঙ্গুলি সঞ্চালনে তার মাথা আরও গুলিয়ে গেল। ভরে ভরে সে যেমনি গুড়িয়া বাহির হইবে, অমনি অসাবধানতার হাতের ধাক্কা লেগে হৃদয় একটা ফুলদানী গ’ড়ে একেবারে চুরমার হ’য়ে গেল। সেটার গারে একটা শ্লিপে লেখা ছিল—“স্বর্ণ সুযোগ—অতি সস্তা—এক গিনির স্থলে—১০ শি ৬ পে।”

অমল সুন্দর ভাস্টার এই অবস্থা দেখেই ‘হাইনার’ অগ্নিমুগ্ধ হ’য়ে চীৎকার ক’রে বলে উঠলেন—কি! তুমি অমনসুন্দর জিনিষটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে?—গর্জন শুনেই কর্মচারীরা ব্যাপার কি দেখবার অস্ত্রে তার চতুর্দিকে এসে ঘিরে দাঁড়ালে। হাইনার কের ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে গর্জন করিয়া উঠলেন—“তুমি যেমন এটাকে ভেঙেছ—তেনিই তোমার একুশি দাম দিয়ে যেতে হবে।”

“মশাই, আমার তো কোন দোষ নেই” কাদ কাদ হইয়া সেই ভীক লোকটা এই কথা বলেই ক্যান্ ক্যান্ করিয়া পরিদর্শকের মুখের

দিকে তাকিয়ে রইল। সে ভয়ে এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আর কোন সম্ভাবজনক উত্তর খুঁজেই পেলে না।

“কি? তোমার দোষ নেই? তবে কান দোষে এটা ভাঙলো? অসাবধান ছোট লোক কোথাকার!” বলে হাইনার বিকট চীৎকার ক’রে উঠলেন।

বেচারী বিপদ আসন্ন দেখে মানে মানে আন্তে আন্তে সরে পড়বার মতলব দেখছিল, কিন্তু তাতে ফল হ’ল বিপরীত, হাইনার লোকটার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে অমনিই—“পাকড়াও” ‘পাকড়াও’ বলে চৌচিয়ে উঠলেন, দারোয়ানেরা এসে তাড়াতাড়ি তাকে ধরে কেলে।

বেচারী এবার কেঁদেই কেলে হাইনারের তাতে দয়া হওয়া দূরে থাক, স্বর আরও উচিয়ে বলে উঠলেন—“কি দাম না দিয়ে পালানো হচ্ছিল—আচ্ছা দাড়াও মজা দেখাচ্ছি।”

“কে আছিস্ রে—! পাহারাওয়ালা ডাক্তো। এ লোকটা যদি জিনিষের ক্ষতি-পূরণ না দেয়, তবে ওকে পাহারাওয়ার জিখা করে দে।”

বলতে না বলতেই যমকিন্দরের মত ছুটো দারোয়ান এসে তাকে ধরে দাঁড়াল।

‘বাঁচবার আর পন্থা নাই দেখে লোকটা কের কঁাদ কঁাদ হয়ে বলে—“মশাই! আমার কাছে কিছুই ভাঙানি নেই, থাকলে একুশি আপনার জিনিষের দাম চুকিয়ে দিতুম, আমি এই মাত্র মাইনে পেয়েছি—সেই নোটখানা মাত্র আনার আছে।” লোকটা বিবর্ণমুখে এই কথা গুলি এক নিশ্বাসে বলে ফেলে তার রূপা ভিকার জন্মই বেন চেয়ে রইলো।

নাসিকা কুঞ্চিত ক’রে বিরক্তির স্বরে হাইনার জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি কত মাইনে পাও?” “মাজে, মাসিক পাঁচ পাউণ্ড মাত্র” “তবে নিশ্চয়ই তোমার কাছে একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট আছে?” বলিয়া হাইনার বিজ্ঞের মত একবার তার চতুর্দিকস্থ কর্মচারীবৃন্দের মুখের দিকে তাকালেন।

“কই, দেখি তোমার নোট?” একটা বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে বেচারী তার

সেই জীর্ণ কোটের বুক পকেট হইতে—যকের ধনের মত রক্ষিত—একখানি নতুন পাঁচ পাউণ্ড নোট বাহির করিয়া পরিদর্শকের সম্মুখে ধলে।

লোকটাকে দেখে বোধ হচ্ছিল বেন—নোটখানাকে বের করে দিতে তার বুকের পাঁজর কথানা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। কিন্তু একটু বিশেষ করে দেখলে বুঝা বাইত—তার চোকের কোণে একটু জাসির রেখা ফুটে উঠেছিল।

হাইনার উচ্চৈঃস্বরে তার এক কর্মচারীকে লক্ষ্য করে বলেন—“দেখ এই নোটখানা থেকে ওই ভাস্টার দাম ১০ শি, ৬ পেজ রেখে বাকী টাকা ওকে কিরিয়ে দিয়ে বাইরের দরজা দেবিয়ে দাও।”

তার পর তিনি বিজ্ঞবীরের মত তার চতুর্দিকস্থ কর্মচারীবৃন্দেরকে যে যার কাজে বা’বার ইঙ্গিত করলেন, মুহূর্তেকের ভিতরে ভিড় কমিয়া গেল।

এদিকে সেই ভীক বেচারী তার নোটের পরিবর্তে ৪ পা, ২ শি, ৬ পে, পেয়ে একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ছুই চিত্তে দরজার বাহির হইয়া—এক দোড়ে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—আর কেউ দেখতে পেল না। দারোয়ানগুলো আর পরিদর্শক লোকটার ভয় দেখে আর হাত সঞ্চরণ কর্তে পারলে না।

সেই দিনই বিকেল বেলা ৪৪ টার সময় “হপকিন্স কোম্পানির হেড্ অফিস্ হইতে আর্টডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজারের নামে এক জরুরী টেলিফোন আসিল—

“আর্টডিপার্টমেন্টের ক্যাসে একটা জাল নোট পাওয়া গেছে। কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন না, সুপারভাইজারের বেতন থেকে পাঁচ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কেটে নিলেন।”

হাইনার তো অবাক! “উঃ লোকটা আমার এমনি করে ঠকিয়ে দিলে?”

হাইনার যখন তাহার টাকার শোকে নিমগ্ন—সেই ভীক লোকটা ইতি মধ্যে আবার ছুই তিন মাইল দূরের আরেকটা দোকানে গিয়ে—হাইনারকে বেরিতাবে ঠকিয়ে ছিলেন—ওই রকমই—ঠকানর মতলব করছিল।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

## ধূজুটী বিজয়

আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত স্বর্ণবঙ্গ, শৃগনাতি, শিলাজতু, সালম মিত্রী, শ্রামলতা, অম্বগন্ধা, অনন্তমূল, জাকী, শুক্রমাতৃকা, বজ্রেশ্বর, লোহ, শঙ্খ ও মৃত্যুভঙ্গ প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত তন্ত্রোক্ত বিশেষণে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-অমব আবিষ্কৃত। সেবন মায়েই বিন্দু-ঔষধ বিদ্যুতবেগে সর্ব-শরীরে বিসর্পিত হইয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টবায়ক উপদর্শাদি মন্ত্রশক্তিবৎ নাশ করে; অকাল বার্কিকা তিরোহিত হয়।

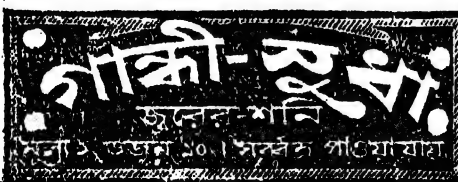
ধাতুদৌর্ব্বলা, পুরুষস্বহানি, প্রমেহ, স্বপ্ন-বিকার খেত ও রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ, উদরানয়, অন্নশূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অকীর্ণ, অন্নপিত্ত, উপদংশ, ভগদর, রক্তদ্রুটি, হাঁপানি ইত্যাদি হ্রাসরোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি সঞ্চার হয়, শুক্র গাঢ় হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ২৫ টাকা; অসমর্থের পক্ষে (মাত্র ১ ছাড়াই শিশি) প্রত্যেক শিশি ৫০, ডজন ৫, টাকা। মাওল স্বতন্ত্র। সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার নাই।

আয়, প্রধান; বি, এ, সেক্রেটারী,

গান্ধীআয়ুর্কেন্দ্র প্রচার সমিতি।

১৫৫, বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহের মোড়)

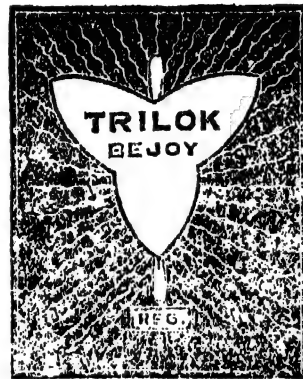
কলিকাতা



# হিন্দু মন্ত্র

## ভাগ্য-পরীক্ষা!

জনে জনে  
লক্ষ্মীলাভ!!



যাহারা সংসারচক্রের দারুণ আবর্তে বিভ্রান্ত, রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, দুরন্ত শনির কোপ-দৃষ্টিতে পতিত, আশ্রয়চ্যুত—ঐশ্বর্যচ্যুত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, উদ্বেগসিক্তির পথে, আত্মহারতির প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা বিঘ্ন পাইতেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যে সর্বস্ব চালাইয়া দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছেন; শত চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিতেছেন না, মকদ্দমা-আগলে জড়িত হইয়া পরাজয়ের চিহ্নায় আকুল, অথবা গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রেমবিচ্ছেদ সম্ভাবনার কাতর হইয়াছেন, তাহার। আহ্নন;—

## হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপস্যাসিদ্ধ মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিনুর ত্রিলোক বা স্পর্শমণি

বাহাকে ইংরেজ সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণ করুন। “স্পর্শমণি”র মঙ্গলনর স্পর্শে শরীর রোমান্থিত হইবে; অমঙ্গলের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; ধরে ধরে সকল বিভূতি ফুটিয়া উঠিবে, —আরোগ্য, শাস্তি, উন্নতি, স্বপ্ন-সম্পদ, দৌহান্ত, দীর্ঘায়ু, ধন, জন, প্যাতি, বংশরক্ষা, চিরযৌবনলাভ ও সর্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া যটুধ্বংসে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, সকলেই নির্ঝিমে ধারণ করিয়া দ্বিপিত ফললাভে সমর্থ হউন। এইমকালে স্ত্রী কি পুরুষের ব্যবহার্য্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

“স্পর্শমণি”র প্রত্যেকটী ঋষিবাঞ্ছিত ক্রিয়ামুঠানে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্ন, জীবনসকট প্রয়াস ও ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও, বাহাতে ধনী-দরিদ্র নির্ঝিমে ইহা সকলের সমান অধিকারে আসিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তাম্র, রোপা ও স্বর্ণ মণ্ডিত “স্পর্শমণি”র ভজ বধাক্রমে ২, ৩ ও ১২ টাকা জামিনস্বরূপ জমা রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রসহ প্রদান করা হইবে। যদি ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন শুভফলনা অস্বীকৃত না হয়, তবে উক্ত “মণি” আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, গৃহীতার গচ্ছিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

“ত্রিলোক-বিজয়” বা “স্পর্শমণি” গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের নিয়মাবলী ঐ সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিস্টিক চার্ম কোং, ১২৩নং সোমার সাহুগার মোড়,  
দায়মণী বিকিংস, কলিকাতা।

“কালের লোকের” সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনা ডাকমাওল পাঠান।

**A Letter Of Appreciation.**

Patgram. P. O.  
( Jalpaiguri )  
5-7-22.

To

The Editor,  
Businessman :  
2, Rajendra Dutta Lane,

Dear Sir,

Received your two vols. of "Businessman" with many thanks. The vols. are so valuable that I can safely recommend them to those who are willing to start any business. The vols, will surely guide them aright.

I am glad I have got the vol. of 1909. Will you kindly send some copies of general Contents of the 'Businessman' from 1915 to 1921. and oblige ?

Your Faithfully,  
Sachindra Kumar Das Gupta ; B. A.  
Head master.

**বাতাস হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ**

বোম্বের তাজমহল প্যালেস হোটেল (Taj Mohal Palace Hotel) হইতে মিঃ টি. আর. এন্স কাহা আবাদিককে নিম্নলিখিত পত্রখানি এবং তাঁহার সহিত ১৯২১ সালের ১লা মে তারিখের "New York Times" পত্রিকা হইতে বাতাস হইতে কেমন করিয়া ইলেক্ট্রিকিটি সংগ্রহ করিয়া আমেরিকার ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সংবাদের একটু Cutting

জুলাই—০

প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আবাদিকের পাঠক-গণের সুবিধার জন্য পত্র খানি এবং "নিউ ইয়র্ক টাইমসের" প্রকাশিত অংশ টুকু প্রকাশ করিলাম। বিনা ব্যয়ে বাতাস হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিবার জন্য আমেরিকানগণ প্রায় ২৫ বৎসর চেষ্টা করিয়া এতদিনে সকল কাম হইয়াছেন। যেখানে টেলেকট্রিক কল-কারখানা নাই, সেখানে এই উপায়ে টেলেকট্রিক সংগ্রহ করিয়া পল্লী গ্রামেও ইলেকট্রিক আলো প্রভৃতি জ্বালান চলিবে, এবং অগতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে একটা যুগান্তর আনয়ন করিবে।

**TAJ MAHAL PALACE  
HOTEL.**

Bombay, 26th June 1922.

The Editor "Businessman"

2, Rajendra Dutt Lane,  
Calcutta

Dear Mr. Editor,

I wonder if the enclosed cuttings will be of any use to you.

A fellow passenger on the P & O Steamer coming from Home gave me this Literature and presuming the news will appeal to the public in India, I take the liberty of sending the same to you.

The idea of producing electric power from the wind seems to me to be quite novel and when this latest invention has made it practicable, I am afraid, the whole electrical movement will be revolutionised.

Will you kindly favour me with a copy of your Journal in which you publish this bit of news ?

I beg to remain,

Your truly,

T. R. N. CAMA,  
Suite 340/1.

P. S.—May I add here that I do not mind in the least if you publish my address.

**Free Electricity From  
The Wind.**

IN AMERICA THEY  
STORE UP LIGHT  
AND POWER WHEN  
THE WIND BLOWS.

From Indiana comes a loud hail, conveying in large, breezy Western style, the information that the New Yorkers may be all right and the apartment electric twenty-two minutes from Broadway and Forty-second Street may be that latest thing in New York, but, out in Indiana, they have gone Newyork one better. Instead of having to face the electric light bill at the beginning of each month, they just take it out of the air. The well known conjurer extracting rabbits from

the equally well known top hat has nothing on Indiana, it is said. And they really do take it out of the air—through an “AEROLECTRIC” outfit which generates electricity from the wind and stores it up for use as needed.

This method of generating electricity is expected to bring in a new era to the home power and light field, putting electric light within the reach of many who live where no electric light plant exists. There are many thousands of small towns and villages which are in the same position as the farming districts in this particular. If electricity can be extracted from the wind by an outfit which practically runs itself, requiring oiling once a year, and which can be erected at any distance from the house or other building where the current is to be actually utilized, then, electric light, fans, irons, vacuum cleaners, and washing machines, not to mention cream separators and other machinery, will be available for a great number of people who now yearn for them in vain.

The principle is explained as being simply a development of Benjamin Franklin's famous experiment when he successfully made

the lightning travel down his kite and imprisoned it in a Leyden jar. He got electricity without cost. And just as he got his mite of current from the clouds, so modern mechanical developments have made possible the conveying of wind power into electricity for light and power. It utilizes the waste energy in the wind and stores it up for use when needed.

Men in all countries have been working on this problem for years, but America, it is said, is the first to solve it. Included in the problem was the necessity of getting an outfit that would work day and night and store electricity at a rate more than sufficient to meet the needs of an average householder where electric current was not available.

Keen interest on the part of the landlords and others had centered on the first perfected outfit erected in America, where the most careful records have been kept since the day of its installation. Every known instrument for recording results in terms of wind velocity and amount of current generated, have been in constant use. An anemometer placed on top of the big wind-wheel has automatically recorded the velocity of the wind during every minute of the day. A

registering ammeter on the switchboard inside has told just how much current was being generated in the same period of time. Those records furnish the data as to the amount of electric current generated under the different wind conditions.

Kept for a number of months and carefully checked with the Government wind data, they indicate that it is possible to produce and store enough current to cover average needs.

There is nothing at all complicated about the apparatus or its installation and its operation is said to be practically identical with that of the best petrol driven light and power plants, the main difference being that it requires no petrol or other fuel. The operation is practically automatic, and there is no engine starting or similar details. The outfit may be installed on a knoll, a high spot of ground of wherever wind conditions are most favourable.

“We have simply to put the wind to work,” is the way the successful experimenters put it, adding that, especially through the Middle West and prairie states, where the supply of wind is practically unlimited, the outfit is creating tremendous interest.

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।

## Home Industries

### গার্হস্থ্য শিল্প-শিক্ষা

#### PISSE AND LUBINS TOOTH POWDER.

প্রিসিপেটেড চক ( খড়ির গুড়া ) ১ পাউণ্ড  
Orris Powder (ওরিস পাউডার) ১ পাঃ  
Carmine অর্ধ ড্রাম  
Powdered Sugar হুন্স চিনি চূর্ণ—  
সিকি পাউণ্ড, গোলাপী উৎকৃষ্ট আতর ১ ড্রাম  
অয়েল নিরোলী বা বাতাবি লেবুর

ফুলের আরক ১ ডাম।

প্রথম গুলি একত্র মিশাইয়া খুব হুন্স চূর্ণে  
পরিণত করিয়া হুন্স বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া  
লইয়া তাহার পর আতরাদি দিয়া পুনরায়  
মাড়িয়া কোটার পূর্ণ করিতে হইবে। ইহা  
পিস্ লিউবিন নামক জগত বিখ্যাত এসেন্স  
প্রস্তুতকারকগণের করমূলা।

#### আমরা নিজেরা

এক প্রকার গোলাপী দস্তমজন প্রস্তুত  
করিয়াছিলাম, তাহাতে খড়িচূর্ণ, কারমাইন  
( রঙ্গের জন্ত ) অরিস কট এ সমস্তই দিয়া-  
ছিলাম, তাহাতে আতর না দিয়া উৎকৃষ্ট  
গোলাপের শুক পাণ্ডী ১ পোয়া এবং  
বাতাবী লেবুর ফুল চূর্ণ এক পোয়া দিয়া  
উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ছাঁকিয়া লইয়া ছিলাম।  
চিনিটা স্মিট আবাদনের জন্ত দেওয়া।  
গোলাপী অটো ও নিরোলী অয়েলের মূল্য  
অধিক বলিয়া আমরা ফুল চূর্ণ দিয়া স্থলত  
পড়তার আনিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া ছিলাম।  
নচেৎ অটো অফ্ রোজ ও নিরোলি অয়েল  
দেওয়াই ভাল। কাজেরলোকের পুরাতন তলিউম  
সমূহে নানা প্রকারের দস্ত মজন বা Tooth-  
Powderএর বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে

বহবার করা হইয়াছে। উপরে যে প্রস্তুত  
প্রণালী দেওয়া হইল, ইহা কোন জগদ্বিখ্যাত  
কোম্পানীর “করমূলা” “সারেণ্টোফিক  
আমেরিকা” নামক বিখ্যাত কাগজ হইতে  
সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

—:—

বাবু কণীজ নাথ বোম্ব ( বালীগঞ্জ )  
লিখিয়াছেন যে, ল্যাম্প্ ইলেকট্রিক বল্‌ব্  
প্রভৃতিতে কেমন করিয়া রং করা হয়।  
আমেরিকা মিনরাগোলিস নগরের মিঃ  
আর্থার, এন্স, হিউই নিম্নলিখিত সহজ উপায়ে  
ল্যাম্পের চিম্নী, ইলেকট্রিক লাইটের বল্‌বের  
উপর রং করিয়া থাকেন। প্রথমে বল্‌ব বা  
ল্যাম্পগুলিকে সাবানের জলে বেশ করিয়া  
ধুইয়া ভাল করিয়া শুক করিয়া পুনরায় শুক  
বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া কেলিতে হইবে, যেন জলের  
দাগ ও না থাকে।

#### তার পর।

২টা ডিম্বের ( হাঁসের বা দুবগীর )  
খেতাংশ ( হরিদ্রাংশ নহে ) দেড় পাউণ্ড  
প্রায় ৩ পোয়া জলে মিশাইয়া তাহাতে রং  
( যেরূপ ইচ্ছা ) Aniline colour মিশাইয়া  
ফিল্টার করিয়া লইয়া তাহাতে বল্‌ব বা  
চিম্নী ডুবাইয়া লইয়া শূণ্ডে জ্বলাইয়া হাওয়ার  
শুক করিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন,  
Dessolve the aniline color in  
Photographers common collodion,  
ফটোগ্রাফারের সাধারণ কলোডিয়ন ফটো-  
গ্রাফারের দোকানে পাওয়া বাইতে পারে।  
লাল, এবং নীল রংএর সলুমানকে আর  
ফিল্টার পেপার দ্বারা না ছাঁকিলেও উজ্জল  
রং হইবে। কিন্তু গ্রীন রঙ্গের সলুমানকে  
ফিল্টারিং ব্রুটিং পেপারে একবার ছাঁকিয়া  
লইলেই উজ্জল গ্রীন বা সবুজ রং হইবে।

Lacquer সবধে ১৯১৫ সালে ও  
অভ্যন্তরীণ তলিউসে বথেই আলোচনা এবং  
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় তাহা  
মুদ্রিত করা অসম্ভব।

#### BLUE BLACK INK

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশকুমার দাস গুপ্ত বি, এ.  
হেড মাস্টার পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি।  
আপনার পত্রোত্তরে জানাইতেছি “কাজের  
লোকের” পুরাতন তলিউম গুলিতে অনেক  
প্রকার কালী প্রস্তুতের করমূলা বাহির  
হইয়া গিয়াছে। পুনরায় একটি উৎকৃষ্ট  
করমূলা “জুগিট বুলেটিন” হইতে প্রকাশ  
করিলাম, উপরোক্ত আমেরিকান কাগজ  
এই করমূলাটির বথেই প্রণংসা করিয়াছেন।  
পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। (স্থানান্তরে প্রটব্য)

### সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

#### How to make Lacqers.

#### লাকার করিবার উপায়।

ল্যাকারিং কাহাকে বলে? লঠন টীনের  
জ্বা সমূহে একপ্রকার পিতলের মত, ময়ূরের  
গলার মত রং করিয়া টীনওয়ালার টিক  
বিলাতি জ্বোয়র জ্বায় করে দেখিয়াছেন, তাহাই  
ল্যাকারিংএর দ্বারা হইয়া থাকে। টীনের  
বাক্স, টীনের আয়না, টীনের চায়ের কোটা  
এই সকলের উপর একপ্রকার পাতলা রঙ্গের  
কোটিং দেওয়া থাকে, তাহা অনেকেই দেখি-  
য়াছেন, অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। এখন  
ল্যাকারিং কেমন করিয়া করিতে হয়,  
বলিতেছি।

ল্যাকারিং এর নিম্নলিখিত যে করমূলা  
দেওয়া হইল, ইহা পেন্স বা সাফা ল্যাকারিং।  
ইহাতে অভ্যন্তর রং মিশ্রিত করা বাইতে পারে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



প্রায়ই ৩ প্রকারের ল্যাকারিং করা জিনিস দেখা যায়।

ব্রাস বা পিত্তল ল্যাকারিং, ইহার রং পিত্তলের মত। টানের উপর রং করিলে ঠিক পিত্তলের মত দেখায়, ইহাকে বলে ব্রাস ল্যাকারিং (Brass Lacquers) ইহাই আজ বলিব।

এতদ্বির ব্রোন্স বা ডামা, গ্রীণ রজেরও ল্যাকার হয়।

## ব্রাস ল্যাকারিং

### প্রস্তুত প্রণালী।

চাঁচগালা	৩ আ:
টরমরিক (হলুদ)	১ আউন্স
আনাটো (লটকনবীজ)	২ আউন্স
জাকরান	২ আ:
স্পিরিট	১৬ আ:

টারমরিক, আনাটো, জাকরান এই তুলিতে উত্তাপ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া টিংচার প্রস্তুত করিয়া চাপিয়া ইহার সমস্ত সম্ব বাহির করিয়া লইয়া একটা কাচপাত্রে রাখিতে হইবে। তাহারপর চাঁচগালা চূর্ণ এবং স্পিরিট এই দুইটা মিশ্রিত করিলেই গলিয়া যাইবে, ইহাতে উপরোক্ত টিংচার, যাহা কাচপাত্রে প্রস্তুত আছে, তাহা ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া একটা কাচের বোতলে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহা যখন আবৃত্তক, অস্তপাত্রে একটু ঢালিয়া টানের দ্রব্যে পাতলা করিয়া লাগাইলে পিত্তলের মত দেখাইবে। কেহ কেহ বাহাতে রং করিতে হইবে, সেই টাকে অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর তুলিবার লাগাইয়া পুনরায় সেই ত্রাবাটা অগ্নির উত্তাপে বর্ষেট পরম করেন, এইরূপ করার নাকি ল্যাকারিংটা দ্বারী হয়।

## সাদা বা প্লেন ল্যাকারিং।

মটিক	১ আ:
সান্ডারাক	১৪ আ:
এলিমি	১ আ:
অ্যানিবি	১৪ আ:
স্পিরিট	২০ আ:

গলাইয়া ছাঁকিলেই প্লেন বা সাদা ল্যাকারিং হয়।

## লাল ল্যাকারিং।

ডাণ্ডনসরুড (খুশখারাপী)	৮ আ:
সান্তারক	১৬ আ:
চাঁচগালা	৮ আ:
আনাটো (লটকনের বীজ)	১৬ আ:
স্পিরিট	১ গ্যালন

সমস্তগুলি এক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া বোতলে রাখিবেন। ইহা যের লাল ল্যাকারিং হইবে। ইহা একটা স্কেৎ দেখান গেল মাত্র, যিনি এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চাহেন, তিনি প্রকৃত কাজ করিতে করিতে Practice দ্বারা ভালমত বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। জিনিষটা বড় দরকারী বলিয়া প্রকাশ করিলাম।

## BRASS POLISH.

### পিত্তল পালিস।

পিত্তলের পালিস করা অনেক জিনিস আছে, যাহাকে পালিস না করিলে মড়িচা ধরিয়া জিনিসটার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। আমরা মেটাল পালিসের অনেক প্রক্রিয়া দেখাইয়াছি, এবারে পিত্তল পালিসের কথা বলিব।

## Rotten stone চূর্ণ—

২ আউন্স

অক্যালিক অ্যান্টিড  
সুইট অয়েল  
আর টারপিন এমন পরিমাণ, বাহারারা উক্ত চূর্ণ গুলি কানার মত হইবে, তাহাই কোটা বড় করিয়া মেটাল পালিসের দ্বারা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

## কাল বার্নিস।

কাল নীলকরার গালা	৫ আ:
স্পিরিট	১২ আ:

গলিয়া যাইলেই উৎকৃষ্ট কাল বার্নিস হইবে। এই প্রকারে লাল গালা হইতে লাল বার্নিস করা যাইতে পারে। কাচের উপর কাল বার্নিস করিতে হইলে এই বার্নিসদ্বারা স্মন্দর হইবে।

## ক্রিস্টাল বার্নিস।

ম্যাপ প্রভৃতি কাগজের উপর বার্নিস করিতে হইলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## প্রস্তুতপ্রণালী।

ধানিকটা কানেডা বালসম লইয়া তাহাতে ব্যবহারের সুবিধা বুঝিয়া তাপিন দিশাইলেই ক্রিস্টাল বার্নিস হইবে। ইহা ম্যাপ্ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## French Polish.

চাঁচগালা	১৬ আ:
বেনজইন	১৪ আ:
সান্তারাক	১ আ:
স্পিরিট	৪ পা:

গলাইয়া ছাঁকিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে তুলিবেন না।

# বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

আমাদের “জীবনদশা” নামক পুস্তক বিতরিত হইতেছে ; অগ্ৰই আবেদন করুন, বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা ।

দৃঢ়তার সহিত সগৰ্বে বলিতে পারি

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকার

শ্রায় অমোঘ ও দ্রুত ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই । ইহা স্নায়বিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার একটা অব্যর্থ মহৌষধ । একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাই প্রার্থনা, ৩২ বটিকাপূর্ণ কোটার মূল্য ১৮ ।

ম্যালেরিয়া নাশক

“জ্বরাস্তক বটীকা”

“জ্বরের যম”

যে কোন প্রকারের জ্বরই হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে । ৪০ বটিকা পূর্ণ কোটার মূল্য ২৮ ।

শিশুদিগের জন্য

## শিশুসখা বটীকা

শিশুগণের ষকুৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুঙুড়ী সর্দি ও অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । সুস্থ শিশুরাও ইহা সেবন করিতে পারে । মূল্য ৩০০ বটিকার ১ কোটা ১৮ টাকা ।

## মনি তৈল

শরীর পোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, স্নিগ্ধ, হাত পা জ্বালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ । ইহা সর্বদা কেশে মর্দন করিলে কেশরাশি সুকোমল শ্রীধারণ করে । ইহা শরীরে মাখিলে দুর্বল ব্যক্তিকে মোটা করে । মূল্য ৫ তোলায় শিশি ১৮ টাকা ।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোলবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

## BLUE-BLACK INK.

ব্লু-ব্ল্যাক কালী।

Bruised Aleppo nut-galls 2lb.  
Water 1 Gallon

Boil in a Copper Vessel for an hour, Adding water to make up for that lost by evaporation. Strain again and again, boil the galls with a gallon of water and strain; mix the liquors and immediately 10 ounces of Copperas (তুতে) in Course powder and 8 oz of Gum arabic; agitate untill solution of these latter is effected, add a few drops of a solution of Potassium Permanganate, Strain through a piece of hair cloth and after permitting it to settle bottle. Addition of a little extract of log wood will render the ink darker when first written with. ½ oz. Sugar to the gallon will render it a good Copying ink.

S. A 269.

## সাহিত্য এবং প্রাপ্ত দ্রব্যের

সমালোচনা।

## দেবীর দুস্রারে।

ত্রিপুরার বন্দোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত; মূল্য এক টাকা, রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলিকাতা ২৪নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে প্রাপ্য। হাপা কাগজ ভাল, মরকোলোয়ার বাইভিং, সোণার জলে নাম লেখা।

বইখানিতে ছোট আটটি গল্প আছে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ফুলিবেন না।

“দেবীর দুস্রারে,” তেজারতী, গরীবের মেয়ে, তাইয়ের কোলে, অকণা, সকলহারী, সোণার-তরী এবং ঘরের লক্ষ্মী।

বাকরণের নীরস কঠোর চর্চার ব্যাপ্ত দেখে কখনও ভাবিনি রসময় বাবু লেখনী এমন অমৃতের উৎস ফুটিয়ে তুলে লোকের প্রাণে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করে তুলবেন, কিন্তু সে বাবুগা উড়ে গিছিলো তখনই—যখন সমালোচকের চোক নিয়ে দেখেছিলেন, তাঁর “কুড়ন ছেলে” হিমাজি অঙ্কে” প্রভৃতি প্রবন্ধাদি, তাঁর লেখার প্রত্যেক ভক্তিটই কবিত্ব ব্যঞ্জক আর এমনিই স্বাভাবিক যে, প্রত্যেকটি বিষয়ই পাঠককে একটা বাস্তবিকতার রাজ্যে নিয়ে যায়, তাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই।

এই বই খানি সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথীরাট যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছেন, আমরা সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাইনে; তবে এইটুকুমাত্র বলতে পারি, লেখকের লোক চরিত্রে অভিজ্ঞতাও বেশি—আবার সেটিকে ফুটিয়ে তুলে লোকের উপভোগ্য করবার ক্ষমতাও তেঁর অসাধারণ। তিনি নেন যতটুকু, দেন তার চেয়ে ঢের বেশী।

গল্পগুলির মধ্যে সুন্দর পল্লীর অভাব অভিযোগ, তাহাদের স্বপ্ন হৃৎকের কথা এমন স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে, যেন প্রত্যেকটিই বাস্তবিকতার এক একখানি নিখুঁত ছবি।

“সকাল বেলা, কিনকি দিয়ে ছুটে রবির আলোর ঘরে বাইরে ছিটকে পড়া, উঠান ভরা শাক শজির আগাগুলির ঝিকমিকানি, সিউলিগাছের তলার ফুলের আসন বিছিরে রাখা, আগিনার তুলসীতলা, গ্রামের পার্শ্বের মাঠে সরষে, মটর, কুমুম ফুলের রূপের চেউ খেলা, বাড়ীর পেণে গাছটির উপর দিয়ে নুখা উঠা—আরও কত কি?—এসব ভাবগুলো

কি মধুর! শৈশবের সেই অনাবিল স্মৃতিকে জাগিয়ে মনটাকে পাগল করে তোলে।

আবার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি “দেবীর দুস্রারে” গল্পে। সরলা আর মুরলা জল আনতে গেছে পুকুর ঘাটে—বিকেলের হাওয়ার জলের কালো লাবণ্য হলে হলে ফুলে গিয়ে পড়ছে, বাঁধা ঘাটে বসে মন-হারাপো যেয়ে ছুটি তাই দেখছে। চোক সেই দিকে, তবে কিছু দেখছে কি না তারাই জানে। তারা এমনি হ’য়ে গিয়েছে যেন কেউ কাকে চেনে না; যেন অপরিচিত দুটি পল্লীবাসীর মাঠের মাঝে পুকুর ঘাটে এই প্রথম প্রথম, তাও চোখের—মনের নয়, ভাবের নয়।

তারপর আবার দেখতে পাই—“আবার সেই পথ, সেই পথের পাশে অসংখ্য গাছ। কিন্তু যুবকটি কৈ? হু’জনেই ভাবলে ‘যুবকটি কোথায় গেল?’ হু’জনেই মনে একই প্রশ্ন, কিন্তু কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলছে না।”

এই রকমের আরও অনেক কথাই আছে। হানাতাবে পরিত্যক্ত হল।

বাস্তবিকই—লেখকের “দেবীর দুস্রারে” পড়ে অবধি আমরা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উদ্গীর হয়ে রইলুম।

তবে একটা কথা, লেখক—লেখার সরসতা ও কবিত্বের প্রতি যতটা লক্ষ্য করেছেন, প্লেটের দিকে ততটা মনঃসংযোগ করতে পারেন নি।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মিলন—১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম, এ এবং শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষাল বি, এ সম্পাদিত। ২৫নং হারিসন রোড—মিলন বন্ধির (রিপন ডিপোজিটারী) হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক

মূল্য সডাক ৩০ টাকা, ছাত্রদের পক্ষে ৩০।  
নগর প্রতি সংখ্যা ১/০। ছাপা কাগজ, চিত্র  
এবং প্রবন্ধ গৌরবে "মিলন" প্রথম শ্রেণীর  
মাসিক, অথচ মিলনের মূল্য স্থলত।  
"মিলনের মধ্যে তিনটি বিভাগ—মিলন,  
মনোহরা এবং কাকুলী। মিলন পাঠে সর্ব-  
শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার আকাজক্ষা পরিতৃপ্ত  
হইবে। আমরা সর্বাঙ্গকরণে সহযোগীর  
দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সনাতন—পাক্ষিক পত্র, ১ম বর্ষ ১ম  
সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীগিরীজনাথ বন্দ্যো-  
পাধ্যায়। বার্ষিক মূল্য ২৯ প্রতি সংখ্যা ১/০।  
৩৩১ বি মল্লিকা লেন, বহুবাজার হইতে  
প্রকাশিত। ১ম সংখ্যা পাঠেই বুঝা যায় যে  
সনাতন লোক প্রিয় হইবে। আমরা এই নব  
সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

### লোটাস টুথ পাউডার।

লোটাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর  
দ্বারা প্রস্তুত, প্রতি কৌটার মূল্য ৮/১০। এই  
টুথ পাউডার (দন্তমণ্ডন) সুন্দর রূপে  
প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল দ্রব্য  
আছে, তাহা নিশ্চয়ই দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদনে  
নষ্ট পরিষ্কারে এবং মাড়িকৃত নিবারণে  
সম্পূর্ণ সক্ষম। আমরা ইহা ব্যবহারে সন্তোষ  
লাভ করিতে পারিয়াছি ইহা ব্যবহারে  
মুখের মধ্যে একটা সুগন্ধ বহুক্ষণ থাকিয়া  
যায়।

ঠিকানা :—Lotus Manufacturing Co.  
Behala P. O. Calcutta.

### পুলিশের কীর্তি।

খুলনা পুলিশের মোকদ্দমার হাইকোর্ট  
রায় দিয়াছেন। যিনিই বিচারপতিদের রায়  
পড়িবেন, তিনিই দারোগা বাবুর প্রতিভা,

কার্যতৎপরতা, ও 'গ্যালাটি' (নারীপ্রীতি ?)  
বা কাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন। দুইটি  
ব্রাহ্মণ যুবতী তাদের প্রেমীদের সঙ্গে গৃহত্যাগ  
করিয়া বাবুরাবাজার গ্রামে উপস্থিত হইয়া-  
ছিল। তাহাদের সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি,  
এবং অলঙ্কারও ছিল। গ্রামের লোকেরা  
অত্যন্ত দুষ্ট ও পরিছিত্রায়েবী (১) বাজেই  
তাহারা উহাদের আটকাইয়া রাখিয়া উহাদের  
বাড়ীতে ধবর দেয়। অলঙ্কারগুলিও তাহারা  
গচ্ছিতস্বরূপ একটা দোকানে রাখিয়া দেয়।  
রাজিতে যুবতীদের একজন প্রেমী বলে যে,  
কিছু টাকা চুরি গিয়াছে। অমনই একজন  
চৌকীদার খানার ছুটিল এবং পরদিন দারোগা  
নৌকা করিয়া স্বয়ং আসিয়া হাজির হইলেন।  
গৃহত্যাগিনী যুবতীদের প্রতি ক্রোধায় তাহার  
চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল—কাজেই তিনি  
তাহাদের মোকদ্দমা তদন্তের ভার নিজেই  
লইলেন। তিনি যুবতীদের লইয়া নৌকার  
করিয়া বাজারে যান এবং সেখানে বাহার  
নিকটে অলঙ্কারগুলি ছিল, সেই কেশব সাহার  
দোকান খানাতল্লাসী করিতে উত্তোষ করেন।  
ইহাতেই নাকি হরিদাস মিত্র, আবহুল খলিফ  
প্রভৃতি কয়েকজন উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা  
বাধাইয়া দেয়। হরিদাস দারোগাবাবুকে  
নাকি প্রহারও করে। দারোগা বাবু নৌকার  
আশ্রয় লইলে লোকেরা নাকি তাহাকে সেখান  
হইতে টানিয়া বাহির করিয়া একটা দোকানে  
বন্ধ করিয়া রাখে ও পরে ছাড়িয়া দেয়।  
ব্যাপার ভয়ঙ্কর! পুলিশের কর্তব্যকার্যে  
বাধাদান; কাজেই হরিদাস, আবহুল খলিফা  
ও আরও কয়েকজনের নামে গোটা পাঁচ সাত  
ধারার অভিযোগ আনা হয়। সেসন জজ  
হুজুগাক্ষে প্রায় সকলকেই ছাড়িয়া দেন;—

কেবল হরিদাস ও আবহুল খলিফার নামে  
দাঙ্গা ও মারপিটের মোকদ্দমা শেষ হকুমের  
জজ হাইকোর্টে পাঠান; কেননা, জুরীরা

আসামীদের নির্দোষ বলিয়াছিলেন, জজ  
তাহাদের সঙ্গে একত্র হইতে পারেন নাই।

হাইকোর্টের জজেরা বিচারে এ ছ'জন-  
কেও দাঙ্গা ও মারপিটের অপরাধ হইতে  
খালাস দিয়াছেন। তাহার বলিয়াছেন যে,  
দারোগাকে জালোক দুইটি বা তাহাদের পক্ষ  
হইতে কেহ রীতিমতভাবে কোন এতলা দেয়  
নাই; সুতরাং আইনতঃ তাহাদের এ বিষয়ে  
তদারক করিবার ক্ষমতা দারোগার ছিল না।  
কেশবের দোকান খানাতল্লাসী করিবার  
অধিকারও আইনতঃ তাহার ছিল না।  
অতএব দারোগার কার্য তাহার অধিকার  
বহির্ভূত হইয়াছে। আসামীরা কোনই  
অপরাধ করে নাই।

বিচারপতি সুরাবর্দি দারোগার কার্যের  
আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-  
ছেন, তাহা বেশ কৌতূহলজনক :—

"He was not apparently attracted  
to the Bazar for this rumour (theft  
of Rs. 52/-), but by the further in-  
formation that two runaway young  
women with valuable jewellery  
had arrived there in the course of  
their wonderings. It appears that  
he took no notice of Rs. 52/-, but  
immediately on his arrival inter-  
ested himself in the affairs of these  
women."

অর্থাৎ টাকা চুরির কথা শুনিয়া দারোগা  
ঘটনাস্থলে যান নাই। আসলে দুই জন  
গৃহত্যাগিনী যুবতী, বহুমূল্য অলঙ্কারসহ সেই  
স্থানে আসিয়াছে, এই কথাই তিনিই সে  
আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বিচারপতি ওয়াশলি দারোগার Misgui-  
ded zeal বা বিপথগামী উৎসাহ দেখিয়া  
আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন; এবং বলিয়াছেন:

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপক্ষ লউন।

পুলিশ বিভাগের কর্তারা এই উচ্ছৃঙ্খলতা সংবর্ত না করিলেও, ম্যাজিস্ট্রেটের নিষ্কর্তই করা উচিত ছিল :—

“If there was no one in the Police department to curb such misguided zeal, it is surprising that an intelligent Magistrate should have failed to see the facts in true proportion and to realize that the case was one that should be tried in his court.

এই দারোগার মোকদ্দমার বাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা ‘শান্তি ও শৃঙ্খলা’ নাটকের একটা পার্শ্ব-দৃষ্টি মাত্র। সমস্ত ব্যাপার আলা-লভেও আসে না, চাইকোর্টের বিচারকদের হাতেও পড়ে না। অধিকন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে ‘টু’ শব্দটি করিলে কাহারও নিস্তার নাই। পুলিশের সকল কর্মচারীই যে “ধর্মপুত্র সুধিষ্ঠির”—নয়—খুলনার মোকদ্দমার পর, অন্ততঃ একখাটাও বোধ হয় আমলাতন্ত্রের প্রকৃষ্টা স্বীকার করিবেন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা।

২২শে শ্রাবণ।

**বালসুখ**

দুর্জল, শীর্ণ ও চির রুগ্ন বালককে  
সুস্থ সমল ও গীর্বাণ করিবার  
পক্ষে “বালসুখ”ই একমাত্র  
সুপ্রসিদ্ধ ও গ্রিফিট ঔষধ।

মূল্য প্রতি শিশু ১০ ও ডাকমাণ্ডল ১০০

প্রাপ্তিস্থান

নুখন দারক কোম্পানী লিমিটেড

## Medical.

### বাইরোকেমিক নোটস

বা

প্রেসক্রাইবার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

লেখক—ডাক্তার অম্বুকুলচন্দ্র বিশ্বাস।

হড়া (হুগলী)

—:—

### বাত—রিউমেটিজম্।

লক্ষণ—(Symptoms).

রিউমেটিজম হবার কয়েক দিন আগে—  
শরীরে নানারকম অসুখ—অশান্তি—অব্যক্ত  
বাতনা—ফুর্সিহীন—মন হহ করা ইত্যাদি  
হয়ে—তবে ক্রমশঃ রোগ প্রকাশ পায় আবার  
কখনও কখনও কোন ছলকণ—প্রকাশ  
না পেরে হঠাৎই রোগ প্রকাশ পায়। কখনও  
আন্তে আন্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিও হতে পারে  
নয় তো হঠাৎ প্রবলভাবে খুব বেশী রকম  
বাতনাদিও হতে পারে। এর কোনও বাধা  
নিয়ম নাই।

প্রথমে হয় তে কোনও একটা ছোট  
গাঁইট্ আক্রান্ত হয়ে—অর দেখা দেয়।  
ক্রমশঃ বেদনা বৃদ্ধির সঙ্গে অরের বৃদ্ধি হয়।  
অর প্রায়ই কম্প দিয়ে আসে—কারো বা  
ক্রমশঃ অর নীত করে খিকি খিকি অরের  
বৃদ্ধি দেখা যায়। আন্তে আন্তে অর বেশী  
হ’য়ে শেষে গা ভয়ানক গরম হ’য়ে ওঠে।  
অরের সঙ্গে বাম হয়—বামে টক্ গন্ধ ছাড়ে—  
রোগীর মুখের আশ্রয়ও টক হয়। বড়

ছোট সব সন্ধি (গাঁইট্) আক্রান্ত হতে  
পারে। কখনও একটা একটা গাঁইটে ধরে—  
আবার কখনও একবারে দু তিনটা বা আরো  
বেশী গাঁইটেও বেদনা হ’তে পারে।

বাঁদের কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ খুব  
কম্প দিয়ে (বেশী নীত করে) অর আসে—  
আর ঐ সঙ্গে একটা বা দুটা—বড় সন্ধি  
আক্রান্ত হয়—তাঁদের প্রায়ই রোগ শক্ত হ’তে  
দেখা যায়। এরকম রোগের সঙ্গে প্রায়ই—  
এণ্ডোকার্ডাইটিস পেরিকার্ডাইটিস ইত্যাদি  
কঠিন কঠিন উপসর্গ হয়ে রোগীর প্রাণ নাশ  
পর্যন্ত কর্তে পারে।

হাঁটু, কাঁহড়ী, হাতের কব্জী পারের  
গোড়ালীর গাঁট ইত্যাদিই বেশীর ভাগ  
আক্রান্ত হয়—প্রতি আঙ্গুলের গাঁইট্ও বাদ  
যায় না। বেদনা খুবই ভয়ানক, বাতনার  
রোগী মুখ বিকট্ শিকট করে। সর্বদাই মুখের  
চেহারা একরকম বি-স্ত্রী রকমের হয়ে থাকে,  
মুখের দিকে চেয়ে দেখলেই বেশ বোকা  
যায়—সে—কি বেন একটা অসহ্য বাতনা  
ভোগ কচ্ছে। তরুণ বাতক্রান্ত সন্ধি স্থল  
লাল হয়—খুব টাটায়—আর সন্ধির ভেতর  
অসহ্য বাতনা হয়—আর গরম হয়। টাটানি  
এতো হয়—যে কেউ দেখতে চাইলে পাছে  
সে হাত দেয়—এই ভয়ে—আগেই স্পর্শ  
কর্তে বারণ করে দেয়। বাতাসের দরকার  
হলে—হুয়ে ব’সে পাখা চালাতে বলে।  
পাছে লাগে এই ভয়ে।

(ক্রমশঃ)

## কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সন্ন্যাসী প্রেসে ত্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



## সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, ( মুর্গীহাটা ) কলিকাতা ।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মিত্র নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

### নূতন গ্রাহকের সুযোগ ।

পুস্তক গ্রাহক যাহেই কাজের লোকের মূল্য ২৫। এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি “কাজের লোক” হাতে হাতে পাইবেন। মকঃনলে ডি: পি: ও ডাকমাণ্ডল সতর লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**W**HOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographie and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1844).

25, Abchurch Lane, London,

### যদি দেশের উন্নতি চান,

তাহ'লে সর্বপ্রথমে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করুন।

কিসে সে সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করা যায়, তা' যদি সহজে ও স্থলতে শিখতে চান, তাহ'লে আজই

### স্বাস্থ্য-সমাচার

নামক মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য পত্র লিখুন। গত বৈশাখে একাদশ বর্ষে পদার্পণ ক'রেছে। মাতৃ-মঙ্গল, শিশু-চর্যা, ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি, দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি ও তাহার বিবিধ উপায়ে প্রতিকার, পল্লী-স্বাস্থ্য প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা, বিশদ ও সরলভাবে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, সঙ্কর্ড, সমালোচনা আকারে নানা চিত্র বিভূষিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। এরূপ একখানি পত্রিকা প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে কবচের মত সম্বন্ধে রক্ষা করা উচিত। বার্ষিক মূল্য সডাক—২৫ মাত্র, অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাব্যক্ষ—“স্বাস্থ্য-সমাচার”,

৪৫ নং আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

### “স্বর্ণকারের কার্য্য”

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কারিগর ও গৃহস্থ উভয়েরই এ পুস্তক পাঠ করা উচিত। এই পুস্তক পাঠ করিলে গৃহস্থের কোনরূপ ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালার এরূপ পুস্তক আর নাই।

মূল্য ১০ চারি আনা।

মহামিলন মন্দির,

ভদ্রকালি উত্তরপাড়া,

পোঃ কোভরং, জেলা হুগলী।

## সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট—কলিকাতা।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের ত্রাসাজ্ঞ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে  
অমৃতের জ্বর উপকার করে। গ্ৰীহ ও বক্রত  
রোগে অমৃতাদি বটিকার শক্তি অতীব অদ্ভুত।

১ কোটা ১ টাকা ৩ কোটা ২৫০

১২ কোটা ১০৮

### মকরধ্বজ।

আমাদের প্রস্তুত স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলি  
জারিত মকরধ্বজ সকল রোগেই ব্যবহার্য।

ইনফ্লুয়েন্সারোগে ইহা মন্ত্রশক্তির জায় কার্য  
করে।

১ সপ্তাহ ১৮ ১ ভরি ২৫ টাকা।

### জবাকুমুম তৈল।

শিরোরোগের মহোষধ।

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের  
অকাল পকড়া নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ,  
দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে।

১ শিশি ১৮ ৩ শিশি ২৫ ৬ শিশি ৫৮

১২ শিশি ৯৫ এক গ্রোস ১০৮ টাকা।

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

### সুরবলী কষায়ই

রক্তদুষ্টির মহোষধ।

সুরবলী কষায় সেবনে রক্তের ঘাবতীয়  
দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন  
হইয়া কাস্তি পুষ্টি ও লাভণ্য বর্দ্ধিত করে। এই  
সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে  
পারে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও সেবনে  
বাধা নাই।

১ শিশি ১৫ ৩ শিশি ৩৫ ১২ শিশি ১৫৮

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা ষত দিনের পুরাতন হউক  
“খোকসিনা” ২৫ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা দ্বায়ী কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে অলৌকিক শক্তি দ্বারা বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

## শ্রী কালিমাতার স্বপ্নাদ্য আশ্চর্য্য ফলপ্রসূ ২টি মাহুগী।

হুড়া গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহুদিনের  
ও বহু লোকের আনিত ও পরীক্ষিত। একটা  
খেতের ব্যামোর। অপরটা বাতের। ধারণ  
মাজেই নূতন পুরোণো সব রকম খেতের  
ব্যামো এবং বাত মাজেই এমন কি বাত  
পড় হলেও এই মাহুগী ধারণে নির্দোষ ভাল  
হইবেন। প্রতি মাহুগী ১০ ডাঃ মাঃ ৪টা  
পয়সা ১০।

একশীরা কুরণ্ড প্রভৃতি কোষরুদ্ধি  
এবং বাগী, কুঁচকী, গোদ, গরগণ্ড, বহু  
দিনের স্থায়ী আব, বিবাক্ত বড় বড় ফোড়া  
যদি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণায়, এবং কোন  
রকম ঘা বো না করে নির্দোষ ভাল কর্তে  
চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত  
পাহাড়ী গাছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত  
ওয়েল সার ব্যবহার করুন। মন্ত্রশক্তির মত  
উপকার পাইবেন। খাবার শুষ্ক নয়। কেবল  
লাগাইতে হয়। নাম প্রতি শিশি ২০ ছই টাকা  
ডাঃ মাঃ ১০। ডাক্তার এ সি বিশ্বাস,

হুড়া, ব্রাহ্মপাড়া, পোঃ হুগলী।



## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্ত উৎস না হইলে চিকিৎসাকাব্য সম্ভব  
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্ত—টাকা, আমেরিকার এসিড ঔষধ  
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান  
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বার, এম ডি; জে, এন; বোষ এম,  
ডি, চেন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস;  
নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এল; কীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল,  
এম, এস; বিশিণবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি অচিকিৎসকগণ  
আমাদের ঔষধের বিত্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা স্থাপন  
করিতে গিয়া বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচেন না—এইটাই চঃৎ।  
আমাদের মাদারটিংচার ১০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পয়সা ১০। ইহার কমে আমরা  
পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট,

৩০ নং গ্যাব্রিন রোড, কলকাতা ট্রাট অংশন, ব্রাকঃ—৪৫ নং ওয়েলসলি ট্রাট, কলিকাতা।

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

## MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United  
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other  
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

## EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign  
Markets supplied;

## STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate  
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,  
or Trade Cards of

## DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under w  
they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash w th  
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London. E. O. 4

ENGLAND.

Business established 105 years.

## Success Comes Easy

after reading our two volumes of  
'Businessman, 1914—1915.

They start you right and con-  
tains inside informations that is  
most valuable. They speak right to  
the point about the many necessary  
things you need to know and put  
you on the proper need to a real  
humming success. Sent prepaid  
for Rs. 2/8 for Two Big Volumes.  
Only for Bengali gentlemen. if  
you are not satisfied after reading—  
return the books after a week, your  
money will be refunded at once.

Manager

"Businessman"

2, Rrjendra Dutta Lane,  
Bowbazar, Calcutta.

## পশু-চিকিৎসার পুস্তক

## গৃহ-সংখা

১০ আনার ডাক টিকিটে পাঠাই।

শ্রীনিলাল রায়,

১ নং উইলিয়ম্স লেন, কলিকাতা।

## সুরমা ও সুরেশ ।

সুরেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না । আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুরেশী হইতে পারে না । সুরমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্জনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোগ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমাস্তাদি ১০০ ।

কবিরাজ ত্রিশঙ্কিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিক্কুর রোড, কলিকাতা ।

## গ্রামোফোন ও হারমোনিয়ম বিক্রেতা,

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বেক্টিক স্ট্রীট, কলিকাতা ।

ফোন নং ৫৩৭৫ ।

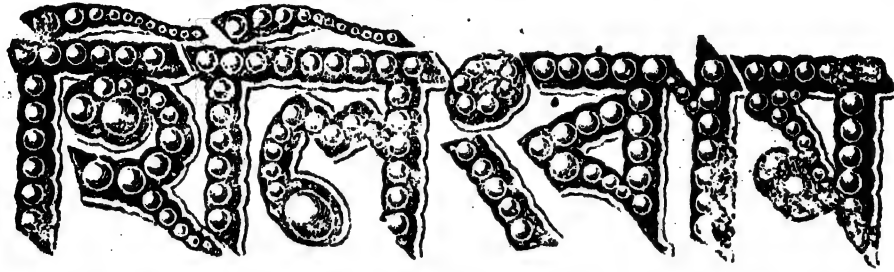
আমাদের চমৎকৃত হারমোনিয়ম উৎকৃষ্ট সীজন করা কাঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা সুর বাঁধা । এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিবেন । আমাদের হারমোনিয়মের অন্য দুই বৎসরের গ্যারান্টি দেওয়া হয় । আমরা এইবার আম্রাণীর পিন আনাইয়াছি, ইহা মূল্যে সস্তা ও ইংলিশ পিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ১ বাক্স মূল্য—১০ আনা ও এক ১০০০ মূল্য ২১০, আমাদের নিকট কুকুর মার্কা গ্রামোফোন পিন পাইবেন—১ বাক্স মূল্য ১৮ ; ১০০০—৫ টাকা । এইবার অনেক ভাল ভাল থিয়াটারের পালা বাহির হইয়াছে । ১। অকমারী ৭ খানি রেকর্ড সমেত—২৪১০, ২। মলিনাবিকাশ ৮ খানি রেকর্ড মূল্য ২৮ ও কৃপণের ধন ১০ খানি মূল্য ৩৫ । তালিকার অন্য পত্র লিখুন ।

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বেক্টিক স্ট্রীট, কলিকাতা ।

# চিকিৎসা এদেশে আজকাল খুবই আক্রান্ত। কাজের লোক

হিসেব ক'রে তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না।  
এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া যায় কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দোষের অপব্যয়হার নিবারণার্থ ঔষধ মনোনিবেশ করে  
বুকে, ঠাট্টে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা'খা' তা' কেনার পরচণ বাঁচে। এই বাজারে সত্তা অসুখে কিছু  
থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মশলা দিতে হ'বেই তো আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে  
গারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে কল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা দ্বারা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।  
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্বব্যাপী সমস্ত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকতে পারে, বাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু চিকিৎসাব্যয়ের বিশেষত্ব এই—(১) প্র'ত  
মাত্রায় কল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে  
বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩০, সাধারণী ২৫, ছোট ১৫।

আর, লগিন এও কোং—যানুক্যাক্ চারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“চিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## “কাজের লোকের” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কতগুলি চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্র' ১১ ইঞ্চি প্রতি বার ১০ টাকা ধরা হয়। সং ব্যসবায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি
- ৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ের পরিবর্তন করা হয় না।
- ৪। Display অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিবরণের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য দিওন।

### সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২	৭	৬	৫
৩	৬	৫	৪
১ কলাম	৫	৪	৩
২	৪	৩	২
৩	৩	২	১

১৫ মাসের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অস্বাভাবিক বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনে

মূল্য প্রদত্ত। সন্নিবেশের কথা পত্র লিখিলে স্মৃত করা যায়।

কার্যাব্যয়

“কাজের লোক”

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।





## আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃকিত, কোমল ও মনন হয়। কটা কেশ কখন হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আশিত্য বা টাকরোগ আরম্ভ হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব চরম কণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্নন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ ইগন্ধে চিত্তের প্রকৃততা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল সাত আনা।

## উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদেরকে লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতকরী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিদোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিক্রান্তিতে “বৃহৎ অমৃতকরী কষায়” মন্ত্রশক্তির ভায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২, দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৬০ ডের আনা।

কবিরাজ নপেল্লনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১২ নং লোরার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে

মস। মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

বৃহত্তরেক সুখ-শয্যা হয় ॥

লাগুনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড রোড, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN

Registered No. 118

301922

ফোডার ফোড

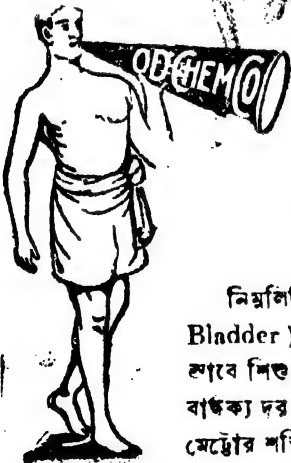
Edited by S. P. Chatterjee.

১৬শ বর্ষ,  
১ম সংখ্যা।

New Series  
August, 1922,

নতুন সংস্করণ।  
অগষ্ট ১৯২২।

Vol. XVI  
No 8



শানমেটো  
SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র ও মূত্রনালীর রোগের পীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বালক ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটো ব্যবহার করেন। মূত্রনালীর (Kidney and Bladder) রোগের পীড়ার প্রস্রাবের ভাষা, মূত্রনালীর প্রস্রাব বা অন্যান্য লগ্নে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে মায়নিক, ব্যাকটেরিক বা অস্বাভাবিক কোন পীড়ার অকাল বার্তা দর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্রনালীর বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আজি: আর কোন নেশার তিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিষ্কিষে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবস্থাপিত থাকে। শ্রী প্রতি শিশু ও সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

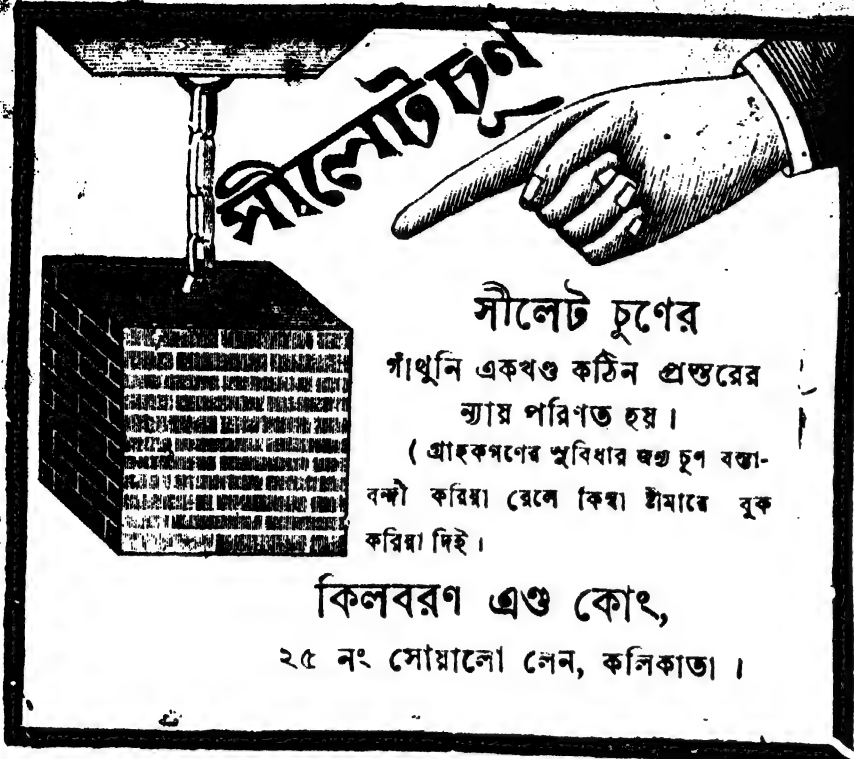
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫২ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।  
OP. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কার্যের জন্য পাবলিশিং—ই. ব. সোমেরস সনস, লন্ডন, ইংল্যান্ড, বালিকাডা।

কাঁচের লোক, কলিকাতা।



**সীলট চুণ**

সীলট চুণের  
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলের কিষা ইমারে বুক  
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,  
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত জিলায় একাধিক  
বর্ণ ও যোগ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালামুত, হৃৎক শিথিল  
জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার অলকিয়োরবাম, সর্পকোর  
শিরঃশূল, আঘাতজনিত ও  
বহুবার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হৃৎকতার জন্য ১০।

বাটলিওয়ালার (কলেবোল) কলেবোর এবং  
রক্তাক্ততার জন্য ১।

বাটলিওয়ালার আসল হুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ ড্রো  
করিয়া) ১০।

ভারতের সমস্ত গণ্ডিয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—

BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্বীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিটিস কর্ডিয়াল রাইও

**ALETIS CORDIAL RIO**

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, স্মৃতিভ্রম, এবং যেতপ্রদর, অরাস্থ্য দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির অন্ত সমস্ত  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহৃত করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদেহের সমস্ত হৃৎকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটা অম্লি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্ত্রীদেহের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিটিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রতারণকণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
০৮০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,

১৮৭০ সালে স্থাপিত।

১২ ব্যারো ষ্ট্রিট, নিউইয়র্ক,

আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যাগেজিন  
সহায়ক

# জার্মানী

সকল প্রকার জ্বরের  
সহায়ক

জ্বরে বিজ্ঞপ্তি সেবন করা চলে।

6-9-22

## একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নূতন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রসূ  
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।  
মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা। গ্রোস ৫০ ডাক ও রেল মাস্তুল স্বতন্ত্র  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড,  
আর, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co., Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messrs. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C. ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C. ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী নামে সংক্ষিপ্ত পুস্তক,  
চিকিৎসক এবং সাংবাদিকসমূহ যারা ছুরোসী প্রশংসিত। মূল্য ১. তি পি স্বতন্ত্র।

ম্যামেজার, “কাজের লোক,”

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, কলকাতা।

কলিকাতার এসিড হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহও প্রাপ্য।

বদি ঘরে বসিরা ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ  
পাইতে চান—তবে আগাদের সঙ্গে  
পত্র বাহার করুন।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর বাণিজ্যিক হাত-  
ঘড়ি, কাউন্টেন পেন, ছুরি, কাঁচি, স্ক্রু, কাগজ  
কলম—ঔষধ পত্র—ছবি, বই, খেলনা  
হেলেনের জন্ত উড়ো জাহাজ চলন্ত ট্রামলক,  
এঞ্জিন, বৈজ্যতিক ছোট কলকারখানা ইত্যাদি  
ও অস্থায়ী অনেক জিনিষ গ্রাহকের পছন্দমত  
ডাকে সরবরাহ করে থাকি। কারখানার  
কনিশন মাত্র পাইয়া—ঠিক কলিকাতার দরে—  
কোন কোন জিনিষ আরও সস্তায় দিতেছি।  
অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে  
একবার পরখ করে দেখুন—খুসী হন কি না।  
ঠকবার ভয় নেই। যে কেহ এ সমস্যার  
সদস্য হতে পারেন। “গৃহস্থ সমবার”

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম, আর,  
এ, এল।

শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
১৫ নং খেলাংবাবু লেন, কালীপুর কলিকাতা।



১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩/৬ স্বপে ১৥০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১৥০, চাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture.

Bengalee.

“A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

\* \* “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমরাগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” বশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কবি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্যঙ্গোন্নতি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কবি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বেঙ্গল য়গর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা “কাজের লোক” পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।” ধুলনাবাসী।

“কাজের লোক” পুস্তক মাত্রেরই পাঠ করা বর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, বাস্তবিকের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু। \* \* \* \* \* শিক্ষানন্দপর্ণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মারা কাটাওয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রাপ্তির প্রণালী, শিল্পের পরিচর প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বধা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রও ভ্রমোদী প্রত্যাশা করিয়াছেন, হঃখের বিষয়, স্থানান্তরিত: সকলগুলি দিতে পারিলেন না।



কাজের লোক, কলিকাতা ।

## অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

### এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অন্যান্য, সুগন্ধিত্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসজব মূলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

### হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্বাভাবিক) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম  $\frac{১}{১০}$ । কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার যন্ত্র ঔষধ কোটা স্কেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩৫, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুন্দর প্রোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্যে। মফঃস্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



## ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং চ্যারিসম রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পার্শী ও ইন্দী মাঝড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রূক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

## ছাপার কাজ ।

সকল প্রকার ছাপার কাজ মূল্যে

তৎপর করিয়া থাকি।

ম্যানেজার কাজের লোক।

## আমি

৪০ বৎসর চাউল ও ধানাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র মূল্যে

অল্পব্যয়ে শীঘ্র সরবরাহ করি—পত্র লিখুন।

শ্রীফেলারাম মণ্ডল,

গলদী পোঃ বর্দ্ধমান।

# কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র ।

অসংখ্য হাতে যেতেই জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপ জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি যার আছে, পত্র পাঠ লব্ধ লিখুন ।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং বলাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আগ্রহী অনুরোধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপী আয়েরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে । তবে আমাদের আশীষ এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ২১ টাকা তিঃ পি স্বতন্ত্র । কাগজে বানান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । যুদ্ধের ক্ষত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

How a penny became Thous-  
and Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to  
make (secondhand Book)

Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোতুলকাজ হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডাং করিবেন, পকেট সাইজ, ফ্লিসক্যাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান । মূল্য ১০/০ আনা । তিঃ পি স্বতন্ত্র ।

## ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২১ যুদ্ধের ক্ষত মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমাদের বেশী কাম্ভচারী নাই যে, সর্বদাই এই কাণ্ডে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় । সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । যাহা আমাদেব নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কাম্ভচার শেলও পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

২ নং রাজেন্দ্র চন্দ্র লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা ।

## প্রনিধান করুন

আপনার পকেট চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য নামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরক্ষকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয় ; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সাগরী । আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি । চক্ষুর বিবরণ আমাদের কাছে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থাসমত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই দে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

“শ্রীশ্রীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা ।”

ছই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে এক-খানা বই পাঠানো হয় ।

ঘরে ঘরে প্রচলিত ।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা  
মাণ্ডল স্বতন্ত্র ।

ম্যানেজার “শতদল”

১৫ নং খেলাংবাব লেন, কালীপুর,  
কলিকাতা ।

কাজের লোক, কলিকাতা, আগস্ট, সন ১৯২২ ।

## “কাজেরলোকের” প্রতিযোগিতা ।

স্বস্তী পুরস্কার :—প্রত্যেকজীতে সম্পূর্ণ এক খণ্ড করিয়া “কাজের লোক” ।

### জারমলীন

জ্বরের ষম ।

সর্বত্রই পাওয়া যায় ।

Remember

Keating's Insect Powder Only  
can kill Bugs and Insects, quite  
harmless to man or animal. Pre-  
pared in London. Price As. six  
only.

Sold by all Druggists.

### বামো

দি আইডিয়াল পেন কিলার  
সকলপ্রকার বেদনার অব্যর্থ

( পর পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেখুন )

Lotus Tooth Powder contains one  
of the highly oxidising chemicals  
It is a powerful antiseptic.

Send all enquiries to

THE LOTUS MANUFACTURING Co.,

4. Roy Bahadur Road.

BEHALA P. O., CALCUTTA.

( পরপৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য ) ।

### কেমন করিয়া পাইবেন ?

প্রতিমাসে একটী করিয়া প্রতিযোগিতা  
প্রকাশিত হইবে । অমুগ্রহ করিয়া নিয়মিত  
ভাবে এ পাতাটী পড়িতে ভুলিবেন না । এই  
সকল বিজ্ঞাপনের দ্বাৰাদি উৎকৃষ্ট ও আবশ্য-  
কীয় । আপনি কেবল এটী কারণ দেখাইবেন  
যে কেন আপনি এ সকল বিজ্ঞাপিত দ্রব্য  
ব্যবহার করেন বা করিবেন ? আপনি যত  
ইচ্ছা বেশী কারণও দেখাইতে পারেন ।  
সকল উত্তরই পরমাসের ২০শে তারিখের  
ভিতর “কাজের লোক” আফিসে পৌছান  
চাই । সঙ্গত ও উৎকৃষ্ট কারণগুলির  
লেখকগণ উপরোক্ত পুরস্কার পাইবার  
অধিকারী হইবেন । “কাজের লোক”  
সম্পাদকের স্বাক্ষর চূড়ান্ত বলিয়া গ্রাহ্য  
হইবে ।

### স্পিরিট বজ্রিত খাঁচী

স্বদেশী আভরণ ।

অটো ডি স্নোজ নং এ, ১

এক খাঁচী কামলে দিলে দশ দিক দশা দৃশ্য  
আমোহিত করিবে ও সেই দৃশ্য কামলে ১০১৫ সিবল  
থাকিবে । মহা পুজার পূর্বে এক শিশি ক্রয় করুন ।  
ইহা হস্ত ও হারী পত্র । যেন টাটকা মৌলিপের  
পত্র । প্রতি শিশি ভিঃ পি সবেত ২৫ টাকা ।  
এস, পাল এণ্ড কোং ৪৮২ হুগলিট  
স্ট্রীট, বর্ধমান কলিকাতা ।

সর্বপ্রকার দৌর্জলা বিশেষতঃ ধাতুদৌর্জলা,  
স্বাভাবিক দৌর্জলা ও পুষ্কবৎ বৃদ্ধির জন্য  
একমাত্র হাকিমী মহোদয় ।

### মোমসেক বটীকা

ব্যবহার করিয়া যন্ত্র হউন । মূল্য ১/- সর্বত্র  
পাটবেন ।

হাকিম মসিহর রহমান

ইটনানী মেডিকেল হল

১০ নং লোহার চিংপুর রোড, কলিকাতা ।

টেলি,—বেগমবাহার, কলিকাতা ।

### বামো

দি আইডিয়াল পেন কিলার ।

সকলপ্রকার বেদনার অব্যর্থ ।

( পর পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেখুন ) ।

### বিজ্ঞাপনদাতাদিগের দ্রষ্টব্য ।

বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতার প্রকাশিত  
প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের চার্ক প্রতিবার ৩/-  
অগ্রিম দেয় । অন্যত্র বিবরণ বিজ্ঞাপন  
বিভাগ “কাজের লোক” এটিকানায় পত্র  
লিখিলেই জানান যাইবে ।

### INDIA'S PREMIER HAIR-OIL.



An Ideal Puja Present

H. Bose Perfumer, Calcutta.

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অমুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন ।

# কাজেরলোকের ক্রোড়পত্র ।

## আপনার দেহটা

ঔষধ পরীক্ষার একটা কারখানা করে তোলা উচিত নয়—তাতে ঘোর অনিষ্ট হবে। প্রত্যেক রোগের বখাষোগ্য জন্ম আছে—ডিসপেন্সিয়া—বাক্যে বলে অজীর্ণ রোগ—তাতে কোষ্ঠ বদ্ধতা, অম্ল, শূলবেদনা, স্নায়বিক দুর্বলতা, মাথাব্যথা এবং শিরশূল, শিরোবেদনা, বায়ু জনিত পাকস্থলীতে নানাপ্রকারের বেদনা হয়, পেট কঁপা, উজ্জ্বলিত স্নায়ুপ্রকার নিদারুণ কষ্ট হয়, এ সকল গুলিরই মূল হচ্ছে অজীর্ণতা। একটা ওষুধে তা সারবে, সেটা হচ্ছে সর্বজন পরিচিত বহু পরীক্ষিত—

“বামো”

দি আইডিয়েল পেন কিলার ।

বহু অগ্নি পরীক্ষাই এই “বামোর” হয়ে গেছে, শেষ পরীক্ষা আপনিও করবেন। আজই এক শিশি পাঠাতে লিখুন। মূল্য ৮০ আনা মাত্র, ভিঃপি আলাদা লাগবে।

## পূজার সময়ে অতি উৎকৃষ্ট উপহার !

লোটাস লোপ—এক বাক্স।

কেমন করে বিনামূল্যে পাবেন শুনুন। আমাদের লোটাস টুথ পাউডারের নাম অবশ্য বাজারে শুনেছেন, দাঁতের গোড়া শক্ত কর্তে এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট কর্তে ইহা উৎকৃষ্ট দস্তমঞ্জন হয়েছে, এতে মুখের মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়ে দাঁতের সর্বপ্রকার ক্ষত, দুর্গন্ধ, নষ্ট করে, দাঁত শক্ত করে দেয়—এইটাই ইহার বিশেষত্ব। এই দস্তমঞ্জন বার কোটার দাম ১৯০ আর ডাক মাসুলের দরুণ ২০ মোট ২১ টাকা পাঠাতে হবে, আপনি পাইকারী দরে পাবেন—বিক্রি করবেন ১/১০ হিসাবে, কারণ প্রত্যেক কোটার দাম ১/১০ সুতরাং আপনার ১০ লাভ হবে, আর ঐ ২১ পাঠালেই আপনাকে এক বাক্স (৩খানা সাবান বিনামূল্যে বিনা ডাক মাসুলে পাঠিয়ে দেব, তার দাম ১১ তা’হলে সামান্য পরিমাণে আপনি পাবেন ১০ লাভ, আর জিনিস বিক্রি করে তো আপনার ২১ টাকা পেয়েই যাবেন। আজই অর্ডার করুন, বহুল প্রচারের জন্য আমরা মাত্র ৫০০ বাক্স আছে, বিতরণ করবো। বেন হতাশ হবেন না। আর বা’দিকে বেচবেন, তাদের দাম ঠিকানাগুলি পাঠাবেন এই অন্তেই উপহার দেওয়া। বুঝেছেন ?

দি লোটাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

বেহালা পোঃ, কলিকাতা ।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহ'স্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XVI.

৮ম সংখ্যা।

AUGUST, 1922.

আগষ্ট ১৯২২।

No. 8.

### Notes of Interest.

#### আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড্ জর্জ্ সে দিন পার্লামেন্টের বক্তৃতায় বলে ফেলেছেন—যে রিকর্ড, হোমরুল, উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ও সব বাজে কথা, ভারত চিরকালই আমাদের অধীনে থাকবে, আর সিবিলিয়ানরা চিরকালই সেখানে রাজ্য শাসন করবে। এতেই মডারেট্ মহলে মহাঘোর আন্দোলন উঠে পড়েছে। বক্তৃতায় নাকি এমনও আভাষ আছে যে, এ রিকর্ডটা কিছুই নয়, কেবল একটা পাপের চুল্লি, ইচ্ছে কলেই বাতিল করাও যেতে পারে। এ রিকর্ড উঠলে দেশের লোকের আনন্দের সীমা থাকবে না। বার্ষিক ভিক্ষার দান নাই, কুত্তা কিরিয়ে নিলেই

ভারতের লোক রাম রহিমের নাম নিয়ে বাঁচবে।

এ দেশের এক প্রণীত লোক এই রিকর্ডের খোঁসাই নয় বললেই হয় তাই পেয়ে কতই না—কল্পনার শোধ নির্মাণ কচ্ছিলেন—মিঃ লয়েড্ জর্জ্ এক ফুঁকেই সে নিশার স্বপন ভেঙ্গে দিয়েছেন। ও বেশ হ'য়েছে, সত্য ঢাকা থাকবে কেন? মিছরীর ছুরীকে চেয়ে এ তলোয়ারের কোপ্ ভাগ।

বার্ষিক এই রিকর্ডের নাম অবশিষ্ট বলেছিলেন তাঁরা এ রহস্য আগেই বুঝেছিলেন। মদরতের দল ক্রমেই ওয়াকিব হয়ে উঠছেন।

এদেশের বার্ষিক বড় বড় বিধান নয়, তা'র মতো শিক্ষিত লোকে বোকা বলুন, চালা

বলুন, কিন্তু তারা সরল প্রাণে আগেই বুঝে ছিল, ইংরাজ যে সমস্ত রাজ্যটা দেশের লোকের হাতে তুলে দিয়ে বানপ্রস্থ ধর্ম নিয়ে ফেলবে, এ কথা কিছুই নয়, আমাদের জবাই করবার এই রিকর্ডটা একটা রকমের কের। তাই হয়েছে। টাকসের ভারে আমরা মলুষ, আর সব খেয়ে ফেলে চেপুতে। দেশের লোক এখন বলতে আমরা গড় কচ্চি, এ গরম পিঠে দাঁড় ছেড়ে দিলে বাঁচি।

কলিকাতার বেলেঘাটার ডাক্তার ত্রীনাথ দাস মহাশয়ের বাড়ী। বাড়ীর সমুখের রাস্তাচল চোবে ও রাস্তামোহন ঘোষে একটা জীলোকের সহিত কু-কথা কচ্ছিল—ডাক্তার তাঁমিকে বাড়ীর সামনে এইরূপ কু-কথা বলতে নিষেধ করেন। আর বার্ষিক কোথা—এরা হলো গভর্ণমেন্টের আদর্শ

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



গোপাল—তৎকালে তারা ডাক্তারের হাত  
সেপে ধরে। ডাক্তার তাঁর ছেলেকে কাগজ  
পেন্সিল নিয়ে এসে কনেটবল হুজুমার নম্বর  
লিখে নিতে বলেন, তারা তখন ডাক্তারকে  
ছেড়ে দিয়ে ছেলের মাথার লাঠি চালিয়ে  
বিলে। ছেলেও ছাড়বার পাত্র ছিল না।  
একজন কনেটবলের কোমর জড়িয়ে ধরে।  
তার পর শ্রদ্ধা ভেদন গড়ান উচিত ছিল, তার  
চেয়ে কিছু বেশী গড়িয়ে গেল, হুজুমেই গড়াতে  
গড়াতে একেবারে নরমনার মধ্যে পড়ে গেল।  
যদিও হতে আরও ২।৪ জন কনিষ্টবোয়াল এসে  
দাঁড়া শুরু করে দিলে, তার পর তারা ডাক্তার  
কু তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে ধামার গেল।  
ধামার ডেপুটি কমিশনার তাঁদিকে ছেড়ে  
দেন, আর কনিষ্টবোয়ালদের নামে নালিস কর্তে  
বলেন। তাই হয়েছিল। বিচারে ছয়মাস  
জীবনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। পুলিশের  
কনিষ্টবোয়ালরা পর্যন্ত বুকে নিয়েছে যে, তারা  
আজুরে গোপাল, যা করবে তাই খাটবে।  
পাড়ারিয়ার দফাদারের দৌরাখ্য দেখলে  
মনে হয় যে, এরা দারোগারও উপর—হা  
যদিও। কালে সব সহ করার। যারা  
পুলিসের রক্ষক, তারাই উপর পড়া হ'য়ে  
আইন আর করে দেশের লোকের মনে যে  
অসন্তোষের সৃষ্টি করছে—আমলাভক্ত তা  
বুঝতে পার না। এদিকে দেশ জলে পুড়ে থাকা  
হয়ে উঠলো।

বিধি বিহিত গবর্ণমেন্ট কে?—“প্রকাশ ষ্টাম  
প্রিটিং প্রেস” লাহোরের একটি মুদ্রা বস্ত্র।  
এই মুদ্রা বস্ত্রে প্রকাশিত সংবাদ পত্রে কেরোজ  
পুরের পুলিশের অস্ত্র কারখোঁর কঠোর সমা-  
লোচনা হয়েছিল। এই সমালোচনাকে গবর্ণ-  
মেন্টের বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা  
বলে স্থির করে গবর্ণমেন্ট মুদ্রাবস্ত্রের

মালীকের আদিন বস্ত্র গচ্ছিত হাজার টাকা  
বাহেরাণ্ড করেছিলেন। বস্ত্রের মালীক এই  
আদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপিল  
করেছিলেন। চিক জুটিস সার সায়ে লাল,  
জুটিস মিঃ স্কট ব্রিথ ও জুটিস মার্টিনো এই  
আপিলের বিচার করে যে রায় দিয়েছেন,  
তার কয়েকটি কথা মুদ্রা বস্ত্রের স্বাধীনতার  
পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়। তাঁরা বলেছেন,  
“বিধি বিহিত গবর্ণমেন্ট শব্দের অনেক রকম  
ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিলকের প্রথম  
মোকদ্দমার জুটিস ট্রাটি একরূপ ব্যাখ্যা  
করেছেন। ডাক্তার মোকদ্দমার জুটিস ব্যাটিও  
ইহার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোন  
ব্যাখ্যাই কোনও স্থানের কয়েক জন  
পুলিস কর্মচারীর কার্যকে বিধি বিহিত  
গবর্ণমেন্টের কার্য বলে গণ্য করতে  
উপদেশ দেয় নাই। সুতরাং কয়েকজন পুলিস  
কর্মচারীর হুজুমের নিন্দা করলেই গবর্ণ  
মেন্টকে জনসাধারণের চক্ষে স্থগিত করার  
চেষ্টা করা হল, এ কথা বলা যেতে পারে  
না। এডভোকেট জেনারেল বলেছেন যে,  
পুলিসের কার্যের নিন্দা করলে পরোক্ষভাবে  
গবর্ণমেন্টের প্রতি অসন্তোষের সৃষ্টি করা হয়,  
এ যুক্তি নিতান্তই ভিত্তিহীন। তিনি আরও  
বলেছেন যে, ফেরোজ পুরের পুলিস একটি  
শ্রেণী,—সুতরাং তাদের নিন্দা করাতে  
শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে উত্তেজিত করা  
হয়েছে। কিন্তু ইহা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা  
যায় যে কোন উদ্দেশ্যে এক স্থানে সমবেত  
পুলিস কর্মচারীদিকে একটা শ্রেণী বলে  
গণ্য করা যেতে পারে না। অতএব সংবাদ  
পত্রে যাহা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে  
মুদ্রা বস্ত্র আইনের কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়  
নাই। সুতরাং আদিনের টাকা বাহেরাণ্ড  
হতে পারে না।” কোন গবর্ণমেন্ট কর্ম-

চারীর হুজুমের সমালোচনা করেই যদি  
তা বাহেরাণ্ড বলে ধরে নিয়ে গবর্ণমেন্ট  
এরূপে সংবাদ পত্র সংগ্রহে লোকদিকে বিপদ  
কল্পে চেষ্টা করেন, তাহা হলে এ দেশে  
সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা কথা মাজে পর্দাবশিত  
হবে। বা'হউক, লাহোর হাইকোর্ট বস্ত্র  
অপকপাতের সহিত ভারের দরখাস্তা রক্ষা  
করেছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

### হাইকোর্টের আশ্রয় বিচার।

আর একটি বিচার দেখুন।

কয়েকজন অসহযোগী পুলিশের অহুমান্ত  
রা নিয়ে শোভা যাত্রা করেছেন বলিয়া  
ডায়ালটনগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট তাঁদিকে দণ্ডবিধি  
আইনের ১৪৫ ধারা অনুসারে দণ্ড দিয়ে  
ছিলেন। আসামীরা জুডিসিয়াল কমিশনারের  
আজ্ঞালতে আপিল করেন। তিনি তাঁহাদিগকে  
১৪৫ ধারার অপরাধ হতে অব্যাহতি দিয়ে  
পুলিস আইন অনুসারে প্রত্যেকের ১ টাকা  
জরিমানা করেন। বিহার গবর্ণমেন্ট ১৪৫  
ধারার অপরাধ সাব্যস্ত করার এবং পুলিস  
আইন অনুসারে দণ্ডবৃদ্ধির জন্য পাটনা হাই-  
কোর্টে আপিল করেন। মিঃ মালিক, মিঃ  
কুটস ও মিঃ দাসের নিকটে আপিলের বিচার  
হল। তাঁরা আসামীদের দণ্ড বৃদ্ধির অথবা  
১৪৫ ধারার মোকদ্দমার শাস্তি পাওয়ার উপ-  
যুক্ত কারণ দেখতে পান নাই। মিঃ মালিক  
এবং মিঃ কুটস স্বীকার করেছেন যে, লাই-  
সেন্স না নিয়ে যদি কেহ শোভাযাত্রা বাহির  
করে এবং পুলিশের হুকুমে শোভাযাত্রা না  
তাঁদিতা দিলে, বে-আইনি জনতা করার অপ-  
রাধে তাঁহার শাস্তি হতে পারে। কিন্তু  
মিঃ দাস তাহাও স্বীকার করেন নাই। তিনি  
রায়ে বলেছেন,—“গবর্ণমেন্ট বে-নীতি

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাহাতে বর্তমান বোধন্যায় বিচার্য বিষয় অপেক্ষা অনেক গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়; আইন সম্বন্ধে কার্যে প্রচার স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা হয়। বিচারক যেমন শাস্তিভঙ্গের প্রশ্ন দিবেন না, তেমনি গবর্ণমেন্টের শাসন শক্তি বেন প্রচার স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ না করেন, তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিবেন। যে পর্যন্ত কোনও শোভাবাজা আইনের সীমা লঙ্ঘন না করে, সে পর্যন্ত তাহা নিবারণ করিবার বা ভেঙ্গে দিবার অধিকার পুলিশের নাই। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের আদেশ বে—আইনি।” পাটনা হাইকোর্টের ৩ জন জজের মধ্যে ২ জনই রায় দিয়াছেন—“বিনা লাইসেন্সে শোভাবাজা করলে কোন অপরাধ হয় না, পুলিশ আদেশে যদি শোভাবাজা ভঙ্গ করা না হয়, তবে তা অপরাধের বিষয় হতে পারে।” জুটিস দাস বলেছেন “শোভাবাজা যদি বে আইনি কার্য না করে, তবে পুলিশের তাহা ভেঙ্গে দিবার অধিকার নাই।”

বাই হউক, গবর্ণমেন্টের আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে। আসামিগণ মুক্তি পেয়েছেন। সুবিচার দেখলে সকলেই সন্তুষ্ট হয়।

## চীনের বিবাহ পদ্ধতি।

এদেশে চীনেমান অনেক আছে, সুতরাং চীনেদের চেহারা আর কারো অপরিচিত নয়। এদের মাথার আগে বড় বড় টিকি থাকত, এরা নাকি পাশ্চাত্য সভ্যতার কিঞ্চিৎ আলোক পেয়েই হউক, আর অন্য যে কারণেই হউক, টিকি কেটে ফেলেছে। আর সাহেবদের মত হাট কোট পরতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই বলেছিলেন, যে টিকি কেটে ফেলে চীনেরা ভাল করে

নাই। টিকিতে তাদের যেমন সুন্দর বুদ্ধি ছিল, টিকি কেটে ফেলে তাদের বুদ্ধি মোটা হতে আরম্ভ হয়েছে। মাথার টিকি ধারা নাকি মস্তিষ্কের বলসংকার হয়ে মাহুবকে বুদ্ধি জীবি করে, এই অস্ত্রে ভারতের পণ্ডিত গুলো তারি বুদ্ধিমান ছিল। হালের লোকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক পেয়ে টিকিটাকে একটা অসভ্যতার চিহ্ন স্বরূপ মনে করে টিকি কেটে ফেলে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। বাক, চীনেদের বিবাহ পদ্ধতি পাঠ করে দেখতে পাওয়া যায়, এরা ঠিক হিন্দুদেরই মত।

এদেশের মত চীনেদের বর কজা মা বাপ অভিভাবকেরাই পছন্দ করে। এদেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রায় ২০ বৎসরের আগেই পুরুষরা ছেলের বাপ হয়। চীনের বিবাহিত পুরুষ মরে গেলে ফেলে দেয়, গোর দেয় না—বা পোড়ায় না। এরা ভুত মানে। বা’দিকে গোর না দিলে ফেলে দেওয়া হয়, চীনেদের বিশ্বাস, তাদের প্রেতাত্মা গুলো সর্বত্র বিচরণ করে বেড়ায়। কেহ অপুত্রক হয়ে মলে তার সঙ্গতি হয় না। সেইজন্য এরা “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা” মন্তের পক্ষপাতী। এদের দেশের লোকেও বিশ্বাস করে যে, পুত্রের দ্বারা প্রাদ্যাদি কাজ সম্পন্ন না হলে আত্মার মুক্তি হয় না—সেই জন্য বাল্য বিবাহ এদের দেশেও প্রচলিত আছে।

চীনেরা একটা দ্রো বর্তমান থাকতে আর বিবাহ কর্তে পার না। দ্রো যদি বন্ধা হয়, অকর্মণ্য হয়, তা’হলে পুরুষ পুনরায় বিবাহ করে। এখানে অপুত্রক লোকেরা এদেশের মত পোষাপুত্র গ্রহণ করে।

এদেশের পদ্ধতির মত বিয়ের আগে বর কজার দেখা সাক্ষাত হয় না। এদেরও দেশে

ঘটক আছে। ঘটকের মুখে সব জানে যদি পিতা মাতার আশ্রয় স্বল্পনের মত হয়, তবে পাকা দেখা হয়। এদেরও কুড়ি দেখা, গণনা করা আছে। যদি গণন দ্বিগুন ঠিক হয়, তাহলে বাগদান হয়।

বাগদান হ’লেও অনেক সময় বিবাহ ভেঙ্গে যায়। কথা বার্তা হওয়ার পর উভয় পক্ষের বাড়ীতে তিন দিনের মধ্যে কোন কতি বা দৈব দৃষ্টিনা হলে সেটা বর বা কজা যে অলক্ষ্যে এইরূপ ধারণা করে নেওয়া হয়, সেইজন্য সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেয়—বিবাহ আর হয় না।

চীনের মেয়ের বাগদান হয়ে গেলে মেরেকে খুব সাবধানে রাখা হয়, যেন কেউ তাকে না দেখতে পায়। বাড়ীতে কেউ এলে কজা আর তার কাছে বেরর না—কেননা সে বাগদত্তা হয়ে গেছে।

এদেশে যেমন আজ কাল বরকে পন দেওয়ার প্রথার কজাকর্তা ককীয় হয়ে উঠে, চীনের বর কর্তাকেও কজাকর্তাকে পন দিতে হয়। তবে সেখানে অবস্থা অল্পসারে ব্যবস্থা হয়, —কিছু পণ দিয়ে কজা আনতে হয়। মেয়ের যদি বয়স কম হয়, তবে পণও কম, যদি মেয়ের বয়স বেশী হয় তবে পণও বেশী দিতে হয়। বর কর্তার অবস্থা ভাল না থাকলে খুব শীত্র শীত্র ছেলের খুব ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ফেলে। এদেশের মত লম্বা স্থির করে শুভলয়ে বিয়ে হয়। চীনের গণকেরা শুভলয় স্থির করে দেয়।

এদেশে যেমন কজা কর্তার বাড়ীতে বর বরবাজি বেয়ে বিবাহ করে, চীনে ঠিক তার উল্টা কাণ্ড। বিয়ের দ্বান কতকগুলি লোক বরের বাড়ী হতে কজার বাপের বাড়ীতে যায়। চীনেরা বলে, এই সকল শুভ কর্ণের সময় অনেক ভুত মাতামর—ঘুরে বেড়ায়, তারা শুভ কার্যে অনিষ্ট কর্তে পারে কিঙ্ক

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাঙ্গের লোকে” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

এদের প্রোভাঙ্গাগুলো শূকরমাংস খোর, কাজেই এই ভূতগুলোকে সন্ধ্যা রাখবার জন্যে একটা লোককে একখণ্ড বড় শূকর মাংস দিয়ে বরষাজীদের আগে আগে পাঠিয়ে দেয়, তখন ভূতগুলো আর অমিষ্ট করে না।

বরের বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন সমবেত হয়ে থাকে। জন কয়েক লোক কড়া আনতে যার যাজ। কড়া কর্তার বাড়ীতে কড়া তখন বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জা গুজে বসে থাকে। চীনের মেয়েদের বিবাহের আগে পর্য্যন্ত চুল খোলা থাকে, বিবাহের দিনেই খোঁপা বান্ধা হয়। মণিপুত্রেরও এই নিয়ম আছে। এইরূপে জুসজ্জিতা কড়াকে বরষাজগণ বর কর্তার বাড়ীতে দোলায় করে নিয়ে আসে। কিন্তু হঠাৎ বাড়ীতে কড়াকে নিয়ে যাওয়া হয় না, বরের বাড়ীতে হুটী ভাগ্যবতী গৃহিণী এসে কন্যাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যায়। দরজার সামনে একটা আশুপ জেলে দেওয়া থাকে, কন্যা এই আশুপ ভিজিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে যায়।

এদের এই ভাগ্যবতী গৃহিণীর অর্থ হচ্ছে যার পতি পুত্র বর্ধমান—তারাই ভাগ্যবতী। এদেশেও এমন ভাগ্যবতীদের সম্মান আছে।

বাড়ীর ভিতরে বর একখানি তক্তাপোষের উপর বসে থাকে। কনেকে ঘেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে বর মশায়কে প্রণাম কস্তে হয়। বর তখন উঠে কনের হাত ধরে তক্তাপোষের উপর তুলে নিয়ে তারপর মেয়ের ঘোমটা খুলে তার মুখচন্দ্রিমা দর্শন করে। বিয়ের আগে মেয়ের মুখ ঘোমটা দিয়ে ঢাকা থাকে। তারপর একটা মজা আছে। বর ও কনে পরস্পরের কাপড় চোপ ধরবার চেষ্টা করে, যে আগে কাপড় চোপ ধরে রাখতে পারে, সংসারে তারই কর্তৃত্ব বেশী খাটবে, চীনের এই নিয়ম। তারপর এই বর কনে অন্য ঘরে ঘেয়ে পৃথিবী ও পূর্ব পুরুষগণের প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করে, আরাধনা করে—আমী র্বান প্রার্থনা করে। এদেশের নান্দিমুখের পার্কিন প্রার্থের মত। তাহার পর বর কনেকে খেতে দেওয়া হয়, কিন্তু কন্যার এই বিয়ের দিন কিছু খাবার খো নাই, বরমশার একলাই সমস্ত ভক্ষণ করে।

তারপর বরমশার নিমন্ত্রিত লোকজন এসে কনে দেখে, রূপ গুণের আলোচনা করে। এখনও বিয়ে হয় নাই, আহাির কাৰ্য্য শেষ হলে উভয়ের হাতে দু পাঁজ মদ দেওয়া হয়, সেই মদ হাতে করে তারা প্রতিজ্ঞা করে যে তারা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো, এখন বিবাহ কাৰ্য্য শেষ হয়ে গেল।

চীনের ৭টা কারণ উপস্থিত হলে তারা স্ত্রী বর্জন করে কেলুতে পারে, (১) শ্বশুর শাস্ত্রীর অবাধ্য হলে, (২) বক্ষা হলে, (৩) ব্যাভিচারিনী হলে, (৪) হিংস্রকে হলে (৫) কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হলে, (৬) বহুভারিণী হলে, (৭) চোর বলে অপবাদ হলে। হিন্দুদেরও এই সকল অপরাধের জন্য স্ত্রী বর্জন হয়ে থাকে। চীনের স্ত্রী স্বামীর সহস্র দোষ হলেও কিন্তু স্বামী বর্জন কর্তে পারে না, স্বামী কুপথগামী হলেও স্ত্রীর কথা কয়বার অধিকার নাই।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রী বর্জিত হলে তারা হয় আত্মহত্যা করে, না হয় কোন বৌদ্ধ মঠে ঘেয়ে ব্রহ্মচারিণী ব্রত অবলম্বন করে জীবন কাটিয়ে দেয়, কিন্তু পর পুরুষে কদাচ আত্মসমর্পন করে না।

চীনেরা বিধবা বিবাহ সমর্থন করে না। বড় ও ধনী সমাজে মোটেই বিধবা বিবাহ হয় না, নিম্ন সমাজের দরিদ্র মহিলাগণ বিধবা বিবাহ কখন কখন করে থাকে বটে।

চীন দেশে বিধবা বিবাহ হলেও কখন কখন স্ত্রী আত্মহত্যা করে বসে। এই আত্মহত্যা সমাজের পক্ষে প্রশংসার কাজ, অনেক বিধবা সমাজের এজনের সাহায্যে আত্মহত্যা করে, তাদের বিশ্বাস, এইরূপে ম'লে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন হয়। এইরূপে মৃত্যুর গোরের উপর তত্ত্ব নির্মাণ করে দেওয়া হয়।

## গার্হস্থ্য জাতব্য কথা।

(সংগ্রহ)

যে বস্ত্রে রং লাগিয়াছে, তাহা হইতে রং উঠাইতে হইলে একটা পরিষ্কার বস্ত্রে ইখার লাগাইয়া তদ্বারা বেখানে রং লাগিয়াছে, তাহাতে একটু ঘবিলেই উঠিয়া বাইবে। বেঙ্গল দিয়াও ঐ কার্য্য হয়।

যে বস্ত্রের দেওয়াল ভিত্তি বা সঁয়াত-সেতে, তাহাতে নিয়মিত জিমিষ রাখাইরা দিলে তিন চার দিনে শুকাইয়া বাইবে। উহার মধ্য দিয়া আর জল বাইতে পারে না। ইটকের গুঁড়া ২৩ ভাগ এবং লিথার্জ ৭ ভাগ, মিশাইয়া তাহার সহিত তিসির তৈল এমন ভাবে মিশাইতে হইবে যে বেশী পাতলা না হয় অথচ তুলি দিয়া লাগান বাইতে পারে।

মুখের ছুলি, মেচেতা প্রভৃতির দাগ লেবুর রসে একেবারে উঠিয়া যায়। লেবুর রস না পাইলে দুই আউল গোলাপ জলের সহিত Liq. potassae এক ড্রাম মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। রৌদ্রে চামড়া কাল হইলে উহা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে গেলে Pot. carbonate sol. প্রয়োগে উপকার হয়। মুখ কসাঁ করিতে হইলে Bichloride of mercury sol. প্রয়োগে সর্কাপেক্ষা বেশী ফল লাভ করা যায়। ইহা বিব, সেজন্ত সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়।

কপিং পেপার তৈয়ারী করিতে হইলে সাবান (soft soap) লইয়া তাহার সহিত যে কোন রং যথা ভূষা, নীল বা লাল রং ভাল করিয়া মিশাইয়া লইয়া তুলিধারা কোন শক্ত, অথচ পাতলা কাগজে লাগাইয়া দিতে হইবে। তৈল প্রয়োগে প্রস্তুত কপিং কাগজ অপেক্ষা এই উপায়ে উৎকৃষ্ট জিনিস হয়।

মোটরের পুরাতন টারার লইয়া পুরাতন জুতার তলার মাঝে কাটিয়া বসাইয়া লইলে জুতা বহুদিন টিকে এবং টারার কয় হইলে আর একটা লাগাইয়া লওয়া যায়।

সঃ

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## শিশুর জ্ঞান।

লেখক—ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী।

শিশুকে শীতল জলে অথবা সূর্য্যাপক জলে  
জ্ঞান করান এদেশের চিরপ্রথা। আজকাল  
অনেকে সূর্য্যাপক জলের পরিবর্তে গরম জলে  
শিশুকে জ্ঞান করিতে দেন। ইহা বড়  
দোষকর। গরম জলে জ্ঞান করিতে শিশুর  
অভ্যাস হইলে তাহার শীতলসহিষ্ণু-শক্তি  
হ্রাস হইয়া যায়, কাজে কাজেই অল্প ঠাণ্ডা  
লাগিলে জ্বর কাশি ও সর্দি হয়। জল সুপক  
হইলে জলে ক্রুরপ পরিবর্তন হয়, তাহা আধু-  
নিক বিজ্ঞান অনুসারে বুঝিতে গেলে দেখা  
যায় যে, Chromopathic অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি  
ও ভিন্ন ভিন্ন রং দ্বারা বাঁহারা চিকিৎসা করেন,  
তাঁহারা সূর্য্যাপক জলের অশেষ গুণ বর্ণনা  
করেন। খালা, গামলা, ইত্যাদির জায় মুখ  
বড় পাত্র, জলপূর্ণ করিয়া তাহার উপর ছর্কা  
ঘাস দিয়া রৌদ্রে ২৩ ঘণ্টা রাখিয়া, সূর্য্যাপক  
জল প্রস্তুত করিতে হয়। ছর্কাঘাসগুলি  
জলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকে, ইহাতে  
জলে সূর্য্যকিরণ সবজ বর্ণের দ্বারের উপর  
পতিত হইয়া, জলের উপরিভাগে ওজোন  
(ozone) নামক প্রাণপ্রদ বায়ু উৎপন্ন করে  
এবং উহা জলের সহিত দ্রবীভূত হইয়া জলকে  
পরিমোখিত করে। বাঁহারা বিজ্ঞানের এই  
সুস্বভাব জ্বরে ধারণা করিতে না পারিবেন,  
তাঁহারা, এদেশস্থ ধোপাদিগের কাপড় ধুই  
বার প্রণালী মনোযোগপূর্ব্বক দেখিবেন।  
ধোপারা সাবান, সাজিমাটি, বা কার দিয়া  
“ভাটি” দিবার পর কাপড় ধোত করিলে  
কাপড়ের তৈলাক্ত পদার্থ এবং বাহ্যিক  
বিদূষিত হইয়া যায়; কিন্তু কাপড় কখনও  
এই প্রক্রিয়ার ধপ্পে সাধা হয় না; পরন্তু  
কখন কাপড় রৌদ্রে ছর্কাঘাসের উপর বিদূষিত

করিয়া, “তপনি” করে অর্থাৎ যথো জল  
ছিটাইয়া কাপড় ভিজাইয়া দেয়, তখন কাপড়-  
গুলির সমস্ত দাগ উঠিয়া যায় এবং সাধা ধপ-  
পে হয়। এই তপনি-ক্রিয়াকে বিজ্ঞান  
Ozon Bleach বলে অর্থাৎ এই প্রকার  
ধোতি, ওজোন নামক নামক বাষ্পের দ্বারা  
সম্পন্ন হয়।

যে সমস্ত বিলাতিপ্রিয় ব্যক্তি মনে করেন  
যে, আধ্যাত্মবিগণ ওজোন বাষ্পেব এই প্রকার  
ক্রিয়ার সংবাদ রাখিতেন না, পাশ্চাত্য  
কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এদেশে আসিয়া  
ধোপাদিগকে এইপ্রকার “তপনি” করিবার  
প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনু-  
রোধ করি, তাঁহারা যেন Ure's Dictio-  
nary of Art and Manufacture নামক  
গ্রন্থের প্রথম চইতে চতুর্থ সংস্করণের Turkey  
Red Dyeing অধ্যায় পাঠ করেন;  
তাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রকার  
তপনি করিবার প্রথা ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া  
কোম্পানি (East India Company)  
আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতে (Time  
immemorial)—বহু প্রাচীন কাল হইতে  
প্রচলিত আছে। আধ্যাত্মবিগণের এই  
অমূল্য উপদেশ, অজ্ঞানতা বশতঃ পরিত্যাগ  
না করিয়া, তাহা প্রতিপালন করা প্রত্যেক  
গৃহস্থের কর্তব্য।

শিশুর জ্ঞানের জল তপনি করিবার সময়  
দুই একটা ছর্কা না দিয়া কিছু অধিক  
পরিমাণে ছর্কা দেওয়া ভাল।

### সাবান ব্যবহারের দোষ।

শিশুকে জ্ঞানের সময়—সাবান ব্যবহার  
করাইবার সময়—বিলাতিপ্রিয় বাবুদের  
একটু বিশেষ সাবধান হওয়া নিতান্ত  
আবশ্যক। কেননা, সাবান নরম এবং  
শক্ত (Soft and hard) ভেদে দুই

প্রকার। নরম সাবান পটাস্ (Potash)  
এবং শক্ত সাবান সোডার (Soda)  
বোল (Lye) দ্বারা প্রস্তুত হয়। এদেশের  
ধোপারা অতি প্রাচীন কাল হইতে কলা  
গাছের শুকনা পাট বা ছাল গোড়াইয়া, কার  
করিয়া, এই কারে জল ও চূণ মিশ্রিত করিয়া  
চোয়া (filtered) দিয়া কারের বোল  
(Potash Lye) এবং সাজিমাটিতে জল  
ও চূণ মিশ্রিত করিয়া সাজিমাটির বোল  
(Soda Lye) প্রস্তুত করিয়া থাকে।  
এই প্রকার ধোপার কাপড়কাটা বোঝে  
হাত দিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিবেন  
যে, মনুষ্য-চর্ম্মের উপর ইহার দাহিকা শক্তি  
খুব প্রবল। এক্ষণে বুঝুন, ইহা অপেক্ষা  
অতি উগ্র দাহিকাশক্তিসম্পন্ন বোলের সহিত  
গবাদির চর্কি, রজন ও তৈল মিশ্রিত  
করিয়া বথানিয়মে জাল দিয়া সাবান  
প্রস্তুত হয়। আবার বাবুদের ব্যবহারের  
অন্ত যে সমস্ত সুগন্ধযুক্ত সাবান  
(Toilet Soap) প্রস্তুত হয়, তাহা  
গবাদির চর্কি, কার “বোলের” সহিত  
অগ্ন্যাত্মানে জল না দিয়া, (Cold  
Process) কেবল বোল, চর্কি এবং  
গন্ধদ্রব্য পাত্রবিশেষের মধ্যে বুটরা বুটরা  
প্রস্তুত হয়। এক্ষণে বিলাতি প্রিয় বাবু  
ভাল করিয়া বুঝুন, এই প্রকারে প্রস্তুত  
সাবান, হিন্দু বা মুসলমানের যে প্রকার  
অম্পূর্ণ, সেই প্রকার বাহ্যেরও বিশেষ  
অনিষ্টকর; কেননা, এই প্রকারে প্রস্তুত  
সাবানে অত্যধিক পরিমাণে দাহিকাশক্তি  
যুক্ত “বোল” (Free Alkali) বিদ্যমান  
থাকে; এই প্রকারে প্রস্তুত সাবান, ভি  
যুবক, কি শিশু, ব্যবহার করিলে, তাহা-  
দের চর্ম্মের দাবণা বিজড় হয়। ইহার তাৎ-  
পর্য্য এই যে, সুস্থশরীরে প্রত্যেক বহুস্তের  
চর্ম্ম হইতে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনা ডাকযোগে পাঠান।



নিষ্কৃত হইয়া চর্মের উপরিভাগে বিদ্রাবিত থাকে; এই তৈল-পদার্থের বিশেষ ক্রিয়া—সংক্রামকরোধক এবং শীতল ও উষ্ণ নিবারক। যে সাবানে অপরিবর্তিত বোল (Free Alkali) বর্তমান থাকে, তাহা ব্যবহার করিলে এই তৈলবৎ পদার্থ বিদ্রুত ও শরীর বস্তুসে হইয়া যায়; সুতরাং এই প্রকার দূষিত সাবান ব্যবহারে শ্রীভগবানের জীবরক্ষণ কার্য (Safe-guard Process) নষ্ট করিয়া অনেক প্রকার রোগ জন্মাইয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখিবেন যে, এদেশস্থ অধিকাংশ ডাক্তার বাবু অজ্ঞানতাবশতঃ রোগীর বাতীতে যে কোন প্রকার সাবান পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা Soap Anima অর্থাৎ সাবান জলে পিচ্কারী দিয়া থাকেন; ইহা বড় দোষাবহ, কেননা এই সমস্ত সাবানের সঙ্গে Free Caustic Alkali “বোল” বর্তমান থাকে। এই বোল উদরস্থ হইলে শ্রাবণ (Secretion) ক্রিয়ার অনেক হ্রাস করিয়া দেয়; সুতরাং শিশুকে এই প্রকার সাবান-জলে পিচ্কারী দিবে না।

### সাবানের গুণ।

বিজ্ঞানসম্মত বিত্ত সাবানে উপরোক্ত কোন দোষ নাই; এই সাবানকে Neutral Soap বা বোল-বিন্যুক্ত সাবান বলে; অর্থাৎ বিত্ত সাবানে অপরিবর্তিত তৈল এবং চর্বি বর্তমান থাকে না। এই প্রকারে সাবান প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় পড়ে। ইংলণ্ডের প্রস্তুত ক্যাস্টাইল সোপ (Castile Soap) এবং করাসি দেশের মার্কেলিস (Marcellis) নামক সাবান অতি বিত্তভাবে প্রস্তুত।

কলিকাতায় বড় বড় ডাক্তারখানায় ইহা পাওয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকারের গন্ধ-দ্রব্য মিশ্রিত থাকে না। আর অধিক মূল্যের বিলাতী গায়ে মাখিবার সাবানের (Toilet) মধ্যে কোন প্রকার সাবান বিত্ত, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত সহজে বুঝা যায় না। তবে সাধারণ পাঠকগণ আপনারা এই প্রকারে সাবানের পরীক্ষা করিবেন,—সাবানের জল দিয়া হাতে ঘর্ষণ করিয়া, যখন ফেনা উঠিবে, তখন ফেনা নিজের তপাল ও মুখের চর্মের উপরিভাগে ভাল করিয়া লাগাইয়া দিবেন; পরে সাবান শুকাইয়া গেলে মুখ ও চর্মের পাতার ক্ষার বা বোল লাগাইলে যে প্রকার রুক্ষতাব হয়, এই প্রকার কোন ভাব না হইয়া, তাহার বিপরীত যদি তৈল-মর্দনের দ্বারা স্নিগ্ধতাব হয়, তখন বুঝিবে, এই শ্রেণীর সাবান ভাল এবং ব্যবহারে উপযোগী। এই প্রকার সাবান ব্যবহার করিলে আমাদের শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় না।

## আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু নতুন আবিষ্কার।

রস শোষণ ক্রিয়ার প্রকৃত কারণোদ্ভেদ।

আমরা ইচ্ছামত দোতলায়, তেতলায় জল সরবরাহ করে থাকি—পাম্পিং অথবা অল্প কোন রকম বাইরেরকার শক্তি সাহায্যে। কিন্তু হু তিন শত ফিট উচ্চ গাছ কেমন করে তার সেই ডগার পাতা-টিকেও পর্যাপ্তরূপে সরবরাহ করে থাকে—

এ কথার এদিক কোন হুসকত কারণ বুঝে পাওয়া যায় নি। “গাছ মাটি থেকে রস শোষণ করে জীবিত থাকে” এই সোজা-সুজি জবাব পেয়েই সাধারণ লোকেরা এক রকম নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু কি উপায়ে শোষণ ক্রিয়াটা হয়ে থাকে, সে কথার কারণ অজ্ঞানদের স্মৃতি সাধারণের খুব কমই ছিল, তবে বৈজ্ঞানিক মহলে এ প্রশ্নের সমাধান করে আরোহণ চলছিল অনেক দিন থেকেই। কিন্তু বিবিধ পরীক্ষাদির পরেও এই নিগূঢ় ভবের সমাধান না হওয়ায় তারা ধলেন—‘ব্রটিং কাগজ বেঁধি করে কাগজ থেকে ভলে কালীর জলীয় অংশটুকু ছেকে নেয়—গাছ ও টিক ওই ভাবে সৃষ্টিকা থেকে রস শোষণ করে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি সাধন করে থাকে। সে কথাতে সাধারণ লোকের তৃপ্তি হতে পারে—কিন্তু প্রধান প্রধান উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ, শরীর তত্ত্ববিদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের মনে কেবল ওই কথাই জাগিতেছিল—“উদ্ভিদের শরীরে এমন কি যন্ত্রাদি আছে, যার সাহায্যে তারা হু তিনশত ফিট উপরেও অনায়াসে জল তুলে তাদের পত্র পত্রবৎলোকে সজীবিত করে রাখতে পারে। আর সেই শক্তির মূল তত্ত্বই বা কি?”

এত দিন পরে সেই গুরুতর সমস্যার সমাধান করে জগৎকে জ্ঞানালোক দান করেছেন, ভারতের প্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ভার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু।

কতকগুলি ক্ষুদ্র জীবন্ত পরমাণুর সম-বায়ে গঠিত—এই জীবদেহ ও অজীবা-বাবড়ীর জিনিষ। এই জীবন্ত পরমাণু (Life Atom) গুলোর গতিবিধি কার্য

পুঁজাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



কারণ সম্বন্ধীয় রহস্য উদ্ভেদ করতে পারলেই অনেক নিগূর তত্ত্বের সমাধান হতে পারে, এই স্বপ্ন আনবিক কোষগুলি স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত স্পন্দিত হচ্ছে—প্রত্যেক অণুটির বিভিন্ন স্বতঃ স্পন্দনের সমবায়েই—জীবন স্পন্দন। এই স্বপ্ন আনবিক স্পন্দন প্রত্যক্ষ করা বা তাদের সম্বন্ধে কিছু জানাই হচ্ছে—প্রথমত প্রধান অসুবিধার কথা। কারণ বৃক্ষ শরীরের অভ্যন্তরে কোথায় কি ভাবে কোন অণুটি স্পন্দিত হচ্ছে—সেটা বাইরে থেকে জানা এক রকম অসম্ভব বলেই বোধ হয়। তারপর যদি বা স্বস্মৃতিস্বপ্ন অণুগুলি লোক চক্ষুর গোচরীভূত হয়, তবুও এমন অসুবিধা বহু আবিষ্কৃত হয় নি, যদ্বারা তাদের সেই ক্রীণ স্বতঃ স্পন্দন প্রত্যক্ষীভূত হ'তে পারে। স্পন্দন এত ক্রীণ যে, সেটা সেকেন্ডে কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম—কাজেই দেখা যায়, সেটা লোকের ধারণারও বাইরে, কিন্তু আচার্য্য বহু মহাশয়ের উদ্ভাবিত ক্রেস্কোগ্রাফ নামক যন্ত্রটি (Crescograph) এই অভাবনীয় ব্যাপারটিকেও লোকের ধারণা ও প্রত্যক্ষীভূত করতে সমর্থ হয়েছে। এই অদ্ভুত ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্রটির শক্তি অসাধারণ। কেবল উদ্ভিদ কোষের (Cell) নয়, উদ্ভিদাত্মক স্বতঃ স্পন্দন পর্য্যন্ত এই যন্ত্রে শত কোটি গুণ বড় হয়ে লোকের চক্ষে ধরা পড়ে। কিন্তু যন্ত্রের এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও বৃক্ষের ভিতরকার আনবিক স্পন্দন বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। বাইরেকার যে গ্রিনিথ চোকের কাছে ক্ষুদ্র, অদ্ভুত, ক্রেস্কোগ্রাফ সেটাকে লক্ষ লক্ষ গুণ বাড়িয়ে তুলে লোক চক্ষুর সম্মুখে ধ্বংস করে—কিন্তু ভিতরের স্পন্দন বাইরে দেখাবার কসত। তার নেই। গাছের ভিতরকার

স্পন্দনশীল সেই ক্ষুদ্র একটা কোষের (Cell) শব্দে কেমন করে তাকে যুড়ে দেওয়া যেতে পারে ?

এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্তে তিনি electric Probe উদ্ভাবন করেন, এই বৈজ্ঞাতিক শলাকা তিনি বৃক্ষের স্বকের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সেই ভিতরকার এক একটা কোষের গায়ে ঠেকিয়ে দিলেন। শলাকাটি Cell এর গায়ে ঠেকতেই তাদের সঙ্কোচন প্রসারণ বা স্পন্দনে একটা অতি ক্রীণ বিদ্যুৎ স্রোত বইতে থাকে—সেই বিদ্যুৎ স্রোত Electric Probe এর ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়ে Galvanometer এ উপস্থিত হয়, আর সেখান থেকে আপনা আপনি কটো প্লেটে তার স্বপ্ন গতিবিধি এঁকে দিয়ে যায়।

গ্যালভেনোমিটারের উর্দ্ধদিকে আলোক রেখা সঞ্চালনে বুঝা যায়—আনবিক কোষের প্রসারণ (Expansion) হচ্ছে অর্থাৎ নীচের দিক হইতে—পাম্পের মত রস টেনে লওয়া, আর অধোদিকে সঞ্চালনে বোঝায়—সঙ্কোচন (Contraction) বা সেই টেনে নেওয়া রসকে চাপ দিয়ে উর্দ্ধদিকে প্রেরণ করা। মোট কথা—গাছের ভিতরকার জীবন্ত কোষগুলো আপনা আপনিই অনবরত স্পন্দিত হচ্ছে—সেই স্পন্দনটাই একবার সঙ্কোচন আবার প্রসারণ—অর্থাৎ একবার কুচকে যায়, আবার ফুলে ওঠে। প্রত্যেকটা সেলই পরস্পর নিয়মিত ভাবে সমুচিত প্রসারিত হচ্ছে—যখন ফুলে উঠে—তখন মাটি থেকে রস ওই কোষের ভিতরকার জারগা টুকুতে গিয়ে ভরে যায়—আবার পরক্ষণেই কুঁচকে যাওয়ার চাপে সেই রসটাই উপর দিকে উঠে যায়।

আর ওই সেলগুলো একে অন্ডের উপরে পরস্পর খাড়া ভাবে সাজানো রয়েছে, কাজেই পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটা কোষ নীচ থেকে রস আস্তে আস্তে উর্দ্ধদিকে প্রেরণ করতে পারে।

প্রাণীরদেহে জংপিণ্ডের উর্দ্ধাধঃ স্পন্দনে জীবনধাতু সর্কশরীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে ; উদ্ভিদদেহেও আনবিক স্পন্দনে জীবনধাতু স্নায়ুজালের ভিতর দিয়ে সর্কশরীরে ছড়িয়ে পড়ে শাখা পল্লবে সুশোভিত করে তোলে, আচার্য্য বহু মহাশয় প্রাণীদেহের জংপিণ্ডের যেসব সাড়ালিপি গ্রহণ করেছেন—উদ্ভিদ দেহের আনবিক স্পন্দন লিপি সর্কশরীরে তাহারই অনুরূপ। বৈজ্ঞাতিক আঘাত উদ্ভাপ বা কোন উত্তেজক ঔষধি প্রয়োগে প্রাণীদেহের জংপিণ্ডের সাড়া লিপির যেমন বিভিন্ন পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়, উদ্ভিদ দেহেও তার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

**বাল্যস্থান**

দুর্ভিক্ষ, যৌগ ও চির রুগ্ন বালককে  
সুস্থ সমল ও নিরোগ সুখি বালক  
পক্ষে "বাল্যস্থান" ই একমাত্র  
সুখাদ ও গ্রিফি ওষধ।  
মূল্য প্রতিশিশু ১০ ও চারিমাংস ১০  
প্রাপ্তস্থান  
নুখন কারিক কোম্পানী যথার্থ।

আর কেন ? পুরাতন "কাছের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## ধুজ্জটী বিজয়

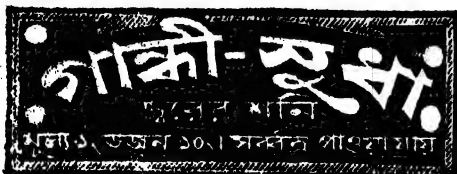
আয়ুর্বেদোক্ত স্বর্ণবঙ্গ, মৃগনাভি, শিলাজতু, সালম মিশ্রী, স্ত্রাবলতা, অখগন্ধা, অনন্তমূল, ত্রাশা, শুক্রমাতৃকা, বজ্রেশ্বর, লোহ, শর্খ ও সুকাতম প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্বেদোক্ত তত্ত্বোক্ত বিশেষণে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-আমব আবিষ্কৃত। সেবন মাত্রেই বিন্দু-ঔষধ বিদ্যাতবেগে সর্ব-শরীরে বিসর্পিত হইয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টদায়ক উপসর্গাদি মন্ত্রশক্তিবৎ নাশ করে; অকাল বার্ককা তিরোহিত হয়।

ধাতুদোষনাশ, পুরুষত্বহানি, প্রমেহ, স্বপ্ন-বিকার খেত ও রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ উদরাময়, অন্নশূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, অন্নপিত্ত, উপদংশ, ভগন্ধর, রক্তদ্রুষ্টি, হাঁপানি ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অল্প প্রত্যয়ে শক্তি সকার হয়, শুক্র গাঢ় হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ২৫ টাকা; অসমর্থের পক্ষে (মাত্র ১ হাজার শিশি) প্রত্যেক শিশি ১৫০, ডজন ৫০ টাকা। মাণ্ডল স্বতন্ত্র। সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার নাই।

আম্র, প্রধান; বি, এ, সেক্রেটারী,

গাছীআয়ুর্বেদ প্রচার সমিতি।

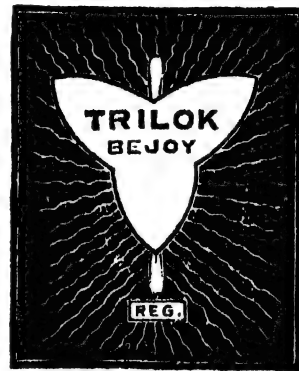
১৫৫, বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহের মোড়)  
কলিকাতা



# ত্রিলোক

## ভাগ্য-পরীক্ষা!

## জনে জনে লক্ষ্মীলাভ!!



যাহারা সংসারচক্রের দারুণ আবর্তে বিভ্রান্ত, যোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যে প্রদীড়িত, দুঃস্থ শরীর কোপ-দৃষ্টিতে পণ্ডিত, আশ্রয়চ্যুত—ঐশ্বর্যচ্যুত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, উদ্বেগান্বিত পথে, আত্মহারতির প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা বিঘ্ন পাইতেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যে সর্বস্ব চাליয়া দিয়া কেবল কতিপয় মুহূর্ত্ত হইতেছেন; শত চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিতেছেন না, মরুদেহ-জালে জড়িত হইয়া পরাজয়ের চিন্তায় আকুল, অথবা গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রণয়বিচ্ছেদ সম্ভাবনার কাতর হইয়াছেন, তাঁহারা আসুন;—

হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপশ্যাসিদ্ধ মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিনুর  
**ত্রিলোক বা স্পর্শমণি**  
—বিজয়

যাহাকে ইংরেজ সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণ করুন। “স্পর্শমণি”র মঙ্গলময় স্পর্শে শরীর রোমান্বিত হইবে; অমঙ্গলের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; ধরে ধরে সকল বিতৃষ্ণা মুটিয়া উঠিবে,—আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শান্তি, উন্নতি, স্বপ্ন সম্পদ, দৌহাভ্যু, ধন, জন, খ্যাতি, বংশরক্ষা, চিরযৌবনলাভ ও সর্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া যত্নে যত্নে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, সকলেই নির্জিন্মে ধারণ করিয়া জীপ্ত কল্যাণে সর্ব্ব হউন। গ্রহণকালে স্ত্রী কি পুরুষের ব্যবহার্য্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

“স্পর্শমণি”র প্রত্যেকটি ঋষিবাছিত ক্রিয়ামুঠানে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্ন, জীবনসঙ্কট প্রয়াস ও ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও, বাহাতে ধনী-দরিদ্র নির্জিন্মে ইহা সকলের সমান অধিকারে আসিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মণ্ডিত “স্পর্শমণি”র মূল্য যথাক্রমে ২৫, ৩০ ও ১২৫ টাকা জামিনস্বরূপ ভদ্রা রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রসহ প্রদান করা হইবে। যদি ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন গুণত্বেন্দ্র অমুদিত না হয়, তবে উক্ত “মণি” আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, পূহীতার পঙ্খিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

“ত্রিলোক-বিজয়” বা “স্পর্শমণি” গণ্যবেষ্ট হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের নিয়মাবলী ঐ সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিষ্টিক চারম্ কোং, ১২৩নং লোগার সাকুলার মোড়,  
আরমণী বিল্ডিংস, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কালের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে সুবিধেন না।

## কৃষি কথা । Papya Culture. পেঁপির চাস ।

বাজারাদেশে কেবল পেঁপের বীজ গুলি অবশ্যই কেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, নৈব-গতিকে যদি চারা বাহির হয়, বাড়ীর মহিলা-গণ সেইটাকে বন্ধ করিয়া যদি গাছ তৈয়ারী করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে কিছু কিছু কল হইয়া থাকে । পল্লীগোমে প্রচুর জমী জারগা বাড়ীর চতুর্দিকে অনর্থক পড়িয়া থাকে, তাহাতে পেঁপে ও আতার চাস করিলে প্রচুর কল উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে কুঁড়ের বাহসা সকল কেবল তাত্র কুঁড়ের শ্রদ্ধ করে, আর পরনিষ্ঠা পরচর্চার দিন কাটায় । কোন ভাল জিনিস ইহার চক্ষেও দেখিতে পারনা, খাইতেও পায় না—এমনি এদের চরিত্র । আর দীনতার কথা আর কি বলিব, কাহারও একবেলা জোটে, কাহারও জোটে না, আহারের ভাল সংস্থান নাই, এক খানা ভাল ঘর নাই, ছেলে পুত্রের পরিবার বর্গের স্বীকৃতি হইতে দেহ রক্ষার একটু ভাল বস্ত্র নাই, অথচ শ্রমকাতর, নিজীব, চেষ্টা চরিত্র বিহীন, অশিক্ষিত পল্লীবাসীর কোন দৃকপাতও নাই । এই পেঁপে ও আতার চাস বাহারা হুগলী ও চক্ষিশপরগণা জেলায় এবং পশ্চিমা-কলে করে, তাহার বলে যে ধান চাসে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ব্যয় হয়, এ সকল কল চাসে তাহার সিকিও যেহনৎ এবং ব্যয় হয় না, অথচ আজ কালের বাজারে পেঁপে, আতা, আনারস, শসা, পেয়ারার বেরণ দার, তাতে মাঠের ধান চাস অপেক্ষাও তাহার এই সকল ফলের চাসকে লাভ জনক মনে করে । একটা বড় রকমের পেঁপে কলিকাতা সহরে ১/০ ১/০

পর্ষান্ত বিক্রয় হয়, আনারস ১টা সময় সময় ৫০ ১/০ পর্ষান্ত বিক্রয় হয়, শসা দুই পরসার একটা, পেয়ারা ১/০ গোড়া বিক্রয় হয় । এমন আর কত দেখাইব ।

পেঁপের চাস করিতে হইলে যে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইবে, সেটাজমিকে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া মাটি ভাঙ্গিয়া বেশ চুব করিতে হয় । তাহার পর পাতলা করিয়া ইহার বীজ বপন করিতে হয়, বীজের উপর খুব পুরু মাটি দিয়া বীজ চাপাদিবার আবশ্যক নাই, উপরে সামান্য মাটি দিয়া চাপা দিয়া তারপর তাহাতে সামান্য সামান্য জল ছিটাইয়া দিতে হয় । তাহার পর ইহার চারা বখন ৪৫ অনুলী বড় হয়, তখন খুব সাবধানে গোঁড়ার যথেষ্ট মাটি সমেত এমন ভাবে চারা তুলিতে হয়, যেন চারার গায়ে সামান্য আঘাত না লাগে বা শীকড় না কাটিয়া যায় । যেখানে ঐ চারা রোপন করিতে হইবে, তাহা খুব গভীর গর্ত না করিয়া সামান্য গর্ত করিয়া চারা পুতিতে হয়, পরে জল সিক্কন করিতে হয়, গাছ বাড়িতে থাকে । এই সময় গাছের গোড়ার আগাছা গুলি নিড়াইয়া দিতে হয় । পেঁপে গাছের গোড়ার জল বসিলেই গাছ মরিয়া যায়, সুতরাং গোড়ার মাটি দিয়া এমন উচু করিয়া দিতে হয়, যেন গোড়ার জল জমিতে না পারে । পেঁপে গাছ দুই প্রকারের । স্ত্রী ও পুরুষ জাতি । এই পুরুষ জাতির গাছে কেবল ফুল হয়, ফল হয় না । ইহাদিগকে নষ্ট করিয়া দিতে হয় । পেঁপে গাছে প্রচুর জল দেওয়ার আবশ্যকও আছে । পেঁপের চাসে এই সামান্য কাজ, গাছ বড় হইয়া বাইলে ইহার দিকে আর বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলেও গাছ অনেক দিন থাকে এবং কল প্রদান করিতে থাকে । পেঁপে গাছে এক-বারে অনেক কল ধরে । পেঁপে কাঁচা পাকা হই-ই বিক্রি হইয়া থাকে, সুতরাং লাভ

হিসাবেও পেঁপের চাস অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু এদেশ কুঁড়ের বাহসার দেশ—এই সামান্য পরিশ্রমের কাজও না করিয়া উদাসীন ভাবে জীবিত থাকে যাত্র । এদেশের উন্নতি স্বপ্ন পরাহত নহে কি ?

বাড়ীর আসে পাশে পড়াশ্রমী গুলিতে চারিধারে কার্পাসের গাছ লাগাইয়া মাঝ মধ্যে পেঁপে, আনারস, আতা প্রভৃতি লাগাও—বিক্রয় হইয়াও দুপয়সা হইবে, অথচ খাইয়াও বাচিবে ও প্রচুর তুলা জন্মিবে ।

## INDIAN SUGAR INDUSTRY.

### ভারতীয় চিনির কাজ ।

ইন্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল কন্ফারেন্সে মিঃ মোস্তার সিং ( মিরট ) কেমন করিয়া ভারতীয় চিনির অবস্থার উন্নতি সাধন করা বাইতে পারে তৎসম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । মিঃ মোস্তার সিংএর মতে যে সকল ইক্ষুর ছাল পাতলা এবং কোরল সেই ইক্ষুর রস হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট চিনি । এই প্রেণীর ইক্ষু পেষণ করিয়া সহজে সস্তর রস বাহির করিতে পারা যায় এবং পেষণ ও সহজ সাধ্য । ইক্ষুর বীজ ও ডগা দুই হইতেই চাস হয় । বীজ ও ডগা যে সকল ইক্ষু বেশ সতেজ এবং ভোগাল, সেইরূপ গাছ হইতেই রাখিলে পর বৎসর উৎকৃষ্ট ইক্ষু জন্মে এবং তাহাদের রসও উৎকৃষ্ট হইবে ইহাই স্বাভাবিক ।

ইক্ষুর জমীতে সার বাছাই করার জন্য একটু বিবেচনার আবশ্যক । এদেশে খোল, ছাই প্রভৃতি নানাপ্রকারের সার দেওয়া থাকে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার Green Manure, নীলগাছ, ধৈকগাছ, মটরের গাছ গাজা গাছ এইগুলি গ্রীন ম্যানিওর নামে পরিচিত । জমীতে চাস দিয়া ইহাদের বীজ

“কাজের লোকের” সুচীপত্রের জন্ম ১/০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান ।

হুড়াইরা দিতে হয়, যখন গাছ একটু বড় হয় অথচ ফল ও ফল না ধরে, সেই সময় পুনরায় লাঙ্গল দিয়া গাছগুলি মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া জল সেচন করিয়া দিতে হয়। তখন সেই গাছ গুলি মাটির সঙ্গে মিশিয়া পচিয়া উৎকৃষ্ট সার হইয়া উঠে। এইরূপ প্রস্তুত করে ইক্ষুর ভাল চাস হইবে। ইহাতে ইক্ষুগাছের পরিপোষণের সমস্ত উপদান থাকে। ইক্ষু ক্ষেত্রের পাট করা একটা বড় কাজ, সমস্ত জমীকে কর্ষণ করিয়া মই দিয়া মাটি প্রস্তুত করার নাম পাট করা।

ইক্ষু পিড়নের সময় ইক্ষু কাটিয়াই বত শীত সমস্ত ইহার রস বাতির করিয়া লইতে হয়, নচেৎ ইক্ষুর রসে রাসায়নিক পরিবর্তন হইতে থাকে, তাহাতে ভাল চিনি উৎপন্ন হয় না।

## ঐকান্তিকতা।

রাজনৈতিক গবেষণাই বল, আর গার্হস্থ্য কাজই বল—ঐকান্তিকতা না থাকিলে কিছু হবার নয়। মানুষ যে মুহূর্তে মনে প্রাণে যে কোন কাজই হউক, তাতে হাত দিলে, তাহাতে সিদ্ধি লাভ হয়—একথা মনে দৃঢ় বিশ্বাস করে নিতে হবে।

এদেশ চার হুক্ক, অনারাসে দুটো মুখের কাঁকা কথার নাম কিনতে চায়, তাই ঐকান্তিকতার অভাব। দারীও বিপদ আপদ ছাড়া কাজই নাই, সকল কাজের গোড়ার নানা বাধা বির—ঐকান্তিক চেষ্টার সম্মুখে এই সকল বাধা বির থাকতে পার না—অপসারিত হয়। এদেশে অনেকবারই দেশের কল্যাণ করে অনেক আন্দোলনই হয়ে গেছে এবং হচ্ছে, দেশের লোক কখনও একাগ্রচিত্তে কিছু সাধনা করে নাই, এখনও যে কালে তাও

হয়ে হয় না। তার কারণ, হুক্ক করা সহজ কিন্তু সিদ্ধিলাভ করা কঠিন। তাই দুদিন পরেই সব নিবিরে যায়। অগত হাসে। সাধনায় শরীর পতন কিবা মস্তের সাধন এ যারা না করতে পারে—তারা কোন কালেই মানুষ হতে পারে না। এদেশে তাই বরাবরই দেখি—চি—পুকার বটা অনেক কিন্তু তত্ত্ব ও সাধনাই অভাব।

দেশের যারা মহা পুরুষ—স্বার্থত্যাগী, যোগী-বিশেষ, তারা তোমার কল্যাণের জন্য ধন মন প্রাণ বিপন্ন করেন, দুটো সভাসমিতি করে—দুটো বক্তৃতা করেই কি তোমার কর্তব্য সব শেষ হলো মনে করো? যে আদর্শ তাঁরা দেখিয়েছেন, সেই ত্যাগ—ও আত্ম বলিদানের মত্রে কি দীক্ষিত হয়ে সেই আদর্শে ত্যাগী হতে পেরেছ? যদি তা পেরে থাক, তবে তোমার ঐ আন্দোলন, আবাহন প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়, কেবল উপহাস মাত্র। মহাত্মাকে বলেছেন, সর্বতোভাবে ত্যাগী হও, অহিংস হও—মিতব্যরী হও—যুদ্ধের পর, বিলাস পরিত্যাগ কর। এর একটীও তো ১০০ জনের মধ্যে ২০ জনও দেখতে পাওয়া যায় না। সেই চিরকালের অভ্যস্ত বিলাসিতা—খিয়েটারে ব্যয়কোপে—ক্রাবে যে মিতাচারের পরিচয় দেখা যাচ্ছে, তাতে এদেশ যে নব জাগরণে জেগেছে, যারা বলেন, তাঁদের কথার আস্থা হয় কৈ? দেশকে যদি আপনার ভারতেই চাও, তবে সেটা ঐকান্তিকতার সহিত ভাবতে হবে—তবে দেশের মঙ্গল হতে পারে। নইলে তত্ত্বামিতে যেমন ঈশ্বরও পাওয়া যায়না, তেমনই বরাক ও পাওয়া যায় না। শুধু কাঁচি ধরে থাকলে কি কিনারার নৌকা আসে, সবাই মিলে একপ্রাণে টানতে হবে, তবে মগ্তরি উঠবে। বুঝেছ?

## ফাক্টরীতে নৈতিক উপদেশ।

লন্ডনের একটা ফাক্টরীর দরজাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি উপদেশ লিখিত আছে।

(১) মিথ্যা কথা বলো না। তাতে তোমার ও আমার সময় নষ্ট হয়। আমি নিশ্চয়ই একদিন মিথ্যা চালাকী ধর্তে পারবো—সেই দিন সুবিধার নয়।

(২) বড়ী অপেক্ষা কাজের দিকে নজর রাখবে। কাজ বড় দিনকে ছোট করে দেয়, ছোট দিনের কাজ মানুষের মুখখানাকে লম্বা করে তুলে।

৩। আমাকে তোমরা আশাতীত কাজ দিলে আমিও আশাতীত মজুরী দেব। আমার কাজে লাভ করে দিলে তোমার লাভের দিকে দৃষ্টি রাখতে আমি বাধ্য হবো।

৪। তুমি তোমার কাছে বত খণী, অপরের নিকট তত নও। দেনা করা বন্ধ করো, না হয় আমার কারখানার আসা বন্ধ করো।

৫। অসৎ কাজ কোন দৈব ঘটনা নয়। সৎলোক, সৎ মহিলা কখনও প্রলোভনে নজর দিয়ে অধঃপাতে যেতে চায় না।

৬। আপনার কাজেই মন রাখবে। সময় হয়তো তোমার নিজেরও এমনি কারবার হতে পারে, তখন তোমার কাজেও মন দিতে হবে, এমনি উচ্চ আশা রেখে পরের কাজ কর্তে হয়।

৭। এখানে এমন কাজ করে না, যাঁরা তোমার আত্ম সম্মানে আঘাত করে। একজন কর্মচারী সে যদি আমার জন্যে চুরি করে, সে তা'হলে আমারই চুরি করেছে এইরূপ আমি বুঝি।

৮। রাজিতে তোমরা কোথায় কি ভাল মত কাজ কর, সেটা আমার দেখবার কাজ নয়, কিন্তু রাজের কাজ জনিত ক্রান্তি ও

বিজ্ঞাপন দোখরা জিনিস ক্রিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে কুলিবেন না।



অজ্ঞতা পরিদর্শনের কাজের উপর খারাপ কথার  
বিস্তার কর্তে ছাড়ে না—কাজ অর্ধেকও  
হয় না, তাতে তোমার ও আমার কতি আছে।  
তোমার কম মজুরী—আর আমার কম কাজ।

৯। যে কথা আমি শুনবো বা আমার  
শোনা উচিত, সে কথা আমাকে বলো না।  
আমি সকল দিকেই নজর রাখি। পরের  
কথা আমাকে গোপনে বলো না। আমি  
তোমাদিগকে আমার টাকার বদলে কাজের  
জন্যই রেখেছি, মো-সাহেবী কর্তে রাখি নাই।

১০। আমি লাখি মাসলে আমাকেও  
লাখি মেরো না। তোমার সংশোধনের জন্য  
আমাকে বা কর্তে হয়, সেজন্য সংশোধিতই  
হওয়া উচিত, উচ্চ হওয়া উচিত নয়। তা'  
হলে মাজুব হবে না। আমি কখনও পচা  
আতর ছাল বাদ দিতে সময় নষ্ট করি না।  
এটি স্মরণ রাখবে।

## ঘাটালে বত্যা।

প্রাচীন মাসের শেষ ভাগে অতি বৃষ্টির ফলে  
শিলাই ও হারকেখর নদীর বাধ নানা স্থানে  
তালিয়া যায়। উত্তর নদীর জল প্রবল বেগে  
হুই কুল জাসাইয়া দেয়। ঘাটাল সহর ও এই  
মহকুমার অন্তর্গত প্রায় ১০০ বর্গ মাইল  
পরিমিত স্থান জলে ডুবিয়া যায়। লোকের  
কষ্টের সীমা নাই। অনেকেরই ঘরে যে খাদ্য  
দ্রব্য সংগৃহীত ছিল, তাহা কুরাইয়া গিয়াছে;  
বাহার্য জন খাটরা পরিবার প্রতিপালন করে,  
সকল স্থান জল ময় বলিয়া তাহার কাঁজ  
পাইতেছে না। স্ত্রীরাও অতি আবশ্যকীয়  
দ্রব্যও কিনিবার তাহাদের পরসা নাই।  
বীর্ষদিন জল জমিয়া থাকতে অনেক কাঁচাবাড়ী  
সকলি বাইতেছে এবং অনেকই নিরাশ্রয়  
হইয়া পড়িতেছে। এই সকল নিরাশ্রয় বিপন্ন

লোক দিগকে সাহায্য করা অত্যন্ত প্রয়োজন  
হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে  
সাহায্য প্রদানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।  
বর্ধমানের কমিশনার; মেদিনীপুরের কলেজের  
এবং বাটালের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বিপন্ন দিগের  
সাহায্যের জন্য বখেটে চেষ্টা করিতেছেন।  
মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বেড  
হাজার টাকার ঐশ্বর্য সহ আট জন ডাক্তার  
এই অঞ্চলে পাঠাইয়াছেন; ইহারা রোগাক্রান্ত  
দুঃস্থ লোক দিগের চিকিৎসা কার্যে ব্যাপৃত  
রহিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এই  
সকল স্থানের অবস্থা প্রত্যক্ষ ভাবে পর্যবেক্ষণ  
করিবার জন্য বর্ধমানের মহারাজ ঐ অঞ্চলে  
গিয়াছিলেন। দুঃস্থ লোক দিগকে সাহায্য  
প্রদানের কার্য প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে।  
পতিত গৃহ সমূহ পুনঃ নির্দ্ধারণের জন্য অর্থ  
সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে; সম্পন্ন প্রজা দিগকে  
কুবি ঋণ দানেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।  
কিন্তু দুঃস্থ লোক দিগের সংখ্যা ও অবস্থা  
বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গবর্ণমেন্টের সাহায্য  
প্রচুর নহে। জন সাধারণের পক্ষ হইতেও  
সাহায্য প্রদানের আরোজন করা একান্ত  
কর্তব্য। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ও এই  
উদ্দেশ্যে কমিটি স্থাপন করিয়া সাধারণের  
সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই নাড়া-  
জোলের কুমার দেবেজলাল থা ১ হাজার  
টাকা ও তাঁহার ভ্রাতা ৫ শত টাকা দান  
করিয়াছেন।

আমরা সমস্ত বনের লোকদিগকে ঘাটা-  
লের সাহায্যার্থ অর্থ প্রেরণ করিতে অগ্ররোধ  
করিতেছি।

## বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

### মিষ্টান্নে স্নাকারিণ ব্যবহার।

করলা হইতে স্নাকারিণ নামক এক পদার্থ  
প্রস্তুত হয়। ইহা চিনি হইতে শতগুণ অধিক  
মিষ্ট। তজ্জন্ত অনেক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক  
মিষ্টান্নে চিনি না দিয়া স্নাকারিণ দিতে আরম্ভ  
করিয়াছেন। ক্রমাগত স্নাকারিণ সেবনে  
ক্যানসার নামক এক প্রকার বা হইয়া থাকে।  
ইহা আরাম হওয়া অতি কঠিন। বর্ধমান-  
কালের বহু বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক এই  
ক্যান্সার রোগ আরাম করিবার উপায় বাহির  
করিতে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু আল পর্যন্তও  
সকলকাম হন নাই।

এই স্নাকারিণ ব্যবহারে পাকস্থলীতে  
প্রদাহ উপস্থিত হয়, অধিক দিন ব্যবহারে  
ইহা হজমের ব্যাঘাত করে এবং ক্রমে মৃত্যু-  
শয়ের পীড়া হইয়া থাকে। ইহা বিবেক কার্য  
করে এবং হজম করিবার নানা রস বহির্গত  
হইতে বাধা দেয়। মার্কিনের খাদ্য পরীক্ষক-  
গণ একবাক্যে ইহা ব্যবহার নিষেধ করিয়া-  
ছেন। ইহা ব্যবহারে যে জ্যান্সার রোগ  
হয়, তৎসম্বন্ধে অনেক চিকিৎসক একমত  
হইয়াছেন।

চিনির পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা অত্যন্ত  
বিপজ্জনক। অনেকের বিশ্বাস, ইহা ব্যবহারে  
কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল।  
এবিধে অজ্ঞতা কন্মার নহে, কারণ এই জিনিষ  
ব্যবহারে মানুষের জীবন হানি হইতে পারে।  
আমাদিগের বিশ্বাস কলিকাতার এই স্নাকারি-  
ণের ব্যবহার বিস্তৃতরূপে হইতেছে। মিষ্টান্নে,  
লেমনডে প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর ব্যবহৃত হই-  
তেছে। গবর্ণমেন্ট এবং কলিকাতা কর্পোরেশ-  
নের স্বাস্থ্য বিভাগকে অবিলম্বে এই বিষয়ে  
অভ্যুসন্ধান করিতে অগ্ররোধ করিতেছি।

আর কেন? পূর্বাভাস “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর সউন।



আজকাল অনেক ব্যবসায়ী মিষ্টানে তাক-  
মিণ ব্যবহার করিতেছে। যুদ্ধের সময় এক  
বোম্বাই দেশীয় বন্দিক তাকারিণ বিক্রয়  
করিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন।

যদিও এই ব্যবসায় প্রসারের জন্য গবর্ণ-  
মেন্ট লাভবান হইতেছেন, তথাপি মানুষের  
স্বাস্থ্যের জন্য ইহার বিক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করা  
উচিত। (সজীবনী)

## কৌতুক কথা।

প্রেমপত্রের নমুনা।

প্রেমিক লিখেন—

প্রিয়তমে, তোমাকে যে আমি কত ভাল  
বাসি, তা এই হইতেই বুঝতে পারবে। তুমি  
আমাকে গত কলা যে পত্র লিখেছিলে, তাতে  
যে ডাকটিকিট লাগান ছিল, আমি সেই  
টিকিট খানি খেয়ে ফেলেছি, যেহেতু নিশ্চয়ই  
তুমি তোমার অধরসুখা হারা সিক্ত করে  
টিকিটখানি খায়ের উপর লাগিয়ে ছিলে।  
আমি সেই টিকিটখানি উদরস্বাৎ করে যে কি  
অপূর্ণ অব্যক্ত আশ্বাসন উপলব্ধি করেছিলাম,  
তা' আর লিখে কি করে বুঝাব।

একদিন আমার বৈঠকখানার একটা  
বন্ধুর সঙ্গে বসে কথা কছি, এমন সময় একটা  
ডাকলোকের মত লোক এসে বসেন, মশায়  
আপনার সঙ্গে একটু মফঃবলের কথা  
আছে। আমি বাহিরে এসে বল্লম—বলুন কি  
বলতে চান। আগন্তুক। আজ্ঞে, আপনাকে  
বিরক্ত কল্লম বলে কিছু মনে করলেন না—  
এই—বল্ছিলাম, আমাকে ৫ টাকা খার  
দিতে পারেন, আমি ৫৭ দিনের মধ্যে শোধ  
করে দেব। আমি—কমা করবেন, আপ-  
নাকে আমি তো কখন চিনি না—তা'হলে  
কি করে—

আগন্তুক। আজ্ঞে আপনি চিনলে আমি  
আপনার নিকট আসবো কেন? আমাকে  
যারা চেনেন, তারা তো খার দেন না।

## Medical.

### বাইরোকেমিক নোটস

বা

প্রেসক্রাইবার

লেখক—ডাক্তার অলুকুলচন্দ্র বিশ্বাস।

হুড়া (হগলী)

বাত।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বেতো রোগীর প্রস্রাব খুব কম হয়।  
প্রস্রাব খুব কম হয়, আর লাল হয়। কখন  
প্রস্রাবে র্যালুমেনও থাকে, গায়ের উত্তাপ  
খুব বাড়ে। নাড়ী পূর্ণ—দ্রুত খুব বেগ  
বিশিষ্ট থাকে। খুবই পিপাসা হয়, জিব  
অপরিস্কার মরলা যুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, অস্থিরতা—  
ঘুম প্রায়ই হয় না! অর সাত আট দিন  
খুব বেশীই থাকে—কম বেশী প্রায় জানা  
যায় না। সপ্তাহখানেক পরে—সকালে  
খানিকক্ষণ বাড়ে। টেম্পারেচার ১০৪।১০৫  
পর্যন্ত বা তার চেয়েও বেশী হয়। অর  
বেশী বাড়লে আর আর সব লক্ষণেরই বৃদ্ধি  
হয়। রোগী খুব শীঘ্রই ভারী দুর্বল হ'য়ে  
পড়ে।

আগেই বলেছি, অরের উপরেও বায় হয়  
—এ বায়ে অর ছাড়েও না—বা কমেও না;  
অবশ সময় সময় বায়ে বেন নেয়ে ওঠে।  
অর বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকি আর আর  
সন্ধিস্থলির প্রস্রাব হয়। গাইটের বেঘনা ও  
বাতনাদি রাত্রিতেই বেশী হয়—গাইটের

ভিতরে কন্ কন্ করা, বন্ বন্ করা—চিড়ীক  
মারা কামড়ানি ইত্যাদি নানা রকম  
বাতনাতে রোগীকে একবারে—অস্থির করে  
তোলে। এমন কি—ভুসঙ্ঘ বেঘনার—  
রোগী জানশূন্য হ'য়ে কাঁদতে থাকে।

এ সব রোগের—আর আর সব লক্ষণা-  
দ্বির বিবরণ পরে বর্ণনাকালে—অর্থাৎ রিউ-  
ম্যাটিক্স—লম্বোগো—সারেটিকা—পাউট—  
ইত্যাদির অধ্যায়ে বল্ছি। এখন নীচে  
চিকিৎসার বিবরণ বল্বে। রোগের নাম  
আলাদা বটে, কিন্তু লক্ষণ অল্পস্বারে বাইও-  
কেমিক ওষুধ বুঝে দিতে শিখলে—এর  
মধ্যে সব পাওয়া যাবে। ভাল রকম  
ওষুধের শুণাশুণ ক্রিয়াদি জানা থাকলে  
শ্রদ্ধাকটীণ অব্ মেডিশিন এর কোনও  
দরকার হয় না। তবে কি রোগ—রোগের  
আর আর বিবরণ জানবার জন্য দরকার বটে।  
ওষুধ দেবার আগে—ভাল রকম মেট্রিরা-  
হেডিকা জানা খুবই দরকার।

রিউম্যাটিক্স—নুতন—পুরোনো—মশ-  
কিউলার ইত্যাদি রকমের আছে—সে সব  
লক্ষণ পরে বর্ণনাকালে পাবেন। অনেক  
রোগেরই নুতন পুরোনো (র্যাকিউট-ক্রনিক)  
আছে। এ ছাড়া বাড়ের—কোমরের—  
কাঁড়ার বাত—পাঁজরের বাত ইত্যাদি নানা  
রকমের আছে।

### চিকিৎসা—ওষুধ প্রয়োগ।

ফেরাম-ফসফরিকাম—(Ferrum Phos)  
৩x৬x১২x চূর্ণই আমরা সর্বদাই ব্যবহার  
করে খুব ভাল ফল পেয়ে থাকি। অনেক  
বড় বড় ডাক্তারগণও তাই বলেন। শক্তি  
নির্গম বিঘ্নে কোনও বাধা ধরা নিরর্থক।  
অনেকে একথাও বলেন যে, রোগের নুতন  
অবস্থায় নিম্ন শক্তির উপকারী—পুরোনো হলে  
উচ্চ শক্তির দরকার—একবার বীমাঙ্গো নিয়ে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে আমরা যে রকম শক্তি ব্যবহার করে ফল পেয়েছি—আর অনেক নামজাদা গণ্যমান্ত পুরোণো চিকিৎসকগণের মত ভেদেছি এখানে সেই পরীক্ষিত শক্তির সংখ্যা দিলাম। তবে তিন থেকে দুইশত x চূর্ণ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার হয়।

প্রথম আক্রমণেই—ফেরাম স্বতন্ত্রীয় মত কাজ করে—এতে বেদনাদির উপশম হয়—জ্বর কমে—ও অন্যান্য লক্ষণ সবটুকু যায়। প্রদাহের সূত্রপাতেই ফেরাম দিলে প্রদাহ লক্ষণ ক্রমশঃ কমে আসে। লাল কমে—ফুলো কমে—বাথা কমে—অন্ত রকম প্রদাহের পূর্বে ফেরাম সেবন আর আক্রান্ত স্থানে বাহ্য প্রয়োগ করে—প্রায়ই পাক্তে পার না। ফেরাম জ্বরের প্রধান ওষুধ—বিশেষতঃ এই সব প্রাদাহিক জ্বরে। Heat, Congestion, and pain (উত্তাপ, রক্ত সঞ্চয়, এবং বাতনা) ফেরাম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। গাঁটে খুব বাতনা টানানি—ফুলো বেদনা—আর এই সব লক্ষণ যদি কোনও রকম নাড়া চাড়াতে বা চাপনে বাড়ে, তা হ'লে—ফেরাম আন্ত উপকার করে। সমস্ত শরীরে বেদনা হলে ফেরাম তাও ভাল করে দেয়। কোন ছোট সন্ধি আড়ষ্ট হয়ে থাকলে ফেরাম ৩x সেবন আর—ভেসেলিন বা ওলিভ অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে ঘসে ঘসে মালিশ করে শীঘ্রই ভাল হয়ে যায়।

দরকার হ'লে—অর্থাৎ বাতনাদি বেশী হ'লে—ওষুধ খাওয়া আর বাহ্য প্রয়োগ—দুইই দরকার। বেদনাদির সূত্রপাতে—ফুলো হবার আগে ফেরাম যেমন উপকারি—তেমনিই ফুলো দেখা দিলে বা ফুললে—ক্যালি-মিওর তার খুব ভাল ওষুধ।

এখানে ফেরামের বিবরণ—আরো দুই চারিটি কথা বলবো। এতে কেহ অতিরিক্ত বকা বলে বিরক্ত হবেন না—নতুন প্র্যাকটীশ-

নারদের এতে কিছু না কিছু উপকার হবেই। ডাক্তার হুস্‌লার বলেন যে, বাতজ্বরের প্রথম ও প্রধান ওষুধই হচ্ছে ফেরাম। নতুন সন্ধি গেটে বাতে (Acute articular rheumatism) প্রথম বাতনাদির সময় ফেরামই তার এক মাত্র ওষুধ। এতে জ্বর বাথা সবই ভাল করে। কোনও রকম নাড়া চাড়া—বা চাপ-পেলেই কন্ কন্ করে ওঠা—বাতনাদি বেশী হওয়া—তা—যে বেদনাতেই হোউক, সে সময় ফেরামই তার প্রধান ওষুধ। ঘাড়ের, কাঁচুড়ির, গর্দানের উপর পৌন্ডের বকের উপর ভাগের বাতে; গেটে বাতে বিশেষতঃ যে গেটে বাত এ গাঁট থেকে ও গাঁট ক্রমশঃ আক্রান্ত হয়, তাতে ফেরামই তার খুব উপকারী ওষুধ। এরকম বাত নতুন পুরোনো বা সময় সময় আক্রান্ত হওয়া প্রায়ই প্রতি অমাবস্তা পূর্ণিমা দিতে ও যদি হয়, তা হলেও ফেরাম দিতে যেন মনে থাকে। নাড়া চাড়াতে বা চাপনে বৃদ্ধি যেমন ফেরাম প্রয়োগের সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ, তেমনিই গরম শেক তাপ লাগাইলে বেদনাদির উপশম হওয়াও আর একটা সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ। শরীরে প্রত্যেক যারগাতেই অসহ্য বাথা—বিশেষতঃ গেটে গেটে সব চেয়ে বেশী, আর ঐ সব বাথা নাড়া চাড়াতে বেশী লাগে, এ ছাড়া কোমরের বাতে, ঘাড়ের বাতে, পৌন্ডের বাতে, শোবার দোষে ষাড় শেটে ধরার (Stiff Neck stiff Back) আর এসব যদি ঠাণ্ডা লেগে হয় বা বাড়ে—রাত্রেই বেদনার বৃদ্ধি হয়—ঘুমের ব্যাঘাত হয়, প্রায় ঘুম হয়ই না, অস্থিরতা ইত্যাদিতে ফেরাম মন্ত্রশক্তির মত কাজ করে।

ক্যালি মিওর ৩x৬x Kali mure 3x6x—আক্রান্ত স্থান ফুলো বা ফুলো ফুলোতাব, জিব, সাদা বা দীর্ঘ পৈত্তটে মরলা বুক, জিব খোটা ক্যালিনিওর দেখার প্রধান

সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ। ইহা ফেরামের পরেই দরকার। অনেক সময় ফেরাম সহ পর্যায় ক্রমে ও দিতে হয়। ক্যালিউট্‌ আরথাইটীস ক্যালিউট্‌ রিউম্যাটীজম ইত্যাদির খুব ভাল দ্বিতীয় ওষুধ। আমরা পর্যায়ক্রমে ফেরামের সঙ্গে ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পেয়েছি।

রিউমেটিক জ্বরের দ্বিতীয়াবস্থার বধন গাঁটের চারিধারের ফুলো দেখা যায়—বেদনাও থাকে—ঐ বেদনা নাড়া চাড়া করে বাড়ে, তখন ইহা বিশেষ উপকারি। আর গাঁটের চারি ধারের ফুলো সহ পুরোনো বাতে (Chronic Rheumatism) ক্যালি মিওর বেশ কার্য করে। যে কোনও রকম বাতই হোকনা, ফুলো ও বেদনা সহ আক্রান্ত স্থানটিকে নাড়লেই বেশী বাতনা হয়। তার সঙ্গে জ্বরের অবস্থা যদি পূর্ববৎ দেখা যায়, তা হ'লে ক্যালি-মিওরই তার একমাত্র ওষুধ। আবশ্যক হলে লক্ষণ মত ফেরাম পর্যায় ক্রমে ২১০ মাত্রা দেখা দরকার। জীব, পুরু-মোটা জিবার উপর সাদা বা পৈত্তটে মরলা পড়া ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। কেবল জিবার এই লক্ষণ দেখে ক্যালি-মিওর দিয়ে অনেক বড় বড় অজানা রোগে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে।

বেদনা বেশী—জ্বর বেশী ও ফুলো থাকলে ক্যালি-মিওরের সঙ্গে প্রত্যহ ২১০ মাত্রা ফেরাম-কস পর্যায় ক্রমে দেখা দরকার ডাঃ চ্যাপম্যান ওয়াকার প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এমতের চিকিৎসার মত দেন। আমরা সর্বদাই এইমতে ওষুধ ব্যবহার করে বেশ ফল পেয়ে থাকি।

(ক্রমঃ)

“কালের লোকের” সূচাপত্রের জন্ত /০ আনা ডাকমাস্তুল পাঠান।

# বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

আমাদের “জীবনদশা” নামক পুস্তক বিতরিত হইতেছে ; অত্বেই আবেদন করুন, বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা।

দৃঢ়তার সহিত সগর্বে বলিতে পারি

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকার

জ্বর অমোঘ ও ত্বরিত ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ইহা স্নায়বিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার একটি অব্যর্থ মহৌষধ। একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাই প্রার্থনা, ৩২ বটিকাপূর্ণ কোটার মূল্য ১।

ম্যালেরিয়া নাশক

“জ্বরাস্তক বটীকা”

“জ্বরের যম”

যে কোন প্রকারের জ্বরই হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৪০ বটিকা পূর্ণ কোটার মূল্য ১।

শিশুদিগের জন্য

## শিশুসখা বটীকা

শিশুগণের বকুৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাস, ঘুঙুড়ী সর্দি ও অন্যান্য সর্কবিধ রোগের একমাত্র ঔষধ।

বৃহৎ শিশুরাও ইহা সেবন করিতে পারে। মূল্য ৩০০ বটিকার ১ কোটা ১ টাকা।

## মনি তৈল

শরীর পোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, অগ্নিক, হাত পা জ্বালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। ইহা সর্কদা কেশে মর্দন করিলে কেশরাশি সুকোমল শ্রীধারণ করে। ইহা শরীরে মাখিলে দুর্বল ব্যক্তিকে মোটা করে। মূল্য ৫ তোলা মিশি ১ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোস্বিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## ব্যক্তিগত স্বরাজ।

১। নিজের ঘর সংসার প্রকৃতপক্ষে নিজের “স্বরাজ।” আগে সেই সংসারের সকলকে সামঞ্জস্য কর দেখি। নিজের স্বরাজের সুবন্দোবস্ত করা যদি কঠিন ব্যাপার হয়, তবে সাধারণের স্বরাজের সুবন্দোবস্ত হইবে কি?

২। সুখের সংসার করিতে হইলে ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তির নীতি নীতি আচার ব্যবহার নির্দেশ হওয়া চাই; অনৈক্য ঘূরীকরণের চেষ্টা করা চাই; স্বাস্থ্য ভাল রাখা চাই, তবে ক্রমে ক্রমে সংসারটি সুখের হইবে।

৩। হিংসা, ঘেব, বার্থপরতা, পরচর্চা, পক্ষপাতিত্ব, এইগুলি প্রত্যেককেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। তেলে ও জলে মিশিবে না। তুমি ভাল, আমি মন্দ—মিশিবে কেন? নিজের চরিত্রে নিজের ঘরে বসেই সুখের দৃঢ়তা বাড়িবে, ওতই তোমার নিজের সংসারের বাহিরের লোক তোমার সঙ্গে মিশিবে। কারণ প্রত্যেক সংসারই যদি খাঁটি তৈলবৎ হয়, তখন তৈলে তৈলে মিশিবে না কেন? আগড় বাগড় হাঁকড় কাঁকড় না করিয়া, আগে প্রত্যেকে নিজের চরিত্রের উন্নতি কর, তবে সুমঙ্গলের আশা করিবে।

## বিনা বিজ্ঞাপনে কোন ব্যবসায় চলে কি না।

কোন ব্যবসারে পসার হইলেও তাহার আর বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত কি না, আজ আমরা ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব।

বমিংহাম গেজেটে এই বিষয়ের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

লন্ডনের একটা বৃহৎ কারখানাতে খুব উৎকৃষ্ট চাটনী এবং বোরকা প্রস্তুত হইত।

বিলাত এবং আমেরিকার কারবারের নিয়ম, সেখানে কারবারে বড়টাকা লাভ করা হয়, তাহার কতক অংশ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। এই কারবারেও বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ টাকা পাউণ্ড ধরিলেও ৭৫০০ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। বহুবর্ষ ধরিয়া এইরূপ একটা বড় রকমের টাকা ব্যয় হইয়া আসিয়াছিল, এবং এমন পসার হইয়াছিল যে, ইয়ো-রোপ এবং আমেরিকার ইহাদের চাটনী ও বোরকা ক্রয় করিত না এমন কোন গৃহস্থ বাড়ীই ছিল না। বাহাহউক, ইহাদের একবার মনে ধারণা হইল যে, এত পসার হইয়াছে, এখন আর বিজ্ঞাপন দিয়া আবশ্যক নাই, নামের গুণে এমনই যথেষ্ট কাজ হইবে। প্রথম বর্ষ গেল, হিসাব হইল। ইহার দেখিলেন “বিক্রয় কমিয়াছে।” বিজ্ঞাপন বন্ধ হইতেই চারিদিকে কানা দুসু চলিতে লাগিল যে, কারবারের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়াছে—অংশীদারগণ টাকা উঠাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে কারম ফেল হইবে এই আশঙ্কার কেনা বেচার ভয়ানক গোলাবোগ ঘটতে লাগিল। শেষে এমন শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল যে, কারবারের নাম প্রায় লুকাইয়া যায়। কারবার কর্তারা বাজারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন;—বুঝিলেন, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতেই এই অনর্থ ঘটয়াছে। তাহার সে বৎসরে ৭৫০০০ টাকার ক্ষতি ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করিয়া দিয়া প্রায় ১০ বৎসরে পূর্ণ পতিপতি করিয়া পাইলেন। প্রচার করিলেই যে পসার কমে, ইহার সন্দেহ নাই। আমরাও জানি, আমাদের কলিকাতার কয়েকটা কারমও বিজ্ঞাপন কমাইয়া নগরের মধ্যে পড়িতেছেন। এদেশের এখনও ব্যবসায় বুদ্ধিতে বাস্তবিক বিলম্ব আছে।

## ব্যবসায়ীর কথা।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য—কেন্দ্র করিয়া চালাকী করিয়া পরিবারকে জিনিস বেচিতে হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ, তাহার অধুনা ব্যবসায়ের জাতি বলিয়া সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, তাহার বলেন, ক্রেতাকে খেঁজার জিনিস কিনিতে প্রবৃত্তি দেওয়ার যে উপায়, তাহাই প্রকৃত দোকানদারী।

তাঁহাদের কথা দোকানদারী কেন? “The most important thing is to get Customer to want the goods” অর্থাৎ চালাকী বা বাচালতার কোন দরকার নাই; ক্রেতা আপনিই জিনিস খুঁজিয়া ক্রয় করিবে; তাহারই বাহা উপায়, তাহাই দোকানদারী এবং ইহারই নাম Art of salesmanship. ইহা একটা আর্ট অর্থাৎ বিদ্যা, ইহা শিখিবার যোগ্য বিষয়—ইহা অধ্যয়নের বিষয়। ইহা জনসমাজে বলিবার কহিবার কথা। এদেশের দোকানদারীর মূলে চালাকী সুতরাং ইহা আর্ট অর্থাৎ বিজ্ঞান নয়, ইহা প্রতারণা মূলক; তাই জনসমাজে বলিবার কহিবার যো নাই। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ সেই জ্ঞান অবিলম্বে উন্নতি করিয়া ধনকুবের হইতে পারেন; কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ী তাই অতি কদাচিত ঘরের পুঁজী ঘরে ঢুকাইতে পারেন—লাভ ত ঘরের কথা।

প্রকৃতির কেন্দ্র একটা স্বাভাবিক নিয়ম, অস্ত্রায় অস্ত্রায়কে আকর্ষণ করে। বেথানে একটা অস্ত্রায় হইয়াছে, সেখানে শত শত অন্যায় অকর্ম আসিয়া জুটিতেই হইবে,—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সেই নিয়মের জন্যই বাজারের ক্রেতাও সদ্যোবে অসৎ; তাহারও চালাকী করিয়া দোকানদারকে ঠকাইতে পাইলে ছাড়ে না। সুতরাং ক্রেতা

আর কেন? পুরাতন “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিক্রেতা উভয়েই কলুষিত হইতেছে, একথা অধীকারের উপায় কৈ? প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সংগণ অবলম্বন করিতে হইবে; ক্রেতাকে সং করিতে হইবে, তবে ব্যবসারে সুখ হইবে, ব্যবসার স্থায়ী হইবে; তবে ব্যবসারের সার্থকতা হইবে।

লোক-চরিত্র, লোকের কচি-অকচি, এই ভুলিতে বহুদর্শিতা লাভ করা দোকানদারী শিক্ষার প্রধান উপকরণ এবং প্রথম পাঠ। প্রত্যেক দোকানদারকে প্রকৃত “ভদ্রলোক” হইতে হইবে, তবে খরিদদার খরিতে পারিবে। হাহার সেগুলি নাই, তাহাকে দোকানের সমুখে রাখিলে, তাহা খরিদদার খরিবার জন্য রাখা হয় না, খরিদদার তাড়াইবার জন্য রাখা হয়। এমন দোকানদার বাঙ্গালীর কোন দোকানে আছে বলুন?

প্রত্যেক স্বত্বাধিকারীর এই বিক্রয়-বিভাগে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত। প্রত্যেক Business managerএর এইরূপ দেখিতে শিক্ষা করা উচিত। বাঙ্গালীর কারকারের ম্যানেজার কেথিলে হাত সঞ্চরণ করা দায়, ইহারা কাগজে আসিবেন—ইচ্ছামত সময়ে। দ্বিতীয়তঃ ম্যানেজারী কাজ পাইয়াছেন, সুতরাং বড় সতীরই তাঁহাকে হইতে হইবে;—তাঁহার দায়িত্ব। লোকের সঙ্গে মিশিলে তাঁহার মান যায়। লোকের সঙ্গে একপ্রকার না মেশাই বাঙ্গালী ম্যানেজার একটা সনাতন ধর্ম বিবেচনা করেন। তাঁহার বিশ্বাস, সেই করিবার জন্য তাঁহার আফিসে উপস্থিত থাকা। চোকে বেশ সোণার চসমা দিয়া সিলেকের রুমালে গায়ের জামা ঝাড়িবেন, অতি সন্তর্পণে—পাছে আবুলে কালী লাগে, এমন ভাবে কলম

ধরিয়া সেই করিবেন—গৌক ছোড়াটা কসমেটিক দিয়া, ঠিক শিকারী বেড়ালের মত সাহেবদের বড় বড় কারবারের ম্যানেজারদের অনুকরণে—ঠিক কার্ণানীর সত্ৰাটের অনুকরণে—গৌককে উর্ধ্বমুখী করিয়া দিয়া বা ডগা কামাইয়া এমন গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিবেন যে, ক্রেতার সংসঙ্গ কুলাইবে না, তাঁহার কাছ দিয়াও ঘেঁসিতে পারে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন,—“ম্যানেজার মহাশয়! অমুক জিনিসের কোন সংবাদ জানেন কি?—তৎক্ষণাৎ অবিলম্বে উত্তর—তা’ত বলিতে পারি না। আমার লোক জন আহুক—জানিয়া বলিতে পারি।”—

ইহাদের বিশ্বাস যিনি বেচিতেছেন, তাঁহার নিকট চেয়ার ছাড়িয়া বাঙালী ম্যানেজারী-পদের বিশেষ অন্তরায়। তাই তিনি প্রত্যেক বিক্রেতাকে, প্রত্যেক বেয়ারাকে পর্যন্ত সর্বদাষ্ট নিজের কক্ষে ডাকিয়া ডাকিয়া, সমস্ত কাজ নষ্ট করিয়া ফেলিবেন, তথাপি, তাহাকে ভয়ানক ব্যস্ত দেখিলেও, তাহার নিকট বাইরা কথাটার মীমাংসা করিয়া আসিবেন না,—পাছে তাঁহার ম্যানেজারী পদের গৌরব নষ্ট হয়।

প্রকৃত পাক্স Salesmanই বিলাতী কারবারের ম্যানেজার হয়,—তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয় হইতে প্রত্যেক বড় বিষয়ের তথ্য জ্ঞাত থাকেন। তাহার মস্তিষ্কটি যেন একটা ডায়েরির পিভেন-হোলের মত, প্রত্যেক বিষয়টি যেন সেই খোপগুলিতে পূর্ণ করা আছে। কোন কথা উঠিলেই ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ তাহার সহস্র দিতে পারেন। প্রত্যেক বিক্রেতা বা সেলসম্যানকে তিনি পরিচালিত করিতে

জানেন এবং প্রত্যেক জিনিসের ভণ্ডাভণ্ড ক্রেতার চরিত্র পাঠে তাঁহার এত অভিজ্ঞতা আছে যে, তিনি উপস্থিত হইলেই যেন প্রত্যেক ক্রেতা সন্তুষ্ট হইয়া যায়।

## দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারামুক্তি।

গত ৯ই আগষ্ট বুধবার আমাদের প্রিয় চিত্তরঞ্জন,—বাঙ্গালার সর্বভাগী মহাপুরুষ—বাঙ্গালার গৌরবের ধন ৮ মাস কারাবাস করে যয়ে কিরে এসেছেন—এস মহান! এস আবার নির্জীব নিদ্রিত বাঙ্গালী তোমার মহাশয় তোমার বার্থত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চক্ষুস্থলিত কবে জাগরিত হোক।

## নূতন কাগজ “ধুমকেতু”

আমরা ২৬শে প্রাবণ শুক্রবার হতে “ধুমকেতু” নামক একখানি নূতন কাগজ পাচ্ছি। বর্তমান সময়ের উদীয়মান কবি—কাজী নজরুল ইসলাম ইহার সম্পাদক—১ম সংখ্যায় ১৪টি প্রবন্ধ আছে, ধুমকেতু প্রবন্ধ গৌরবে গরীয়ান, ছাপা কাগজ সবই ভাল হইতেছে। ধুমকেতু সপ্তাহে ছবার বাহির হবেন, বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত ৫, বাৎসরিক ২৫০ তিন মাসের ১৫০ প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৭০। আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে নব সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। ধুমকেতু কেন্দ্র—৩নং কলেজ কোয়ার, কলিকাতা।

## কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ. মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সন্ন্যাসী প্রেসে প্রীয়ারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



## সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্বিষয় নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

নূতন গ্রাহকের স্বেচছা।

নূতন গ্রাহক যাহেই কাজের লোকের মূল্য ২০ এবং মাস ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৯ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে  
পাইবেন। মকঃমলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাওল সতর লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Boots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries,  
China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographic and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,  
etc., etc.

Commission 2½ to 5%.

Trade discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Quotations of Produce Sold on Account

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1844).

25, Abchurch Lane, London.

### যদি দেশের উন্নতি চান,

তাহ'লে সর্বপ্রথমে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করুন।

কিসে সে সমস্ত উন্নতি লাভ করা যায়, তা' যদি সহজে ও সুলভে শিখতে চান, তাহ'লে আজই

### স্বাস্থ্য-সমাচার

নামক মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য পত্র লিখুন। গত বৈশাখে একাদশ বর্ষে পত্রিকা  
ক'রেছে। মাতৃ-মঙ্গল, শিশু-চর্যা, ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি, দৈহিক ও মানসিক  
ব্যাধি ও তাহার বিবিধ উপায়ে প্রতিকার, পল্লী স্বাস্থ্য প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের  
আলোচনা, বিশদ ও সরলভাবে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, সঙ্কর্ষ, সমালোচনা আকারে নানা চিত্র  
বিভূষিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। এরূপ একখানি পত্রিকা প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে কবচের মত  
সর্বদা রক্ষা করা উচিত। বার্ষিক মূল্য সডাক—২ মাত্র, অগ্রিম দেয়।

কার্যাবধাঙ্ক — "স্বাস্থ্য-সমাচার",

৪৫ নং আমহাষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

### "স্বর্ণকারের কার্য"

নীচেরই প্রকাশিত হইবে।

কারিগর ও গৃহস্থ উভয়েরই এ পুস্তক পাঠ করা উচিত। এই পুস্তক পাঠ করিলে গৃহস্থের  
কোনরূপ ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালার এরূপ পুস্তক আর নাই।

মূল্য ১০ চারি আনা।

মহামিলন মন্দির,

ভদ্রকালি উত্তরপাড়া,

পোঃ কোতরং, বেলা হুগলী।

## সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট—কলিকাতা।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের ত্রক্ষাক্ত্র।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে  
অমৃতের জ্বর উপকার করে। প্লীহা ও যকৃত  
রোগে অমৃতাদি বটিকার শক্তি অতীব অদ্ভুত।

১ কোটা ১ টাকা ৩ কোটা ২৫০

১২ কোটা ১০৮

### মকরধ্বজ।

আমাদেব প্রস্তুত স্বর্ণঘটিত ঘড়িগুণ বসি  
জারিত মকরধ্বজ সকল রোগেই ব্যবহার্য।

ইনসুগুয়েজা রোগে ইহা যন্ত্রশক্তির জায় কার্য  
করে।

১ সপ্তাহ ১৮ ১ তরি ২৪ টাকা।

### জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের  
অকাল পকতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ,  
দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে।

১ শিশি ১৮ ৩ শিশি ২৫ ৬ শিশি ৫৮।

১২ শিশি ৯০ এক গ্রোস ১০৮ টাকা।

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

### সুরবল্লী কষায়ই

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের ঘাবতীয়  
দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন  
হইয়া কাস্তি পুষ্টি ও লাভ্য বৃদ্ধি করে। এই  
সালিসা সকল পাতুতেই সেবন করা যাইতে  
পারে। আবাগ বৃদ্ধ বনিগ কাহারও সেবনে  
বাধা নাই।

১ শিশি ১০ ৩ শিশি ৩০ ১২ শিশি ১৫৮

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক  
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফোর—গলসী, জেলা বর্ধমান।

## শ্রী কলিমাতার স্বপ্না আশ্চর্য কলপ্রদ ৫টি মন্ত্রণী।

৫ ডাঃ আমের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহুদিনের  
বহু লোকের আনিত ও পরিকীত। একটি  
খেলের ব্যামোর। অপরটি বাতের। ধারণ  
মাত্রেই নূতন প্রয়োণে সব রকম খেলের  
ব্যামো এবং বাত মাত্রেই এমন কি বাতে  
হলও এই মাহুগী ধারণে নির্দোষ ভাল  
হইবেন। প্রতি মাহুগী ১০ ডাঃ মাঃ ৪টি  
পাঠ্য ১০।

একশীরা কুরণ্ড প্রভৃতি কোষরুদ্ধি  
এবং বাগী, কুচকী, গোল, গরগণ্ড, বহু  
দিনের স্থায়ী আব, বিবাক্ত বড় বড় ফোড়াদি  
যদি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণার, এবং কোন  
রকম বাঘো না করে নির্দোষ ভাল কর্তে  
চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত  
পাহাড়ী গাছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত  
তরল সার ব্যবহার করুন। মন্ত্রশক্তির মত  
উপকার পাইবেন। খাবার ওষুধ নয়। কেবল  
লাগাইতে হয়। দাম প্রতি শিশি ২০ ছই টাকা  
ডাঃ মাঃ ১০। ডাক্তার এ সি বিশ্বাস,  
হড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ চণ্ডী।

## প্রত্যেক কুরদর্শীকে



অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্ত ঐশ্বর্য না হইলে চিকিৎসাকাৰ্য্য সফল  
হয় না। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য বিত্ত—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য  
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান  
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম,  
ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার মিত্র, এল, এম, এস;  
নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল,  
এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ  
আমাদের ঐশ্বরের বিত্তত্বের জন্যই আমাদের ঐশ্বর্য ব্যবস্থা করেন  
মূলতঃ পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ।

আমাদের মাল্যটিংচার ১০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ১০। ইহার কমে আমরা  
পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউন,

৩৩ নং ক্যারিডন রোড, কলকাতা হট অংশন, ব্রাকিং—৪৫ নং ওয়েলসলি হট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

## MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United  
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other  
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

## EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign  
Markets supplied;

## STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate  
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,  
or Trade Cards of

## DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under w  
they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with  
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,  
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4  
ENGLAND.

Business established 105 years.

## Success Comes Easy

after reading our two volumes of  
'Businessman', 1914—1915.

They start you right and con-  
tains inside informations that is  
most valuable. They speak right to  
the point about the many necessary  
things you need to know and put  
you on the proper need to a real  
humming success. Sent prepaid  
for Rs. 2/8 for Two Big Volumes.  
Only for Bengali gentlemen: if  
you are not satisfied after reading—  
return the books after a week, your  
money will be refunded at once.

Manager

'Businessman'

2, Rrjendra Dutta Lane,  
Bowbazar, Calcutta.

## পশু-চিকিৎসার পুস্তক

## গ্রন্থ-সম্রা

১০ আনার ডাক টিকিটে পাঠাই।

শ্রীনিলদাস রায়,

২ নং উইলিয়ম্‌স্‌ লেন, কলিকাতা।

## সুরমা ও সুরেশ ।

সুরেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না । আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুরেশী হইতে পারে না । সুরমার বিশেষত্ব—শৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য্য, সুরমা সহজেই কেশবুলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্জনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোগ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমাশুসাদি ৮০ ।

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা ।

## গ্রামোফোন ও হারমোনিয়ম বিক্রেতা,

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বেক্টিক স্ট্রীট, কলিকাতা ।

ফোন নং ৫৩৭৫ ।

আমাদের চণ্ডিফুলট হারমোনিয়ম উৎকৃষ্ট সীজন করা কাঠের প্রস্তুত—সুন্দর্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা সুর বাঁধা । এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিবেন । আমাদের হারমোনিয়মের জন্য দুই বৎসরের গ্যারান্টি দেওয়া হয় । আমরা এইবার আশ্মাণীর পিন আনা ইচ্ছাছি, ইহা মূল্যে সস্তা ও ইংলিশ পিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ১ বাক্স মূল্য—১০ আনা ও এক ১০০০ মূল্য ২১০, আমাদের নিকট কুকুর মার্কা গ্রামোফোন পিন পাইবেন—১ বাক্স মূল্য ১৮ ; ১০০০—৫৮ টাকা । এইবার অনেক ভাল ভাল থিয়াটারের পালা বাহির হইয়াছে । ১। স্বকমারী ৭ খানি রেকর্ড সমেত—২৪১০, ২। মলিনাবিকাশ ৮ খানি রেকর্ড মূল্য ২৮ ও কুপণের ধন ১০ খানি মূল্য ৩৫ । তালিকার অন্য পত্র লিখুন ।

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বেক্টিক স্ট্রীট, কলিকাতা ।

# টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্ৰা ! কাজের লোক

হিসেব ক'রে তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাতের ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীক দেবে ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এটো বাজারে সস্তা ঔষধে কিছু কি? যা বাজার পড়েছে তাতে বোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মসলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা বাদ্য করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাতে হস্ত বোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষ এই—(১) প্র'ত মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৯, মাঝারী ২১০, ছোট ১৫০।

আর, লগিন এও কোং—মানুস্যাক্চারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫. কলিকাতা।

## “কাজের লোকের” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কতদিন চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্র'ত ৫৫ ইঞ্চি প্রতি বার ১৯ টাকা ধরা হয়। সং বাবসায়ীবি বিজ্ঞাপন ছাপি
- ৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ের পরিবর্তন করা হয় না।
- ৪। Display অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য দিওণ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৯ টাকা প্রতি মাসে	১৭ টাকা প্রতি মাসে	৩২ টাকা প্রতি মাসে
২ .	৫৯ .	৪৯ .	৩১ .
৩ .	৩৯ .	২১ .	২৯ .
১ কলাম	৩৯ .	২১ .	২৯ .
২ .	১৫ .	১১ .	১১ .

১৫ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনের সমস্ত টাকা অগ্রিম দেয়। সল্লিমেন্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্যাব্যাক

“কাজের লোক”।

১৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।





## আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মন্থন হয়। কটা চুল কৃষ্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকাঁচ চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিসর্গ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব ভ্রূক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অশায়ন, অধিক চিন্তা, সর্কবিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-দুর্গন্ধ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৫ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল সাত আনা।

## উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে ছাত্ত ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদের লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দোষভাবে ও অল্প দায়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিক্রান্তে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রপাক্তর ভায় কার্য করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২৫ ছই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৮০ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে

মনা মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

বুহুঁকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লওনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড স্ট্রেন, কলিকাতা।

Price 5/11  
 Vol. XVI  
 No. 9  
 1922

# THE BUSINESSMAN.



Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

১৬শ বর্ষ,  
 ৯ম সংখ্যা।

New Series  
 September, 1922,

শুভম সংস্করণ।  
 সেপ্টেম্বর, ১৯২২।

Vol. XVI.  
 No 9.



## শানমেটো। SANMETTO.

দী পুরুষ ও বালক কালিতাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক  
 সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

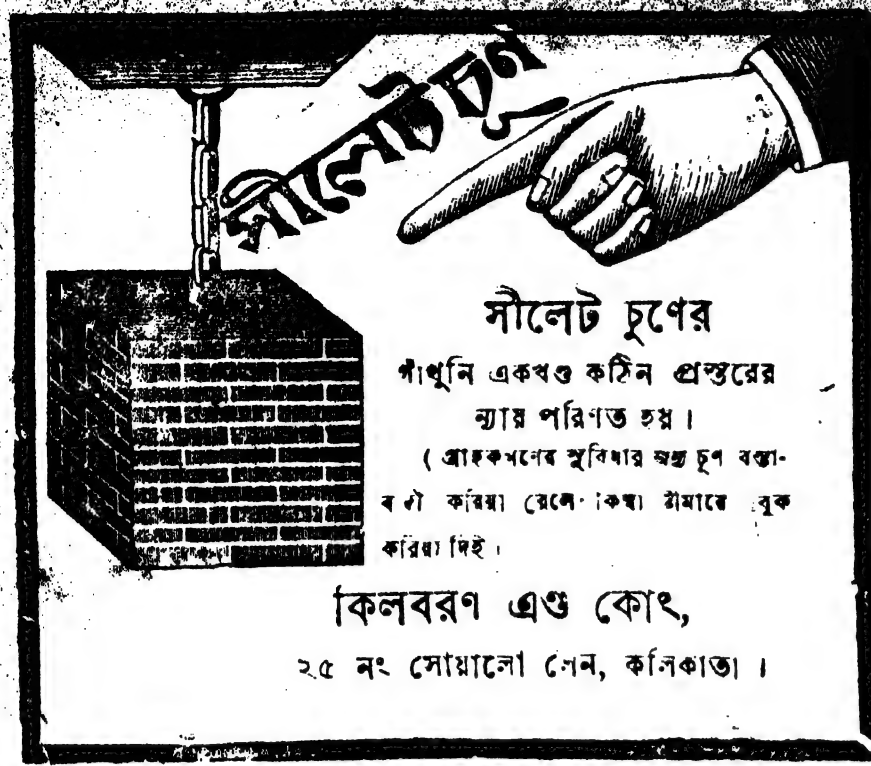
নিম্নলিখিত লোকে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবহৃত করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার বস্তু মিশ্রিত পশ্চাদ বা অনাবিধ লাবে শিউ ৯ বালকগণের লম্বা মূত্রে প্রায়বিক যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার কতাল বাক্তকা দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আজি আমার কোন রোগের ভিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ভয়ে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত গ্রন্থোক শিশির সহিত সাবস্কাপ্ত থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।  
 আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

জড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

JOHN CHEM. CO. 59 and 61 BARROW STREET, NEW YORK U. S. A.



**সীলট চূণ**

পাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-  
বণী করিয়া রেলো-কিয়া গামারে বুক  
করিয়া দিই।

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**  
২৫ নং সোয়ালো সেন, কলিকাতা।

## ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ

ভারতের সমস্ত ইনডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিশনে  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালস্বত, ফুলস্বত, শিতা  
জনা।

বাটলিওয়ালার অলকিয়ারবাম, সর্পপ্রেক্ষা  
শিশুশৌড়া, আঘাতজনিত  
ব্যাধি জনা।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এণ্ড  
ফুলস্বত জনা।

বাটলিওয়ালার (কলেসেরোল) কলেসেরোল এণ্ড  
রক্তমাশর জনা।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন এটেনলে  
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেন) করিয়া।

ভারতের সমস্ত পাওয়া যায়।

মূল্য জানিবার জন্য লিখুন।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by

Dr. H. L. Batiwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address —

BATLIWALLA, WARLI Bombay

# স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

দাবতীয় স্ত্রীসেবা বধা বাধক, অতিরিক্ত, এবং যেতপ্রদ, অস্বাস্থ্য দোষজনিত যুতবৎসা দোষাদির অন্ত সমগ্র  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ স্ত্রীসেবার একম উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীসেবার সমস্ত দুর্বলতার উপশর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিম্নমে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকায্যতা দেখিয়া প্রভাবকগণ আল করিতেছে। ক্রয়ের সময় সেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩০০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
মহৌষধ।

# জার্মলীন

জ্বরের  
মহৌষধ।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নূতন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রদ  
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহাৰ স্বাভাবিক।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা। গ্রোস ৫০ ডাক ও রেল মাস্তুল স্বতন্ত্র  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার দারকুলার রোড,  
আর, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co., Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messrs. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C. ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C. ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের দ্রুত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী নমুনা সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ক্রয়সী প্রাপ্য। মূল্য ১. ত্রি পি স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার, "কাজের লোক,"

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

এদি ঘরে বসিরা ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ  
পাইতে চান—তবে আমাদের সঙ্গে  
পত্র বাণিজ্য করুন।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর বাণিজ্যিক হাত-  
ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, ছুরি, কাঁচি, কুর, ফাগু  
কলম—ঔষধ পত্র—ছবি, বই, খেলনা  
ছেলেদের জন্য উড়ো জাহাজ চলন্ত টীমলক,  
এঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক ছোট কলকারখানা ইত্যাদি  
ও অসংখ্য অনেক জিনিষ গ্রাহকের পছন্দমত  
ডাকে সরবরাহ করে থাকি। কারখানার  
কনিশন মাত্র পাইয়া—ঠিক কলিকাতার দরে—  
কোন কোন জিনিষ আরও সস্তায় দিতেছি।  
অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে  
একবার পরখ করে দেখুন—খুসী হন কি না।  
ঠকবার ভয় নেই। যে কেহ এ সময়ের  
সদস্য হতে পারেন। "গৃহস্থ সমবায়"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম, আর,  
এ, এস।

ত্রিগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ম্যানেজিং ডিরেক্টরস  
১৪নং বনমালি চাটজীর স্ট্রীট, টালা, কলিকাতা

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩/৬ স্বলে ১৥০ টাকা ২/৬ থেকে খণ্ড ১৥০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিং বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is repleted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.” *Indian Daily News.*  
“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.”  
*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”  
*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুশিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।”  
বিশোধর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বদাঃকালে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বদা সুসিদ্ধ হয়।”  
সমর।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বেঙ্গল রসগত, সেইরূপই উপযোগী।”  
বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দয়াকরী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ডাকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সমস্ত আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নৌহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি ‘কাজের লোক’ পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিয়ল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞানে দারিদ্র্যের সত্তিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পদিত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপাধ্যায় “বেকারের” বন্ধু। \* \* \* জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় এবং প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।  
বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভ্রমোন্মী প্রশংসা করিয়াছেন, হুঃখের বিষয়, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।



কাছের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্র কৃষ্ণ নাগ,

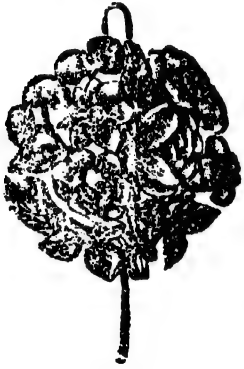
১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য, সুগন্ধিভূষা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসজব মূল্যমূল্যে বিক্রয় করি। মকঃখলের অভ্যাসাদিক মাল অতি সস্তায়ে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্মান নং) বিত্তিক আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও/১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ কোটা ফেলা বস্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি বাক্সে ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুগার প্লোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্য। মকঃখলের মাল অতি সস্তায়ে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

কলিকাতা নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকুণী, চেন, পার্সী ও ইহুদী মাফড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ছাপার কাজ ।

সকল প্রকার ছাপার কাজ মূল্যে

তৎপর করিয়া থাকি।

ম্যানেজার কাছের লোক ।

আমি

৪০ বৎসর চাউল ও ধানাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র মূল্যে

অল্পব্যয়ে শীঘ্র সরবরাহ করি—পত্র লিখুন।

শ্রীফেলারাম মণ্ডল,

গলঙ্গী পোঃ বর্ধমান ।

# কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাস্তুলাদি বহুতর।

অসংখ্য হাতে যেতেযে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরূপে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কপি বার আডে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং দোকানদার পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপীয় আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, গৃহারই অনার্যাসাধ্য উপায় সমূহ বস্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আশীত এই পুস্তকখানিই বেশ ক্রয় করিবেন। মূল্য ২/- টাকা ভি: পি বস্তর। কাগজে বাকান, পরিষ্কার করে ক বিলাতে প্রকাশিত। যুক্তরাজ্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/1/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কলি সন্ধিও অতি অনার্যাসাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একই সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসার দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১০/- আনা। ভি: পি বস্তর।

## ONE THOUSAND RECIPES

বিলাতী পুস্তক, বহু সহস্রসাধ্য জিনিস প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২/- যুক্তরাজ্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কল্যাণী নাই যে, সর্বদাই এই কাষে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা আশা-মের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

## প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ৰ বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিরাছি, যখন চক্কুর লোব ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য নামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্কুরকে রক্ষা করিতে যান;—কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্কুরের রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্কুর পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্কুর স্বিচরণ আনানিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বক্তৃতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই দে, মল্লিক এণ্ড কোং, ২ নং সালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

"শ্রীশ্রীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয়।

যেরূপে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাস্তুল বস্তর।

ম্যানেজার "বস্তর"

১৪ নং বনমালী চট্টাঙ্গির স্ট্রীট, ঢালা, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XVI.

৯ম সংখ্যা।

SEPTEMBER, 1922. সেপ্টেম্বর ১৯২২।

No. 9.

### নিজদের কথা।

পূজা আগত প্রায়, এবার ২৭শে সেপ্টেম্বর শারদীয় পূজা, “কাজের লোক” প্রতি মাসের শেষেই প্রকাশিত হয়, সুতরাং অক্টোবর সংখ্যা—পূজাবকাশের পর প্রকাশিত হইলে বিলম্বই হইবার সম্ভাবনা। কারণ ১৫ দিন “কাজের লোক” আফিস ও ছাপাখানা বন্ধ থাকে, গ্রাহকগণের অধিকাংশ পূজার সময় কে কোথায় যাইয়া পড়েন—সেইজন্য অনেক কাগজ কিরিয়া আসিতে বাধা হয়। এই সকল কারণে এবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর পর পর যাইতেছে, পূজার পূর্বেই পাইবেন। অবকাশের পর নভেম্বর সংখ্যা বধা সময়ে প্রকাশিত হইবে।

গ্রাহকগণের অনেকেই ১৯২২ সালের বার্ষিক মূল্য ২১০টা টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞ করিতে তুলিয়া গিয়াছেন।

—আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই বড়ি লোকও আছেন, তাহাদিগকে ভি পি করিয়া আমরা টাকা আদায় করি না, অনেককে লিখিলেই টাকা পাঠাইয়া দিয়া থাকেন, আবার অনেকস্থলে অনেকবার লেখা লেখি করিলেও টাকা পাওয়া যায় না। এইগুলি চুঃখের কথা। পূজা সময়ে সকলেরই ব্যয় বাহুল্য আছে, দয়া করিয়া এইটুকু যদি সদাশয় গ্রাহকগণ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই আমাদের চুঃখের কারণ থাকে না। আবার বলিতে বাধা হইতে হয়, এই নয় মাস কাগজ লটয়া যখন ভি পি করা হয়, তখন অল্পান বদনে ভি পি ফেরত দিয়া থাকেন। এদেশের সাহিত্য সেবার বে কত তরবেতর চুঃখ, তাহা বাহারা সংবাদ পত্রাদি পরিচালনা করেন, তাঁহারা জানেন। তাই সাহসে প্রার্থনা—“কাজের

লোকের” বার্ষিক মূল্য বাহাদের নিকট এখনও বাকী আছে, তাঁহারা যেন পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন।

কার্য্যাদায়  
“কাজের লোক।”

### কর্তব্য জ্ঞান।

কর্তব্য জ্ঞানের বাহের যত অভাব, সিদ্ধি লাভের পথ তাদের তত সুদীর্ঘ—তা সে বর্ষ কয়েকি চোক, আর সমাজ সংস্কার বা দেশাত্মবোধেই হউক। যার আত্মসন্মান জ্ঞান আছে—তাকে কর্তব্যনিষ্ঠ হতেই হবে। এইটাই এদেশের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। আত্মসন্মান জ্ঞান খুবই কম। তার দৃষ্টান্ত পদে পদেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

যারা অসহযোগ নীতির—অহুসরণ করেছিলেন—তাঁরা এখন অভাবের অক্লান্ত

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাসুল পাঠান।

দেখিয়ে কর্তৃকর্ত হতে কেউ কেউ সরে পড়েন, আবার সহযোগ নীতিই অবলম্বন করেন। ভাল। কিন্তু এই অভাব অভিযোগের কথাটা আগে ভাববার মত বুদ্ধিরও তাঁদের মত লোকের অভাব ছিল না—সেই সময় ভেবে চিন্তে কারো প্রতি হস্তেই ভাল হতো।

## গোড়ার গলদ।

সমাজ বা রাজনৈতিক গবেষণা যাই করা হোক, কোন কিছু গঠন করে তুলতে হলে তার ভিত্তিটা আগে পাকা করাই নিয়ম—তবে তার উপর পাকা ইমারতট বলা, আর যাই বলা—তয়েরী কল্পে তা সহজে ভূমিতাৎ হয় না। এ দেশের ব্যাধি ভিত্তি অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর লোক, যদিও সমাজে রাবিস বা খোয়া যাই নাম দেওয়া হোক, তাহিকে শিক্ষিত কল্পে হব, আপনার করে তাদের যত্ন কল্পে হব, তবে এই খোয়া বা রাবিস গুলি যখন কনক্রিটের জমাটের মত প্রস্তরবৎ হয়ে তাদের মাথাব উপর বড় বড় অট্টালিকার ভায় সমাজ সৌধ ধরে দাঁড়াতে পারবে, তখন তাকে ফেলে সহজে কার সাধ্য। কিন্তু এই কনক্রিটের উপ-করণের প্রতি উপেক্ষা করে আমরা যা কিছু তয়েরী কল্পে যাচ্ছি, ঐ গোড়ার গলদই তা ভূমিতাৎ হয়ে যাচ্ছে। সকল দেশেই শিক্ষিত সমাজের ব্যাধি কর্তৃক নিরাস্ত্রত হয় বটে, কিন্তু ভিত্তি সেই নিম্নশ্রেণীর গরীব বেচারারা। কিন্তু তার মনে কল্পেই বাস্তবিক জায় মাথা নাড়া দিলেই আসমুজ বস্তুত্বকে টলটলারমান করে দিতে পারে।

এই যে একটা অসীম শক্তি, সেটা এখানে উপেক্ষিত—তাই এত দুর্দশা। দেশের করণীর কাজ নাই? এদিকে কে করণীর আছে,

শিক্ষিত এবং শক্তিমান করে তোল। শুধু সংবাদপত্রে লেখা আর সভাসমিতিতেই দেশোদ্ধার কর্তে চাও? এ বকেরা বোস পুরোনো—পছা তো অনেক হয়ে গেছে—। কিছু হয়েছে কি? কোনকালেও হবে না।

## হাসি কান্নার ব্যায়াম।

প্রমথ বাবু। কাকা! আর তো দেশে থাকা চলে না?

হারাধন বাবু। কেন? কি হয়েছে?

প্রমথ বাবু। আরে আরে বেশ ছাড়া করলে যে! তাই তাবুছি কারবার তুলে দে কলকাতার এসে থাকি। কিন্তু কারবারের লাভ মনে হলে ছাড়তে মায় হয় বলে পড়ে আছি, আর পার্চি না—ক্রমে ম্যালেরিয়ার ভুগে ভুগে মরবার যোগাড় হয়ে উঠে।

হারাধন বাবু বললেন—বি এ পাশ করে যদি চাকরী কর্তে, ক টাকা রোজগার হতো? তাতে বাসা খরচ করে বাড়ী আন্তেই বা ক টাকা? শৈতক জমান পসারটা পেয়েছ, তাই বছর বছর সংসার খরচ চালিয়েও ৪৫ হাজার টাকা জমে যখন, তখন যে টাকা ডুবিয়ে দেওয়া কি ভাল?

প্রমথ বাবু বললে ভাল তো না—শরীর বয় কৈ? হারাধন বাবু বললেন এক কাজ কর, তা কর্তে পারলে ম্যালেরিয়া আর ভুগতে হবে না।

প্রমথ বাবু আগ্রহের সহিত বললেন সে কি কাজ? তাতে পীলে লিভার থাকে, গারে বল হবে তো?

হারাধন বাবু বললেন—হবে। তবে পারলে হয়।

প্রমথ বাবু বললেন—বলে দিন, চেষ্টা করে দেখি। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?

হারাধন বাবু বললেন—হ্যাঁ, চেষ্টা, বহু, বিশ্বাসে যে কাজ যে করবে, সে কাজে সিদ্ধি পাবে। শোন বলি—

হাসি কান্নার ব্যায়াম শুরু কর দেখি, কেমন তোমাকে ম্যালেরিয়ার পরে, আর পেট জোড়া পীলে লিভার থাকে?

প্রমথ বাবু বললেন, হাসতে পারা ব্যয় সহজে, কিন্তু কান্না সহজে মনে করলেই আনা ব্যয় কি? মন না সরলে কান্না বের হয় না।

হারাধন। তা বটে, তাই বলছি—তার কাছে প্রার্থনা কর—তোমার সব রোগ ভাল হবে।

প্রমথ। কি করে কি করবো বলে দিন তবে! হারাধন বাবু—বললেন—দেখ, কান্না হলো মনের একটা আবেগের স্পন্দনোচ্ছ্বাস। হাসিটাও তাই! মনে ঐরূপ স্পন্দন তুলতে হলে ভগবানের দিকে চেয়ে তুমি তোমার মনের কথা খুব কাতর ভাবে বলতে থাকলেই কান্না আপ্নি আসবে। বত কাতর হবে, ততই কান্না ফুটে পড়বে। কান্না ও রকম, আনন্দাশ্রুপাত আর শোকাশ্রুপাত। তুমি শোকার্ত যখন, তখন যাতে করে অকপটে তোমার শোকের কথা যত অরণ হতে পারে, তত অরণ করে কাতর পাণে প্রাণের প্রাণ ঘিনি, তার চরণে নিবেদন কর—প্রার্থনা কর। দেখবে তখন এই প্রার্থনার সময় তোমার দেহস্থিতি পর্যন্ত মনে জাগবে না। হাস প্রবাস চলছে, কি রোধ হয়ে গেছে, তাও জানতে পারবে না, এতে এই হয়। এ ব্যায়ামে দেহ ও দেহস্থ সব যন্ত্র পেশী, শিরা ধমনী হতে লিভার প্রাণাদি ও রক্তমাংস, অস্থি ও রক্ত সবই পরিচালিত হবে। তাতে তাদের গায় যে ময়লা বিষ লেগেছিল, সে সবই সাক হয়ে ধুয়ে চলে যাবে প্রবাস বাতাসে বাইরে।

পুত্রাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

খুব ভোরে উঠবে, হুঁহা না উঠতে।  
উঠে হাত মুখ ধুয়ে খোলা বাতাসে বসে  
চোখ বুজে হাসি কান্নার ব্যায়াম আরম্ভ করে  
দাড়। প্রথম প্রথম ১০১২ মিনিটের বেশী  
সময় ওতে থেকো না। ক্রমে অভ্যাস হলে  
আধ ও একঘণ্টা অবধি করতে পারলে ভাল  
হয়। বিকালেও হুঁহা ডুবে গেলে আর এক-  
বার করতে হবে। ৫১৭ দিন করে দেখলেই  
বুঝতে পারবে কি হচ্ছে? ক্রমে হজম শক্তি  
বাড়বে—খিদে হবে—গায় রক্ত হবে—  
জোর হবে মন বেশ ভাল হয়ে কাজ কর্তৃ  
করতে পারবে। আর কখন ম্যালেরিয়া  
ধরবে না। কিন্তু একটা কথা সর্বদাই মনে  
রাখতে হবে সেটা হলো সংযম। অসংযমী  
হলে পাবে না তা, যা চাবে এবং তার বিপ-  
রীত ফল ফলবে। তাই বলি সংযত হয়ে এই  
এই সামান্য ব্যায়ামটা করে দেখ দেখি, হাতে  
হাতে ফল না পাও তো আর করবে না।  
ফল পাও যদি, যত দিন বাচবে প্রত্যহ  
করবে।

প্রথম বাবু বললেন,—তাঁই বুঝি রনগীরী  
শোক কাতরা হয়ে কেঁদে কেঁদে মোটা হয়?  
লোকে বলে শোকে মোটা করে, তা নয়—  
এই ব্যায়াম হয় বলে মোটা হয়। হারাধন  
বাবু বললেন—শোকে যদি মোটা হতো তবে  
পুকষেরা হয় না কেন? পুত্র বিরোগ বিধুরা  
জননীর শোক হয়, কিন্তু জননের শোকটা  
কি হয় না? না কম হয়? জননী মোটা  
হলেন—জনক রুম জীর্ণ শীর্ণ হন কেন?  
এর কারণই হচ্ছে—জননী কান্নার ব্যায়ামে  
সুস্থ থাকেন, আর জনক চিন্তাগুণে পুড়ে পুড়ে  
রোগা হয়ে যান। সে বাক, তুমি এ ব্যায়াম  
করতে আরম্ভ কর। কত কথা পরে জানতে  
চাইবে, তখন বলবে।

এই করি বলে আমাকে এই তিন বছরের

মধ্যে একদিনের অল্প ম্যালেরিয়া ধরতে  
পারে নি, তা তো দেখছো। তবেই বোঝ  
এ ব্যায়ামের জোর কত। বেী! বাহা  
বজায় রাখতে হবে, তাকে এ ব্যায়াম  
করতেই হবে। এত সহজ ব্যায়াম আর নাই।  
গুদ গিলে গিলে পেটে যে চড়া পড়েছে, তাই  
বলি অবদ ছাড়—এই ব্যায়ামটা আরম্ভ  
কর।

যোগেন্দ্র রক্ষিত।

## ছুৎমার্গ।

অনেক মকঃখলের ভ্রমলোক আমাদেরকে  
লিখছেন :—

ছুৎমার্গ নিয়ে বর্তমানে যে চারিদিকে  
আন্দোলন হচ্ছে, সেটা এই বাঙ্গলা দেশের  
পক্ষে অনেকটা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা।  
প্রকৃত ছুৎমার্গ বাঙ্গলা দেশে নাই, বিশেষ  
শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। একটা সংস্কার আছে  
মাত্র, নচেৎ বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে—কেখানে  
ভালই হউক, আর মন্দই হউক, একটা সমাজ  
বলে কিছু আছে, সেখানেও উচ্চশ্রেণীর  
হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর লোক দিকে ঘৃণায় চক্ষে  
দেখেন না। বেশ এক সঙ্গে মিলে মিশেই  
কাজ করে, তবে খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটা  
মেলামেশা নাই। চিরকালের সংস্কারকে  
অকস্মাৎ দূরীভূত করা কাজ সহজ নয়,  
আর সে চেষ্টা কল্পে এক শ্রেণীর লোকের  
মধ্যে অনৈক্যতার সৃষ্টি করা হবে। সেটা  
এ সময়ে বাঙ্গলার নয়। ছুৎমার্গের অতি  
গোড়ানী আছে মাদ্রাজে। আমাদের দেশে  
হাড়ী ডোম চণ্ডাল একই পুরুষের কুপের  
জল খায়, একই ট্রাম ও গাড়ীতে যাতায়াত  
করে, পাঁড়াগারে বাগদীকেও ব্রাহ্মণ সন্তান  
দাদা কাকা খুঁড়ো বলে ডাকে, কোন বিরোধ

নাই। বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও  
বিরোধ নাই। বাঙ্গলার ছুৎমার্গ নাই বলতেই  
চলে। তবে ব্রাহ্মণ যে হাড়ীর সঙ্গে এক  
পংক্তিতে বসে থাকে, বা মুসলমান তারার  
যে শুকর ভোজী হাড়ীদের সঙ্গে থাকেন,  
এটা হতে বিলম্ব আছে। স্বাভাবিক দিকে  
দেখতে গেলেও সহজে সকলে রাজী হবেন  
না। বামী বিবেকানন্দও এরূপ খাওয়া দাওয়া  
সঙ্গত নয় বলেছেন। ঈশ্বরীজনের মধ্যেও  
ছোট বড় জ্ঞান আছে। হিন্দু ধর্মের  
উপনিষদের ধর্ম এখনও সকল সমাজে  
চলবে না, চলবে ভালই হয় বটে। কিন্তু তার  
মাত্রাধায়ে হু—ই—হোক, আর কু—ই—হোক  
একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে আছে। সেটা  
সুশিক্ষার দ্বারা ক্রমে ক্রমে আলগা হয়ে  
পড়বে। অতো ভাড়াভাড়ি কল্পে চলবে না।  
তাতে অনৈক্যতার সৃষ্টি হবে। বারা গোড়া,  
তাদের এক শ্রেণীর ছোট বড় সকল প্রকার  
লোকের উপরও আধিপত্য আছে। তারার  
সংঘ বেছে বহু লোককে উল্টা বুঝতে  
পারে। ব্যস্ত হবার দরকার নাই। বাঙ্গলার  
এই ছুৎমার্গের কথা অপ্রয়োজনীয়। কারণ  
ছুৎমার্গ বলে বাঙ্গলার তেমন কিছু নাই।  
যা এখন কিছু আছে, সেটা সময় এলেই  
ক্রমেই যাবে। অনেক গুলি পালট হিন্দু  
ধর্মের উপর দিয়ে চলে গেছে কিন্তু সংস্কার  
উল্টে যায় নাই। তবে যতদূর তত কি  
এখনও আছে? সময়ে যাবে।

## উপবাসে উপকার।

উপবাসে যে মানব শরীরের সকল প্রকার  
ক্লেশ নাশ করে, তাহা ভারতের হিন্দু সাধা-  
রণের কাহারও অবিনীত নহে। তাই বার  
মাসের তের পার্শ্বণে—তিথি বিশেষে উপবাসের  
ব্যবস্থা আছে। রোগে উপবাস সকল দেশেই

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লওন।



অবিদিত; বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে চিকিৎসার প্রথম ভিত্তি পত্তনই হয় 'লক্ষণ' দিয়া। ইউরোপের চিকিৎসকদের ধারণা অন্তরূপ। তবে, ক্রমশঃ তাঁহাদের ধারণারও পরিবর্তন ঘটতেছে। দশ বৎসর পূর্বেও ইউরোপে যদি কেহ বলিত যে, উপবাসে স্বাস্থ্য ভাল হয়, তাহা হইলে ডাক্তারেরা তাঁহাকে পাগল বলিতেন। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। ডাক্তার নোবেল এ, বৃট সসম্মতি বিলাতের "ডেলি নিউজ" পত্রে লিখিয়াছেন,—গুরুত্ব এতদেব একজন ডাক্তার উপবাস বিলম্বন হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইলাম। ডাক্তার বৃট বলেন,—“কোন ঔষধে বাধা করিতে না পারে, কেবল উপবাসেই তাহা করিয়া থাকে। এমন কি, ঔষধ অপেক্ষাও উপবাস অধিক হিতকর। উপবাসে রোগীকে দুর্বল করে না; বরং তাহার সকল ক্রম পরিষ্কার করিয়া অধিকতর বলাধান করিয়া থাকে।” সংঘের অভাবে এখন অধিকাংশ লোকেই উপবাসে কাতর; আরোগ্য অবস্থায়ও নহেই, রোগেও কেহ সহজে উপবাস করিতে চাহে না। বার মাস ব্যাধি ভোগ তাহারই অগ্রতম প্রধান কারণ। বাধা হটুক, আমাদের হিন্দুর উপবাসের উপকারিতা এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বীকৃত হইতে চলিল। ‘স্বাস্থ্য বিজ্ঞানঃ ক্রমশো জনঃ।’

পল্লীবাৰ্ত্তা।

রেলগাড়ীর শিকল টানা—চলন্ত রেল গাড়ীতে বিপদের আশঙ্কা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহা গার্ড সাহেবকে জানাইবার জন্য প্রত্যেক গাড়ীতে Alarm signal অর্থাৎ বিপদ জ্ঞাপক সংকেতের জন্য চেন টানিবার ব্যবস্থা আছে। একটা চলন্ত রেলগাড়ীর একটা কামরার ২৭ জনের স্থলে ১০ জন আরোহী প্রবেশ করার, আরোহীগণের স্থান সঙ্কুলন হয় নাই,

তৎক্ষণ একজন আরোহী ঐ চেন টানিয়া গাড়ী থামাইয়াছিল। সে-আইনী ভাবে Alarm signal দেওয়া অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। নিয় আদালতের বিচারে ঐ আসামী মীরা দণ্ড হয়। পাটনা হাইকোর্টের বিচারে আসামী নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পাইয়াছে। প্রত্যেক কামরার মত আরোহী থাকা আবশ্যিক, তাহা প্রত্যেক কামরার প্রকাশ্য ভাবে লেখা থাকে। ঐনির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত আরোহী বোঝাই করিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বরং বে-আইনি কাজ করা হইয়াছে বলিয়া হাইকোর্টের জজেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সময়।

## কাঁকা আওয়াজ।

সহযোগী “আত্মশক্তি” বল্‌চেন

‘সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স’ আরম্ভ করা যেতে পারে কি না, তা স্থির করবার জন্যে ধীরা এতদিন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিকতা, উৎকল, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন, তাঁদের ঘোরাঘুরি এইবার শেষ হয়েছে। তাঁরা এইবার একটু স্থির হয়ে বসে ভেবে চিন্তে একটা রায় দেবেন। রায় দেবার জন্যে এত কষ্ট করে ঘোরবার দরকার ছিল না; কেননা লোকে তাতে ভোলে নি। লোকে আগেই বেশ ভাল রকম জানতো যে কর্তারা সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করার বিরুদ্ধে। এখন সাক্ষ্য সাবুদ জোগাড় করে তারা সেটুকুই বেশ ভাল করে শুধিয়ে বলবেন যাত্র। বতদূর বোঝা যাচ্ছে—তাঁরা এই কথা বলবেন যে, দেশে বন্দীদের প্রচার আরও ভাল করে না হওয়া পর্যন্ত সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স বন্ধ রাখতে হবে।

এর ফল হবে এই যে, রাধাও নাচবে না, ন মণ তেলও পুড়বে না। এখন যেটাকে গড়ন কাজ (Constructive programme) বলে খাড়া করা হয়েছে, সেটা থেকে যে স্বরাজ পাওয়া যাবে, এ বিশ্বাস কংগ্রেসের মধ্যেও অধিকাংশ লোক করেন না। কাজেই অনেকে হাল ছেড়ে দিয়ে বসবেন। চরকার আবার মাকড়সা জাল বুনে আরম্ভ করে দেবে, আর কংগ্রেসের কর্তারা তখন বিজ্ঞতাতে হাই তুলে বলবেন—“দেশের লোক আমাদের কথামত কাজ করলে না, তা স্বরাজ হবে কোথা থেকে?”

এ উৎসাহ ভঙ্গের লক্ষণ চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। মারাঠিরা ত স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে, কংগ্রেসের এখনকার কাজ কন্ঠের উপর তাঁদের প্রভা নেই। মাস্তাজ বাংলা ও পাজাবেরও এরকম ভাবের লোক অনেক দেখা গেছে। এ রাস্তার কোন ফল পাবার আশা নেই বলে তারা আবার আশ্তে আশ্তে ব্যবস্থাপক সভার বা হোক একটা হৈ হৈ করতে চান।

দেশের চাখা ভূমি কুলি মজুরের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, তাও নিভে গেছে। তাঁরা আইনের স্বপ্ন বিচার বোঝে না; গভীর আধ্যাত্মিক গবেষণারও খুব বেশী ধার ধারে না। আমাদের উৎসাহ দেখে উৎসাহিত হয়ে তারা এখন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তখন ভেবেছিল যে, বাবুরা হয় ত তাদের হুঁধ কষ্ট বোঝবার আর ঘোঁচাবার চেষ্টা করবে, যে সমস্ত অত্যাচারের জালায় তারা দিন দিন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, সে সমস্ত অত্যাচারের একটা কিছু প্রতিকার হবে। কিন্তু সে রাস্তা ঘিরেই চল্লুম না আমরা। তাদের একটা করে চরকা কেনবার উপদেশ ও কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা বখসিস দিয়ে বল্লুম “বাও, বাপ সকল, বাড়ি দিয়ে যাও।”

বিজ্ঞাপন দোখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকে” নাম উল্লেখ করিতে জুলিবেন না।

তারা যে বাবার সময় আমাদের কাণ বলে দেয়নি, এটা আমাদের পূর্বপুরুষের খুব স্মৃতির কল বলেতে হবে।

আমরা ত আসল কাজ ছেড়ে দিয়ে কথা কাটাকাটি আরম্ভ করে দিলাম; কিন্তু আসল বিপদের সম্ভাবনা দেখে সরকার বাহাদুর বেশ হুঁসিয়ার হয়ে পড়লেন। এ জ্ঞান তাঁদের বিলক্ষণ আছে যে, ৩ পাঁচ হাজার ছেলে ছোকরা ফেপলে তাদের ঠাণ্ডা করতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। কিন্তু দেশের চাষা ভূষী কুলি মজুর যদি দলবদ্ধ হয়ে বৈকি দাঁড়ায়, তা হলে অনেক কাট খড় পোড়বার সময় দরকার হবে। তাই অনেক জায়গায় রায়তদের অবস্থা একটু ছিটেকোঁটা রকমের ভাল করবার জল্পে কর্তারা তালুকদারদের উপর অল্প বিস্তর চাপ দিতে আরম্ভ করেছেন। প্রমজীবীদের ও যে সমস্ত সম্ব গড়ে উঠেছে, তার মধ্যেও অনেক সরকারী পক্ষের লোক চুকে পড়ে মোড়লী আরম্ভ করে দিয়েছেন। আসল মতলব হচ্ছে এই যে, জনসাধারণ আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে একটা মিলন ঘেন না হয়ে যায়।

কর্তারা যদি এ মতলব হাসিল করতে পারেন, তা হলে দেশের পক্ষে সমূহ বিপদ। কেননা শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমান শাসন বন্ধ অচল করতে পারবে না। কংগ্রেসের এখন প্রধান কাজ এ চাল মাৎ করে দেওয়া। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান প্রধান পাণ্ডাদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া এবিষয়ে আর কারও দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন গরায় আজ কাল কংগ্রেসের কাজের বা রকম সক্রম, তা বললে যাতে আসল কাজের গোড়া পত্তন গরায় কংগ্রেসে আরম্ভ করা যায় তার চেষ্টা এখন

থেকে করা দরকার। কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রমজীবীদের সংস্কার করতে হবে। তাদের যাতে আট বন্টার বেশী খাটতে না হয়, তাদের থাকবার ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় তা, দেখবার তার কংগ্রেসকে নিতে হবে। রায়তদের মহাজনদের হাত থেকে কি কবে বাঁচান যায় জমিদার বা পুলিশের অত্যাচার কি করে কমান যায়, সে সমস্ত ব্যবস্থা না করতে পারলে রায়তদের কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে সহানুভূতি হবে না; সুতরাং সে দিকেও কংগ্রেসকে মন দিতে হবে। শুধু চরকা চালাও বলে নিশ্চিত হয়ে থাকলে চরকা চলবে না।

কংগ্রেসের দ্বারা কর্মী, তাঁরা যদি এখন থেকে এসব বিষয়ে চেষ্টা করেন, তা হলে অল্প দিনের মধ্যেই সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ হতে পারে। আর এখনকার মত গদাইলক্ষ্মী চালে চললে কন্সট্রাকশনও তা হবে না। শুধু ফাঁকা আওয়াজে কেলা কতে করবার আশা ছেড়ে দাও। "খাটা কথাই" হচ্ছে এই।

## ব্যবসারে উন্নতি।

[ শ্রীহরি প্রসন্ন চক্রবর্তী, বি, এ। ]

জগৎজুড়ে পরিবর্তনের ঢেউ চলে আসছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিবর্তন, জীব শরীরেও পরিবর্তন। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে থাকেন, জীবশরীরে শুধু পরিবর্তন নহে প্রতি নিয়ত ধ্বংস ক্রিয়াও চলছে; শরীরের প্রতি অংশ নিয়তই ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে, আর নূতন শক্তি এসে তার জায়গা পূরণ করছে। যখন এই পূরণ ক্রিয়ার শেষ হবে, তখনই জীবশরীরের ধ্বংস অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হবে। এই জীবশরীরেরই মত ব্যবসায় জগতেও একটা না একটা পরিবর্তন হচ্ছে, একটা পুরাতন

রীতি নীতির স্থানে একটা নূতনতর প্রথা এসে দেখা দিচ্ছে।

আমরা প্রায়ই মনে ভাবি, এত নগণ্য অবস্থা থেকে হঠাৎ এই কারবারটা মাথাফুলে দাঁড়াল কি করে, কি করে এত প্রসার প্রতিপত্তি কর্তে পারল? এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসে শুধু আমাদের দৈনিক অভিজ্ঞতা থেকে, কারণ আমরা প্রায়ই দেখি, অনেক ব্যবসায়ী প্রচুর মূলধন মালপত্র নিয়ে, খুব উৎসাহের সচিত্র কাজ আরম্ভ করলেন কিন্তু আশাভরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হ'লেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে, যে সব কারবার নগণ্য অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট উন্নতি লাভকর্তে পারে, তাদের উন্নতির কারণ শুধু তাদের মূলধন বা মালপত্র নয়, ব্যবসায়ের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কার্যাদি সুশৃঙ্খলার সুসম্পন্ন করবার পদ্ধতিই তাদের ঈশিত উন্নতি লাভের চরম সহায়।

উন্নতিশীল কারবারে প্রায়ই দৈনিককার্য পদ্ধতির আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি এসে উপস্থিত হয়। আবার তাদের দূর করবার জন্য নানাবিধ উন্নত উপায়ও উদ্ভাবিত হয়ে থাকে। পুরাতন কার্যপদ্ধতি বা আবিস্কৃত পন্থা স্থানে উৎকৃষ্টতর নূতন প্রথা এসে দেখা দেয়, যে সব ক্রিয়ার অন্তর্গত অনেক অধিকতর লাভের বা উপকারের আশা করা যায়, সে সব কার্যই প্রচলিত হয়ে থাকে।

এখন কথা হচ্ছে এসব নূতন কার্য পদ্ধতি আসে কোথা হ'তে? কে এসব "উন্নত অভিনব চিন্তা" (Idea) আবিষ্কার করে থাকে? এর উত্তর—মৌলিক চিন্তার আবিষ্কারে, কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই, এসমস্ত যে কোনও চিন্তাশীল মানুষের মাথা থেকে বেরতে পারে। ব্যবসায় পরিচালক (Director), কোন বিশেষ বিভাগের কর্মকর্তা (Head of a department) এমনকি

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

একজন সামান্য শিক্ষানবীশের মাথা থেকেও সময়ে সময়ে এমন সব নূতন উদ্ভাবন হ'য়ে থাকে, যা থেকে ব্যবসারে যুগান্তরেরও সূচনা হয়ে যায়। কিন্তু এই মৌলিক চিন্তা যে সকল সময়ে সকল ক্ষেত্রে অকস্মৎ উদ্ভূত হয়, তা নয়, প্রায়ই কোনও প্রকৃষ্ট উপায়ের অন্বেষণে নিরত কোনও চিন্তাশীলের উর্বর মস্তিষ্ক হ'তে উৎপন্ন হয়ে থাকে। গবেষণা বা মৌলিক চিন্তার উপাদান বাইরে থেকে পেলেও আমাদের প্রগাঢ় চিন্তা এইগুলিকে আবিষ্কার কর্তে সমর্থ হয়। উন্নতিশীল ব্যবসায়ী নিজে চিন্তা করেন বলেই, ব্যবসায়ীও কাগা পদ্ধতি, নিয়ম, প্রথা প্রভৃতি হতেও নিজকাণ্ডের উপযোগী উপাদান পেয়ে থাকেন। আর সংগৃহীত উপাদানের সুবিবেচিত ব্যবহার করেন বলেই তিনি ক্রমোন্নতি লাভ করে থাকেন।

ব্যবসায়জগতে যুগাবর্তন হয়েছে, অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দির পুরাতন মামুলি প্রথা ব্যবসারে উন্নতি ত হয়ই না, পরেও অবনতির চরম হয়ে যায়। যে ব্যবসায় প্রতি যোগিতায় টিকিতে পারে না, তার অবনতি হয় নিশ্চয়, আর প্রতিযোগিতার সকল ক্ষেত্রেই হলে কারবার উন্নত প্রণালীতে, উন্নত কার্যপদ্ধতিতে চালাতে হবে। ব্যবসায় জগতে পরিবর্তিত নূতন পদ্ধতি, প্রচলিত প্রথা প্রভৃতির অন্বেষণ করলে অবনতি ভিন্ন উন্নতির আশা একবারেই করা যায় না।

কোন ব্যবসায়ই হয় করে থাকতে পারে না,—হয় ইহা উন্নতির দিকে ধাবিত হবে কিবা অবনতির দিকে ছুটবে। 'আমি বরাবরই এই প্রকারে কাজ করিয়া আসতেছি, সুতরাং এই কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন করব না, এই প্রকারেই চলব' এই প্রকার চিন্তায় মত হয় চিন্তা আর নাই। জগতে উন্নতিশীল কেন, দিন দিন নূতন নূতন

আবিষ্কার সম্পাদিত হচ্ছে কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর প্রাচীন পদ্ধতিতে আধুনিক জগৎ সন্তুষ্ট নয় বলে নূতনতর ও উৎকৃষ্টতর পদ্ধতির আবিষ্কার করে প্রচলন করে কার্যেব সুগম কববার চেষ্টা পাচ্ছে এবং উন্নত হতে অধিকতর উন্নত হচ্ছে। নিত্য নৈমিত্তিক নূতন কার্যেব সূচনা নগন্য হলেও কালে গ্রাহ্য যুগাবর্তনের নিয়ামক হয়ে ওঠে।

যে সকল ব্যবসায়ী নিজ নিজ ও উন্নতিশীল অপর সমব্যবসায়ীর প্রচলিত দৈনিক ক্রিয়া কলাপ পর্যবেক্ষণ করেন, বিশ্লেষণ করেন, তাদের গুচতত্ত্বের বিষয় চিন্তা করতে প্রয়াস পান, তাঁরাই ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতি। তাঁরা কখনও মামুলি প্রথা আঁকড়াইয়া পড়ে থাকতে চান না, থাকেনওনা। তাঁদের দৈনিক কাযের মধ্যে নানারকম জটিল বিষয় এসে উপস্থিত হয়, তাঁরা অতিনিবেশ করে তার যীমাংসা করে তুলেন, তাঁরা নিয়তই ব্যবসায় ক্ষেত্রে সকল প্রশ্নের সমাধান বিশেষ মনোযোগ দিয়ে করেন বলে কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না, কারণ তাঁদের চিন্তাশীল মনোব কাছে সব বাধা বিপত্তি এসে হার মেনে যায়।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শব্দ "নূতন যুগে পুরাতন প্রথা প্রচলন।" বা আছে তাতে তৃপ্ত হয়ে বসে থাকলে ব্যবসায়ী উন্নতি লাভ করা যায় না। অল্প অনেক বিষয়ে প্রাচীন রীতি নীতি মামুলি প্রথাটা পরিবর্তন না হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে এ নিয়মে কাজ কর্তে চেষ্টা করলে যথেষ্ট বিপত্তির মুখে পড়তে হবে। সময়ের সঙ্গে মাপুকের মন পরিবর্তন হয়ে যায়। মাপুকের মনের গতির অঙ্গরূপ না পারলে ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে না সুতরাং নূতন যুগের

নূতন ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতি হতে হলে সৃষ্টিভিত্তি সিদ্ধান্ত, অভিনব উপায় ও উন্নত কার্য প্রণালী অশেষবিধ মজল সম্পাদন করবে। এ বিষয়ে কৃতি ব্যবসায়-জগতের সকলেরই হিঁস সিদ্ধান্ত।

## Home Industries.

### গাইন্ডা শিল্প শিক্ষা।

#### INDILIBLE OR MARKING INK FOR CLOTH

এক ইঞ্চি পরিমিত নাইট্রেট অক্সিজেন-ভার—বাক বলে বাতি কটিক সামান্য একটু জলে গলাইয়া ফেল। সেইটা ১ গ্যালন আন্দাজ জলে দিয়া খুব ঝাকুরাইয়া মিশাইয়া ফেল। ইহা প্রথম শ্রেণীর মার্কিং ইঙ্ক হইবে। ইহা দ্বারা কাপড়ে নাম লিখিলে—ধোবা বাড়ী বাটলে কখন উঠিবে না।

#### দ্বিতীয় প্রকার।

আর একটা বস্তু। এইটা খুব বেশী দামে বাজারে বিক্রী হবে। নাইট্রেট অক্সিজেন ১৫ আউন্স, ইটাকে লাইকার এম্বো-নিয়া ফোর্ট্রা গলিয়ে ফেল। লাইকার এম্বো-নিয়া ৫৫ আউন্স নিতে হবে। তারপর অর-চিল (Orchil) বলে একটা জিনিষ আছে, তা—এতে দিলেই একরকম রং হবে, এটা রং করার জন্মেই নেওয়া। তার পরিমাণ ১ আউন্সের ৩ ভাগের এক ভাগ। এতে মিশ্রিত হবে Mucilage of Gum অর্থাৎ গদের জল ১২ আউন্স। তার পর ছোট ছোট ব্রু-রংয়ের শিশিতে পুরে এক এক বার্নে ১২ শিশি করে বাজারে বিক্রী কর্তে দিতে হয়। এক এক শিশি বিলেতে ১ শিলিং দামে বিক্রী হয়। এর তারি কাটতি। নতুন নিপুণালা কলম দিয়ে কাপড়ে লিখতে হয় এর দাগ কখন ওঠে না। ভাল লেবেল দিতে হয়। বাক্সের ডালাতেও ছাপা লেবেল দিতে হয়।

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লওন।

## ধূজ্জটী বিজয়

আয়ুর্বেদোক্ত স্বর্ণবজ্র, মৃগনাভি, শিলাজতু, সালম মিত্রী, শ্রামলতা, অম্বগন্ধা, অনন্তমূল, জাকা, শুক্রমাতৃকা, বজ্রেশ্বর, লৌহ, শম্ব ও মুক্তাভঙ্গ প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্বেদোক্ত তত্ত্বোক্ত বিশ্লেষণে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-আমব আবিষ্কৃত। সেবন মাত্রেই বিন্দু-ঔষধ বিদ্রাব্যবেগে সর্ব-শরীরে বিসর্পিত হইয়া সেট মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টদায়ক উপদর্শাদি মূহুর্ত্তক্ৰমে নশ করে; অকাল বার্দ্ধক্য তিরোহিত হয়।

ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহানি, প্রমেহ, অপ্র-  
বিকার খেত ও রক্তপ্রদর, কষ্টরোগ: উদরামর,  
অন্নশূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ,  
অন্নপিত্ত, উপদংশ, ভগ্নকর, রক্তচুষ্টি, হাঁপানি  
ইত্যাদি দুস্মারোগ্য বাধি আরোগ্য হইয়া  
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি সঞ্চার হয়, শুক্র গাঢ়  
হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়।  
মূল্য প্রত্যেক শিশি ২৫০ টাকা; অসমর্থের  
পক্ষে (মাত্র ১ হাজার শিশি) প্রত্যেক শিশি  
১৫০, ডজন ৫, টাকা। মাস্তুল বতন্ত্র।  
সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার  
নাই।

আম্র, প্রধান; বি, এ, সেক্রেটারী,

গান্ধীআয়ুর্বেদ প্রচার সমিতি।

১৫৫, বহুবাজার স্ট্রীট, (শ্রীমল্লনগরের মোড়)

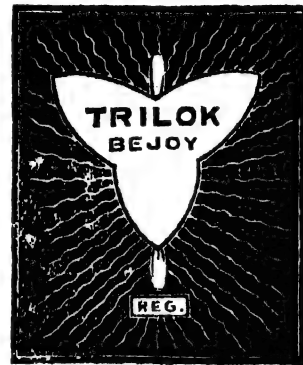
কলিকাতা



# বিনামূল্যে

## ভাগ্য-পরীক্ষা!

## জনে জনে লক্ষ্মীলাভ!!



যাঁহার সংসারচক্রের দারুণ আবর্তে বিভ্রান্ত, রোগ-শোক,  
দুঃখ দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, হ্রস্ব শরীরে কোপ-দৃষ্টিতে পতিত,  
আশ্রয়হীন—ঐশ্বর্য্যহীন হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন,  
উদ্বেগান্বিত পথে, আত্মহারাতির প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা  
বিঘ্ন পাইতেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যে সর্ব্বশ্রম চালিয়া দিয়া কেবল  
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন; শত চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি  
বাড়াইতে পারিতেছেন না, মকদ্দমা-জালে জড়িত হইয়া  
পরাভয়ের চিন্তায় আকুল, অথবা গৃহাবচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ,  
প্রণয়বিচ্ছেদ সম্ভাবনার কাতর হইয়াছেন, তাঁহার  
আত্মন;—

হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপস্ব্যাসিদ্ধ মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিনুর

ত্রিলোক

—বিজয়

## বা স্পর্শমণি

যাহাকে উৎকৃষ্ট সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত  
করিয়াছেন—ধারণ করুন। “স্পর্শমণি” বহুদলময় স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে; অমঙ্গলের  
সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; ধরে ধরে সকল বিকৃতি ক্ষুদ্রী উড়িবে,  
—বারোগা, বাহা, শাশি, উন্নতি, সুখ সম্পদ, সৌহৃদ্য, দীর্ঘায়ু, ধন, জন, খ্যাতি, বংশরক্ষা,  
চিরযৌবনলাভ ও সর্ব্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া বড়ৈশ্বর্য্যে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক  
পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, সকলেই নিরীক্রে ধারণ করিয়া জ্বলন্ত ফললাভে সমর্থ  
হউন। গ্রহণকালে স্ত্রী কি পুরুষের ব্যবহার্য্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

“স্পর্শমণি”র প্রত্যেকটি স্ববিধাঙ্কিত ক্রিয়াস্থানে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্ন,  
জীবনসকট প্রয়াস ও ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও, বাহাতে ধনী-দরিদ্র নিরীক্রেই ইহা সকলের সমান  
অধিকারে আসিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—  
সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তাত্র, রোপা ও স্বর্ণ মণ্ডিত “স্পর্শমণি”র জন্ম বধাক্রমে ২, ৩ ও ১২  
টাকা জামিনস্বরূপ কমা রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যাগণের চুক্তিপত্রসহ প্রদান করা হইবে। যদি  
ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন গুণহীনতা অপ্রদর্শিত না হয়, তবে উক্ত  
“মণি” আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, গৃহীতার গচ্ছিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাগণ  
করা হইবে।

“ত্রিলোক-বিজয়” বা “স্পর্শমণি” গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের  
নিয়মাবলী ঐ সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিষ্টিক চারম্ কোং,

১২০নং লোরায় সাকুলার রোড,

জামশীন বিল্ডিংস, কলিকাতা।

## ভুল-ভাঙ্গা।

(গল্প)

লেখক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

(১)

ভুলেও সে কথা তার মনের কোণে উঁকি মারতে সাহস করে নি—ওই রকমের একটা কথার সুহৃদের ভিতর “নেলীর” পাগটা “ছাৎ” করে উঠে যেন মস্ত রকমের একটা ডিগ্বাকী খেয়ে গেল। চোকের সামনে বর বাড়ীগুলো যেন এক নিমেষে হঠাৎ বায়-কোণের চিত্রের মত শূন্য মিলিয়ে গেল, সে কি আছে না নেই—এ জ্ঞানটা যেন তার একেবারে লোপ পেয়ে গেল। কল্পনার কতই না সুখের চিত্র এঁকেছিল—এদিন ধরে; ভবিষ্যৎ সুখের আশায় “নেলীর” মুখখানি ফুটনোমুখ গোলাপের কুড়িটার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—তিন এমনি সময়ে যখন “নেলী” তুলিল—জানু আর তাহার কইবে না—“বার্থাকই” তার জীবন-সঙ্গিনী করবার সক্ষম স্থির করেছে—তখন তার ফুল গোলাপী গণ্ডে তুমুলুর্ভেই কে যেন এক পোচ্চ কালী লেপিয়া দিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সামলে নিয়ে মনটাকে অজ্ঞদিকে বিক্লিপ্ত করবার ভ্রমে সেলাইয়ে মন দিল। কিন্তু মন তো আর অবোধ শিশুটির মত নয় যে, বা’তা’ একটা পেলেই আসল কথা ভুলে যাবে। বরঞ্চ শত কাজ কেলেও সেই নিবিদ্ধ বিষয়টাকেই আঁকড়ে ধরবার প্রবৃত্তিটা তার বেশী হয়ে ওঠে। “নেলীর”ও হল তাই; হাতের সেলাই হাতেই রেখে, বাইরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

তখন সব মাত্র অন্তঃসমনোমুখ সুখের সোণালী আভার গাছের আগাগুলি ঝিলিক

দিয়ে উঠেছে। রাত্তার কোলে তেতলা বাড়ী-টার পাশের ঝাউগাছটার কঁকে কঁকে পড়ন্ত সুখের তট একটা তপ্ত রশ্মি ছুটে এসে জানালার ধারে “নেলীর” মুখের ওপর পড়ে—সেই চমকপ্রদ মুখখানাকে যেন টুকটকে আগেলটার মত দেখাচ্ছিল।

নেলীর কাছে আজ পৃথিবী শূন্য, নিরর্থক বোধ হচ্ছিল। এত বড় দুনিয়াটা—সুখ দুঃখের একটা বিরাট স্রুতি বৃকে করে দিন রাত অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে—বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই, এর শেষ কোথায়? ভাবনার তন্ময় হয়ে ‘নেলী’ উদ্বাস ভাবে আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে দু একখণ্ড মেঘ ভেসে আসছে, সেগুলোর উপর সূর্য্যকিরণ পড়তেই বিবিধ রংএর ঢেউ খেলে উঠে কি অপূর্ণ শোভাই না ফুটে উঠছিল; পরক্ষণেই আবার কালো জমাট বাঁধা অন্ধকারের মত সঙ্গীতারা হয়ে দূরে ভেসে যাচ্ছিল। ‘নেলী’ ভাবছে—এত হাসি, এত খেলা, কোথায় কার অভিশাপে এমন ভেঙ্গে চুরে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে যায়? হাসি ফোটে তো মিলিয়ে যায় কেন? ওঃ স্বপ্নেও তো সে ভাবে নি—“জন্ এমনি করে শেষে তাকে পার ঠেলবে! এতদিনের এত কথা—এত ভালবাসা একেবারে চূর্ণ করে দেবে! আর তাই বা কেন? “জনের” উপর তার কি অধিকার আছে? সে তার কে? “নেলী” ভাবনার একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে।

হঠাৎ ভিতর থেকে ক্রীণ কণ্ঠে শব্দ হল—  
“নেলী” কি কচ্ছিস মা?”

“হাঁ, মা, যাচ্ছি।”

“আমার ভ্রাত্তে সরবৎটা তৈরী করেছিস তো?”

“হাঁ, তৈরী কবে রেখে দিয়েছি, যখন ইচ্ছা খেয়ো।”

“আমি একুনি চাই।”

“নেলী” মায়ের শরন কক্ষ প্রবেশ করে দেখলে—মা, সুবে মাত্র গা ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, পরিষ্কার কাপড় পড়ে বিছানার ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। বোধ হল যেন কোথাও বেরোবার মতলব।

নেলীকে দেখে তার মা বলে উঠল—  
“কই নেলী আমার সরবৎটা এনেছিস?”

“এই মাত্র খেয়ে উঠলে—একুনি আবার সরবৎটা খেলে অসুখ শরীরে সইবে কেন?” আর একটু—মেয়ের কণার বাঁধা দিয়া মা বলে উঠল—“না, নেলী, একুনি এনে দাও, খেয়ে একটু বেড়িয়ে আসব।”

মেয়ে আস্তে আস্তে রান্না ঘরে প্রবেশ করিল। রান্না ঘরটা খুব ছোট। কাজ চালিয়ে নেবার মত অল্প কিছু বাসন কোসন ছাড়া আসবাব পত্র আর বড় একটা কিছু নেই। এক পাশে চুল্লা, তার পাশে জানালা। সেই জানালার ভিতর দিয়ে বহুদূর দেখা যায়। দুইয়র গাছগুলো যেন ঘণীভূত অন্ধকারের পাহাড়ের মত দেখাচ্ছিল। তার আগেই একটা ছোট ঝর্ণা নদী—তরল রূপের মত কল কল করে মাঝে মাঝে লাফিয়ে পড়ছিল, ‘নেলী’ সরবতের মাস হাতে করে—অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রইলো। বাইরের কার কোন কাজেই আর তার উৎসাহ নাই; যেন সব ছিল—সবই হারিয়ে গেছে। কতক্ষণ ওভাবে তন্ময় হয়ে বসেছিল—মনে নেই; হঠাৎ মায়ের ডাকে চমক ভেঙ্গে গেল, তাড়াতাড়ি সরবৎ নিয়ে মায়ের কাছে গেল।

মা মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলেন—  
“তোমার আজ হয়েছে কি ‘নেলী’ বলতো আমার? সব ভাতেই যেন অন্তঃসমনোমুখ দেখছি।” ‘নেলী’ মায়ের কথার কোন জবাব দিল না।

মায়ের মুখের দিকে তাকাতেই ‘নেলী’

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।



বুকে—বা বেন তাকে কিছু বলতে চায়;  
কিন্তু ইতস্ততঃ করছে।

কাজেই মায়ের দিকে অর্ধহীন দৃষ্টি দিয়ে  
'নেলী' কাল ক্যাল করে চেয়ে রইলো।  
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর তার হাতের  
কাঁকটীর কথা মনে পড়ে গেল।

মিসেস সুরের পোষাকটা কালই দেবার  
কথা, আজও সেটার অনেক বাকী। এতক্ষণে  
হরতো সেটা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু যে চিন্তা  
তার মনটাকে তোলপাড় করে দিচ্ছিল, তার  
কাছে কাজের কথা মনে থাকবে কি—  
নিজেকেই সে যে হারিয়ে ফেলেছিল। মায়ের  
কাছে অনেককণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে  
বিরক্তি বোধ হচ্ছিল, একা থাকতে পেলেনই  
সে বাঁচে, একটা কাজের কথা মনে হতেই—  
সেই অছিলায় সবে বাবার সঙ্গে মাকে বলে  
—“মা, মিসেস সুরের পোষাকটা এখনও শেষ  
হরনি, বাই করিগে—আজই সেটা শেষ কর্তে  
হবে। তুমি বেকলে শিশুটিকে নিয়ে এসো,  
দেখী করো না বেন—অন্তের শরীর।”

এবার নেলীর মা তার নিতুজতা ভক্ত  
করে বলে—“কাল রাত্তিরে মিসেস সুর আমার  
“জনের” কথা বলছিল—তুমি কিছু শুনেছ?  
“জনের” নাম শুনেই নেলীর বুকের ভিতরে,  
রক্ত যেন তরতর বেগে বইতে লাগলো।  
জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মায়ের  
মুখের ওপর উবেগ ও অর্ধপূর্ণ চোকে চেয়ে  
বলে—কই,—কি কথা, আরি তো কিছুই  
তিনি, কি বলেছেন তিনি?

নেলীর মা সববতটুকু নিঃশেষ করে  
নেলীর হাতে গ্লাসটা দিয়ে বলেন—“জন্”  
নাকি আজ কাল সর্বদাই কখনও অবা-  
রোহণে, কখনও বোটের, আবার কখনও  
নাকি পদ্মজকেই “বার্ণা”কে নিয়ে বেড়ায়।

“ঈ্যা, আমিও তাদের দুজনকে একসঙ্গে  
বেড়াতে দেখেছি।”

“নেলী?”

“কি, মা?”

“ওটুকুই কি তোমার বক্তব্য?”

“আমি কি আর বলবো মা? “জনের”  
খুসী থাকে তাকে নিয়ে বেড়াতে পারেন, মা  
ইচ্ছে করতে পারেন; আমি তার কি করবো  
মা?”

একটা বুক কাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে  
নেলীর মা আন্তে আন্তে বিছানার ওরে  
পড়লেন।

(২)

নিজের ঘরে এসে “নেলী” তার সেলাই  
নিয়ে বসল, ছেলে বেলা থেকেই “নেলী”  
সুচী-শিল্পে বিশেষ নিপুণ, ক্রমাগত অভ্যাস  
ও বুদ্ধিমত্তার ফলে এখন সে তার গাঁয়ের  
সমস্ত দরজীদের চেয়েও দক্ষতা লাভ করেছে;  
পিতার মৃত্যুর পর তার সেলাইয়ের কাজই  
মা, মেয়ের জীবিকার একমাত্র পন্থা হয়ে  
দাঁড়িয়েছে। অবশ্য চিরকালই তাদের এ অবস্থা  
ছিল না। নেলীর পিতার ব্যবসারে বখেই  
আর ছিল—কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ে সে সব  
খুইয়ে জী কঁড়াকে পথে বসিয়ে গেছিল,  
“নেলী” আর “বার্ণা” ছেলে বেলা থেকে  
সেদিন পর্যন্তও একই স্থলে পড়তো। হুজনের  
মধ্যে বেশ ভাবও ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর  
পর থেকে নেলী আর স্থলে বার নি বা  
বাইরেও বেরত না—কারণ সংসারের ও  
কষ্ট বার তার ছিল তার নিজের ঘাড়ের  
ওপর। কাজেই বার্ণার সঙ্গে অনেকদিন  
দেখা হয় নি। সম্ভ্রতি “জনের” সঙ্গে এক  
দিন তাকে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে  
দেখেছে। কিন্তু তাতে তো আর তার  
এখনকার মনের ভাব জানতে পারে নি।  
“বার্ণা” ছোট বেলা থেকেই খুব হাসি খুসী  
আর একটু উদ্ভট ধরনের। স্পষ্ট কথা বলতে  
সে কিছুতেই ইতস্ততঃ করতো না, আর নেলী

শান্ত, লাজুক—কোন বিষয়ে বেশী কথা  
কওয়া তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

“জন্” নেলীর পিতার দ্বারা বিশেষভাবে  
উপকৃত হয়েছিল, ধরতে গেলে নেলীর পিতাই  
তাকে জীবনের পথে চলবার মতো উপদেশ  
করে তুলেছিলেন—সেই কৃতজ্ঞতাও বটে, আর  
সর্বোপরি নেলীর রূপগুণে মুগ্ধ হয়েও বটে—  
“জন্” নেলীকে পত্নীত্ব বরণ করবার জন্য  
প্রতিশ্রুত ছিলেন। এ সম্বন্ধে কারো বিরূ-  
দ্ভাও সন্দেহ ছিল না। হঠাৎ “বার্ণার”  
হাসি মাথা মুখ খানি তার সমস্ত সংকল্প ওলট  
পালট করে দিলে। কার অব্যর্থ অতুলী  
সকালনে অনেকদিনের পরিশ্রমে গড়া ভবিষ্যৎ  
স্বপ্নের আবাসস্থল—একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ  
হয়ে গেল।

আজ নেলীর মনে পড়লো—সেই বহুদিন  
আগেককার—“জনের” দ্বারা উদ্বাহকারী ভাল  
বাসার কথা আরও কত কি? ওঃ এমনই  
কপাল নিয়ে এসেছিল সে—সেই স্বপ্নের  
কল্পনাটুকুও তার বুক থেকে আজ কে  
কেড়ে নিয়ে গেল।

(৩)

দরজার দিকে মুখ পদশক শোনা গেল।  
নেলী চিন্তায় একেবারে বিমগ্ন হয়ে আছে;  
শব্দ কাণে গেলেও মুখ তুলে চাইবার প্রবৃত্তি  
হলো না। মিসেস সুরের আসবার কথা,  
বোধ হয় তিনিই এসেছেন—একজন্ম মুখ না  
ফিরিয়ে পোষাকের বোতামটা গাঁখে দিতে  
লাগলো।

কিন্তু একি! নেলী অদ্যক হয়ে চেয়ে  
রইল। যে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো—সে  
মিসেস সুর নয়, স্বয়ং “জন্”। এমন সময়  
“জন্” কোন দিনই নেলীর বাড়ী আসে  
নি, বিশেষতঃ বার্ণার সঙ্গে আলাপের পর।

নেলী তার মায়ের ঘরের দিকে একবার  
তাকিয়ে দেখলে—দরজা আঁধা খোলা, মা

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দুনিয় পড়েছে। কিন্তু দুমুণ্ডে হবে কি? কাণ ছিল তার খুব সজাগ, কাজেই মেলী আর কিছু না বলেই “জনকে” ভাড়াভাড়া একটা জীর্ণ বেতের চেয়ারের ওপর বসতে অহরোধ করলে। মেলীও অপর পার্শ্বের আরেকখানা অপেক্ষাকৃত ভাল চেয়ারে বসে পড়লো। “জনের” দিকে চোক পড়তেই মেলী দেখলে—কি হৃদয় কি হৃদয়গঠিত দেহ, চোকে মুখে আবিষ্কার লেশ মাত্র নেই। পুরাণো স্মৃতি মনে জেগে উঠতেই মেলীর চোকের পাতা আর্দ্র হয়ে উঠলো। চেয়ারের পিঠের ওপর এলিয়ে পড়ে যেন অতিকটে দেহতার রক্ষা করে “জনের” দিকে আগ্রহপূর্ণ চোকে চেয়ে রইলো। “জন” যে “বার্থা” সঘর্ষীয় কোন কথা বলতে এসেছে—মেলীর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না।

“জনও” কিন্তু কোন রকমের আরম্ভ বা প্যাঁচালো ভাবে কিছু না বলে—সহজ সরল ভাবে সোজাশুজি বলে—“মেলী, আমার বুকটার ওপরে সে সংশয়ের একটা বিরাট বোকা দিন দিন ভারী হয়ে উঠছে—তা তোমার খুলে না বলে—আমার আর শান্তি নেই।”

কিছুকণ চুপ করে থাকার পর “জন” আবার সহজ গলাতে আন্তে আন্তে বললে—“মেলী, অস্ত্র কারো মুখ থেকে শোনবার আগেই তোমার আমার সব খুলে বলা উচিত—তুমি সকল স্তনে আমার দুর্বলতা ও অপরাধের অস্ত্র পার তো কথা করো, “সত্যি বলছি, আমি আর একাকীতার কোন হৃদয়ত কারণ খুঁজে পাচ্ছি নে—অথচ “বার্থাকে” ভাল না বেসেও পারি নে। তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী—বন্ধু, তোমার না বলে—

অপরাধের মাত্রা আমার আরও বেড়ে উঠবে।”

মেলী নিখাস ভ্যাগের সঙ্গে ছোট একটা “হ” করেই—নীচবে ঘেঁষের দিকে মবনত চোখে বসে রইলো। কপিক নীরব থাকার পর “জন” আবার বলতে আরম্ভ করলে—“বার্থাকে” আমি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেম—সে আমার বিয়ে করতে রাজী আছে কিনা? “বার্থাও”—ছোট মনে তার কথার সম্মতি জানিয়েছে। জন আরও অনেক কথাই বলে ছিল—আগ্রহাতিশয্যে। তার সারাংশটুকু এই, জন “বার্থাকেই” বিয়ে করবে—আর বত শিগ্গীর পারে, শুভ কার্য সম্পন্ন করে ফেলবে। মেলীর কোন রকমেরই উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেল না, খালি হাত হৃদ্যানি মুঠো করে, পরম্পর জড়িয়ে কোলের ওপর অসংবদ্ধ ভাবে শুভ করলে।

“বার্থার হাতিতে এমন একটা চুষক-আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাকে ভাল না বেসে থাকা যায় না। আশা করি এ বিয়েতে তোমরা দুজনেই সুখী হবে।” “কেমন—না—জন? আমি খুব সুখী হলাম” এক নিঃশ্বাসে মেলী এতগুলো কথা বলে গেল বটে, কিন্তু মনটা তার একটা অব্যক্ত উৎকট আশার পুড়ে যেন থাকু হয়ে যেতে লাগলো। অতিকটে সামলে নিয়ে সারা অস্ত্রকরণটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে—কই কোথাও তো হৃদয়ের লেশমাত্র নেই—শুধু আছে একটা অভিমানের আশ্রন—শুন্মুখে শুন্মুখে জলে উঠছিল। “জন” একটা কাঠ হাতিতে মুখখানার বিষয়তা দূরে ঠেলে দিয়ে উত্তর দিল—“হাঁ, সত্যি বটে।” অনেককণ নিমৃদত্বের পর আবার বলিল—“তুমি কিছু মনে করো না মেলী, তোমার সোণে বড় একটা আঘাত দিচ্ছি—সইতে পারবে তো?” “কেন? “জন” ওকথা কেন? আমি কিছু মনে করবো না” একটু

অভিমানের হ্রস্ব নেই—একটু বিক্ষোভ নেই—সহজ ভাবে এই কথা ক’টা বলেই উঠতে বাচ্ছিল—“জন” বলে—শোন মেলী, আরেকটু কাজ আছে। “বার্থা” জিজ্ঞেস করেছে—তুমি তার বিয়ের গাউনটা করে দিতে পারবে কিনা? তার মায়ের কোন একটা জিনিষ থেকে সেটা তৈরী হবে। সে বলে—তোমার চেয়ে নাকি কেউ ভাল পারবে না।”

উত্তরের অপেক্ষায় “জন” তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল—দেখলে—মেলীর পশ্চর হঠাৎ যেন আরম্ভ হয়ে উঠলো। কতকণ কি চিন্তার পর আন্তে আন্তে বলিল—“মামা আমিই করে দেব—কিন্তু যদি বেশী ভাড়া-তাড়ি না হয়।”

“বার্থা” আজই বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে “জন” হৃদয়ের আবেগে মেলীর করমর্দন করে উঠে গেল—মেলীর বড় হাঙ্গামে পেল।

(৪)

“বার্থা” অনেককণ ধরে তার বিয়ের পোষাকটা কি রকম করে তৈরী হবে, সেটাই মেলীকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তার প্রত্যোকটী কথার ভঙ্গী, চোকের জীবৎ বক্র চাহনি মেলীর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। “বার্থার” ক্রুর হাঙ্গামে যেন প্রত্যোক বারেরই মেলীর অন্তরের বিষ ঢেলে দিচ্ছিল।

“দেখ মেলী, এটা আমার মায়ের বিয়ের পোষাক ছিল; এমন হৃদয়টী আজকাল আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। মামা, এটার ভাল ভাল জিনিষগুলো তুমি পছন্দমত নতুনটাতে পড়িয়ে দিও; দেখো সাবধান—লোকে যেখে যেন কোন দোষ ধরতে না পারে, তোমার কাছে দিলুম—তোমার হাত ভাল—আর বিশেষ তোমারও তো লোক-মান নেই।

মেলী স্থগায় মুখ কিরিয়ে নিলে। সে তো

বিজ্ঞাপন দোঁখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

তার কোন অনিষ্ট করতে চেষ্টা করে নি, তবে কেন 'বার্থা' অনর্থক তাকে—বাক্যবাণে বিদ্ধ করছে? নেলী সকল বিষয়েই 'বার্থার' কথা সারি দিয়ে—বলে—আচ্ছা, আমি সবই ঠিক করে দিচ্ছি।

"বার্থার" সঙ্গ তার এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে—'বার্থা' এখন চলে গেলেই বাচে—এখন সময় না ভিতর থেকে—ডেকে বলে—  
"কি কচ্ছিস্ নেলী?"

"এই মিনিট খানিকের ভিতরেই বাচ্ছি।"  
নেলী 'বার্থার' দিকে চেয়ে বললে—  
"আর কিছু দরকার আছে কি?"

"না—তবে পোষাকটা আসছে সপ্তাহে পাঁচ তো?"

নেলী সম্মতি সূচক ষড়্চক নেড়ে বলে—  
খুব সম্ভব হয়ে যাবে।

যাবার সময় 'বার্থা' তার পোষাক সবকে আরেকবার সতর্কতার সঙ্গে উপদেশ দিয়ে গেল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—"কে এয়েছিল?"

"বার্থা।"

"কেন?"

"তার বিরোধ পোষাক তৈরী করতে দিতে।"

নেলীর মার মুখ খানি অকস্মাৎ বেন অলে উঠলো, পরক্ষণেই চূপ করে শুইয়ে পড়লেন।

( ৫ )

অনেক ভেবে চিন্তে—খুব সুন্দর মাননসই করার জন্যে নেলী "ব্রকেডের" মাপ অজুয়ারী কাপড় গুছিয়ে নিয়ে সেলাই করতে বসলো। বাস্তবিকই কাপড় গুলো ছিল খুব দামী, আর খুব সুন্দর দেখতে।

ওঃ আজ 'বার্থার' বিরোধ পোষাক সে তৈরী করতে বসেছে, আর নেলী। সে বেখানে ছিল, সেখানেই আছে,—সহায় নেই—সহায় নেই। তার অতি ভালবাসার,

চিরবাহিত—জনের পরিণয়—তাও এই 'বার্থার' সঙ্গ—সে তার সর্বস্বকে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েই কান্ড হার নি—তার অতি বড় সর্বনাশকে চোকের সামনে স্পষ্ট করে তোলাবার জন্যেই এ আরোহণ করেছে।

কাপড়টাকে হাত বুলিয়ে দেখলে—মহুণ—শীতল—তার বুকের স্পন্দনটাও কি কি এত শীতল হয়ে গেছিলো? কার অকস্মিক করে "ব্রকেড" তৈরী করবে সে? 'বার্থার' সঙ্গে—না, না সে যে 'জনের' ভাবী স্ত্রী।

কাপড় গুছিয়ে, যে জায়গাটা কাটতে হবে, সেখানে জুকে ঠিক করে নিয়ে—আজ্ঞে সন্তর্পণে কাঁচি চাপিয়ে গোল করে কেটে নিলে।

খুলে দেখে—সর্বনাশ! অতি সন্তর্পণে নিপুণতার সহিত কাঁচি চালালেও—আজ নেলীর মনের ভিতর যে ঝড় বইতেছিল—সেই অশান্তি হেতু অজ্ঞমনস্কতার গলার তাঁজটার আরগার ভিতরের অঙ্গ আরেকটা তাঁজও গুছিয়ে ধরেছিল; গলার বুড়টার সমক্ষেই ঠিক কাপড় খানার মধ্য ভাগটার অর্ধবৃত্তাকারে কেটে গিয়েছে।

চীৎকার করে কাপড় খানিকে দূরে আছড়ে ফেলে দিয়ে—নেলী চখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। হায়! হায়!! কি করলেন—এ ভুলের সংশোধন যে অসম্ভব। 'বার্থা' কি ভাববে আদায়—আর কি যে সে করবে—সেটা চিন্তার বাইরে।

কি করবে কিছুই স্থির করতে না পেরে ব্রকেডটাকে হাতে করে অনেকক্ষণ সেই ভাবে হাড়িয়ে রইলো। কোন উপায়ই এর সে খুঁজে পাচ্ছিল না।

হঠাৎ কি ভেবে সেই কাটা কাপড় হাতেই দৌড়ে টেলিকোনের কাছে গেল।

হাতল বুড়িয়ে নথর নিয়ে—"জন্কে" পাগলের মত অসংবদ্ধ ভাবে ভাড়াভাকি আরম্ভ করে দিল—"শীগগীর এসো 'জন্' শীগগীর—তারি বিপদ।" নেলীর কোন কথাই ভাববার অবসর হয় নি। যে "জন্" তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল—সে তাকেই সকল ভুলে একমাত্র আশ্রয় স্থল ভেবে ডাকতে গেছে। যারের খাওয়া হয় নি। ঘরের কোন কাজ গুছানো হয় নি—সে সব কিছুই তার মনে নেই। উত্তেজনার কণিক অবসানে সে তার কৃত কণ্ঠের অঙ্গ তারি লজ্জা অশ্রুতব করতে লাগলো। কিন্তু সে ভাব কতক্ষণ? ব্রকেডের কথা মনে হতেই নেলী এবার ছুটে ঘরের বাইরে চলে গেল দেখতে—"জন্" কক্ষর এলো। বিবাস—সে এলেই—তার এ বিপদে উদ্ধার পাওয়ার উপায় ঘটবে।

নেলীর আর সুহৃৎও বেন কাটছে না—কই "জন্" এখনও এলো না তো? উপত্যাকার পাশ দিয়ে নেলী আরও এগিয়ে গেল। হঠাৎ কণ্ঠধরে চমকে পিছন ফিরেই দেখে "জন্"।

"নেলী তোমার ঘরে গিয়ে তোমাকে না দেখে তোমার মাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কোথায় গেছ—তিনি বলতে পারলেন না। তাই খোঁজে এদিকে এয়েছি।" "আচ্ছা, বাক্সে কথা, কি হয়েছে বল দেখি, অমন ব্যস্ত ভাবে ডেকেছিলে কেন?"

নেলী কেদে কেদে—বললে—"শুধু একটু ভুলে আমার অসাবধানতার সর্বনাশ করে ফেলেছি—কাঁচিটাকে একটা ভুল আরগার চালিয়ে দিয়েছিলাম।

( ক্রমশঃ )

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

# বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

আমাদের “জীবনদশা” নামক পুস্তক বিতরিত হইতেছে ; অগ্গই আবেদন করুন, বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা।

দূঢ়তার সহিত সগর্বে বলিতে পারি

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকার

ক্ৰান্ত অমোঘ ও ত্বরিত ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ইহা স্নায়বিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার একটা অব্যর্থ মহৌষধ। একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাই প্রার্থনা, ৩২ বটিকাপূর্ণ কৌটার মূল্য ১১।

ম্যালেরিয়া নাশক

“জ্বরাস্তক বটীকা”

“জ্বরের যম”

যে কোন প্রকারের জ্বরই হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৪০ বটিকা পূর্ণ কৌটার মূল্য ১১।

শিশুদিগের জন্য

## শিশুসখা বটীকা

শিশুগণের বক্র প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাস, ঘুঙড়ী সর্দি ও অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। স্বস্থ শিশুরাও ইহা সেবন করিতে পারে। মূল্য ৩০০ বটিকার ১ কৌটা ১১ টাকা।

## মনি তৈল

শরীর পোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, অগ্নিক, হাত পা স্থালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। ইহা সর্বদা কেশে মর্দন করিলে কেশরাশি অকোমল স্ত্রীধারণ করে। ইহা শরীরে মাখিলে দুর্বল ব্যক্তিকে মোটা করে। মূল্য ৫ তোলায় শিশি ১১ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্টীট, কলিকাতা।

## জিকা গাছ।

জিকা গাছ পূর্ববঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছের ডাল রোপণ করিলেই তাহা গাছে পরিণত হয়। গাছগুলি অমর, শুষ্ক হইয়া না গেলে কখনও মরে না, এই গাছ সাধারণত লোকে সীমানার চিহ্ন স্বরূপ পুতিয়া রাখে, কারণ এগাছ মরিয়া যায় না। ডাল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া পুতিয়া রাখিলেও গাছ হয়—গাছে অনেক ডাল পাল ভয়ে, কিন্তু শাখা প্রশাখা গুলি সাধারণত সোজাভাবেই বাড়িত হয়, এগাছের পাতাগুলি দীর্ঘ। এই গাছগুলি দ্বারা শত্রুক্ষেত্রের অতি সুন্দর বেড়া হয়। ক্ষেত্রের চারিদিকে ঘন করিয়া পুতিয়া রাখিলে, বাঁশের কাজ হয়, ইহার বেড়া চিরস্থায়ী।

তদা বার, ইহার অগ্রভাগ মাটিতে রোপণ করিয়া অর্ধাৎ উল্টা দিক করিয়া রোপণ করিলে, ইহা আমড়া গাছে পরিণত হয়। সুবিখ্যাত উদ্ভিদ-তত্ত্ব-আবিষ্কারক, উদ্ভিজ্জাত অভিনব ঔষধের Researcher, জগদ্বিখ্যাত হোমিও রিসার্চ লেবরেটরীর অধ্যক্ষ ডাক্তার টি. এন. চক্রবর্তী এম. পি. এস. মহোদয় এই আমড়া বৃক্ষের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। জিকা গাছ উল্টা করিয়া রোপণ করিলে যে তাহা আমড়া গাছে পরিণত হয়, আশ্বাস করা বাইতে পারে না, আমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া অবশ্রুত বল প্রকাশ করিব। অনেকেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

জিকা গাছ শীতকালে ভেজহীন হইয়া যায়, পাতা সকল শুষ্ক হইয়া পড়ে। বর্ষার প্রায়শ্বে বখন গাছগুলি পাত্রে সুশোভিত হয়, তখনই ইহা হইতে আটা নির্গত হইতে থাকে, নিম্নেই ছোট গাছে আটা পাওয়া যায় না,

গাছ একটু বড় হইলে গাছের শাখা প্রশাখার গাটের মধ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে আটা নির্গত হয়। ইহা হইতে একপ্রকার পরিষ্কার খেত আটা বাহির হয়, তাহা শুষ্ক করিয়া রাখিলে বিলাতী গম একেশিরার ভার হয়, এই আটা দ্বারা কাগজ পত্রাদি অতি সুন্দর ভাবে জোড়া দেওয়া যায়। আর একপ্রকার লাল অপরিষ্কার আটা বাহির হয়—তাহা দ্বারাও আটার কাজ চলে। তবে এই আটা দ্বারা কোন ঔষধের কাজ চলে কিনা এবং এই গাছ কোন ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় তাহা রাসায়নিক পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্ষার সময় আটা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিলে পরে ইচ্ছামত জলে গুলিয়া আটা প্রস্তুত করা যায়। বর্ষাকালে বখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তখন এই গাছের আটা বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিয়া পড়ে নীচে পাত্র রাখিলে তাহাতে অতি স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত আটা সঞ্চিত হয়। সুযোগ্য রাসায়নিক শিল্পীগণ এই আটা বিলাতী আটার ভার প্যাটেণ্ট করিয়া অতি সুন্দর ব্যবসা চালাইতে পারেন, দেশের ও দেশের তাহাতে উপকার হয়। বিলাতী আটা কিনিয়া বিদেশে পরমা কেলিতে হয় না। বোটানিষ্টগণ অনুসন্ধান করিলে কি প্রকারে এই আটা অধিকাংশ সময় অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে, তাহার উপায় বাহির করিতে পারেন। জিকার আটাকে অনেকে ‘কাকলার আটা’ ও বলিয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের প্রতি অঞ্চলেই জিকা গাছ পাওয়া যায়।

অনুসন্ধিৎসুগণ চাহিলে আমি তাহাদের পরীক্ষার্থে জিকাগাছের আটা ও পত্রাদি সরবরাহ করিতে পারি। জিকাগাছ সম্বন্ধে আমার বহুতরু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

ত্রিনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্তী

“কাজের লোকের” অনৈক গ্রাহক।

পোঃ ব্রাহ্মণ গী ঢাকা

## Home Industries.

### গার্হস্থ্য শিল্প-শিক্ষা।

#### ORIENTAL COLD CREAM

#### ওরিয়েন্টাল কোল্ড ক্রিম।

Oil almond Dalc	6 oz.
White Wax	3 dr
Spermaceti	3 dr
Rose water	6 oz
Orrage flower Water	1½ oz

Mix wax, spermacity and oil together by gentle heat and then add gradually rose water and orrage flower, mixing to all untill cold.

উপরোক্ত ফলস্বলুটি একখানি অষ্ট্রে লিয়ান মেডিক্যাল অর্ণালে বাহির হইয়াছিল, আমরা স্বয়ং পরীক্ষা এবং প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি, অতি সুন্দর কোল্ড ক্রিম প্রস্তুত হয়। সমস্ত মাল মসলাগুলি ডাক্তারখানার পাওয়া যায়।

#### ফাটা কড়াই কেমন করে

#### সাবুতে হয়।

লোহার কড়াই কাটিলে কেমন করে মেরামত কর্তে হয় জান? খানিকটা চুনকে খুব ভাল করে শুড়িয়ে একটা ডিমের শাখা অংশটার সঙ্গে বেশ করে ঘুটে মিশিয়ে ফেল। এতে একটা লোহাকে উদ্ধার করে যদলে যে শুড়া পড়বে, সেই স্থান শুঁড়ো বেশ ভাল করে মিশিয়ে ঢালা কড়াইএর কাট্ গুলিতে লাগিয়ে দাও, তারপর শুকিয়ে গেলে আগুনে চড়িয়ে কাজ কর, সে এত শক্ত হয়ে বাবে যে, আর কখনও কিছু সে কাটা দিয়ে পড়বে না।

পুরাতন “কাজের.লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



## হলুদ পারফিউমারী প্রস্তুত প্রণালী।

চন্দন গন্ধ।

১। স্পিরিট অফ ওয়াটন—১ পাইট অটো অব সাণ্ডাল বা চন্দরের আতর ১ আউন্স।

২। স্পিরিট অফ ওয়াটন ১ পাইট, গোলপের আতর ১ আউন্স, এটা গোলপের এসেন্স হবে।

৩। স্পিরিট অফ ওয়াটন ১ পাইট, খল খলের আতর ১ আঃ।

স্পিরিটে আতরগুলি গলে ধরে সুন্দর এসেন্স হবে। ছোট ছোট খুব ক্যালি নিশিতে দিয়ে সুন্দর লেবেল দিয়ে বিক্রি করতে হয়।

## বঙ্গে দুর্গোৎসব।

বঙ্গদেশে জগন্নাথের আগমনের গান এই প্রতি ধরে ধরে বৈক্যব তিহুগগণ গেয়ে বেড়াচ্ছে, চাক্রে বাজালী আজ সকল হুঃখ ভুলে দেশ দেশান্তর হতে আপনাপন জন্মভূমিতে ফিরে আসচে—কি সুন্দর মহা মিলনের দিন—কত অজানা কাল হতেই এই শারদীয় পূজার অমুঠান চলে আসচে? এই পূজার ধরে ধরে উৎসব—শ্রুতি, মনোমালিন্ত শোক হুঃখ ভুলে কি অপার আনন্দের লোকে তিনটা দিন অতিবাহিত কতো। বাজালার দুর্গোৎসবের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—পল্লী গ্রামে শত শত লোক পূজার তিন দিন পূজা বাড়িতে এসাদ পেতো, কেউ অকৃত্রিম হয়ে ক্রিতে পেতো না, অন্ন দান, বস্ত্রদান, কত বড় বড় অমুঠানই না হতো। আর আজ? সে পূজা আর নাই, সে মহামিলনও নাই। আজ তার পরিবর্তে ক্রমতি বত কেঁতো গোখুরার তার প্রতিবেশীগণ কপট আত্মীয়তা দেখিয়ে যে

বাক পাছে, সাংঘাতিক ভাবে ধ্বংস করতে—হিংসা বিবে পল্লী ও সহর জর্জরিত হয়ে উঠেছে—আত্মীয় তারাবধের মিল নাই—ভাই ভাই ঠাই ঠাই, ধরে ধরে অনৈক্যতা—কাকে নিয়ে কে এ মহোৎসবে আনন্দ করবে? সব ছুরিয়ে গেছে—বতই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অহঙ্কারী, দপী হয়ে উঠি, ততই ক্রুর ও খলতা বৃদ্ধ পাচ্ছে—শান্তির লেশ মাত্র নাই।

মালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, রাজকীয় ধর্ষণে দেশের আতি ভীষণ অবস্থাই হয়ে উঠেছে। এ পূজার কি আর কারো আনন্দ থাকতে পারে। এ পূজার আজ বাজালীর মৃত্যুপণ করে বিলাসিতার বটা—এইটুকু মাত্র পূজার নিদর্শন আছে—বাজালী অভাবে অন্তঃসার শূন্য হলও কেঁতো হাসি হেসে বেড়াচ্ছে মাত্র। এখন বা কিছু “আপ্‌কো ওয়াতে” আপনার বিলাস, আপনার সুখ এই নিয়ে পরম্পর ধাওয়াধারী কামড়াকামড়ী করে কোন রকমে বেঁচে আছে সব। পরকে ভাবতে ভুলে গেছি আমরা, সংকীর্ণতার মধ্যে আপনাদিগে সীমাবদ্ধ করে আমরা পুড়ে মরছি—এ অশ্রু জ্বরে ভক্তি প্রজ্জ্বা কি দেবতার আসন সম্বরে? তাই পূজার লোকের আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ দাঁড়িয়ে গেছে। হে করুণাময়ী শক্তিবরুণিণী! এ জাতটাকে এমন শক্তি দাও, যেন এই কেঁতো গোখুরার ক্রুর স্বভাব দূর করে প্রকৃত মনুষ্য লাভে সমর্থ হয়, আর সংঘ বদ্ধ হ’তে পেরে।

দেশজাত দ্রব্যে—দেশী সভ্যতার আচার ব্যবহারে আস্থা নাই—নিজ ধর্ম যে জাতির আসক্তি নাই, সে জাতি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে তার সর্বনাশই করে ফেলে। একতা নাই যাদের—তাদের সব গবেষণা আলোচনাই যে বুধা হয়ে যায়, তাহা স্বাভাবিক। এমন যখন বুধতা যে তুমি সর্বঘণ্টে সর্বজীবে বিরাজিতা, তখন

সকলই সকলকে প্রেমের চক্রেই দেখতো, আপনায় সাধারণকে কোল দিতে জানতো; তখনই তোমার প্রকৃত পূজা হতো। আজ সেই সনাতন ধর্ম হারিয়ে সর্বনাশ হয়েছে। যা—আমাদিগকে আবার সেই সনাতন ধর্মে আহ্বান কর, তা হলেই আমরা আবার শক্তিমান হয়ে উঠে প্রকৃত শক্তির পূজা করতে শিখবো। মঙ্গলময়ী—তোমার আগমনে দেশের মঙ্গল হোক, মতি-গতি পরিবর্তিত হউক, সমগ্রজাতির এখন এই একমাত্র প্রার্থনা।

## আমাদের

অবকাশ প্রার্থনা—চিরন্তন প্রধাহুসারে আমরা এই সংখ্যার সহিত তিন সপ্তাহের অবকাশ প্রার্থনা করছি—এবার ২৭শে সেপ্টেম্বর পূজা—সুতরাং এই সেপ্টেম্বর মাসেই অবকাশ প্রার্থনা করলাম। কিন্তু পূজার পূর্বেই অক্টোবরের “কাজের লোক” পাঠিয়ে দিয়ে যাব। আশাকরি, পাঠকপাঠিকা গণ আমাদের সন্তুষ্টি পুষ্টপোষকগণ যেন মহামায়ার পূজার আনন্দ উপভোগ করে সুখী হইয়ন। আবার ৩১শে নবেম্বর বিজয়ী সাদর সম্ভাবণ এবং আশীর্বাদ গ্রহণের অন্ত “কাজের লোক” গ্রাহকগণের দ্বারে উপস্থিত হবে।

“কাজের লোক”

কাণ্ডাধ্যক্ষ।

### বালান্ধা

দুইশত যৌগ ও চির কল্পনাশ্রমকে  
সুন্দর ও গারোপ্য পরিবার  
পক্ষে “বালান্ধা” ই একমাত্র  
সম্পাদ ও চিহ্নিত ও মঙ্গল।  
সম্পাদিত ও চিহ্নিত ও মঙ্গল  
প্রাপ্তিমান  
সম্পাদনা দিক কোম্পানী প্রদান।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ফুলিবেন না।

**“কাজেরলোকের” প্রতিযোগিতা।**

হস্তী পুরস্কার:—প্রত্যেকটিতে সম্পূর্ণ এক খণ্ড কবিতা “কাজের লোক”।

**জারমলোন**

জ্বরের যম।

সর্বত্রই পাওয়া যায়।

Remember

Keating's Insect Powder Only  
can kill Bugs and Insects, quite  
harmless to man or animal. Pre-  
pared in London. Price As. six  
only.

Sold by all Druggists.

**বামো**

দি আইডিয়াল পেন কিলার  
সকলপ্রকার বেদনার অব্যর্থ

( হানাতরে বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেখুন )

Lotus Tooth Powder contains one  
of the highly oxidising chemicals  
It is a powerful antiseptic.

Send all enquiries to

THE LOTUS MANUFACTURING Co.,

4. Roy Bahadur Road.

BEHALA P. O., CALCUTTA.

**কেমন করিয়া পাইবেন ?**

প্রতিমাসে একটা করিয়া প্রতিযোগিতা  
প্রকাশিত হইবে। অনুগ্রহ করিয়া নিয়মিত  
ভাবে এ পাতাটি পড়িতে ভুলিবেন না। এই  
সকল বিজ্ঞাপনের দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট ও আবশ্য-  
কীয়। আপনি কেবল ওটা কারণ দেখাইবেন  
যে, কেন আপনি এ সকল বিজ্ঞাপিত দ্রব্য  
ব্যবহার করেন বা করিবেন? আপনি যত  
ইচ্ছা বেশী কারণও দেখাইতে পারেন।  
সকল উত্তরই পরমাসের ২০শে তারিখের  
ভিতর “কাজের লোক” আফিসে পৌছান  
চাই। সঙ্গত ও উৎকৃষ্ট কারণগুলির  
লেখকগণ উপরোক্ত পুরস্কার পাইবার  
অধিকারী হইবেন। “কাজের লোক”  
সম্পাদকের সীমাংসা চূড়ান্ত বলিয়া গ্রাহ্য  
হইবে।

**স্পিরিট বর্জিত খাঁটী**

স্বদেশী আতর।

অটো ডি-রোজ নং এ, ১

এক কোঁটা কবালে দিলে দশ বিক মলা হুগকে  
আবোধিত করিবে ও সেই হুগকে কবালে ১০১৫ মিলস  
থাকিবে। মহা পুজারপুর্বে এক শিশি ক্রয় করণ।  
ইহা হুগ ও হারী গন্ধ। যেন টাটকা গোলাপের  
গন্ধ। প্রতি শিশি ডি: পি: সম্বতে ২৪০ টাকা।

এস, পাল এণ্ড কোং

৪নং হুগপটোলস্ট্রীট, ধর্মতলা কলিকাতা।

হাকিম মসিহুর রহমান সাহেবের কৃত

কেশ তৈলের সত্রাট মহাসুগন্ধি

হাকিমী কেশ তৈল

বেগম বাহার।

জুগে গন্ধে অতুলনীর শিরোরোগে অস্থি-  
ভীর পরীক্ষা প্রার্থনীর। মূল্য ১৮ টাকা সর্বত্র  
পাইবেন।

সর্বপ্রকার দৌর্জলা বিশেষতঃ খাত্তৌর্জলা,  
স্বায়বিক দৌর্জলা ও পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য  
একমাত্র হাকিমী মহৌষধ।

**মোমসেক বটীকা**

ব্যবহার করিয়া দ্রুত হউন। মূল্য ১৮ সর্বত্র  
পাইবেন।

হাকিম মসিহুর রহমান

ইটনানী মেডিকেল হল

২০ নং লোহার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

টেলি,—বেগমবাহার, কলিকাতা।

**বামো**

দি আইডিয়াল পেন কিলার।

সকলপ্রকার বেদনার অব্যর্থ।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত  
প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের চার্ক প্রতিবার ৩  
অগ্রিম দেয়। অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন  
বিভাগ “কাজের লোক” এ ঠিকানার পত্র  
লিখিলেই জানান যাইবে।

**TO LET.**

বিজ্ঞাপন দোখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন।

## সাহিত্য-সংবাদ ও সমালোচনা।

“ওপারে”—জনৈক যাত্রী কর্তৃক বিবৃত এবং  
শ্রী—কর্তৃক লিখিত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হলের ৫৫নং, অপার চিংপুর রোড—কলিকাতার মুদ্রিত ও প্রাপ্তব্য মূল্য ৮০ আনা। আলোচ্য পুস্তক খানি আধ্যাত্মিক পুস্তকের মধ্যে গণ্য। লেখক তাঁর ভূমিকার লিখছেন, কোন “সুতর পল্লী-গ্রামে এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত হয়, তিনি “পরলোক যাত্রী”—বলে নিজের পরিচয় দেন। কিছু ঘনিষ্ঠতা হবার পর তিনি আমার নিকট তাঁর পরলোক যাত্রার কথা বর্ণন কর্তে লাগলেন। তিনি কি প্রকার অন্ধ অজ্ঞান অবস্থায় নিজের পরীক্ষকে উইলোকে ফেলে রেখে লোকান্তর হতে ঘুরে এসেছিলেন, সমস্তই বর্ণন কলেন।’ গ্রন্থের বর্ণনা সুন্দর—ভাষা বেশ—পড়তে আরম্ভ করে ছাড়া বার নাট। “ও পারে” পড়লে সত্য বা কল্পনার কথা নিয়ে বিশেষ: কিছু আসে যায় না—কিন্তু মনে বেশ একটা সংসার বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ভাব একে দিতে পারে। “ও পারে” পড়ে ভূমি লাভ কতে পারা যায়। পুস্তক খানির ছাপা, কাগজ, ভাষা, আকার সবই ভাল হয়েছে। ১৯২ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ।

আচার তত্ত্ব—(১ম খণ্ড) শ্রীযুক্ত  
রাজা শশী শেখরেশ্বর রায় বাহাদুর

লিখিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কান্দীধাম ব্রাহ্মসমাজ  
সভার আত্মকূল্যে “ত্রিশূল ব্রাহ্মসমাজে শ্রী শ্রী  
১ম খণ্ড কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ৮০  
আনা মাত্র। রাজা বাহাদুরের যত গুণি  
বই আমরা পড়েছি, তাতে তাঁর অসা-  
ধারণ গবেষণা এবং কৃতিত্ব দেশে যুগ্ম হয়ে-  
ছিল। আলোচ্য পুস্তক খানিতে সেইরূপ  
চিন্তা নীলতা এবং কৃতিত্বের পরিচয়ের অপ্রতুল  
দেখলাম না। এ দেশের প্রাচীন রীতিগত  
প্রাত্যহিক আচার ব্যবহারের সঙ্গে ইয়ো-  
পীয়ানদের ঐরূপ আচার ব্যবহারের ও ব্যয়ের  
তুলনা করে বেশ চোকে আনুল দিই যে দেখান  
হয়েছে যে, তাদের আচার-ব্যবহারের অগ্রকরণ  
কর্তে যেয়ে এ দেশের কি মিতব্যয়ের হিসাবে  
আর কি স্বাস্থ্যের হিসাবে কতদূর সর্বনাশ  
হ’তে পারে আর হচ্ছে। আচারতত্ত্ব দ্বিতীয়  
খণ্ড প্রকাশিত হবে। এই পুস্তক খানি হিন্দু  
সম্প্রদায়ের না পড়লেই নয়, আমরা সকলকেই  
পড়তে অগ্ররোধ করছি। হিসাব পত্র করে  
যে রকম ভাবে দেখান হয়েছে, তাতে শুধু হিন্দু  
কেন, অজ্ঞ ধর্মাবলম্বী বারা দেশীয় আচার  
ব্যবহারকে একেবারেই নাকচ কর্তে উত্তর,  
তাঁরাও এতে দেখতে পাবেন যে সাহেবী  
অগ্রকরণে দেশের আচার ব্যবহারের মূল  
হুঁচকাত করায় কত বড় অজ্ঞার হচ্ছে।  
আমরা দ্বিতীয় খণ্ড পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হ’য়ে  
রইলুম।

## আমাদের ক্রটি স্বীকার।

অনেকগুলি পুস্তক পুস্তিকা শাসিক আমরা  
পেয়ে ধন্যবাদ আপন ও প্রাপ্তি স্বীকার করি,  
মান্যতাব বশত: সে গুলির সমালোচনা কতে  
বিলম্ব হয়ে পড়েছে। ক্রমে ক্রমে বাকি  
পুস্তকগুলির সমালোচনা বাহ্যিক হবে।  
বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

## ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং জীর্ণ শরীর

পূর্ণগঠন কর্তে “গোকেন্দ্র হেলথ রেটোরিক”  
খুবই ভাল ও যুগ্ম, এটা সালসা নয় একটা  
বহু পরীক্ষিত রসায়ন—মূল্য বড় ১ শিলি  
২৫০ টাকা। ব্যবহার করে যুব-বন এর গুণের  
ফুলনীর দামটা কিছুই নয়। সব বড় ডাক্তার  
খানার এবং “কাজের লোক” বুক এও  
ট্রেননারী ডিপার্টমেন্টেও পেতে পারেন।  
ব্যবহারের এই সময়।

## সনাতন (পাক্ষিক পত্র)

মাগে দুই বার বাহির হইতেছে।

সম্পাদক—শ্রীগিরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২০ মাত্র।

আফিস—৬০১ বিমলজা লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

## কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২০১ মেছুরাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীনারায়ণসদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

## সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (ঘুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থূল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
বাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

### নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাস্ট্রেট কাজের লোকের মূল্য ২৯। এবং মাত্র ৯। অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি “কাজের লোক” হাতে পাঠাবেন। মফঃসলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাওল পত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Boots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries,  
China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographic and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,  
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £2.10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1841),

25, Abchurch Lane, London.

### যদি দেশে উন্নতি চান,

তাহলে সর্বপ্রথমে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করুন।

কিসে সে সমস্ত উন্নতি লাভ করা যায়, তা' যদি সহজে ও সুলভে শিখতে চান, তাহলে আজ

### স্বাস্থ্য-সমাচার

নামক মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য পত্র লিখুন। গত বৈশাখে একাদশ বর্ষে পত্র  
ক'রেছে। মাতৃ-মঙ্গল, শিশু-চর্যা, ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি, দৈনিক ও মানসিক  
ব্যাধি ও তাহার ববিধ উপায়ে প্রতিকার, পল্লী স্বাস্থ্য প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে  
আলোচনা, বিশদ ও সরলভাবে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, সঙ্কর্ষ, সমালোচনা আকারে নানা  
বিভূষিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। এক্ষণ একখানি পত্রিকা প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে কবচের  
সমতুল রক্ষা করা উচিত। বার্ষিক মূল্য সম্রাট—১ মাত্র, অগ্রিম দেয়।

কার্দ্দাধক্ষ - “স্বাস্থ্য-সমাচার”,

৪৫ নং আমহাট্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

### “স্বপ্নকারের কার্য্য”

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কারিগর ও গৃহস্থ উভয়েরই এ পুস্তক পাঠ করা উচিত। এষ্ট পুস্তক পাঠ করিলে গৃহস্থ  
কোনরূপ ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালায় এক্ষণ পুস্তক আর নাই।  
মূল্য ১০ চারি আনা।

মহামিলন মন্দির,

ভদ্রকালি উত্তরপাড়া,

পোঃ কোতরাং, জেলা হুগলী

## সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলার স্ট্রীট - কলিকাতা।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের ত্রাস্ত্র।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে অমৃতের স্থায় উপকার করে। প্লীহা ও যকৃত রোগ অমৃতাদি বটিকার শক্তি অতীত অদ্বিত।

১ কোটা ১ টাকা ৩ কোটা ২০০

১২ কোটা ১০০

### মকরধ্বজ।

আমাদের প্রস্তুত করণদ্রব্য বড়গুণ বলি কারিত মকরধ্বজ সকল বোগেই ব্যবহার্য।

ইনস্টিটিউট বোগ ইহা চরমশক্তি স্থায় কার্য করে

১ সপ্তাহ ১০ ১ ভরি ২৪ টাকা।

### জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাগ পকতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে।

১ শিশি ১০ ৩ শিশি ২০ ৬ শিশি ৫০

১২ শিশি ৯০ এক গ্রোস ১-৮০ টাকা।

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

### সুরবল্লী কষায়ই

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের ধান্ডায় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উপস্থিত হইয়া কাস্তি পুষ্টি ও লাভণ্য বৃদ্ধি করে। এই সালসা সকল প্রভুতেই সেবন করা যাইতে পারে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাগরও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১০ ৩ শিশি ৩০ ১২ শিশি ১৫০

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যাতিক বেদনানাশক মালিস

যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২০ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্য কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর-গলসী, জেলা বর্ধমান।



## শ্রী কলিকাতার স্থানীয় আশ্রম কলপ্রদ ২২ী মাহুণী।

৭ ডা গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহুদিনের  
৩ বছর লোকের আনিত ও পরিকল্পিত। একটি  
শেতের ব্যামোর। অপরটি বাতের। ধারণ  
সায়েই নূতন পুরোণো সব রকম খেতের  
ব্যামো এবং বাত সায়েই এমন কি বাতে  
পছ হলেও এই মাহুণী ধারণে নির্দোষ ভাল  
হইবেন। প্রতি মাহুণী ১০ ডা: মা: ৪টা  
পর্যন্ত ১০।

একশীরা কুরুণ্ড প্রভৃতি কোষরুদ্ধি  
এবং বাগী, কুঁচকী, গোদ, গরগুণ্ড, বহু  
দিনের স্থায়ী আব, বিবাক্ত বড় বড় ফোড়াদি  
যদি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণায়, এবং কোন  
রকম খা ঘো না করে নির্দোষ ভাল করে  
চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত  
পাহাড়ী গাছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত  
তরল সার ব্যবহার করুন। মনুষ্যজন্ম মত  
উপকার পাইবেন খাবার ওষুধ নয়। কেবল  
লাগাইতে হয়। দাম প্রতি শিশি ২ ছাঁটাকা  
ডা: মা: ১০। ডাক্তার এ সি বিশ্বাস,  
হড়া, ব্রাহ্মপাড়া, পো: হুগলী।



## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অন্যটি ভাবিতে হইবে, যে বিপুল ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য সফল  
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিপুল টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ  
প্রস্তুতকারক বোথারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা  
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম,  
ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম;  
নিহাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল,  
এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ  
আমাদের ঔষধের বিপুলতাব জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন  
মূলতঃ পরমা বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচে না—এইটাই ভাণ।

আমাদের মাল্যবিস্তার ১০: ১—২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ১০। দ্বিবার কমে আমর  
পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এও কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিট্টেস,

৩০ নং হ্যারিশন রোড, কলকাতা ১ টি ঘাটন, ফ্রাক:—৪৫ নং ভেরেলমিট্রি টি, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

## MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United  
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other  
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

## EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign  
Markets supplied;

## STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate  
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,  
or Trade Cards of

## DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which  
they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with  
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4  
ENGLAND.

Business established in 1814.

## Success Comes Easy

after reading our two volumes of  
'Businessman, 1914—1915.

They start you right and con-  
tains inside informations that is  
most valuable. They speak right to  
the point about the many necessary  
things you need to know and put  
you on the proper need to a real  
humming success. Sent prepaid  
for Rs. 2/8 for Two Big Volumes.  
Only for Bengali gentlemen, if  
you are not satisfied after reading—  
return the books after a week, your  
money will be refunded at once.

Manager

"Businessman"

2, Rjendra Dutta Lane,  
Bowbazar, Calcutta.

## দশু চিকিৎসার পুস্তক

## গৃহ-সংগ্রহ

৩০ আনার ডাক চিকিটে পাঠাই।

শ্রীনানিলাল রায়,

৪ নং উইলিয়মস লেন, কলিকাতা।

## সুরমা ও সুরেশ ।

সুরেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না । আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুরেশী হইতে পারে না । সুরমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্জনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোগ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমাস্তা ১০০ ।

কবিরাজ ত্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা ।

## গ্রামোফোন ও হারমোনিয়ম বিক্রেতা,

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা ।

ফোন নং ৫১৭৫ ।

আমাদের চমৎকার হারমোনিয়ম উৎকৃষ্ট সীজন করা কাঠের প্রস্তুত—সুন্দর অতিভক্ত ব্যক্তিবর্গের সুর বাঁশ । এই বিশেষ কথাটা স্মরণ রাখিবেন । আমাদের হারমোনিয়মের জন্য দুই বৎসরের গ্যারান্টি দেওয়া হয় । আমরা এইবার জার্মানীর পিন আনাইয়াছি, ইহা মূল্যে সস্তা ও ইংলিশ পিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ১ বাক্স মূল্য—১০ আনা ও এক ১০০০ মূল্য ২১০, আমাদের নিকট কুকুর মার্কি গ্রামোফোন পিন পাইবেন—১ বাক্স মূল্য ১ ; ১০০০—৫ টাকা । এইবার অনেক ভাল ভাল থিয়াটারের পালা বাহির হইয়াছে । ১। ঝকমারী ৭ খানি রেকর্ড সমেত—২৪১০, ২। মহিনাবিকাশ ৮ খানি রেকর্ড মূল্য ২৮, ও কৃষ্ণের দন ১০ খানি মূল্য ৩৫ । তালিকার অন্য পত্র লিখুন ।

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা ।

# টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্ৰা ! কাজের লোক

হিসেব করে তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক ঘোড়ার হাড়ের ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্ধের ও দোস্তের অপব্যবহার নিবারণার্থ দ্রুত ঔষধটাই খেয়ে  
গাউরে কিনেন। এতে শরীর শান্ত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামধা যা' তা' কেনার পরচণ বাচে। এই বাজারে সস্তা অনুদে কিছু  
বাকি কি ? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আণোগ্য করুতে হলে দানী মগলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে  
পারে কেমন কোরে ? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা দীরা করেন তাঁরাই কাছের লোক, তাঁরা ঠকেন ন  
নকপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সন্মত মত হচ্ছে যে



১কং অ মচৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষ এই—(১) প্রাতি  
দায়ক কল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সস্তা হে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে  
বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩০, মাঝারী ২০, ছোট ১০।

আর, লগিন এও কোং—যানুক্যাক্চারিং কেমিষ্ট।

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## আপনার দেহটা

ঔষধ পরীক্ষার একটি কারখানা করে তোলা উচিত নয়—তাতে ঘোর অনিষ্ট হবে। প্রত্যেক রোগের  
যথাযোগ্য ঔষধ আছে—ডিসপেন্সিয়া যাকে বলে অজীর্ণ রোগ—তাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল, শূলবেদনা, স্নায়বিক  
দুর্বলতা মাথাঘোরা এবং শিরশূল, শিরোবেদনা, বায়ু জনিত পাকস্থলীতে নানাপ্রকারের বেদনা হয়, পেট ফাঁপা  
তজ্জনিত নানাপ্রকার নিদ্রাক্ষণ কষ্ট হয়, এ সকল গুলিরই মূল হচ্ছে অজীর্ণতা। একটি ঔষধে তা সারবে, সেটা  
সঙ্গে সর্বজন পরিচিত বহু পরীক্ষিত—

## “বামো”

দি আইডিয়েল পেন কিলার।

বহু অগ্নি পরীক্ষাই এই “বামোর” হয়ে গেছে। শেষ পরীক্ষা আপনিও করবেন। আজই এক শিশি পাঠাতে  
লিখুন। মূল্য ১০ আনা মাত্র, ভিঃ পি আলাদা লাগিবে।

দি আইডিয়াল কেমিল্যাল ওয়ার্কস

রাণাবাট, বেঙ্গল।



আসন্ন আরও সকল মহিলাই কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন

কারণ—ইহাতে কেশ দৃষ্টিত, কোমল ও সূক্ষ্ম হয়। মুখ চুল কখনো হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিঙ্গন বা চাকরোপ আরম্ভ হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার চাক পড়িলে, অকস্মিক চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব ভুল ফল দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রকৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমগ্ন সুগন্ধে চিত্তের অস্থিরতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পায়দ-নিব সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন তবে আমাদের লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পায়দ-বিকৃতিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রশক্তির স্থায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২, দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডুল ৫০ তের আনা।

কবিরাজ নপেচন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮/১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের  
ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে

মস। মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মৃত্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগ্নে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন টিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

হোনিফিল্ড স্ট্রীট, কলিকাতা।

51  
4/5

নতুন মূল্য

# THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য

২৫০



Edited by S. P. Chatterjee.

Office—8, Rajendra Dut's Lane, Bowbazar Calcutta.


23.11.22

১৬শ বর্ষ,  
১০ম সংখ্যা।

New Series.  
October, 1922,

মৃত্যু সংস্করণ।  
অক্টোবর, ১৯২২।

Vol. XV  
No 10.



## শানমেটো।

### SANMETTO.

দ্রুত পুরুষ ও বালক কালিকাগণের মূত্র এবং জননবস্তুর যাবতীয় পীড়া নিবারণক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ভুক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রবস্তুর (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার বক্ত নিম্নিত প্রস্তাব বা অনাবিধ প্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মুখে প্রায়বিক যান্ত্রিক বা মেহশক্তি যে কোন পীড়ার ভুক্তান বাচ্চক দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন বস্তুর বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আকিং আর কোন নেসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেই নির্ভয়ে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক লিঙ্গের সহিত বাক্যপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/০ সকল ডাক্তারগণের পরামর্শে বায়। আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রত্যাশিতকারক।

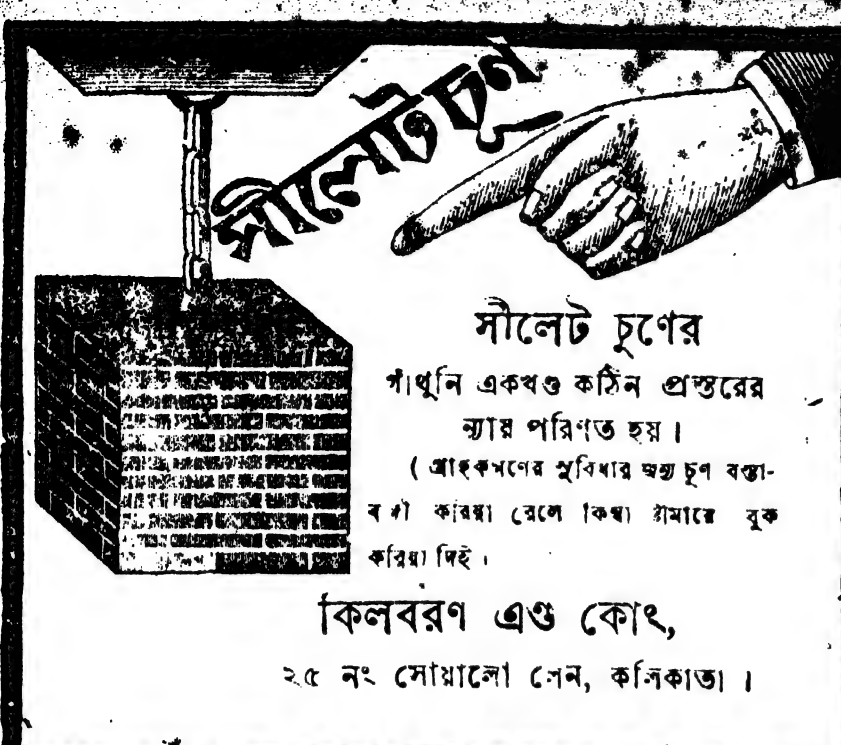
আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।

ইন্ডিয়ান চেম কোং, ১২ এবং ১১ ব্যাংক স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

INDIAN CHEM CO., 12 and 11 Bank Street, New York U. S. A.



কলিকাতা সেন, কলিকাতা



**সীলট চূণ**

সীলট চূণের  
পাথুরি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
দ্বারা পরিণত হয়।  
(আহুসনের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-  
বদ্ধ করা হয়। যেনে কিসা গম্বায়ে বুক  
করিয়া দিই।

কিলবরণ এও কোং,  
২৫ নং সোয়ালো সেন, কলিকাতা।

## ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ

ভারতের সমস্ত ইনডাস্ট্রিয়াল একত্রিত  
করা ও রোগ্যপনক প্রাণ।

বাটলিওয়ালার বালিহুত, হুসল, শিঙা  
জনা

বাটলিওয়ালার অক্সিজেনারাম, সর্বপ্রকার  
শিরশীড়া আঘাতজনিত  
যন্ত্রণা জনা

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হৃৎকম্পের জন্য

বাটলিওয়ালার (কলেস্ট্রল) কলেস্ট্রল এবং  
রক্তাশ্রয় জনা

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেনেস্ট  
প্রত্যেক বোতল (১ ড্রাম করিয়া)

ভারতের সমস্ত পাওয়া যায়।

মূল্য জ্ঞানবার জন্য লিখুন।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwala Sons & Co., Ltd.  
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay

# শ্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

হৃৎকম্পের দ্বারা বাধক, অতিরিক্ত, এবং যেতপ্রদ, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমস্ত  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ হৃৎকম্পের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীসেহের সমস্ত দুর্বলতার উপশম বিদ্রিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকাব্যতা দেখিয়া প্রণয়কগণ জ্ঞান করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য অতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সার্লে হাণ্ডিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যাগাজিন  
মহোদয়।

# জার্মানী

মহোদয়।  
মহোদয়।

জ্বরে বিষজ্বরে সেবন করা চলে।

## একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নূতন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রদ

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা। গ্রোস ৫০ ডাক ও রেল মাসুল স্বতন্ত্র  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড,

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

R Gavin & Co., Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messers. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C. ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C. ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী গবেষণা সংক্রান্ত পুস্তক,  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা জরুরী প্রণালীতে। মূল্য ১. ত্রি পি স্বতন্ত্র।

ম্যাগাজিন, “কাজের লোক,”

২ নং বাজেন্স হলের সেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

বদি ঘরে বসিরা ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ  
পাইতে চান—তবে আমাদের সঙ্গে  
পত্র বাণিজ্য করুন।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর ব্যাণ্ডব্রুজ হাত-  
ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, কাগজ  
কলম—ঔষধ পত্র—ছবি, বই, খেলনা  
ফেলোদের জন্য উড়ো জাহাজ চলন্ত ইমলক,  
এক্সিন, বৈজ্ঞানিক ছোট কলকারখানা ইত্যাদি  
ও অসংখ্য অনেক জিনিষ গ্রাহকের পছন্দমত  
ডাকে সরবরাহ করে থাকি। কারখানার  
কমিশন মাত্র পাইয়া—ঠিক কলিকাতার দরে—  
কোন কোন জিনিষ আরও সস্তায় দিতেছি।  
অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে  
একবার পরখ করে দেখুন—খুসী হন কি না।  
ঠিকবার ভর নেই। যে কেহ এ সমস্যার  
সদস্য হতে পারেন। “গৃহস্থ সমবার”

শ্রীমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম, আর,  
এ, এন্স।

ট্রিগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
১৪ নং বুন্সালি চাটজীর স্ট্রীট, টালা, কলিকাতা

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩/৮ শ্রেণী ১।০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is replete with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”  
*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture  
*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.  
*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”  
*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুশিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।”  
বশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। আমরা সর্বাস্থঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।”  
সমর।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৎসরোনাতি আনন্দিত হইরাছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বেকরপ রসগত, সেইরূপই উপযোগী!”  
বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কাব্যিকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ আয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নৌহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা “কাজের লোক” পাঠে সন্তুষ্ট হইরাছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাদিত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ মাত্রেরই পাঠ করা বর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাসের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অজ্ঞবিত্ত, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু। \* \* \*  
জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর যারা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচর প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।  
বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বহুমতী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ত্রুণ্যসী প্রণয়না করিয়াছেন, চুঃখের বিষয়, স্থানান্তরবশতঃ সকলগুলি দিতে পারি মিনা।

কায়ের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

**শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,**

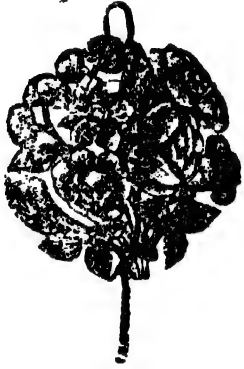
১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

**এলোপ্যাথিক বিভাগ ।**

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস ও অস্ত্রাদি, মুগন্ধিভাব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব মূল্যমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারাদেশারিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

**হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।**

(অশ্রয়ন নহে) বিস্তৃত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও /১০। কলেবা ও গুহ-চিকিৎসার বাস ঔষধ কোটা ফেলা বস ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুপার স্লোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্যে। মফঃস্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



**ঘোষ এণ্ড সন্স,**

**জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,**

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড্‌ শিনি সোনার প্রস্তুত চিকুণী, চেন, পাশী ও ইছদী মাগড়ী, কানকুল, নাককুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বধা “বন্দে মাতরম” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

**ছাপার কাজ ।**

সকল প্রকার ছাপার কাজ মূল্যে

তৎপর করিয়া থাকি।

ম্যানেজার কায়ের লোক।

**আগ্নি**

৪০ বৎসর চাউল ও ধানাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র মূল্যে

অল্পাধায়ে শীঘ্র সরবরাহ করি—পত্র লিখুন।

শ্রীফেলারাম মণ্ডল,

গলদী পোঃ বর্দ্ধমান।

# কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

ইংরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেয়ে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরূপে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর কাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাজীরা পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আশীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২ টাকা ভি: পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাকান, পরিষ্কার পক্ষে বিলাতে প্রকাশিত। বুকের ভিত্তি মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand and Pounds Rs. 2/1/-

How to mend and how to make (secondhand Book)

Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

## বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কলি সন্নিবেশিত অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একই সামান্য পরিচয়, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফ্লিসক্যাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১০/- আনা। ভি: পি স্বতন্ত্র।

## ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২/-, বুকের ভিত্তি মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কল্যাণী নাই যে, সর্বদাই এই কাধ্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা আসা-যার নাই, তেমন পুস্তকও হস্তায় করিলে সমস্ত

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

২ নং রাজেন্দ্র চন্দ্রের সেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

## প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্কু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়ারি, যখন চক্কুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্কুরকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্কুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্কু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক বস্তু আনাইয়াছি। চক্কুর বিবরণ আগাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জ্ঞান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-কর্ষিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থাসমত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই দে, মল্লিক এণ্ড কোং, ২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## "ক্রীতীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা।"

হুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয়।

যেরূপে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—১৮/- আনা মাত্র মূল্য।

ম্যানেজার "নতদল"

১৪ নং বনমালী চ্যাটার্জির ষ্ট্রীট, ঢালা, কলিকাতা।



# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক  
সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

BENGAL LITERARY  
TRUST  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

১৬শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XVI.

১০ম সংখ্যা।

\*  
OCTOBER, 1922. অক্টোবর ১৯২২।

No. 10.

### ভুল-ভাঙ্গা।

(গল্প)

লেখক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)।

“নেলী, কি বলছ তুমি, আমি বৃদ্ধ  
পাচ্ছি।”

“আমি পোষাক নষ্ট করে ফেলেছি।”

“কি পোষাক? কি পোষাক নষ্ট  
করেছ তুমি?”

“বার্খার” পোষাক। তার—তার—  
বিয়ের পোষাক।

নষ্ট করে ফেলেছ? কেমন করে?”

“আমি একটা ভুল জায়গায় কেটে  
ফেলেছি।”

“কিন্তু” হেসে উঠলো। “বার্খাক তবুও

বাঁচা গেল, আমি ভাবছিলাম—কিনা  
আমি ঘটেছে। এই কথা নিয়ে তুমি  
কান্নাছো? হি! তুমি একটা বোকা মেয়ে  
না কি? যেখানটার কেটেছ সেলাই হবে  
দাঁড়, সব ঠিক হয়ে যাবে।”

“সে আমি করে উঠতে পারবো না  
মোটাই। নেলীর আবার কান্না চেপে  
আসলো। “কিন্তু” শান্তনাব স্বরে আবার  
জিজ্ঞেস করলে—“আচ্ছা, বেশী কাটোন  
তো?”

“হাঁ, খুব বেশীই কেটেছে” বলে  
নেলী তার ডব্‌ডবে চোক ঢুঁটি দিয়ে  
“জনের” মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে  
চোরে রইলো।

“শোন নেলী, কোন উপায়েই কি তুমি  
এটাকে জুড়ে দিতে পার না?” বলে “কিন্তু”  
নেলীর উত্তরের প্রতীকার চেয়ে রইল।

নেলী বাড়ি নেড়ে শুধু জানালে—“তা  
পারবো।”

“বার্খাকে জিজ্ঞেস করো।”

“না, সে আমি পারবো না।”

“আচ্ছা ওটার উপরে কিছু একটা দিয়ে  
জুড়ে দিতে পার না কি?”

নেলী এসব কথা শুনে সন্দেহ জানিয়ে  
দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাপড় ধানির কঠিত  
আলো টুকু খাব চোকের সামনে তুলে ধরলে।

“কি আশ্চর্য্য! দেখলে “কিন্তু” ঠিক  
মদ্যের জায়গাটাতেই কেটেছে; ওঃ—এত  
সতর্ক হয়ে কাজ করতে গিয়েও কি কাণ্ডটাই  
না হবে ফেলেছি।”

ওটাকে সেলাই করে উপরে নীচে কাপড়  
দিয়ে জুড়ে দাঁড়। তারপর একটা সুন্দর নক্সা  
তুলে দাঁড়—তবেই আর কোন গোল থাকবে  
না।

আর কেন? • পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অক্টোবর—১

নেলীর বুকটা বেন অনেকটা হাফা হয়ে গেল। এত বড় হৃদিতার হাত থেকে “জন্” তাকে মুক্তি দিয়ে অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিল। সে এবার একটু সপ্রতিভ ভাবে “জনের” দিকে চেরে বললে—“আচ্ছা আমি এখনই গিয়ে সেটা সেরে ফেলবার চেষ্টা করছি। বোধ হয় ঠিকই হয়ে যাবে।”

“বাই একবার—মা ডাকছেন অনেক-কণ” বলিয়া নেলী গাত্রোখান করিল।

“জন্ও বাইবার জন্ত দাড়িয়ে উঠে বলো—‘বার্থা কাল সকালে এখানে আসবে’।”

“তুমিও আসবে না জন্? যখন আমি ‘বার্থা’কে দেখাব, কেমন করে তার সেই পোষাক আমি জুড়ে দিই—তখন তুমিও থাকবে কি?”

নেহাৎ অনিচ্ছায় ব্যাকুলভাবেই বেন “জন্” একটু হেসে বললে—তুমি “বার্থাকে” ভর পাচ্ছ, নেলী—নয়? কিন্তু তুমি বা ভেবেছ তা আদর্শেই নয়—‘বার্থা’ সে রকমের মেয়ে নয়। সে এক অপূর্ণ জিনিস—নেলী; তার রাগ বা বিমর্ষ হওয়া দুয়ের কথা—একটু উচু বা রুদ্ধ স্বরে কথা কইতে ও আমি শুনি। কিন্তু তবুও—তুমি যখন জেদ কচ্ছো, ‘আসবেই আমি’—“এই কথা বলে নেলীর হাত খানা ধরে খানিককণ—অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেরে রইলো—

“নেলী, আমার বড় ভাল লাগে—তুমি আমার আসতে বলো—বাও—আর কেমনা বেন।”

নেলী লজ্জার লাল হয়ে উঠলো।

জন্ উঠে সিঁড়িতে পা দিয়েছে—নেলী আবার বললে—“আমি বিপদে পড়ে কেন তোমার ডেকেছিলাম—তা ছাড়া—যখনই

কিছু হয়েছে—তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো ডাকতে অস্বস্তি হয় নি—কাজেই।”

জন্ তারি গলার বলিল—“হাঁ, সে তো সত্যিই।”

নেলী ‘জনের’ ধরা গলার আওয়ায টের পেয়েছিল—আবার বললে—“ওঃ—বহু দিনের পুরানো বন্ধুকে যে আপনার করে পাওয়া—সে যে কত বাঞ্ছনীয় জন্।

“জন্” নেলীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল—নেলী কিন্তু ধরা দিল না—একটু হেসে সরে গেল।

“জন্ও” হাসির কোন জবাব দিল না।

“ওঃ কি আশ্চর্য! সত্যি আমি কি পাগল হয়ে গেলুম নাকি?”

আবার চারি চক্ষু মিলন হয়ে গেল—

বাইবার কালে নেলী অশ্রুট অথচ দাঁপ হয়ে বলিল—“আমার অবশিষ্ট জীবন ওই একটা শুখ চাহনিকেই অবলম্বন করে কাটিয়ে দিতে পারবো জন্—আমার আর হুঃখ নেই।”

( ৬ )

নেলী সারা রাত জেগে ব্রকেডের কণ্ঠিত অংশ হাতের অপূর্ণ নৈপুণ্যে অতি সুন্দর কারুকার্যে গড়ে তুললে। সে আজ প্রাণপণে তার সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করে জনের প্রেরণার পোষাকটা শেষ করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

নিজের কাজ দেখে নিজেই বিম্বরে বলে উঠল, আমার হাতের সর্বোৎকৃষ্ট কাজ, হঠাৎ কেটে গিয়ে তো ভালই হয়েছিল দেখছি—নইলে তো কারুকার্য ফুটে উঠতো না। সে উদ্বিগ্ন ভাবে “জন্” ও বার্থার আগমন প্রতীক্ষার সময় কাটাতে লাগলো।

হঠাৎ সামনের দরজা উন্মুক্ত হলো। বার্থা নেলীর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালে

জন্ তখনও আসেনি—পশ্চাৎ নেলী বুলিল—“জন্” গিছেই আসছে। “বার্থার” মুখের ভাব দেখে নেলীর অন্তরাঙ্গা তকিরে গেল।

“তুমি আমার ‘ব্রকেডটার’ কি করেছ?” গভীর ভাবে বার্থা এই কথা বলে ব্রকেডটা দেখাবার জন্ত ঈজিত করলে।

ইতিপূর্বে নেলী তার কার্যের নিজে নিজেই প্রশংসা করছিল—বার্থার ভাব দেখে তার সে বিশ্বাসও দূর হয়ে গেল।

সে অভিভূত কণ্ঠে উত্তর দিল—“এ—একটু ভাল হয়ে গিছিল—কাঁ-কাঁচিটা অল্প জারগাতে—”

“একটু ভাল? আর কিছু নয়? কি কৈফিয়ৎ দিচ্ছ তার তুমি?”

“আমি বুঝতে পারি নি—কেমন করে এটা হয়ে গেছিল। কিন্তু আমি সেটাকে জরি বলিয়ে সেলাই করে একেবারে বেহালুম করে দিইছি। বোধ হয় এখন খুবই সুন্দর হয়েছে দেখতে—”

বার্থা ক্রোধভরে কাপড় খানা একটান মেরে নেলীর হাত থেকে নিয়ে গেল।

“বাঃ কি সুন্দরই করেছে! আমার বলছে—বোধ হয় এখন খুবই সুন্দর হয়েছে দেখতে—ছি! ছি! ব্রকেডের ওপর আমার হুচের নক্সা একদম নষ্ট করে দিয়েছে।

তুমি নিশ্চরই এটা ইচ্ছা করে করেছ। হিংসার মরে আমার জন্ করবার উদ্দেশ্যে।

( ৭ )

সে পোষাকটা হুচ্রে নেলীর মুখের কাছে ক্রোধ ভরে নিয়ে এসে—অকথ্য ভাবে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে দিলে। নেলীর মুখ খানি লজ্জার ভরে একেবারে ছাইয়ের মত ক্যাকাশে হয়ে গেল।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, ডঃপন্ন লউন।

“তুমি সত্যতাই করে আমাকে জব্ব করছ। তুমি অন্যকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে—তাই না পেরে এ ভাবে আমার অনিষ্ট করছ। কি তুলই না করেছিলাম আমি, তখন—তোমার কাছে পোষাকটা না দিলেই কোন গোল থাকতো না। সত্যি কথা বলতে কি—তখন আমার একটু আশঙ্কাও হয়েছিল যে, তুমি এ রকমের কিছু একটা কাণ্ড বাধাবে নিশ্চয়ই।”

নেলী অসাড় অড়পিণ্ডের মত নীরব, নিম্পন্দ; তার কথা করবার শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

অনু গিহনে ঝাড়িয়ে এতক্ষণ কিছু বলে নি—এখন বার্ষার হাত থেকে ব্রেকডটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে—“বার্ষা, তুমি কি যে বলছো তার কিছুই ঠিক নেই।”

সুপিতা কনিষ্ঠের মত গর্জন করিয়া “বার্ষা” বলিল—“এ বিষয়ে তুমি তার পক্ষ হয়ে কোন কথা বলো না। ইচ্ছা করে সে এমন জঘন্য কাজ করেছে—নিশ্চয় বলছি—তোমাকে আমি ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি কিনা, তাই ওর হিংসে।”

“ছি! বার্ষা।”

“আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। সে আমার পোষাক নষ্ট করেছে। আমার সমস্ত জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দিতে বল। সে চোর—চোরেরও হীন। তাকে ওসব জিনিষ আর স্পর্শ করতেও দিও না—“অনু” সব তুমি কুড়িয়ে নিয়ে এসো।”

“বার্ষা” এত বড় আদেশ সবেও “অনু” নড়িল না—নেলীর বিবাহক্লিষ্ট মুখ বানির দিকে চেয়ে রইল।

“ও—হো, বুঝছি, তাইতো; ওর সুখের দিকে তুমি অগ্নি করে চেয়ে আছ কেন? তুমি ওর পক্ষ সমর্থন করছ?—

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাঁইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন।

আজ্ঞা ভবে তাই হউক—থাক তুমি তোমার বর্জিনীকে নিয়ে। আমি চল্লুম। সে তোমার পাবার জন্তে কতই না কৌশল করেছিল—না—তাকেই নাও” “ক্রোধে কুলতে কুলতে বার্ষা এত জলো কথা একনিঃশ্বাসে বলে ফেলে ঝড়ের মত বর থেকে চলে গেল।

‘বার্ষা’ চলে যেতেই বেন জন একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বেচে গেল। ও; কি তুলই না করতে বসেছিল সে, এতদিন সে “বার্ষার” বাইরেরকার জিনিষ-টাই দেখেছিল—আজ ভিতর দেখিয়া লিহরিয়া উঠলো। পরমেশ্বর তাকে—মন্ত তুল—মন্ত রকমের একটা অস্ত্রায়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

অনেকক্ষণ পরে নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করে “অনু” বললে “নেলী—আমি তোমার আর পাব কি? বল সত্যি করে আমার কথা করবে কিনা? আমার আবার মন খুলে গ্রহণ করবে কিনা?” অশ্রুজলে কণ্ঠস্থর বিকৃত হয়ে উঠলো।

নেলী তার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে আনন্দ-শ্রুতে অভিভূত হয়ে উঠলো।

## ভবিতব্য।

(গল্প)

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী বি এ।

—:—:—

আজ জ্যোতিষ বাবুর মেজ মেয়ে সুবমার জন্মতিথি। তাঁহার আলোক উদ্ভাসিত সুবিস্তৃত গৃহ আনন্দের কলরবে সুঘরিত। রাজি ঠাটা; এখনও অভ্যাগত ও বাকব মণ্ডলীর অনেকে জ্যোতিষ বাবুর বৈঠক খানার গল্প শুভব করছেন। মেয়েদের অনেকেই আশীর্বাদ জানিয়ে চলে গিয়েছেন,

সুবমার বন্ধুদের হু একজন ও অভ্যাগত কয়েকজন মহিলা সুবমার ছোট বোন অমীরার সঙ্গে গল্পশুভব করছেন। পাশের ঘরে অমীরার বড়দাদা সুধীর, সুবমা আর সুধীরের বন্ধু সুবোধ—তিনজন গল্প করছেন। একথা, সেকথার পর সুধীর বলিল “অনেক কথা ত সেই থেকে হ’চ্ছে, এখন একটা গল্প হোক। সুবমা বলিল—“সুবোধ, বাবু আপনি আশী কত গল্প বলতেন, আপনি আজকাল আর আসেনও না, আর গল্পও শুনেতে পাই না, কি দোষ দেখলেন আমাদের?”

সুবোধ—“দোষের মধ্যে এক, আপনার গল্প শুনেবার বেশী আগ্রহ, এছাড়া ত আর কিছু দেখি না।”

সুবমা—“এর দণ্ডও ত হয়ে গেছে, অনেক দিন গল্প শুনান নাই।

সুধীর—“উঁহ, ওতে আর শাস্তি কি হ’ল? সুবোধ একটা নতুন গল্প বলুক, আর তুমি একটা গান শুনিবে দাও, তা হ’লে শোধ বাবে অ’খন।

সুবোধ হাঁসিয়া বলিল “এটা কি আজকের জন্ত আপোষে নিম্পত্তি না বরাবরের জন্তে কারেমি নিয়ম হ’ল?”

সুধীর—“সেটা তাই তোমরা ঠিক করে নাও।

সুবমা বলিল “বরাবরের জন্তে হ’লেও আমার আপত্তি নাই। আমি একটা গল্পের বদলে দশটা গান শুনিবে দিতে রাজি—কেমন হ’লত? এবার আপনার গল্প হ’ক।

সুবোধ—আজ যে গল্পটা বলব, সেটা নতুন না হ’লেও একটু মজার। আমার বন্ধুবান্ধব প্রায় সকলকেই এ গল্প বলেছি। শুনে হুঃখিতও হয়েছেন, হেসেছেনও। তবে

আগে একটা কথা বলে রাখি—এ গল্পের শেষ স্তম্ভে পাবে না কিছু।

সুধীর—এ—তবেত অর্ধেক নাটী।

সুবোধ—না না তাতে তেমন রসভঙ্গ হ'বে না শোন ত।—বছর চার আগে আমার একবছর পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন; সেখানে সকালে সন্ধ্যার সমুদ্রের ধারে—ধারে বেড়ান তাঁর দৈনিক পদ্ধতি ছিল। এক দিন তিনি তোরে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে অনেকটা এসে পড়েছেন, এমন সময় দেখলেন, কার্ডের মত একখানা শিশিরে জেজা লাল কাগজ বালির ভেতর গুঁজে পড়ে রয়েছে! তিনি সেটা তুলে নিয়ে দেখলেন একখানা নিমন্ত্রণের কার্ডের আধ খানাতে কতকগুলো কথা লেখা রয়েছে, স্পষ্ট বড় বড় লেখা গুলো শিশিরে ভিজ়ে চূপসে গিয়েছে। তবু তা বেশ পড়া যায়।—

সুবোধ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—“সেগুলি কি ইংকলীর গ্রীহতাকর?”

সুধীর হাসিয়া বলিল—ছি, ছি, রসভঙ্গ ক'রনা, এটা তোমার বুঝা উচিত ছিল যে তাহলে এটা একটা কাব্য হত না আর সুবোধও আমাদের ওকথা শুনার কষ্ট স্বীকার কর্ত না।—সুবোধ! on, on, ধোঁয়া না ভাট।—

সুবোধ। “হাঁ, ইংকলীর, কি ড্রাবিডি ভু নয়ই, এমন কি ইংরাজিও নয়; লেখাটা বাজলা; বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই কোন তরুণী বঙ্গবালার হস্তাকর। তাতে লেখা ছিল ছোট্ট একটা কবিতা, আর লাইন দুই চিঠির চলতি ভাষায় কথা।”

সুবোধ। “কার্ডে কাকর নাম ছিল?”

সুবোধ। নাম? মোটেই না। নাম থাকলেও নিশ্চয়ই আশা করা যেত। এই দেখুন না তার True copy আমার

কাছে আছে।” এই কথা বলে পকেট হ'তে মোটবুকটা নিয়ে তা থেকে একটুকরা কাগজ বের ক'রল।

সুবোধ বলিল—“পড়ুন দেখি।

সুবোধ। শুধু :—

“আবেগে বীণ অপেক্ষার গুণে  
তুকার নয়নে লোর।

বড় আশা ক'রে বসে আছি আমি  
এস হে দয়িত মোর।”

নীচের গজটা :—

“ইহার বাকি অর্ধেক আমার কাছে থাকিল, তখনে একত্র হলেই আমাদের বিবাহ হ'বে। ইতি “অ”—

সুধীর। “ওহো, এ যে নিছক কাব্যি হে।”

সুবোধ। বোধ হয় কোনও তরুণী একাক্ষ করে থাকবেন, ইচ্ছা একবার নিজের ভাগাটা পরীক্ষা করে দেখেন।” বাক,— তারপর ভাট, বজুটির খা দুর্দশা, সে আর কি বলব, তাঁর আহাির নিদ্রা মাথায় উঠল, এক বাতিক, সেই অনিচ্ছিত অজ্ঞাত তরুণীর সন্ধান, দিনকতক বজুদের মাক'ৎ সন্ধান নেওয়া, কয়েকটা Daily paperএর Personal columnএ বিজ্ঞাপন দেওয়া, প্রভৃতিতে মনোযোগ দিয়ে লেগে পড়লেন, কিন্তু বেচারার সব চেষ্টাই নিষ্ফল হ'ল। তার দয়িতা “অ” সুন্দরী যে অজ্ঞাত, সেই অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। তার বোনেরা পড়ত বেথুনএ, তাদের একজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল “ব্রাহ্ম পারলস”এ। তারপর বোনেরদের দিয়ে ইকুলে সন্ধান করলে, কিন্তু কল সেই একই হ'ল।—সেই সময়ে তার বিয়ের সম্বন্ধ চলছিল, কিন্তু সে বেকে বসল। এখনও বিয়ে করে নি; বেচারার স্থির বিশ্বাস যে, সে নিরাশ হ'বে না, তার আশা পূরণ হবে।

সুধীর। আচ্ছা, বেচারার কবিতা কপার পাত্রে বটে। tragedy না হলেও, ওই আধখানা কার্ডেই তার জীবনটাকে tragedyর মত করে তুলছে।—

সুবোধ এপর্যন্ত কোনও কথা বলে নি, আরও খানিক চূপ করে থেকে আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—“কি হু! তুমি ত বেচারাকে একটুও Sympathy দেখালে না? এমন একজন true lover,—

সুবোধ—“True lover”! সে কি, দেখানা হতেই?

সুধীর—“হাঁ হে হাঁ, জাননা সেই একটা সুযোগো গান আছে কি ভাল,—“তুমি তার বাণী শুনেছি”—ওর গোড়াটা আমার মনে আসছে না। দেখা না হ'লে যে Love হয় না, এমন কোনও theory নাই। তারপর সুবোধর দিকে ফিরিয়া বলিল—“হু” তুমি এত ভাবছ কি? তুমি কি এর কিছু বলতে পার নাকি?

সুবোধ—কিছু জানলেও জানতে পারি, তবে সে সব কথা আমি এখন বলছি না। সুবোধ বাবু আগে আমার গোটা কতক প্রশ্নে উত্তর দিন ত, তার পর দেখি যদি বলতে পারি।

সুবোধ। জিজ্ঞাসা করুন না?

সুবোধ। আপনার বক্তৃতা কি করেন?

সুবোধ। তাঁর M. A. Sixth year চলছে।

সুধীর। ওঃ এখনও “লিখনং পঠনং”।

সুবোধ। এখনও ত তার “উদ্দেশ্য” পূরণ হয় নি?

বা'ক, তার বাড়ী?

সুবোধ। বালিগঞ্জে, দীপেশ বাবুর মেজা ছেলে তিনি।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস-কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে তুলিবেন না।

সুধীর। বীপেশ বাবু? এলাহাবাদে বিন  
Subordinate Judge?

সুধীর। আজ, কাল তিনি আর  
এলাহাবাদে থাকেন না, সুদেহে থাকেন।

সুধীর। ও, বীপেশ বাবুর বড় ছেলে—  
তার নাম ও বিলকান্তি, নয়? তার  
সেই ভাই? নামটা কি হে?

সুধীর।—সুনীলকান্তি।

সুধীর—হাঁ হাঁ। সুনীলকান্তি;—বীপেশ  
বাবুর সঙ্গে বাবার খুব হুঁততা আছে, ওরা  
অনেকদিন এক জায়গায় ছিলেন। ওই যে  
সুনীলকান্তি, ও আগে আগে আমাদের  
রূপে আসত; বেশ বাজাতে টাজাতে জানে,  
বেলভেঙে পারে।

সুধীর। দাদা ও তাকে যেন দেখেছি!  
বলিয়া একটু চাপা হাসি হাসিয়া উঠিল।

সুধীর। কিরে সু? তুই হেঁসে উঠলি  
যে? এবার বলত কি জানিস?

সুধীর। দাদা, সব বলব, কিন্তু আগে  
বল তোমরা কেউ কোন কথা ক'স করে  
দেবেনা?

সুধীর বলিয়া উঠিল “না না একটা  
কথাও না।

সুধীর। আমি এ অনির্দিষ্টকে মিলিয়ে  
দিতে পারি।

সুধীর। তাই নাকি?—সে “অ” কে  
তবে তুই চিনিস।

সুধীর। হাঁ, কিন্তু দেখ এমন তাবে  
কাজটা সম্পন্ন করতে হ'বে, যেন সুনীলবাবু  
কি সেই “অ” এদের কেউ এর কিছুই  
জানতে না পারে। তাদের পরস্পর পরিচয়  
করিয়ে দিবার তার আমি নিলাম; তবে  
একটা কথা, এর জন্য একটা উপলক্ষ্য ও চাই?

সুধীর। হাঁ, তা চাই কী কি?—আজ্ঞা  
কাজেই ও অল্প একটু, সেই দিনই সুধীর  
সুনীলকান্তি এখানে নিয়ন্ত্রণ করে আনবে, তুমি

“অ” কেও আলাদা তার পর সবাই ও আমরা  
সেদিন বোটানিক্যালএ যাব, সেখানেই তুমি  
তাদের আলাপ করিয়ে দিও।

সুধীর। সেই ভাল,—তবে এখন আর  
এর সম্বন্ধে কোন কথা ভেঙ্গে লাভ কি? সে  
সময়েই সব হবে'খন। আর এককথা আমার  
এসব কাজের পারিশ্রমিক কে দেবে?

সুধীর হাসিয়া বলিল, একথা আমার  
কেন? এর কি নতুন নিয়ম হ'বে? সুধীরই  
বলুক না। সুধীর সুধীরের মুখের দিকে  
তাকাইল।—সুধীর হাসিয়া বলিল—কেন  
party ত বরাবর brokerage দিয়ে থাকে?  
তাদের সকলের হাসির শব্দে সুধীর মা এসে  
জিজ্ঞাসা করলেন—“কি তোমরাই আমোদটা  
enjoy করছ দেখছি? আমরা কি অংশ  
পাইনা?

সুধীর বলিল—পাবে মা পাবে, এর চেয়েও  
আনন্দ মজুদ আছে, কিছু সবুর কর।

মা। তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

সুধীর। না মা, মিথো নয়, এবার ঠিক  
কথা।

মা। তুমিও বুকি বোকা মেয়েটার পাল্লায়  
পড়েছ। হঁ, বত সব ছেলে মানুষ।—

ব্রাকেটের উপর ক্যারেকরকটার অর্গান  
বাজতে লাগিল—সুধীর তাকাইয়া বলিল হঃ  
গলগলবে দেখছি দশটা বেজে গেছে?

সুধীর। তা, এবার-ত তোমার পালা,  
একটা গান শুনিরে ‘মধুরেন’ করে নাও  
দেখি?

সুধীর। না বাক, আর মধু সরকার  
নেই; ওর পালা ত শেষ হয় নি। আমি  
আসছে দিনের অপেক্ষার থাকলাম। সেদিন-  
কার ব্যাপারটার উনি কি করেন সেইটে  
একবার দেখতে হ'বে।

সুধীর। তকি উঠে পড়লেন যে?

সুধীর—হাঁ সওয়া দশটা বে বাজে, আর

একটা মেতেও হ'বে?—হ্যাঁ তবে কথা  
ঠিক রইলত? তাকে এনে যেন আমি অগ্রহত  
না হই?

সুধীর বলিল—মা মা! সে কি-কথা? তুমি  
তাকে আনতে কিছু কুণ্ঠিত হবেনা। ততক্ষণ  
সকলেই বারান্দায় এসে পড়েছেন।

সুধীর গাড়িতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল  
“ভাল কথা, কি ব্যয়ে শুরুব্যয়েত?

সুধীর বলিল—হাঁ, আসছে শুরুব্যয়েত,  
মনে থাকবেত?”

গাড়ি চলছিল, চাকার শব্দে সুধীরের  
উত্তরটা স্পষ্ট বুঝা গেলনা, একটা কৌণ-বয়-  
এসে পৌছিল মাত্র।

শুরুব্যার সকাল হ'তেই সুধীরদের বাড়িতে  
ছোট বোন অমীতার জন্মতিথির আয়োজন  
হতেছিল। ছেলে মেয়েরা বাতীরে কলরব  
করছে, মালিরা ফুলে পাতায় দরজাটা সাজাচ্ছে।  
সকাল হ'তেই—কে কার সঙ্গে বেড়াতে যাবে,  
কে কে কি করবে, কি কি আমোদ হ'বে,  
কখন কি বাড়ি পুড়বে, এসমস্ত লিষ্ট হইতে-  
ছিল। সকলে এব্যাপারে মহাব্যস্ত লেগে  
আছে, এমন সময় সুধীর এসে সুধীকে বলে  
—‘হ’ তোমার সেই—তাকে বলা হয়েছিল?

সুধীর একটু চূপ করে থেকে বলিল—  
দাদা আপনি ও আজ্ঞা, এই বুকি Secret  
রাখা হচ্ছে?

সুধীর—না না, আমি ও কাকর নাম  
করিনি?

সুধীর—তা নাই কলেন, দেখছেন আর  
যেন বলতে না হয়, তা হ'লে সব চেষ্টা যারি  
হ'বে বাবে, তা বলে রাখছি।

সুধীর। না রে মা, আর বলতে হ'বেনা  
—কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বলল, তোমরা  
যজা নাটা করবার লোকের অতাব হ'বেনা  
এই দেখনা সাতো নটা বাজে, কিন্তু এখন।

আর কেন? সুধীর “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লটন।



সুবোধের দেখা নাই, যে unpunctual সে।  
সমস্ত এটার সময় এসে বলবে “হাঁ হাঁ তাই, বড়  
কুল হ’য়ে গিয়েছে, আমার খেরালই ছিল না;  
হঠাৎ বিকেলে মনে পড়ল, তাই ছুটে এলাম।”

সুবধা কৃত্রিম রাগের সহিত বলিল “না,  
তিনি মোটেই unpunctual নন, তাঁকে যদি  
আপনি time fixed করে দিড়েন, তা হ’লে  
ঠিক সময়ে তিনি এসে পড়তেন।”—কিছুক্ষণ  
চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল “বোধ হয়—বহুতী  
জুড়ই তাঁর এত দেবী হ’চ্ছে; তবে তিনি  
আসবেন একথা ঠিক।”

সুধীর হাসিয়া বলিল, “হাঁ, তাতে কোনও  
সন্দেহ নাই, তবে আজ না এসে ২৫ দিন  
পরেও আসতে পারে।—বাক্যে বেশী কিছু  
ভালনা, শোন, আজ সুবোধের সঙ্গে দেখা হয়ে-  
ছিল, এখন শুনে যে আমরা সাড়ে এগারটার  
এখানে তখন সে বলল, আমি ঠিক এগারটার  
বেলায় পৌছাব।—তার আসবারও সময়  
হয়েছে।”

“কিসের বাগানুবাদ চলছে?” বলিয়া  
সুবোধ ঘরে প্রবেশ করিল।

সুধীর—হাঁরে সুব, এমন করে আড়ি  
সাততে কবে শিখোছিস?

সুবোধ—মোটাই না, মা সাকী আছেন,  
আমি এখুনি আসছি, তাঁর কাছ থেকেই  
সবার তোমাদের কাছে এসেছি, বিশ্বাস না  
কর জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার।

সুধীর—আচ্ছা, আর জিজ্ঞাসা ক’রতে  
হবে না। তোর সেই সুনীলকে আনবার কি  
হ’ল?

সুবোধ। আনতে পারলাম না রে।

সুধীর। বা, বা, সত্যি কথা বল, তুইত  
এক কথার সেরে দিলি, এখন এত বড় মজাটা  
মারি হ’ল—তার কি বলত?

সুবোধ—তর নেই গো মশাই তর নেই।  
সুবোধের উপর কোনও কাজের তার দিবে  
নিশ্চিত হওয়া যায় না এমন ধারণা করবার

সময় এখনও অনেক দূরে। সুনীলকে বৈঠক-  
খানার সবার সঙ্গে introduced করিয়ে দিবে  
এখানে এসেছি; সে সেখানে বসে আছে।

সুধীর। বাক্ অর্ধেকটা ত হ’ল; এখন সু-  
তোমার turn, তুমি কতদূর কি করলে বলত?

সুবধা। আমার কাজের অস্ত্রে ভাবতে  
হবেন। আমার কাজ আমি সব ঠিক করে  
নেব। নতুন করে কোনও গোল বাধাবেননা  
বা আমার কাজে interfere করবেন না।  
সন্ধ্যা বেলা সব জন্ততেও পাবেন দেখতেও  
পাবেন। সুবোধবাবু, আপনি আমাকে শুধু  
আপনার বন্ধুর সঙ্গে introduced করিয়ে  
দিন, বাস্ তাহ’লেই আপনারা উপস্থিত  
নিশ্চিত হ’তে পারেন।

সুধীর। হাঁ তাই চল,—আর সময়ও ত  
হ’য়ে এল, তোমরা-সব ঠিক হয়ে নাও গে,  
তোমাদের ত ready হ’তে সেই এক বৃণ?

সুবধা—হাঁ, আর আপনাদের বৃষ্টি এক  
সেকেণ্ডেই হয়ে যায়?—আরনাটা সামনে পেলে  
যে আর কিছুই মনে থাকে না।” তা’ত  
থাকেনারে;—তোদের যে কাজের সময়ও  
কাজের কথা মনে থাকেনা তার কি বলত?”  
বলিতে বলিতে মা ঘরে ঢুকিলেন—“তর্ক,  
বিতর্ক ত খুব হ’চ্ছে; এক বারগার বেতে হ’বে  
তা বেন তোমাদের একবারেই মনে নাই।  
কটা বেজেছে দেখেছ?”

সুধীর—সেই কথাই ত সু কে বলছি মা,  
কিন্তু ও নিজের সব দোষ আমাদের বাড়ি  
চাপাচ্ছে।”

মা বলিলেন—তোমরা কেউ কোনও বিষয়ে  
কম নও বাছা, তা বাও, আর ঘেরী ক’রবনা,  
সেরে নাও গে।”

\* \* \*

বাগান হ’তে কিসে এসে সুধীর সন্ধ্যার  
সুবধার পড়িবার ঘরে গিয়া দেখিল, সুবোধও  
সুবধা গল্প করিতেছে, সুধীর আরাম কোনার

সবুট লম্বাহইয়া তইয়া, একটা আরায়ে দিখাই  
হাফিয়া বলিল, “খুব যে জ্বিরে জ্বলেছে হে?”

সুবোধ—বলিল—আপনারই অপেক্ষার  
আছি, এখনও জ্বেরি।

সুধীর। সুনীলকে কোথা রেখে এলে?

সুবোধ—“যার সঙ্গে গল্প ক’রছেন।

সুধীর। বাক্, সু-কি করলে? কিছু  
করতে পারলে না শুধু শুধু আমাদের  
তোগা’লে?

সুবধা—কেন আমি ত আমার turn ও  
creditably executed করেছি? আপেক্ষার  
কথাটা আগে শুধুন, তার পর আলোচনা  
করবেন, আমি কিছু করেছি কিনা করেছি।

সুধীর—তা বেশ হোক,—অব সৌতি  
উবাচ, কি বলনা, বলিয়া একটু হাসিল।

সুবধা। অমন করে উৎসাহ ভঙ্গ করলে—

সুধীর। না না সুহঃখিত হরো না। বল  
—তনছি।

সুবধা। তবে শুধুন; এই যে “অ” এ-  
আর অস্ত্র কেউ নয়; আমাদেরই ছোট  
বোনটী। একাজ তিনিই করেছিলেন।

সুবোধ ও সুধীর উভয়ে আশ্চর্যাবৃত্ত  
হইয়া বলিয়া উঠিল—“তাই নাকি?”

সুবধা। হাঁ। সেই সেবার বাবা প্রথমে  
জলাভাবান বান, সেবারকার কথা মনে আছে?

সুধীর। হাঁ, সেত এই বছর চারেক  
হবে। সেবারই ত আমরা পুরী বেড়াতে  
যাই, কেমন না?

সুবধা। হাঁ, সেবার পুরী গিয়ে আমি  
আর অমী রোজ সমুদ্রের ধারে বিকেলে  
বেড়াতে যেতাম। একদিন বেড়াতে বেড়াতে  
অমী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে দিদি, অনেক  
দেশে বিয়ের যে সব আকর্ষণ পছন্দি আছে  
তার মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য কোনটা? আমি  
এ প্রশ্নের জন্ত আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।  
আমাকে চুপ করে থাকিতে যেবে ব’লল—এই

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ফুলিবেন না।

হাসে কর চোখে না দেখে, হুঁচের কাজ দেখে,  
জাঁকি ছবি দেখে, গান শুনে বিয়ে করা আবার  
কাজের বই পড়ে, অভিনয় দেখে, বিয়ে করা  
কিনা পারবার গলায় চিঠি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে,  
পরে যে সেই পাররা ধরবে তার সঙ্গে বিয়ে,  
এই রকম আর কি?—আমি ব'ললাম, অবশ্য  
সবগুলোই কমবেশী আশঙ্ক্য বটে, তবে শেষটা  
যেন একবারে অন্ধকারে ঢিল কেলা, এর সব-  
টাই অনিশ্চিত আর এটা আগা গোড়া  
romantic,—খানিক হেসে ব'ললাম, তা বেশ  
ত, তুমিও একটা কিছু করে দেখনা; বেশ  
ভাল হ'বে'খন; হাওয়া খেতে এসে একবারে  
"সুন্দরসন্নিহন"—আমার কথার অমী একটু  
হেসে বললে না, দরকার নেই, শেষকালে  
কোথাকার এক ধাঁই কিড়ি কাঁই কিড়ি এসে  
জুটবে—বলেই চুপ করলে। আমি বললাম—  
বেশত, এখানে নাই যদি কর, কলকাতা ত  
বাচ্ছ, সেখানে গিয়ে না হয় ক'র, সেখানেও  
তা নাও হতে পারে। অমী একটু লজ্জিত হয়ে  
হাসতে হাসতে মুখটা কিরিয়ে নিল। তার  
দিন কয়েক পরে আমি তার পড়া বলে দিচ্ছি,  
হঠাৎ বইয়ের মধ্যে হ'তে একটা কি লাল  
কাডের মত বাইরে পড়ে গেল, মনে করলাম  
বুঝি বা বুকমার্ক, কিন্তু অমী সেটা নিয়ে লুকিয়ে  
কেলবার চেষ্টা করলে। হুঁ একবার বলার পর  
কি ভেবে দিল, হাসতে হাসতেই দিল, পড়লাম,  
টিক ঐ কবিতা আর ঐ লেখা। পড়ে হাসি  
গেল, লুকবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, বললে  
রাগ করব বলে। সেই সময়ে মা এলেন, তিনি  
ভেনে ত হেসে বীচেন না, এদিকে অমীর মুখটা  
ও অবাকুল হয়েছিল; মা তাকে নিয়ে চলে  
গেলেন।—সেই থেকে "দরিত্রের সন্ধান হ'ল?"  
বলে প্রথম প্রথম একটু লজ্জা পেত, পরে ও  
কথা শুনে যেনে যেত। এই ত গেল আগে-  
কার কথা।

সুবোধ—আর আজকের কি খবর?

সুবোধ—আজকের কাজটা হুস্পন্ন করবার  
অন্তই সেদিন আপনাকে অত জেরা করে-  
ছিলাম।—হাজার হোক, বোনটিকে, তাকে  
নিরে কিছু তামাসা নয়?

সুবোধ—গভীর হাসিমা বলিল, তাত নাই।

—তা আজ কি করলে বল দেখি।

সুবোধ। হাঁ, আর সুবোধ বাবু আমাকে  
হুনিলাবাবু সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে পর  
তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হ'ল; বেংলার  
বেশ তরলোক। তারপর, মা অমীকে ডাক-  
বার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন, সুবোধ বাবু  
আমাকেও হুনিলাবাবু সঙ্গে আলাপ করে  
দিলেন। হুজনে প্রথমে একটু সঙ্কট হ'য়ে  
কথা করেছিল, আমি অমীকে বললাম, দেখ,  
অমী, উনি নতুন লোক, বিশেষ সুবোধ বাবুর  
বন্ধু, দাদারও বন্ধু, ঠিক যেন অবস্থা না হয়।  
অমী বলিল, কেন তুমিও ত ঠিকে দেখতে পার?  
আমি একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বললাম—  
অমী তরলোকের অপমান ক'রো না, ঠিকে  
আমি তোমাদের batch এ কেললাম। দেখো  
"বেন বদনাম না হয়। অমী মুখ কিরিয়ে  
"আচ্ছা গো আচ্ছা" বলে হেসে চলে গেল।

তার পর বাগানে দেখি অমী, আর তার  
একটা বন্ধু হুনিলাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে  
বেড়াচ্ছে। আসবার সময় আমরা কজন  
এক গাড়িতেই এসেছি। মাকেও এ সব  
বলেছি, তিনি বললেন 'আহা ছেলেটি বেশ,  
হয় ত বে'হ'ক না।

সুবোধ—এ, এ যে authority quote  
করা হ'ল। বল যে বোনটিকে ঠিক হাতেই  
হিতে ইচ্ছা হচ্ছে, বাস্। আমি কার মতামত  
ও জিজ্ঞাসা করিনি, আর আমাকে গোড়ার  
বলেও বোধ হয় আমি আপত্তি করতাম না।

সুবোধ—না দাদা, আমি সে জন্তে বলিনি;  
মাও যে শুনেছেন সেই কথাই জানাশুন।

সুবোধ বলিল—বেশ করেছ হু।—পরে  
সুবোধের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর'ল  
হাঁরে হু, হুনিলাবাবুকে সব বলেছিস?

সুবোধ—। হাঁ তাই, কতকটা বলেছি  
বই কি, তবে তাকে সাবধান করে বলে দিয়ে-  
ছিলাম "বেন আবেগে উবেল হয়ে পড়ো না,  
অনেক দিনের কষ্ট আশা, কি জানি যদি সব  
জুলে বাও।—বোধ হয় সেই জন্তেই পরিচয়  
করিয়ে দেবার পরও লজ্জার অমীর সঙ্গে ভাল  
করে কথাবার্তা বলেনি।

সুবোধ। তা বাবু, বেশ হয়েছে, হু তুমি  
বাও, পরে অমীকে ডেকে আন, আর হু বা  
তাই তুমি গিয়ে হুনিলাবাবুকে এখানে নিয়ে  
আর।

সুবোধ গিরী দেখিল, অমীর পড়বার ঘরে  
ক্যাম্প আবু পুরো মাজার চলে, কলরবের  
মাঝে মাঝে হাসির রোল উঠছিল। পরে পর  
হুজি যখন অমীর দল জিঁতিল, তখন ঘরটা  
যেন হাঁসিতে তরিতা গেল। সুবোধ একটু  
হাঁসিমা বলিল "অমীর আজকাল 'Lucky  
day.' তা বেশ"—একটু খানি  
জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে তোমার দরিত্রের  
কোনও খবর কি পেলনা? আশার ও অনেক  
দিনই আছিল। অমী একটু রাগত্বরে  
বলিল বাও। এমন করলে আমি উঠে  
যাব। হু একজন হাঁসিমা উঠিল। আর হু  
একজন জিজ্ঞাসা করিল "কি তাই" কি  
তাই? সুবোধ হাঁসিমা বলিল—"আহা  
কর কি? অমী যে আমাদের প্রণিত  
ভক্ত, ওকে এমন করে লজ্জা দাও কেন?  
একে বেচারার মনে উৎকর্ষ, তার উপর আর  
তার উবেগ বাড়িও না। সকলে খুব খানিকটা  
হাঁসিমা উঠিল। অপ্রতত হইয়া অমীমা বলিল,  
'দাদি আমি মার কাছে চললাম, আমার খেলা  
তুমি মাটি করে দিলে।' সুবোধ চল আমি  
তোমার নিয়ে যেতেই এসেছি, তবে মার কাছে  
নয়, বড় দাদা তোমার ডাকছেন।

অমীকে নিয়ে সুবোধ যখন তার পড়ার  
ঘরে পৌঁছাল, তখন তার বড়দাদা, সুবোধ  
আর হুনিলা বাবু তিনজন গল্প করছেন।  
তাহারা আসতেই সুবোধ বলল, অমী আম  
তোমার জন্মান—মার তোমারই দেখা  
পাওয়ার যো নাই। এরকম করে তরলোকের  
অমর্যাদা কষ্টে হয়, হুনিলা বাবুকে কত করে  
আটকে রেখেছি, তার সঙ্গে হুও কথা-  
বার্তাতো চলতে পার।

অমী—"কেন, সুবোধ বাবু আমাকে  
ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবার পর হতে ত  
আমি ওঁর সঙ্গেই বরাবর ছিলাম, বাপানেও  
উনি আমাদের সঙ্গেই বোড়িয়েছিলেন।

সুবোধ যেন একটুই জানেনা, এমন ভাব  
দেখিয়ে বললে বটে।

অমী—হাঁ দাদা—কিন্তু আমি কথা  
বলে কি হ'বে, হুনিলাবাবু আমার উপর মোটেই  
সন্দেহ নন। উনি আমার সঙ্গে ভাল করে  
আলাপই করছেন না, যেন অজ্ঞানক, আমি  
কথা বললে সকোচের সঙ্গে উত্তর দিয়ে  
থাকেন।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া "কাজের লোক" উল্লেখ করিবেন।

স্বামী স্বামীলবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখল, তাঁর মুখ দেখা গেল না, তিনি জানালার ভিতর দিয়ে বাহিরে—তাকিয়ে আছেন।

স্বামী স্বামীলবাবুর দিকে তাকাইতেই স্বামীলবাবু হাসিমা ফেলিল। হাসির মধ্যে স্বামীলবাবু তাকইয়া যখন দেখিল, সকলেরই দৃষ্টি তার দিকে, তখন সে একটু বেশ ভাল রকম অপ্রস্তুত হয়ে নিজের জুতার দিকে নো-নিবেশ করল। অনিয়া কিছু বুঝিতে পারল না, সে জিজ্ঞাসা করিল “দিদি, আজ তোমাদের হ'য়েছে কি? সকাল হ'তে কেবল হাসি আর হাসি।”—

স্বামীলবাবু দিদির বেতে বেতে, মা একবার করে চুকে বললেন “স্বামীর বৈঠকখানার বাত, লবাই তোমাদের অপেক্ষার বসে আছেন যে। আজ তোমাদের কি কেবল হাসবারই পালা পড়েছে অমীরা মারের গারে ঘেঁষ দিয়া বলিল—“দেখনা মা, এদের আজ বেন কি হ'য়েছে, সারাদিন খালি হাসি আর হাসি।” মা হাসিমা বলিলেন—“আহা তোমাকে ওরা দলে নেয়নি বটে। বা হ'ক বড় স্বার্থপর ত ওরা?”

অমীরা—“তুমিও যে ওদের হ'রে কথা বলতে লাগলে মা, তুমিও কি ওদের দলে নাকি?” মা হাসিমা বলিলেন—“না মা, আমিও তোমাদেরই মত ওদের দলের বাইরে আছি।”—তার কথার স্বামী, স্বামীলবাবু ও স্বামী একটু হেসে উঠল। স্বামীলবাবু দেখে মা বললেন “তোমরা অমন কেন বলত? স্বামীলবাবু একটা চুপ করে বসে রয়েছে, আর তোমরা ওর সামনেতেই এ রকম বেরাদবি করছ, ছিঃ। তোমরা দেখছি ইচ্ছা করেই ওকে অপমানিত করছ। স্বামীলবাবু এ কথার মুখটা তুলিয়া একটু হাসিল, বলিল—“না না, অপমান কি? আমি ও ত ওদের সঙ্গেই আছি।”

মা। বাক বাণী, ওতে তুমি কিছু মনে ক'রো না। ওদের স্বভাবই ও রকম, ভয়ভয় জ্ঞান একটুও নাই।”

স্বামী একটা সোবের সহিত বলিল—“স্বামীলবাবু ও রকমটা কি শুনে পাই না?”

অমীরা তার দিদির স্বরের অনুকরণ করে বলিল—কি গো, তার আবার ঢাকা দিতে হ'বে নাকি?” মা হাসিমা বলিলেন “বাবার বাবা, তোদের সঙ্গে কথার পারবার যো নাই। নে বাহা কথা কাটাকাটি রাখ, আর তোরা, কর্তা তোদের মধ্যে বসে আছেন।—

নিরুত্তরে স্বামীলবাবু হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল।

• • • • •

অমনি আর এক শুভদিনে জ্যোতিষবাবুর বাড়ি আনন্দ কলরবে পূর্ণ। সন্ধ্যার পর—হুইতেই আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব সকলেই উপস্থিত হইতে লাগলেন। শুভ সময়ে মঙ্গলিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর বর, বধু আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মীয়স্বজন করিবার ঘুম পড়িয়া গেল।

সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে স্বামীলবাবু হাসিমা অনিয়াকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল “হাঁরে ‘দরিত’ কে একেবারেই ক'কি দিলি?”

অমীরা লজ্জার একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কাছেই স্বামীলবাবু ছিল, সে বলিল “আহা আর কেন বেচারাকে বুঝা লজ্জা দিচ্ছ?” মা জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁরে “হু” শুভদিনে আজ অমীরা কেবল ঠাট্টাই করছিল, তুই আত্মীয়স্বজন কি দিলি বলত?

অমীরা বলিল “দেখত মা।”

স্বামীলবাবু হাসিমা বলিল—“বোকারাম। দরিতকে বুঝে ওঠা তোমার ক্ষমতার ত আর কুলাইল না; ভাগ্যে তোমার এই দিদিটা ছিল, তাই বেঁচে গেলি রে?”

অমীরা জিজ্ঞাসা করলেন সন্ধ্যা স্বামীলবাবুর দিকে তাকাইল। স্বামীলবাবু টিপি-টিপি হাসিতেছে।

স্বামীলবাবু হাসিমা জিজ্ঞাসা করিল। বিবাস হইয়া, নর রে? মানিক বাসিমা বলিল, “তবে শোন—“অমীরা হাত দিয়া স্বামীলবাবুর মুখটা চাপিয়া ধরিল।

মা হাসিমা বলিলেন “বলুক মা, ক'কি দিলি?”

স্বামীলবাবু বলিল, “বেচার আমরা পুরী বাট, স্বামীলবাবু সেবার পুরী বান, তিনি একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্রের ধারে তোমার স্বামীলবাবু লিপি” দেখতে পান, সেই থেকে উনিও অনেক সন্ধান করেছেন, কিন্তু কন্ডলে কি হবে, তখনও আর আমরা কলকাতার ছিলাম না, পুরী থেকে একেবারে আমরা এলাহাবাদে চলে গিয়ে ছিলাম, কাজেই daily কাগজে personal Columnএর ঠিক বিজ্ঞাপন শুধো আমাদের নজরে পড়েনি। আর সেই কারণেই ঠিক অল্প সব চেষ্টাও বিফল হয়েছিল। যদি বিবাস নাই হয়, বেশত, জিজ্ঞাসা করে দেখলেও ত পার।”

অমীরা একবার স্বামীলবাবুর দিকে তাকাই-রাই মুখ নিচু করিল।

স্বামীলবাবু বলিল “তা বেশ” জিজ্ঞাসা যদি নাই কর্তে চাও, তোমার সেই কার্ডের আধ-খানা পেনেই প্রত্যয় হ'বে ত? তা বেশ এই নাও তোমার অভিজ্ঞান, বলিয়া কার্ডখানা কেলিয়া দিল।”

অমীরা হু'এ'জন বন্ধু বলিল, “কার্ড-খানা পড়া হ'ক।”

মা হাসিমা বলিলেন, “না মা এখন থাক, এর পর পড়লেই হ'বে, এখন আর ওকে ব্যস্ত ক'রনা।” পরে অমীরা দিকে কিরীয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “মা খেলার ছল করে বা করেছিলে, তাই সত্য হয়ে গেল।”

স্বামীলবাবু একটু গভীর স্বরে বলিল, “কি—স্বামীলবাবু কাছ থেকে কি ঘটকালি—না, না, ব'লতে ভুল হ'য়ে গেলে,—কি brokerage পেনে?”

স্বামীলবাবু হাসিতে হাসিতে বলিল—“বোমেশ বাবুর তরফ হ'তে অমীরা কে বলে রাখবার Surety, আর অমীরা?—তা তার ‘এসিও-তর্জুকা’ ত আমিই মোচন করে দিলাম, এখন বোন আনার খুসি হ'য়ে তার দিদিকে বা দেয়? অনিয়া অপায়ে একবার তাকাইয়া দাও। সকলের হাসির মধ্যে বরটা শুধু পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

(সম্পূর্ণ)

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লেখক।

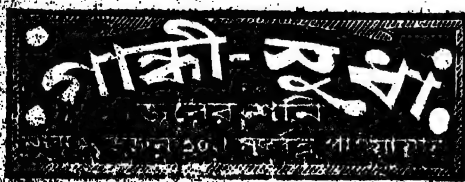
## ধূস্রাটী বিজয়

আয়ুর্বেদোক্ত স্বর্ণবজ্র, মৃগনাভি, শিলাজতু, শালম বিড়ী, ভ্রামলতা, অম্বগন্ধা, অনন্তমূল, ত্রাফা, তুক্রমাড়কা, বজ্রেশ্বর, নৌহ, শখ ও মুক্তাতন্ত্র প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্বেদোক্ত তত্ত্বোক্ত বিশেষভাবে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-জাপব আবিষ্কৃত। সেবন মাত্রেই বিন্দু-ঔষধ বিদ্যুতবেগে সর্ব-শরীরে বিসর্গিত হইয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টদায়ক উপসর্গাদি মন্ত্রশক্তিবৎ নাশ করে; অকাল বার্কক্য তিরোহিত হয়।

ধাতুদৌর্বল্য, পুরুষত্বহানি, প্রমেহ, স্বপ্ন-বিকার শ্বেত ও রক্ত-প্রদর, কষ্টরজঃ, উদরাময়, অল্পশূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, অল্পপিত্ত, উপদংশ, ভগন্দর, রক্ততৃষ্ণা, হাঁপানি ইত্যাদি হ্রাসরোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি সঞ্চার হয়, তুক্র গাঢ় হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ২১০ টাকা; অসমর্থের পক্ষে (মাত্র ১ হাজার শিশি) প্রত্যেক শিশি ১১০, ডজন ৫, টাকা। মাতুল স্বতন্ত্র। সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার নাই।

আম্র, প্রধান; বি, এ, সেক্রেটারী,  
গাড়ীআয়ুর্বেদ প্রচার সমিতি।

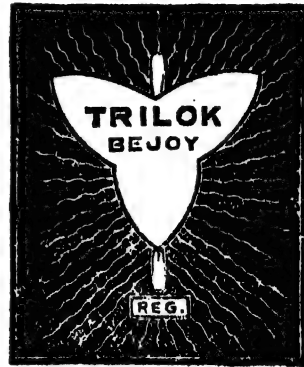
১৫৫, বহুবাজার স্ট্রিট, (শিরালদহের মোড়)  
কলিকাতা



# হিমামল্ল

## ভাগ্য-পরীক্ষা!

জনে জনে  
লক্ষ্মীলাভ!!



যাহারা সংসারচক্রের দারুণ আবর্তে বিভ্রান্ত, রোগ-শোক, দুঃখ দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, হৃদয় শরীর কোপ-দুষ্টিতে পতিত, আশ্রয়চ্যুত—ঐশ্বর্যচ্যুত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, উদ্বেগনিজির পথে, আত্মহারতির প্রচেষ্টায় পদে পদে অধা-বিশ্ব পাইতেছেন, পাবসা বাণিজ্যে সর্বস্ব চালাইয়া দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন; শূন্য চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিতেছেন না, মকদ্দমা-জালে জড়িত হইয়া পরাজয়ের চিন্তায় আকুল, অথবা গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রেমবিচ্ছেদ সম্ভাবনার কাতর হইয়াছেন, তাঁহারা আহুন;—

হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপস্ব্যসিদ্ধ মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিনুর  
ত্রিলোক বা স্পর্শমনি

যাহাকে ইংরেজ সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণ করুন। “স্পর্শমনি”র মঙ্গলময় স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে; অমঙ্গলের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; ধরে ধরে সকল বিকৃতি কুটিল উঠিবে,—আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শান্তি, উন্নতি, মুখ সম্পদ, সৌহার্দ, দীর্ঘায়ু, ধন, জন, খ্যাতি, বংশরক্ষা, চিরযৌবনলাভ ও সর্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া যড়ৈশ্বর্যে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, সকলেই নির্কিয়ে ধারণ করিয়া জ্বলিত কললাভে সমর্থ হউন। গ্রহণকালে স্ত্রী কি পুরুষের ব্যবহার্য্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

“স্পর্শমনি”র প্রত্যেকটি গুণবাহিত ক্রিয়াগুণে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্ন, জীবনসঙ্কট প্ররাস ও ব্যাসাপেক্ষ হইলেও, বাহাতে ধনী-দরিদ্র নির্কিশেষে ইহা সকলের সমান অবিকারে আসিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মণ্ডিত “স্পর্শমনি”র মূল্য যথাক্রমে ২, ৩ ও ১২ টাকা জামিনস্বরূপ জমা রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রসহ প্রদান করা হইবে। যদি ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন গুণসুচনা অদৃশিত না হয়, তবে উক্ত “মনি” আবারের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, গৃহীতার পছন্দিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

“ত্রিলোক-বিজয়” বা “স্পর্শমনি” গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের নিয়মাবলীও সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিস্টিক চার্ম কোং,

১২০নং লোয়ার সাহুলার মোড়,

আমরলীন বিল্ডিং কলিকাতা।



## ব্যবসা ও বিজ্ঞাপন।

—:—:—

(১)

ব্যবসা হ'তে জিনিষের মূল্য (value) নিরূপণ করা যায়। যে জিনিষের বত বেশী আবশ্যকতা, তার ব্যবসাও প্রায়ই বেশী হ'য়ে থাকে। একথা যে শুদ্ধ তৈয়ারী (Manufactured) জিনিষের পক্ষে খাটে তা নয়, প্রায় সব জিনিষের পক্ষেই কব বেশী প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনও একটা জিনিষ এক ব্যৱসায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলে সেখানে তার মূল্য একেবারে নাই বললে চলে, (negligible) কিন্তু সেই জিনিষেরই যেখানে অভাব, সেখানে একমাত্র ব্যবসার সহায়তাই তাদের মূল্য অসম্ভব রকম উচ্চ ক'রে থাকে। বাথরগঞ্জের চাল কি করিয়ায় কয়লা তাদের উৎপত্তির স্থানে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় হ'লেও, রপ্তানি হয়ে এখন তারা দূরদেশে চলে যায়, তখন তাদের দাম আর পূর্বের বত থাকে না। স্থানান্তর করলেই জিনিষের চাহিদা (demand) বেড়ে যায়, কাজেই তাদের দামও বেড়ে যায়।

ব্যবসায়ী কোন একটা বাল আমদানি ক'রে যে শুধু চড়ানামে বিক্রয় লাভেরই তাগিদ হ'ল, তা নয়, তিনি স্থানীয় অভাব মোচন করার জন্য বাস্তবিকই প্রশংসার, তাঁহার সহায়তার এককালেই একস্থানের অনাবশ্যক (unnecessary) কতি ও অপর স্থানের অপূর্ণ অভাব (unsatisfied desire for a commodity) মোচন সম্ভবপর হ'য়ে থাকে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা যাক,—বাথরগঞ্জের

সমস্ত বা বেশীর ভাগ চাউল যদি রপ্তানি না হ'য়ে সেখানেই থাকত, তাহলে সেখানকার উৎপাদকের সমূহ ক্ষতি হ'ত; আবার চাউলের আমদানি অভাবে কলিকাতার অধিবাসীদের সবিশেষ কষ্টে পড়তে হ'ত, —ব্যবসায়ী বাথরগঞ্জের চাল কলিকাতার আমদানি করে যেমন বাথরগঞ্জের ক্ষতিরোধ করলেন, তেমনই তিনি কলিকাতার অধিবাসীদের একটা বিশেষ অভাবও মোচন করলেন, এখানে উত্তর পক্ষ হতেই লাভের ভাগী হ'লেন।

এখন আর একটা কথা এখানে বলা দরকার;—মানুষের স্বভাব সে নিজেকে অভাব থেকে দূরে রাখতে চায়; সে নিজে অভাবের অনুবিধা বা ক্রেশ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ; এবং কিসে তার অভাব দূর হবে, এর জন্তে সে সর্বদা চিন্তা করে, চেষ্টাও করে। তবে সে সব অভাবই যে সব সময়ে বুঝে (feel) উঠতে পারে তা নয়। আর মানুষের অবস্থা (state of existence) বিশেষে সে নানাপ্রকার অভাব বোধ করে থাকে। একটা ছোট ছেলে বাড়ির বা একটা কাউন্টেন পেনের অভাব বুঝতে পারে না; তার অভাব একটা রক্তচুষ্টে পুতুল বা খেলনার দিকে। আবার এমনও অনেক অনুবিধা ও অভাব (latent or unsatisfied want) আছে, যা মানুষ সচরাচর বুঝে উঠতে পারে না বা ধারণা করে উঠতে পারে না, কিন্তু তাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে দেওয়ার পর হ'তে সে সেই জিনিষের জন্য আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। কিছুকাল পূর্বে টেলিফোন এই শ্রেণীর জিনিষের মধ্যে ছিল, এখনও কিছু পরিমাণে আছে। এখন এই যে সব অভাব, প্রায় বা অজান্তে থেকে যায়, সে সমস্ত পূরণ হয় কি করে? এটা একটা

খুব বড় প্রশ্ন আর খুব জটিলও বটে। তবে খুব ছোট ক'রে এর একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে এই বলে:—“বিজ্ঞাপন এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার মধ্যেই সহায়তা করে থাকে।” বোধহয় “ব্যবসা (Business)” কথাটা খুব স্পষ্টর ভাবে সুপ্রয়োজ্য হ'তে পারে একমাত্র বিজ্ঞাপনের উপর। অভাব পূরণের জন্য যে লেন দেন, তাহাই ব্যবসা; আর এই লেনদেন বেশী পরিমাণে চাহিদার (demand) উপরই নির্ভর করে থাকে। আর এই চাহিদার উৎপত্তি বিজ্ঞাপনের উপর অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং উপরে যে কথাটা আমরা লিখলাম, সেটা নিতান্ত অসার বা অযৌক্তিক মোটেই নয়।

বিজ্ঞাপন—অভাবের ও মূল্যের হ্রাস সম্পাদনও করে থাকে। বহুপূর্বে প্রথম যখন এদেশে হাত বাড়ি আমদানি হয়, তখন তার দাম কিছু বেশীই ছিল, কিন্তু পরে সেই জিনিষই আশাতীত কমদামে বিক্রি হয়েছে। এখন এই যে দাম কমা, এটা সম্ভব হ'ল কি করে, জিনিষ ত সেই একই?—এটা কিছু জিনিষের অপকৃষ্টতার (deterioration of quality) জন্য বা তৈয়ারীধরনের হ্রাস হওয়ার (cheap cost of production) জন্য নয়, ইহার কারণ পূর্বে লিখিত হয়েছে—যে বিজ্ঞাপনে অভাবের হ্রাস সম্পাদন ক'রে থাকে, আর অভাবের হ্রাসে মূল্যেরও শনতা হয়ে থাকে, এ বিষয়ে বিদ্যমানও সন্দেহ নাই। তবে এই যে অভাবের হ্রাস, এটা কিছু হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় না, এটা ক্রম পরম্পরায়, ধীরে ধীরে (by slow degrees) হ'য়ে থাকে। আবার এই যে জিনিষের অভাবের হ্রাস, এটা পুনরায় উদ্ভাবিত করাও কিছু আশ্চর্য নয়। যদি জিনিষটার

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে সুলিবেন না।



নতুন একটা উপযোগীতা ও আবশ্যিকতা (utility) বেশ কৰ্ত্তে পারা যায়, তাহ'লে পুনরায় পূৰ্ণহুল্যে, এমন কি তার চেয়েও বেশী দামে, বিক্রি করা যেতে পারে।

কিন্তু এই যে সব ব্যবসায় ভিতরের ব্যাপার, সবই চাহিদার (demand) উপর বিশেষরূপে নির্ভর করছে। আর এই চাহিদা, পরিদর্শনের আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপ্ত করতে একমাত্র বিজ্ঞাপনই মহাসহায়তা করে থাকে। একমাত্র “বিজ্ঞাপন” ব্যবসায় একটা হীন অঙ্গ (subsidiary adjunct) বলে উপেক্ষা করার মত হাতাম্পদ ব্যাপার আর মোটেই নাই। বিজ্ঞাপন ব্যবসায় উপাঙ্গ ত নয়ই, এমন কি আমরা যদি বলি যে ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনেরই উপাঙ্গ, তাহলেও বোধ হয় বিশেষ অত্যাক্তি হয় না।

(ক্রমশঃ)

ত্ৰিহরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী বি, এ।

## পুজার বাজার।

ভীড় ভো মোটেই হয় নাই—দেশময় হাহাকার উঠে গেছে—কাপড়ের বাজারে শোনা যাচ্ছে, বিক্রি পাটা নাহি মাত্র। এসেঙ্গ সাবান মনিহারির দোকানে কাটা কাপড়ের দোকানের অবস্থাও শোচনীয়। লোকের চুৰ্ছল্যের জন্তে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছে—সব্ সৰ্ব টক্ হয়ে শিকের উঠে গেছে।

বিলাতের কাপড়ের কলঙরালারা বল্চে—দীর্ঘ ভারতে ব্যবস্ শাসনের আরো কন্নতা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত, নইলে ভারতে কাপড়ের বাজার একেবারেই হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এই যে বলে খদ্দর

প্রচার মোটেই বৰ্ত্তব্যের মধ্যে নয়, তবে আকেন কিরে আস্চে কেমন করে? ভারতে তবু পুরো মাত্রার এখনও চরকা খদ্দরের প্রচলন প্রত্যেক ঘরে হয় নি, তাতেই নাকে কারা গ্লুক হয়েছে, এরপর কান্নার চিংকারে টেকা হরতো যায় হবে।

## দেশের অবস্থা।

বাঙ্গলার বহু স্থানেই অতিবৃষ্টির জন্ত বানের চাব মাটা হয়ে গেছে, কোন কোন স্থানে এ পর্য্যন্তও ধানের অবস্থা ভাল, তবে শেষ রক্ষা হলোই মঙ্গল।

এর মধ্যেই ম্যালেরিয়ার হুতপাত হয়েছে, —ম্যালেরিয়া ছরাকরণের কেবল গবেষণাই হচ্ছে—কাজে কিছুই নাই। কাগজে কলমে বক্তৃতার ম্যালেরিয়া যাবে না, কোথাও যায় নাই। মশারী কেনো—পুতুর ডোবা সাক্ কর, এই রকম বেখাপ্পা advice gratis বিনামূল্যের পরামর্শ আর কতকাল চলবে—লোকে একথার কাণও দেয় না। পেটে খেতে পার না, মশারী কেনে কোথেকে, আর পুতুর সাক্ই বা করে কি করে? এদিকে টাঁকে ঝাড়ু দিলেও পরস্ নাই। মন্তে মলো গরীব বেচারী টাক্স দিয়ে।

### নালন্দা

দুর্মল সাগ ও চিত্র রূপ নালন্দাকে  
সুন্দর নকশা ও নানারূপে কলিতার  
পক্ষে “নালন্দা” ই একমাত্র  
সম্পাদক ও প্রিন্টার ওয়ার।  
সম্পাদক ও প্রিন্টার ওয়ার।  
সম্পাদক ও প্রিন্টার ওয়ার।

## শোক সংবাদ।

৮ মতিলাল ঘোষ

বাঙ্গলার আবার একটা নক্ষত্র পতিত হইয়া গেল। “মহুতবাজার” পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক দেশমাত্র ভেজবী মতিলাল ঘোষ মহাশয় ১২শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় ৭৭ বৎসর বয়সে—সমগ্র ভারতকে কান্দাইয়া ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তিনি আত্মজীবন বেশ সেবার নিয়োজিত ছিলেন—অমৃত বাজারের জ্ঞান নির্ভীক কাগজ অতি বিরল—তিনি তাহার নারক ছিলেন। ইনি পরম বৈকল্যে ছিলেন। আমরা বাঙ্গালার এই মহা পুরুষের সংকীর্ণ জীবনী সংগ্রহ করিতেছি আগামী সংখ্যা “কাজের লোকে” বোধ হয় প্রকাশ কৰ্ত্তে সক্ষম হব। পরবর্ত্তর তার আত্মার সদগতি করণ এবং শোকান্ত আত্মার স্বজনের দ্বারা শান্তি প্রদান করুন।

## চরকার কথা।

পাঠশালে নাকি গবর্ণমেন্ট শিক্ষা বিভাগ হতে চরকা কাটার কোথাও কোথাও বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভাল। এত দিনে যদি সুমতি হয়ে থাকে—সে মঙ্গলের কথা। গাঙ্কি-নীতি ক্রমেই মিটি লাগ্বে।

চরকা ব্যবসায় হিসাবে বড় লাভ জনক বোধ হবে না, প্রত্যেক গৃহস্থ চরকার সুতা কেটে যদি আপনাদের বস্ত্রের অভাব দূর কৰ্ত্তে চেষ্টা করে, তাতে প্রকৃতই লাভ বোধ হবে। এত ভয়লোকে খদ্দর পরতে বলে বলে আলাস্ত হয়ে পড়লেন, কিন্তু বাঙ্গালী ভেমন আগ্লে না। এ—কি লাভ বাবা?

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন।

আজ সন্ধান ঘোষ নাই—বার্ষিক্য  
নাই—সেখের জন্তে ঘরের পরগা পরদেশে  
পাঠিয়ে যে বাবু জানান হয়, তাতে দেশের  
লোকের কাছে তেমন সন্ধান পাওয়া যায় কি?  
লোকে বুঝা করে।

## চরকা সম্বন্ধে

দেশমান্য অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় সম্প্রতি  
পত্নীচেরী হতে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন,  
তিনি বলেছেন, স্বদেশী সাধনার সাফল্য লাভের  
এটা পথ (১) কুবি (২) দেশী বস্ত্র কলা।  
দেশী বস্ত্র প্রচারের জন্য চরকার নিত্য  
আবশ্যক। সকলে এই কথাই অবশ্য মনে  
রাখবেন যে, কেবল চরকা ঘরাই আমাদের  
আর্থিক দুরবস্থা দূর হবে।

“আমি চাই, আজ সমগ্র ভারতবর্ষের  
সর্বত্র গ্রামে গ্রামে—কুটীরে কুটীরে চরকার  
প্রচলন হউক, চাই—দৃঢ়তা—দৃঢ়তা—দৃঢ়তা”  
মহাত্মাজীও এই কথাই বলেছেন। অন্ধ—  
মথীর দেশবাসী—দেখেও শিখে না—কানেও  
শুনে না, কি অধঃপতন!

## মজলিস্

আমেরিকার একটা স্কুলের বালিকা একটা  
লালবস্ত্রের গাউন পরে যেমন স্কুল হতে  
বেরিয়েছে, আর একটা চাবার ছিল এক  
মোষ তার ক্ষেতে। সেটা একেবারে বাঁকা  
শিং সোজা করে—তাড়া করেছে—ওঁতুবেই  
এমনি তার ইচ্ছে। বাহোক, বালিকা তো  
একটা বাড়ীর উচু সিঁড়িতে উঠে ওঁতেনি  
হতে রকে পেয়ে চাবাকে বলছে “এই—এই—  
এমন বুনা মোষ ছেড়ে দিয়ে রাখ কেন?  
কৃষক। আপনায় ঐ লাল কাপড় দেখেই  
মোষটা কেঁপে গেছে।

বালিকা। সর্বনাশ! এমন কাপড় পরা  
যে খারাপ ক্যাশন, তা আমি জানি, কিন্তু  
বুনো মোষ পর্যন্ত যে তা বোঝে, তা আমি  
জানতাম না।

## রাজার খেয়াল।

রাজা হলেই তার এক না একটা খেয়াল  
উঠে। সেকালে একজন খুবই জাঁকজল  
গোছ রাজা ছিলেন—তার অনেক বরসে  
একটা পুত্র সন্তান জন্মায়। রাজার খেয়াল  
হলো, যত রকমের বাজনা আছে, সব ধবে  
নিরে এস, তারি তাদের যত রকম বস্ত্র আছে  
বাজাক। চারিদিকের যত বাজিয়ে তাদের  
বস্ত্র নিয়ে রাজ বাড়ীতে হাজির হলো—ঢাক,  
ঢোল, কাড়া নাগড়া, কীসী, বেয়ালা,  
তানপুরো সঁানাই, সে আর কত নাম  
করা বাবে, একেবারে বেঙ্গে উঠে—রাজ  
বাড়ী মাথার করে তুলে। বাজনা শেষ  
হলো। রাজা বাহাহুরের হুকুম হলো, যার  
যে বস্ত্র সেট, বস্ত্র পূর্ণ করে টাকা দিয়ে দাও।  
ধনাগার খুলে ধন বিতরণ হতে লাগলো।  
ঢাকীদার বহুত টাকা পেলে, ঢুলীদারও কম  
নয়, কানী কীসর ওয়ালা ও জয়চাক ওয়ালা  
পেলে মন্দ নয়। তারপর সানাইওয়ালা—  
আহা বেচারার বস্ত্রটার পেটটা নেহাত স্ক,  
কোন রকমে শুটকতক সিকি দোয়ানী  
হুকুলো বেচারার মনোকষ্টের সীমা নাই।  
বাক্ সব বিদেশ হয়ে গেল।

৩ মাস পরে নব রাজকুমারটির মুহূর্ত  
হলো, রাজবাড়ী শোকে মুহূর্তমান। একদিন  
রাজার মনে হলো, বাজীয়ে বেচারী বহুত  
টাকা নিয়ে গেছে, বেটারের আশীর্বাদ  
কোন ভোর নাই—তাই ছেলে রাঁচলো না।  
ধরে আন বেটারিকে। হুকুমও যা আর  
তামিল হওয়াও তা। দরবার করে বিচার  
হলো, তার রার বেকুলো যে, যার যে বস্ত্র,  
সেই সেই বস্ত্র বেটারের...তে প্রবেশ করাইয়া  
দাও। প্রথমেই ঢেকো বেটাকে ধরা হলো,  
—তার ঢাকের খুব মোটা—গেল না—তাকে  
ছেড়ে দেওয়া হলো—দুটো খালিফ মেরে।

এমনিভাবে বড় বড় বাড়িকরদের হুকুলো  
কোন কাজের হলো না। শেষ ডাক হলো  
সানাইদারকে—তারই সর্বনাশ। তার বস্ত্রের  
মুখটা স্ক—হুকুম তামিল হতে এমন খুব যে  
খুবই সুবিধাজনক হয়ে গেল, তা আর  
না বললেও চলে। বেচারী ঢাকের জলে  
ভাসতে ভাসতে বলতে লাগল, কি হতভাগা  
বস্ত্রটো বাজাতে শিখেছিলাম বাবা, এর পাওনাও  
ধেমন আর দেনাও তেমনি—এখন প্রাণ  
ওঠাগত। রাজাদের খেয়াল—প্রকার প্রাণ  
তা সে ওঠাগতই হউক, আর বেরিয়েই বাক,  
হুকুম তামিল হবেই।

রাজার ঘৃণ শোয়াস্তির জন্য প্রজার  
প্রাণান্ত করে পরগা দিয়ে আমোদ আফ্রাদের  
জোপাড় করে দিক, কিন্তু রাজাদের যখন  
বেখাপ্পা খেয়াল উঠবে তখন প্রজার প্রাণ  
ওঠাগত হলেও ছাড়ান নাই। সেটা হলো  
নিছক রাজধর্ম—এ ধর্ম রাজারা নষ্ট করতে  
চায় না। ভগবান গীতার নাকি বলেছেন  
“বধর্ম্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম তয়াবহ”  
রাজা মাত্রেই গীতার এই অংশটা খুবই মেনে  
চলে।

## সনাতন (পাক্ষিক পত্র)

মাসে দুই বার বাহির হইতেছে।

সম্পাদক—শ্রীগিরীজ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বার্ষিক মূল্য সড়াক ২০ মাত্র।

আফিস—৬৩১ বি মলাকা লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## মাতালের হিসেব বোধ।

একটা মাতালকে পুলিশ ধরে নিয়ে ঘেরে হাজতে রেখে দিবেছিল, পরদিন বিচারে তার ২ টাকা জরিমানা হলো।

মাতাল ব্যাকিষ্ট্রটিকে বললে—হুজুর! এক কাজ করুন, একটু দর কমিয়ে সারা বছরের টাকাটা একেবারে জমা করে নিন, রোজ রোজ আবারও আসা বাওয়ার কষ্ট, আর আপনাদের কষ্ট।

এক বিলাতী মেমের স্বামী মরেছে। তার গোর দেওয়া হবে—খুব ভাল ফুল দেওয়া গাড়ী—তুটো ভাল ভাল ঘোড়া জোড়া, সঙ্গে অনেক আত্মীয় স্বজন ভাল ভাল গাড়ীতে চড়ে প্রোসেশনের সঙ্গে চলেছে, তাই সত্য বিধবা আক্ষেপ করে বল্চেন :—আহা হতভাগা—এমন প্রোসেশনটা দেখতেও পেলেন না, আমার স্বামী জাঁক জমকের প্রোসেশন দেখতে বড় ভাল বাসতেন!

ডাক্তার আর ডাক্তারের গিল্লিতে বগড়া হয়ে গেছে—গিল্লি হেরে ঘেরে ঘেরে মাহুকের বা—অল্প—কান্দতে লাগলেন।

ডাক্তার বল্চেন—ও চখের জল কোন কাজের নয়—ওতে আছে একটু কস্টিক অক্‌লাইম, একটু ক্লোরাইড অক্‌সোডিরম আর একটু জল, আমি রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখেছি—ও কামার আমার কিছু হবে না চাঁদ—বুঝেছ?

হুটী গিল্লিতে গঙ্গানান বেয়ে দেখা হয়েছে, নানী কথার পর একটা গিল্লি বলেন—“হিহি তোমার স্বামী কি ডব্র—কি নয়ম

মেজাজ। সেই বিয়ের সময় দেখেছিলাম, আর সে দিন দেখলাম—সে আজ ১০ বছরের কথা।

২য় গিল্লি। নয়ম কি অমনি হয়—হিহি, ১০ বৎসর গাওয়ার হেন কড়া চামড়ার জব্বকে নয়ম জলে কেলে রাখলে নয়ম হয়ে ওঠে!

এক ভাইপো খুড়োকে বল্চে—বুঝেছ খুড়ো—এই ডাক্তার, উকিল, আর ডাক্তার এরা প্রায় এক রকমেরই লোক।  
খুড়ো। কি করে?

ভাইপো। হয় টাকা দাও, নয় জীবন দাও।

টাকা না দিতে পাচ্ছেই এরা সর্বনাশ করে।  
কেমন ঠিক কিনা?

খুড়ো। তা—বটে।

## Medical.

### বাইয়োকেমিক নোটস

বা

প্রেসক্রাইবার।

লেখক—ডাক্তার অম্বুলচন্দ্র বিশ্বাস।

হড়া (হুগলী)

বাত।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একটা রোগীর বিবরণ—রোগীর নাম জুরেশচন্দ্র ঘোষ—বয়স ২২।২৩। ১৩২৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে—খুব জ্বর নিয়ে বাড়ী আসে—গা—হাতের খুব বেদনা কামড়ানী—সেদিন কৃষ্ণকণের চতুর্দশী—কাজেই বাতিক জ্বর বলে কোন ওষুধেরই ব্যবস্থা করে নি। পর দিন সকালে জ্বর একটু কম হয়, বাছে প্রায় হয় নাই—গা—হাতের টাটানি, বেদনা বরা

বেশী তবু কম নয়। বা হাতের কজার পাঁট—ও আঙ্গুলের ২০টা পাঁট একটু একটু ফুলো দেখা যায়। বেলা তিনটোর সময় সামান্য শীত করে সেই জ্বরের ওপর জ্বর আসে—আর তার সঙ্গে গা—হাতের কামড়ানী খুবই বাড়ে—হাতের আঙ্গুলের ও কবজীর ফুলোর ভিতরে খুবই টাটানি থাকে।—কেউ দেখতে চাইলে পাছে হাত দেয়, এই ভয়ে খুব সাবধানে দেখায়। জ্বরের উপর প্রায় হু পুরু মোটা মাখমের মত ময়লা লাগান দেখা দিলে। রাতে খাইবার জন্ত কেরাম-কস্টিক্সের ওটা, আর ক্যালি-বিওর ওক্সের ওটা—মোট ছয়টা মোড়া পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করা হইল। প্রতি মোড়া একটু একটু গরম জলে গলাইয়া খাওয়াইতে বলা হইল।

সকালের টেম্পারেচার ১০০। একবার বেশ পরিষ্কার বাছেও হয়। বেদনা টাটানি ও ফুলো প্রায় সেই রকমই। রাতে একটু ঘুমাইয়েও ছিল—রাতে ৪ বারের বেশী ওষুধ খাওয়া হয় নাই, দুই বারের ওষুধ ছিল। আরো ৭টা এই ওষুধ দিয়া পূর্ব মত খাওয়াইতে বলিয়া দিলাম। বেলা তিনটার সময় একটু জ্বর আসে—তবে কালু অপেক্ষা কম। সন্ধ্যার সময় থেকে জ্বরের উপর একটু একটু ঘাম হতে আরম্ভ হয়—অথচ বাতাস করে শীত করে। গা হাতের কামড়ানী বেদনা অনেক কম।

সকালে রোগীর অবস্থা ঢের ভাল—জ্বর নাই—বেদনাও অনেক কম—ফুলোও আদৌ নাই—জিব্ প্রায় পরিষ্কার—৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনের জন্ত ৪টা মোড়া দেওয়া গেল—সেদিন আর জ্বরও আসে নাই—আর কোনও ওষুধও দিতে হয় নাই। ভালই ছিল।

নেটাম—বিওর— $0 \times 12 \times 0.0 \times \text{Na}$

আর কেন? পূরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অক্টোবর—৪

Drum mure 3x12x30x সর্বদাই ব্যবহার করা হয়। পুরোনো আধাইটীন্স পুরোনো গের্টে বাত—পুরোনো গের্টে বাতে বখন গাইটের ভিতর খর খর শব্দ (Cracking) হয়—যুধ দিয়ে লাল পড়ে, চোখ দিয়ে জল পড়ে—নাক দিয়ে কাঁচা জল বরে—তা—হলে ক্যালি মিওরের পরই ইহা—খুব ভাল কাজ করে।

নেট্রাম—কস্—৩x৬xইতে ২০০x পর্যন্ত সব শক্তির ব্যবহার হয়—তবে বাতে ৬x ১২x অনেক ভাল বলেন। এই লবণটিকে অনেককেই গের্টে বাতের প্রধান ওষুধ বলেন। নেট্রাম কস্ অল্প রোগের ধবস্তরী বলেও বলা যায়—আর অনেকে বলেন যে, অল্প থেকে অনেক বাতের উৎপত্তি—এ জন্যে বাতে নেট্রাম—কস্ খুব ভাল কাজ করে। অনেকে প্রথমেই ফেরাম কস্ ও নেট্রাম কস্ পর্যায় ক্রমে দিতে বলেন, এ তে অনেক ব্যয়গার ফল বেশ ভাল পাওয়া যায়। কয়েকটা প্ররোগ লক্ষণ—কি নতুন, কি পুরানো বাতে বা বাতজ করে—বদি টক্ গন্ধ ঘায়—অন্য কোনও অঙ্গ লক্ষণ—মুখের স্বাদ—টক্—ঈষৎ হলদে চট্‌চটে ময়লা জিহ্বার গোড়া থেকে টেনশীল পর্যন্ত জড়ান থাকা ইত্যাদি লক্ষণ বর্জমান থাকে, নেট্রাম-কস্ তাহলে মঙ্গ শক্তির ন্যায় কার্যকারী।

ক্যালি—সালফ—৩x৬xKali-sulph 3x6xবে বাত বেদনা হঠাৎ স্থান পারবর্তন করে—এক গাঁট থেকে অন্য গাঁটে শীঘ্র চলে যায়—সর্বদা পরিবর্তনশীল বাত—বাতের বেদনা—গরম ঘরে—আবদ্ধ ঘরে—সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি ইহার একটি প্রধান নিদ্রপ্রদ প্ররোগ লক্ষণ। ঠাণ্ডা বাতাসে কতকটা সুস্থ বোধ। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে—খোলা বাতাসে অনেকটা ভাল বোধ করে। বাত নুতনই হোক, আর পুরোণেই হোক—পরিবর্তনশীল লক্ষণ থাকলে ইহা বেওয়া দরকার।

বাতের মাথাধরা থাকলে ইহা সেবনে তা আরাম হয়। বাতের—কাঁদুড়ীর এবং আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাতজ বদি পূর্ববৎ হয়, তবে ইহা দিতে যেন ভুল না হয়।

ক্যালি-কস্ ৩x৬x Kali Phos 3x6x নুতন ও পুরোনো বাতে আক্রান্ত স্থান শক্ত ও আড়ট বোধ—যেন টেনে ধরার মত খেঁচিয়া থাকে—তার সঙ্গে অজ্ঞাত মানসিক লক্ষণ (Nervour-condition) দেখা যায়—শরনের পর—বসিয়া থাকার পর বা কোনও রকম বিশ্রামের পর—প্রথম সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি—তার পর ক্রমাগত ধীরে ধীরে নাড়া চাড়া করে—বেদনার উপশম। ক্যালি কস্ প্ররোগের একটি বিশেষ লক্ষণ।

ক্রমঃ—

## দুটো কাজের কথা।

মুখে ত্রণ বেশী হইলে ২৪ মাস একেবারে বাৎস, মস্ত্র খাওয়া ছাড়িয়া দিলে ভাল হইয়া যাইবে; ঔষধের কোন আবশ্যক নাই। আর তা' যদি না পারেন, তবে আরাম হইবে না। তবে চিকিৎসকগণকে মাঝে মাঝে কিছু দেওয়া ভাল। রোগের অঙ্গ জাকারের খরচ স্বভাবের নিয়ম লক্ষণরূপ মহাপাপের প্রায়-শ্চিত্তও বটে।

রাতে ভাল ঘুম না হইলে শুইতে বাইবার আগে পা দুটিকে ঈষদুট গরম জলে ডুবাইয়া মুছিয়া একটা কিছু গরম কাপড় পা দুটির উপর রাখিয়া মস্তকে মুছ পাখার হাওয়া দিলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। ইহা পরীক্ষিত।

## চুলউঠা নিবারণের সহজ উপায়।

ইহা খুব সস্তা অথচ কার্যকারী। গরম জলে কিকিং চা—বাহা না থাকিলে আজকাল

আমরা বৃত্তপ্রায় হইয়া পড়ি, সে চা গরম জলে ফেলিয়া দিয়া ৩৫ মিনিট রাখিয়া লাভ, তাহার পর সেই জলটা মাথার চুলের গোড়ার চালিয়া চুল ঘোত কর, দেখিবে আর চুল উঠিবে না। তবে ইহাতে বদি না মন উঠে, মাকাসার অয়েল প্রকৃতির আবশ্যক হয়, সেটা চুল উঠা নিবারণের অঙ্গ না হইতেও পারে, সেটা বিলাসিতার অঙ্গ। বাহা ভাল হয়, তাহাই করিবে।

## আর এক প্রকার কৃত্রিম হস্তীদন্ত প্রস্তুত প্রণালী।

কতকটা সাদা ইণ্ডিয়া রবার বা গাটা-পার্চাকে ক্রোমাকরমে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা আটার মত (Thick paste) বা কাদার মত হইবে। তাহার পর তাহাতে চূর্ণীকৃত ফস্‌ফেট্ অফ লাইম (Phosphate of lime) অথবা কার্বনেট্ অফ জিক্ক, মিশ্রিত করিয়া বেশ এঁটেল কাদার মত হইবে, এই জিনিসটাতে বাহা ইচ্ছা রং দেওয়া বাইতে পারে। তাহার পর উত্তপ্ত যে কোন জিনিসের ছাঁচে দিয়া চাপ দিলে সেই জিনিস হইবে, তাহা দেখিতে সাদা বা রং করা হস্তী দন্তের মত হইবে।

দন্তকে মুক্তার মত শ্বেতবর্ণ করিতে ইচ্ছা হইলে কাষ্ঠের কয়লাকে খুব সুস্থ চূর্ণ করিয়া মধুমিশ্রিত করিয়া কর্দ্দমবৎ করতঃ মুক্তিকা নির্মিত কোটার রাখিয়া দিবে। এই জিনিসটির দ্বারা দন্তমণ্ডন করিলে দাঁত মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া বড় সুন্দর দেখায়। করলা চূর্ণক নাশক এবং দস্তমূল দৃঢ়কারক—এত মূলত, এত সহজসাধ্য উপায় থাকিতে আদ্যবানী দস্তমণ্ডন কিনিয়া ধরিবার কোন আবশ্যক নাই। তবে বদি আমদানী ত্রব্যে একটা কোঁক থাকে, তবে স্বতন্ত্র কথা। প্রেলিতে ইচ্ছা থাকিলে যে কানা কড়িতে খেলা যায় না, এমনও কথা নয়।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

## “কাজের লোক” পত্রের নববর্ষের অপূর্ণ বিরাট আয়োজন !

### ৫০০০ পুরস্কার।

আগামী ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে “কাজের লোক” ১৭ বৎসরে পদার্পণ করবে; ১৯০৬ সালের প্রথম স্বদেশী যুগে “কাজের লোকের” জন্ম। দেশের লোককে প্রকৃত স্বাবলম্বন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য বৃক্কে নিয়েই বাহির হয়েছিল, আজও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই “কাজের লোক” জীবিত আছে। এই বোলটী বৎসর ধরে কেবল বাজার চলিত আবশ্যকীয় জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যতত্ত্ব, চিকিৎসা, গার্হস্থ্যনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে “কাজের লোক” পূর্ণ করা হয়েছে। যে কোনও বৎসরের “কাজের লোক” পাঠ করণ, দেখবেন প্রত্যেকখানি বিখ্যাত সঙ্গী। আজ এই ভারতবাসী যুগান্তরের দিনে আমরা ১৯২৩ সালের “কাজের লোককে” প্রথম প্রণীর ব্যবসায় ও গার্হস্থ্য পত্রের মধ্যে দাঁড় করাবার জন্য বিপুল আয়োজন করছি। “কাজের লোকের” প্রত্যেক বিষয় প্রকৃতই স্বপাঠ্য হবে।

## আমরা চাই অন্ততঃ ১০০০০ গ্রাহক।

কিন্তু এত বড় উচ্চাশা পূর্ণ কর্তে হ'লে যেমন অর্থের আবশ্যক, সাধারণের সহায়ত্ব ও সাহায্যেরও তেমনই আবশ্যক। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে :—

“কাজের লোকের” বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাস্তুল ছিল ২৫ টাকা, এখন একটু মূল্য বৃদ্ধি করে ৩ টাকা করা হ'লো। একজন আমরা প্রত্যেক গ্রাহককে কিছু দিতেও চাই। আমরা প্রত্যেক গ্রাহককে ৩ টাকা মূল্যের পূর্ণ এক ভলিউম “কাজের লোক” বিনামূল্যে উপহার দিব। ৩ টাকা দিয়ে আপনি ৩ টাকা মূল্যের একখণ্ড “কাজের লোক” ত পেলেনই, আরও ১৯২৩ সালের জানুয়ারী হ'তে ডিসেম্বর পর্যন্ত কাগজও বিনামূল্যেই পেতে লাগলেন। এইত গেল একদফা—তারপর সমস্ত গ্রাহককে আরও কিছু দিব।

## নগদ ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

১টী পুরস্কার...	...	...	নগদ ৫০০ টাকা।
২টী পুরস্কার প্রত্যেকটী,	২০০	হিঃ নগদ	৪০০ ”
১০টী ” ”	১০০	হিঃ নগদ	১০০০ ”
১০০টী ” ”	১০	হিঃ নগদ	১০০০ ”
৫০০টী ” ”	২	হিঃ নগদ	১০০০ ”
১১০০টী ” ”	১	হিঃ নগদ	১১০০ ”

মোট পুরস্কারের সংখ্যা ১৭১৩টী, মোট টাকা ৫০০০

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন।



কি করে দিতে পারবো, সেটা বলি,—প্রত্যেক গ্রাহক, নতুনই হউন বা পুরাতনই হউন, একবারি নবর দেওয়া রসিদ ও কুপন পাবেন। প্রত্যেক কুড়িজন গ্রাহকের ভিতর অন্ততঃ তিন জন নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবেন, সেই হিসাবে যে যে নবরের কুপন পুরস্কার পাবে, তা আমরা আগে হ'তেই ঠিক করে ব্যাকের সেক কাটাইতে শীলমোহর করে রেখে দিয়েছি; সে নবর অপর কারও জানবার উপায় নাই। সেই সকল কুপন নবরের সঙ্গে গ্রাহকগণের যার যার নবর মিলে যাবে, তাঁরাই পুরস্কার পাবেন, আর তাঁদের নাম ঠিকানা সবই “কাজের লোক” ও অন্তান্ত কাগজে প্রকাশ করা হবে। সমস্ত টাকা ব্যাক্কেই জমা থাকবে,—দাবী করবারাই টাকা পাওয়া যাবে। যার যখন ইচ্ছা “কাজের লোক” আফিসে এসে এই পুরস্কার সবকিছু হিসাব, ডাকঘরের মণিঅর্ডার রসিদ ইত্যাদি দেখে যেতে পারেন। আপনাকে ও মাসের বেশী অপেক্ষা করতে হবে না, ১৯২৩ সালের ৩১ মার্চের পর হতেই যেমন যেমন গ্রাহক সংখ্যা বাড়বে, তেমন পুরস্কারও বিতরণ করা আরম্ভ হ'বে। এই অভূতপূর্ব সুবিধার প্রচুর গ্রাহক হ'বে এবং স্বচ্ছন্দেই পুরস্কারও দেওয়া চলেবে।

তবে এ কথাও পরিকার করে বলি যে; এ মোটেই লটারীর মত কিছুই নয়। প্রত্যেক কুড়ি জনের মধ্যে অন্ততঃ যে ৩ জন গ্রাহককে পুরস্কার দেওয়া হবে, তাঁদের কুপন নবরের তালিকা আমরা ত আগেই ঠিক করে রেখেছি, আর এতে পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনাও লটারীর চেয়ে ঢের বেশী। মোট ১৭১০টি পুরস্কার, কে বলতে পারে, তার একটাও আপনি পাবেন না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অদৃষ্ট পরীক্ষা করবার এই যে মাহেন্দ্ৰযোগ, এটা কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না, এই জন্যই আপনাকে আমরা আজই গ্রাহক হ'তে বলি।

## ইহাতে আমাদের স্বার্থ কি ?

স্বার্থ আমাদের খুবই বেশী, “কাজের লোকের” বহুল প্রচার হবে, সুতরাং আমাদের যে মূল মন্ত্র—দেশের আপামর লোককে স্বাবলম্বন নীতি শিক্ষা দেওয়া—তা অনায়াসে সিদ্ধ হ'বে। ব্যবসায়ীগণের প্রচুর বিজ্ঞাপনও আমরা পেতে পারবো।

## “কাজের লোকের” বহুল প্রচার কেন আবশ্যিক ?

দেশকে স্বাবলম্বী না করতে পারলে এত যে আন্দোলন, চেট্টা, স্বরাজ-লাভের জন্য প্রাণপাত—সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেশের মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ কর্তে, আমাদের এ ক্ষুদ্র চেট্টা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়নি, তা এই ১৬ বৎসর “কাজের লোক” চালিয়ে এসে আমরা বেশ বুঝেছি, আমাদের বহু গ্রাহক এখন স্বাবলম্বী হ'য়ে কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন।

## শেষ কথা !

একবার দরু করে আমাদের আফিসে এসে ১৬ বৎসরের যে কোন একখণ্ড কাগজ নাক্ষা চাড়া করলেই এক মুহূর্তেই আপনি বুঝতে পারবেন যে “কাজের লোক” কেমন কাগজ। সমস্ত সংবাদ পত্রেই “কাজের লোকের” ভূয়সী প্রশংসা হ'য়েছে, প্রত্যেক গ্রাহকই সন্তুষ্টচিত্তে মুক্তকণ্ঠে “কাজের লোককে” আশীর্বাদ করেছেন। “কাজের লোক” সম্পাদক ৬০ বৎসর কর্মক্ষেত্রে কঠোরতার সঙ্গে যুঝেছেন, তাঁর বহু-দর্শিতার অনেক বিষয় নব্য সম্পাদ্যকে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'বার সাহায্য করবে। ১০০০০ সংখ্যক গ্রাহক পূর্ণ হ'তে মোটেই বিলম্ব হবে না। আপনি আজই ৩ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক হউন, আর সেই সঙ্গে বিনামূল্যে অদৃষ্ট পরীক্ষার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন।

সমস্ত টাকা কড়ি, চিঠি পত্র, ২নং রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার কলিকাতা; এই ঠিকানার “কাজের লোক” কাৰ্য্যালয়ের নিকট পাঠাইবেন।

## “কাজের লোক” আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোক, কলিকাতা।

## সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থল পাঠ্য ব্যবহারী ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
সহ করিয়া লিখিবেন।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহেই কাজের লোকের মূল্য ২৫/- এবং মাত্র ১০/- অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৯ মূল্যের একখানি “কাজের লোক” হাতে হাতে  
পাঠিবেন। মফঃস্বলে ভি: পি: ও ডাকমাস্তুল সত্তর লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Roots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries,  
China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographic and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,

etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Orders from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS.

(Established 1844).

39, Abchurch Lane, London.

### যদি দেশের উন্নতি চান,

তাহলে সর্বপ্রথমে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করুন।

কিনে সে সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করা যায়, তা' যদি সহজে ও সুলভে লিপতে চান, তাহলে আজই

### স্বাস্থ্য-সমাচার

নামক মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য পত্র লিখুন। গত বৈশাখে একাদশ বর্ষে পদার্পণ  
ক'রেছে। স্বাস্থ্য-সমাচার, শিশু-চর্চা, ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি, দৈনিক ও মাসিক  
ব্যাধি ও তাহার বিবিধ উপারে প্রতিকার, পল্লী স্বাস্থ্য প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের  
আলোচনা, বিশদ ও সরলভাবে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, সম্বন্ধ, সমালোচনা আকারে নানা চিত্র  
বিভূষিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। এক্ষণ একখানি পত্রিকা প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে কবচের মত  
সম্বন্ধে রক্ষা করা উচিত। বার্ষিক মূল্য সভ্যক—২/- মাত্র, অগ্রিম দেয়।

কার্যাদান — “স্বাস্থ্য-সমাচার”,

৪৫ নং আমতাষ্ট্রীট, কলিকাতা।

### “স্বপ্নকারের কার্য্য”

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কারিগর ও গৃহস্থ উভয়েরই এ পুস্তক পাঠ করা উচিত। এই পুস্তক পাঠ করিলে গৃহস্থের  
কোনরূপ ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালার এক্ষণ পুস্তক অরি নাই।

মূল্য ১০ চারি আনা।

মহামিলন মন্দির,

ভক্তকালি উত্তরপাড়া,

পো: কোডরং, জেলা হুগলী

## সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলার স্ট্রীট—কলিকাতা।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের ত্রাসাত্ত্ব।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে  
জ্বরের জ্বর উপকার করে। প্রীতি ও বহুত  
যোগে অমৃতাদি বটিকার শক্তি অতীব অদ্ভুত।

১ কোটা ১ টাকা ৩ কোটা ২৫০

১২ কোটা ১০০

### মকরধ্বজ।

আমাদের প্রস্তুত স্বর্ণঘটিত বড়জন বালি  
জারিত মকরধ্বজ সকল রোগেই ব্যবহার্য।

ইনফ্লুয়েন্সার যোগে ইহা মন্ত্রশক্তির জ্বর কার্য  
করে।

১ সপ্তাহ ১০ ১ ভরি ২৫ টাকা।

### জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।

ওগে অধিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের  
অকাল পকতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ,  
দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে।

১ শিশি ১০ ৩ শিশি ২৫ ৬ শিশি ৫০।

১২ শিশি ৯৫ এক গ্রোস ১০৮ টাকা।

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

### সুরবল্লী কষায়ই

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের বাষ্পভী  
দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন  
হইয়া কাস্তি পুষ্টি ও লাভ্য বৃদ্ধি করে। এই  
সালসা সকল ক্ষতুতেই সেবন করা যাইতে  
পারে। আবাল বৃদ্ধ বনিয়া কাণ্ডারও সেবনে  
বাধা নাই।

১ শিশি ১৫ ৩ শিশি ৩৫ ১২ শিশি ১৫০

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা স্বতঃ দিনের পুরাতন হউক  
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী কলপ্রদ। সজিত শোণিতকে জলীয় বস্তুবিদ্যুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সতে সতে  
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।

## শ্রী শ্রী কালিমাতার স্বপ্নাদ্য আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ২টি মাদু-১।

মাদু গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহুদিনের  
ও বহু লোকের আনিত ও পরিকীত। একটা  
শেতের ব্যামোর। অপরটি বাতের। ধারণ  
মাত্রই নতুন পুরোণো সব রকম খেতের  
ব্যানো এবং বাত মাত্রই এমন কি বাতে  
পজু হলেও এই মাহুগী ধারণে নির্দোষ ভাল  
হটেবন। প্রতি মাহুগী ১০ ডাঃ মাঃ ৪টা  
পশ্যন্ত ১০।

একশীরা কুরণ্ড প্রভৃতি কোষরুদ্ধি  
এবং বাগী, কুচকী, গোদ, গরগু, বহু  
দিনের স্থায়ী আব, বিবাক্ত বড় বড় ফোড়াদি  
যদি বিনা অস্ত্রে, বিনা স্বর্ণগায়, এবং কোন  
রকম ঘা ঘো না করে নির্দোষ ভাল কর্তে  
চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত  
পাহাড়ী গাছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত  
করল সার ব্যবহার করুন। মন্বশক্তির মত  
উপকার পাইবেন খাবার ওষুধ নয়। কেবল  
লাগাইতে হয়। দাম প্রতি শিশি ২. ছোটাকা  
ডাঃ মাঃ ১০। ডাক্তার এ সি বিশ্বাস,

হুড়া, বাঙ্গালপাড়া, গোঃ হুগলী।



## প্রত্যেক দূরদর্শকে

অন্যাই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তহীন ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল  
কর না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্তহীন - টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ  
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান  
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এম, যোষ, এম,  
ডি, চম্পেশ্বর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম,  
নিমাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীর্ত্তন প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল,  
এম, এস; বিশিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ  
আমাদের ঔষধের বিত্তহীনতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন  
মূল্যে পরসী বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই গুরুত্ব।

আমাদের মাহারজিচার ১০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পশ্যন্ত ১০, ১০০ গ্রাম কমে আশ্রয়  
পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউন,

৩০ নং গ্যারিগন রোড, কলেজ ষ্ট্রিট অংশ, স্বাক্ষর:—৪৫ নং কয়েলেন্সি ষ্ট্রিট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

## MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United  
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other  
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

## EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign  
Markets supplied;

## STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate  
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,  
or Trade Cards of

## DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which  
they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 10.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with  
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4

ENGLAND.

Business established in 1814.

## Success Comes Easy

after reading our two volumes  
'Businessman', 1914-1915.

They start you right and con-  
tain inside informations that is  
most valuable. They speak right  
the point about the many necessar  
things you need to know and pu  
you on the proper need to a ren  
humming success. Sent prepaid  
for Rs. 2/8 for Two Big Volumes  
Only for Bengali gentlemen. if  
you are not satisfied after reading—  
return the books after a week, your  
money will be refunded at once.

Manager

"Businessman"

2, Rijnendra Dutta Lane,  
Bowbazar, Calcutta.

## পশু-চিকিৎসার গুরুত্ব

## গৃহ-সংস্থা

৩০ আনার ডাক টিকিটে পাঠাই।

শ্রীনিলাল রায়,

৪ নং উইলিয়ামস লেন, কলিকাতা।

## সুরমা ও সুরেশ ।

সুরেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না । আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুরেশী হইতে পারে না । সুরমার বিশেষত্ব—সৌরভে সিন্ধু-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য্য, সুরমা সহজেই কেশবৃক্ষে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্দ্ধনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোগ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমাস্তলাদি ৮০ ।

কবিরাজ ত্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ।

## গ্রামোফোন ও হারমোনিয়ম বিক্রেতা,

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা ।

ফোন নং ৫০৭৫ ।

আমাদের চাক্ষুণ্য হারমোনিয়ম উৎকৃষ্ট শীজন করা কাঠের প্রস্তুত—সুবলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা সুর বঁাশী । এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিবেন । আমাদের হারমোনিয়মের জন্য দুই বৎসরের গ্যারান্টি দেওয়া হয় । আমরা এইবার আশ্বাণীর পিন আনা ইয়াছি, ইহা মূল্যে সস্তা ও ইংলিশ পিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ১ বাক্স মূল্য—১০ আনা ও এক ১০০০ মূল্য ২৪০, আমাদের নিকট কুকুর মার্ক্‌টা গ্রামোফোন পিন পাইবেন—১ বাক্স মূল্য ১৮ ; ১০০০—৫৮ টাকা । এইবার অনেক ভাল ভাল থিয়্যাটারের পালা বাহির হইয়াছে । ১। স্বকমারী ৭ বানি রেকর্ড সমেত—২৪৪০, ২। মলিনাবিকাশ ৮ বানি রেকর্ড মূল্য ২৮ ও কপণের ধন ১০ বানি মূল্য ৩৫ । তালিকার অন্য পত্র লিখুন ।

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা ।



# টাকী এদেশে আজকাল খুবই আক্রা কাজের লোক

হিসেব করে তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না।  
এক রোগের হাওয়া ঔষধ আজকাল পাওয়া ভ' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থাৎ ও দৈহিক অপব্যবহার নিবারণের ঔষধ কিনতে গিয়ে  
কিন্তু, গাউরে কিনে। এতে শরীর শাস্ত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা বা 'তা' কেনার পরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা কিনলে কিছু  
থাকে কি? বা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আযোগ্য করুতে হলে দানী মশলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'লে  
যারে কেমন করে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা থাৱা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।  
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সন্ধ্যাসময় মত হচ্ছে যে



এক ব্রহ্মোষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিঙ্গবামের বিশেষ এই—(১) প্রত্য  
যাত্রায় কল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সম্পূর্ণ আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকায় উল্লেখ  
বহু বহু উল্লেখের প্রণয়নাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র সিধে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩০, মাঝারী ২৫, ছোট ১৫।

আর, লগিন এও কোং—যানুক্যাক্চারিং কেমিস্ট।

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিঙ্গ” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## আপনার দেহটা

ঔষধ পরীক্ষার একটা কারখানা করে তোলা উচিত নয়—তাতে যোর অনিষ্ট হবে। প্রত্যেক রোগের  
যথায়োগ্য ঔষধ আছে—ডিসপেন্সিয়া যাকে বলে অজীর্ণ রোগ—তাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল, শূলবেদনা, স্নায়বিক  
দুর্বলতা মাথাঘোরা এবং শিরশূল, শিরোবেদনা, বায়ু জনিত পাকস্থলীতে নানাপ্রকারের বেদনা হয়, পেট কাঁপা  
উজ্জ্বলিত নানাপ্রকার নিদাক্ষণ কষ্ট হয়, এ সকল গুলিরই মূল হচ্ছে অজীর্ণতা। একটা ঔষধে তা সারবে, সেটা  
সঙ্গে সর্বজন পরিচিত বহু পরীক্ষিত—

## “বামো”

দি আইডিয়েল পেন কিলার।

অগ্নি পরীক্ষাই এই “বামোর” হয়ে গেছে। শেষ পরীক্ষা আপনিও করবেন। আজই এক শিশি পাঠাতে  
কিনুন। মূল্য ৮০ আনা মাত্র, ডি: পি আলাদা লাগিবে।

দি আইডিয়েল কেমিক্যাল ওয়ার্কস

রাণাবাট, বেঙ্গল।



## অসুস্থ ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখুন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মন্থন হয়, কটা চুল কৃষ্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিত্য বা টাকরোগ অস্বাভাবিক হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকাচ চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব ভ্রম রূপ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্বাধিক শিরঃপীড়া, মস্তক-বর্গন, প্রভৃতি উৎসর্গ অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমগ্ন হৃদয়ে চিত্তের প্রশান্ততা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল সাহায্যে।

## উপায় থাকিতে নিরাশ ছন কেন?

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে,

গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করিলে, তবে আমাদেরকে লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিদোষভাবে, অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” অশক্তির হায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২, দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৮০ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে

মস। মাছি ছারপোকা মরে।

দিনে বিছানায়

মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন টিকানার পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড সেন, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য ১০

18

## ফরোজ মোহর

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

New Series

November, 1922

বর্তমান সংস্করণ।

ভাণ্ডার ১৯২২।

Vol. XVI.

No 11

২২ ২৩.



### শানমেটো। SANMETTO.

শ্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের বাবতীয় পীড়া নিবারক  
সকলপ্রস্তর বলাকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত, সোণে ডাকারেয়া শানমেটোই ব্যবহৃত করেন। যসসযন্ত্র (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রণায় বদ্ধ মিশ্রিত প্রস্রাব বা অনানিধ শাবে দিত্ত ও বালকগণের শয্যা যুগ্রে প্রায়বিক, হাশিক বা মেহসিতিত যে কোন পীড়ার অকাল বারুকা দর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শান-মেটোর শক্তি অসাধারণ অভুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আম কোন নেসার ভিনিব নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্কিষে ব্যবহার্য। প্রি. গুডেই শানমেটো  
বাঁকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবহৃতব্য থাকে। মূল্য প্রতি শিলি ৩/০ সকল ডাকারখানায় পাওয়া যায়।  
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।  
অফ. চেম কোং, ৫২ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।  
DR. CHAM, CO. 52 and 61 Barrow Street New York U. S. A

## ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্লোজিভস  
বর্ন ও রোপারদের প্রাপ্য।

বাটলিওয়ালার বালান্স, ইকুইল - শিফটের  
জন্য।

বাটলিওয়ালার অলিম্পিকের বাই, সর্বজনীন  
শিরঃশীতা, আখ্যাতকর্মিত ও  
বহুবার জয়।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হৃৎকম্পের জন্য।

বাটলিওয়ালার (কলেসোল) কলেরার এবং  
রক্তাক্ততা, রক্তের জন্য।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১) প্রেরণ করিয়া।

ভারতের সমস্ত পাঠ্য বই।

মূল্য জানিবার জন্য লিখুন।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :-

BATLIWALLA, WARLI Bombay

# সীলোট চুণ

সীলোট চুণের  
গাধুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ম্যায় পরিণত হয়।

(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলের কিসা দ্বারা এক  
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

স্বাস্থ্যের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

## এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

# ALETRIS CORDIAL RIO

বাবতীয় দ্রুতরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং খেতপ্রদর, জ্বরাক্তর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির অল্প সময়  
অন্তরে চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ দ্রুতরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলতার উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তরুণাত্ম্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। নোবোনোমি  
বালিকাগণের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রচারকগণ আল করিতেছে। জারের সমস্ত লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য অতি শিপি  
৩০০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
৭৯ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.



ম্যাগেজিনের  
মাহোষধ।

# জার্মানী

মাহোষধ।  
সকল প্রকার জ্বরের

জ্বরে বিজ্ঞের সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নূতন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রস  
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা। গ্রোস ৫০ ডাক ও রেল মাণ্ডল স্বতন্ত্র  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার মারকুলার রোড,

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co., Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messers. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা জুরোসী প্রশংসিত। মূল্য ১, ডি পি স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার, "কাজের লোক,"

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার এসিঙ্ক-হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

যদি ঘরে বসিয়া ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ  
পাইতে চান—তবে আমাদের সঙ্গে  
পত্র বাহাব করুন।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর ব্যাণ্ডবুক হাত-  
ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, চুচি, কাঁচি, কুব, কাগজ  
কলম—উষধ পত্র—জ্বি, পই, থেলান।  
ফেলোদের জন্য উড়ো জাহাজ চলন্ত টীমলক,  
এঞ্জিন, বৈদ্যুতিক ছোট কলকানথানা ইত্যাদি  
ও অন্যান্য অনেক জিনিষ গ্রাহকের পছন্দমত  
জাকে সরবরাহ করে থাকি। কারখানার  
কনিশন মাত্র পাইয়া—ঠিক কলিকাতার দরে—  
কোন কোন জিনিষ আরও সস্তায় দিতেছি।  
অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে  
একবার পরখ করে দেখুন—খুসী হইল কি না।  
ঠিকবার ভয় নেই। যে কেহ এ সময়ের  
মদস্য হতে পাবেন। "গৃহস্থ সম্ভার"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম, আর,  
এ, এম।

শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
১৫নং বনমালি চাটজীর স্ট্রিট, টালা, কলিকাতা।



১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩/৬ স্বর্ণ ১৥০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১৥০, চাঁতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is repleted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and  
speculation.” *Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an  
excellent trade journal, devoted to useful art and  
manufacture *Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine  
is the serial publication of recipes relating to  
patent medicines and manufacture of articles of  
every day necessity, etc. We heartily wish our  
contemporary all success in his noble endeavours.  
*The Indian Nation.*

\* \* \* “The Businessman” is on the whole an  
excellent monthly and deserves wide circulation.  
The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an  
appeal, no one who would not profit in mind and  
in pocket by reading “Kajerloke.”  
*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আগাদিগের পক্ষে  
সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একপ হুন্দর, সুলিখিত ও  
আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাধ পাই না করিলে  
প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-  
খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, এক্ষণে কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা  
বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা  
সর্বাত্মকরূপে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন  
সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৎসরোনাতি আনন্দিত  
হইরাছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ-  
গুলি যেহেতু অসংখ্য, সেইজন্যই উপযোগী!” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই নিখিবার অনেকই দরকারী  
বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার  
কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা  
একপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই  
কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইরাছি। ইহাতে  
অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাধিত্ব ও উন্নতি কামনা  
করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ যাহারই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বাহুব।

একপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক  
পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি  
অনুভব, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাসের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে।  
পত্রিকাখানি দরিদ্র, অজ্ঞবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন  
“বেকারের” বন্ধু। \* \* \*  
জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য  
শিক্ষা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন  
করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়ো-  
জনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য  
জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালীর এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর  
নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গ-  
বাসী”, “বঙ্গবন্ধু”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রও ভ্রমণী  
প্রদর্শনা করিয়াছেন, হুঃখের বিষয়, স্থানাতাবশতঃ সকলগুলি  
দিতে পারি নাই।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিত্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। যক্ষ্মের অসারাদ্ভাসারিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অস্মান নহে) বিস্তৃত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও/১০। কলেরা ও বৃহ-চিকিৎসার যন্ত্র ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি বৎসাক্রমে ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ ও ১১৪। সুগায় মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। যক্ষ্মের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিকোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিব্যর মত অনেক স্বকম সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল স্বকম রুক, টাইম্পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ছাপার কাজ।

সকল প্রকার ছাপার কাজ সুলভে

তৎপন্ন করিয়া থাকি।

ম্যানেজার কাজের লোক।

আমি

৪০ বৎসর চাউল ও ধান্যাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র সুলভে

অল্পব্যয়ে শীঘ্র সরবরাহ করি—পত্র লিখুন।

শ্রীকেশারাম মণ্ডল,

গলসী পোঃ বর্দ্ধমান।

# কাভের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিল্প ।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি খতব ।

অসংখ্য হাতে চেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন ।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং লোকাক্ষরী পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ২ টাকা ভিঃ পি খতব । কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার মক্রে বিলাতে প্রকাশিত । সুদ্রের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

How a penny became Thous-  
and Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to  
make (secondhand Book)  
Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

Y. P. and postage extra,

## বেকারের উপায় ।

কাভের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধি ও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোরুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অডার করিবেন, পকেট সাইজ, কুলিসকাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান । মূল্য ১/০ আনা । ভিঃ পি খতব ।

## ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২ টাকার অল্প মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমাদের বেশী কষ্টকারী নাই যে, সমস্তই এই কাষে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় । সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাভের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন শেলেও পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাভের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ।

কাভের লোক আফিস,

২ নং রাজেন্দ্র মন্ডের গেজ,

বহুবাজার, কলিকাতা ।

## প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুররকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু তাহাতে হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় ; তাহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী । আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি । চক্ষুর বিবরণ আগদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-পরিচিতি আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই ।  
দে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং মালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

"জীজী আপদ নাশিনীর ব্রতকথা ।"

ছই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে এক-খানা বই পাঠানো হয় ।

যেরে যেরে প্রচলিত ।

১২ খানা একত্রে লইলে—মূল আনা  
মাণ্ডল খতব ।

ম্যানেজার "শতদল"

১৪ নং বনমালী চাটার্জির ষ্ট্রীট, ঢালা,  
কলিকাতা ।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রমাসিকপত্র ।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ ।

New Series.

নব পর্য্যায় ।

Vol. XVI.

১১শ সংখ্যা ।

NOVEMBER, 1922. নবেম্বর ১৯২২ ।

No. 11.

### Notes of Interest.

#### আবশ্যকীয় তথ্য-সংগ্রহ ।

পূজার অবকাশের পর আমরা আমাদের গ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা এবং সুউপোদগগণকে বিজ্ঞার সাধন সম্ভাবন এবং অজ্ঞানত্ব জ্ঞাপন করিতেছি । আশা করি, সকলে কুশলে আছেন ।

এবার বইখানেই শতের অবস্থা আশা প্রদ, কারণ বৃষ্টির অভাব হয় নাই । অগিচ অতি বৃষ্টির জন্য উত্তর বঙ্গে ভীষণ জল প্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোকের সর্বনাশ হইয়াছে ।

উত্তর বঙ্গের প্লাবন পীড়িত বৃত্তকর ব্যক্তি গণের সাহায্যার্থে দেশের লোক যে সহায়তার পরিচয় দিতেছেন, ইতিপূর্বে এরূপটা অসম্ভব মনে বোধ হইত । তার দি, সিয়ার

দেশের অল্প বাহা করিলেন, ভারতের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । সুদূর পল্লীগাম হইতেও প্রচুর চাউল বস্ত্র এবং অর্থ সাহায্য আসিতেছে, এ পর্য্যন্ত ছই লক্ষাধিক টাকা এবং রাশি-রাশি বস্ত্র এবং চাউল সংগৃহীত হইয়া উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে । বেশ যে দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য আজ আগরিত হইয়াছে তার আর সন্দেহ নাই ?

বাহুব একবার নিখাল গ্রহণ করিলে যে পরিমাণ বায়ু নির্গত হয়, তাহা আকাশে প্রায় ১২৪ মাইল স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহার পর তাহাতে যে পরিমাণ অক্সিজেন বর্তমান থাকে, তাহা যাহা কোন প্রাণীরই জীবন রক্ষা হইতে পারে না ।

### গুণ্ডা সম্বন্ধে নূতন আইন ।

কলিকাতার গুণ্ডার উপদ্রব এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, সহরে নিরপদ্রবে ভ্রমণ দায় হইয়া উঠিয়াছে । বিরূপে ইহাদের দৌরাণ্ড নিবারণ করা যায়, এ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে । সম্প্রতি কলিকাতার গুণ্ডাদলনের জন্য একটা নূতন বিল উপস্থিত করা হইবে । তাহাতে পুলিশকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইবে, যে সব অসচ্চরিত ব্যক্তি বঙ্গদেশে অশ্রমগ্রহণ করে নাই, তাহা বিপক্ষে পুলিশ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিবে । এই আদেশ অমান্য করিলে অপরাধীকে কারা-রুদ্ধ করা হইবে । কিন্তু পুলিশের হাতে এই অসীম ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে অনেক দীর্ঘমেয়াদে বিপদে পড়ে ।

বিজ্ঞাপন প্রেরিতা জিনিগল কিনিবার সর্বত্র "কাজের লোকের" নাম উল্লেখ করিতে ফুলিবেন না ।

## মার্কের মূল্য হ্রাস।

করণ মার্কের মূল্য হ্রাস করা হইতেছে। এ পর্যন্ত এক পাউণ্ডে ২১৬০০ মার্ক বিক্রয় হইতেছে।

## “পরের মন্দ করিতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়।”

“ডেলী নিউজ” জানাইতেছেন যে, অল্পত সময়ের কাছাকাছি একটি রেল ষ্টেশনে একজন পঞ্চদশ মহিলা উক্ত ষ্টেশনের ষ্টেশমাস্টারের নিকট ৫০০ টাকা রাখিতে দিয়া ষ্টেশনের একপার্শ্বে বসিতে সজ্জা করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যে ষ্টেশন মাস্টার একজন লোককে ১০০০ টাকা খুব দিয়া জীলোকটিকে খুন করিবার ব্যবস্থা করে। তগবানের ইচ্ছার এক্ষেত্রে ঐ ষ্টেশন মাস্টারের পুত্র সজ্জিতে মাতাল হইয়া জীলোকটির নিকট আসে এবং তাহার উপর অত্যাচার করিতে গেলে জীলোকটি পলায়ন করে। তখন ষ্টেশন মাস্টারের পুত্র একখানি কবল মুড়ি দিয়া সেই বেকের উপর তইয়া থাকে, সজ্জিতে হত্যা কার্যে নিযুক্ত শুভাটী আসিয়া জীলোক ত্রমে তাহাকে হত্যা করে। পুলিশ শুভা ও ষ্টেশন মাস্টারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আনন্দ বালায়

নৃত্য সাপ্তাহিক—মদীর কংগ্রেসকর্মী জীবন্ত সুখান্তেনের বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মদীর কক্ষমগর হইতে “উকা নামে এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

৮ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি কয়েকমাস ধাবৎ মধুপুরে বাস করিতে ছিলেন; তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন।

## ভাগ্যলক্ষ্মী।

ফোর্ড মোটরকার অনেককেই দেখিয়াছেন। আমেরিকার নিউইয়র্কের অধিবাসী মিঃ হেনরী কোর্ড এই মোটরগাড়ীর আবিষ্কারক। নিউ ইয়র্ক সহরে এই মোটর গাড়ী নির্মাণের তাঁহার এক বিরাট কারখানা আছে। এই মোটর গাড়ীর কারখানার আয়ে তিনি এক্ষণে জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান ধনী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। অনেকের ধারণা এই যে, রথচাইল্ডই জগতের মধ্যে প্রধান ধনী। কিন্তু মিঃ কোর্ডের বৈয়াক্য আর, তাহাতে এক্ষণে তিনিই জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান ধনী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

নিউ ইয়র্কের কাইমান্সিয়াল নিউজ এজেন্সি বলেন, মিঃ কোর্ড যে কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণে ৬০০ কোটি টাকা মূলধন আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিকট নগদ ৫৪ কোটি টাকা আছে। সর্বপ্রকার ব্যবসার হইতে বর্তমানে তাঁহার দৈনিক আয় ১৫ লক্ষ টাকা। কোর্ড মোটর কার আবিষ্কার করিয়াই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়। তাহার পর লক্ষ লক্ষ গাড়ী বিক্রয়েও ঐ সকল গাড়ির অংশ সকল বিক্রয় করিয়া এক্ষণে তিনি প্রচুর লাভবান হইতেছেন।

## বন্ডার কারণ কি?

ডাঃ বেটলী ও সার হুয়েজের মত।  
বন্ডা প্রসিদ্ধ লোকদের সাহায্যকরে কবিরাজ অনাথনাথ সার সাত্তাহার বিদ্যা ছিলেন। বন্ডার কারণ সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ও সেনিটরী কমিশনার ডাক্তার বেটলী, সার হুয়েজনাথ বন্দোপাধ্যায়, মাদ্রাসার মেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রিড, মেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর এমাদুল আহমদ, কলিকাতা কমপোরেশনের চেয়ারম্যান হুয়েজনাথ মলিক ও অনেক স্থানীয় কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাক্তার বেটলী বলেন, “রেলের বাধ ও মেলা বোর্ডের সাত্তাহার এইরূপ বন্ডার সত্ত্বের কারণ। ঐগুলি থাকার জন্য বৃষ্টির জল সরিয়া বাইতে পারে না। ঐ প্রদেশে রেল লাইন উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিকে গিয়াছে, কিন্তু জমির ঢাল দক্ষিণদিকে। ফলে, বৃষ্টির জল সরিয়া বাইবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। রেলের লাইন ও সাত্তাহারের মধ্যে জল নিষ্কাশনের পথ অতি ক্ষমতাই আছে। বাঙ্গালার যে আজকাল কংসর বৎসর বন্ডা হয়, বর্ণেজ্ঞতাবে তৈরী রেল লাইনগুলিই ইহার অন্য দায়ী। বর্তমান বন্ডার কারণও ঠিক ইহাই। বন্ডার স্থানে আসিয়াই আমি সরকারকে এ বিষয়ে লিখিয়া পাঠাই।”

অনাথবাবু সার হুয়েজনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে হুয়েজনাথ বলেন, অত্যধিক বৃষ্টিপাতই এই বন্ডার কারণ। বৃষ্টির ফলে মেলা বোর্ডের সাত্তাহার এবং রেলের বাধগুলি তাসিয়া যায়। হুয়েজনাথের মতে, দেশের সেচবিভাগের উন্নতি হওয়া আবশ্যিক। ইহা দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যও উন্নতি হইবে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অসুগ্রহ করিয়া “কালের লোক” উল্লেখ করিবেন।



জাহাজ খেঁচী সেন ও কোমোডোর  
মোব দেখাইলেন, তার স্বত্বস্বাধীন হুঁস  
যোবে সেন ও কোমোডোর ক্ষতি হয় যদি-  
লেম—কোনটা সঙ্গত সাধারণে বিচার  
করণ।

## কেরাণীর মহত্ব।

বাবু প্রভাতকুমার বসু, কারেন্সী অফিসের  
কন্ট্রোলার। গত ১৮ই অক্টোবর ইন্সপিরিয়াল  
ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি জনৈক সাহেব কর্ণটারির  
হাত দিয়া, কারেন্সী অফিসে জমা দিবার  
লক্ষ ২২১০০০ টাকা পাঠাইয়া দেন। এই  
সাহেব কর্ণটারিটি ইন্সপিরিয়াল ব্যাঙ্কের সেক্রে-  
টারি ও বনাধ্যক্ষের সহযুক্ত একখানি চিঠি  
সমেত কতকগুলি নোট প্রভাত বাবুকে দেন,  
প্রভাত বাবু গিয়া দেখেন যে, ইন্সপিরিয়াল  
ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি জুলক্রমে ২২১০০০  
টাকার পরিবর্তে, ২২১০০০ টাকা পাঠাইয়া-  
ছেন। প্রভাত বাবু তাঁহার উপরওয়ালাকে  
এ কথা জানাইয়া তাঁহার অসহায়তা অনুসারে  
অতিরিক্ত ১৯৮০০০ টাকা এই সাহেব কর্ণ-  
টারিকে ফেরত দেন। প্রভাত বাবু ৭৮  
বৎসর মাত্র কারেন্সী অফিসে চাকরি করিতে-  
ছেন। আজকালকার দিনে এরূপ সাধুতা  
খুব কমই দেখা যায়। একজন প্রভাত বাবুকে  
যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করা উচিত।

## দিয়াশলায়ের কারখানা।

১৯০৫ সনে বাট লক্ষ টাকার দিয়াশলাই  
ভারতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই আমদানি  
উন্নয়নের দৃষ্টি পাইয়া গত বৎসর প্রায় তিন  
কোটি টাকার পরিণত হইয়াছে। বহুদিন  
হইতে এই দেশে দিয়াশলাইয়ের কারখানা  
স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। উপযুক্ত কাঠ এবং  
এই দেশে আর হাড়ার অধিকারী মশলার

অভাবে তাহা কষ্টসাধ্য পরিণত হয় নাই। ১৯০৭  
সনের সার মাসবিহারী যোব ও বাবু শৈলেন্দ্র-  
নাথ মিত্র বহাশর একটা কারখানা স্থাপন  
করেন। সেই কারখানার ভারতবর্ষের  
বাবুতীয় কার্টেরও মাল মসলা প্রভৃতির রীতি-  
মত পরীক্ষা হয়। দার্জিলিং এবং মুন্সিবনে  
দিয়াশলাইর কাঠি ও বাজের উপযোগী দুই  
রকম কাঠ পাওয়া যায়, ইহা তিন সিমুল ও  
কমর প্রভৃতি আরও দু এক রকম কাঠ উপ-  
যোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু তাহা যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়া উল্লেখযোগ্য  
নহে। উপরোক্ত দুই জাতীয় কাঠে যে  
দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সকলেই  
দেখিয়াছেন। এই সকল দিয়াশলাই সুইডেন  
প্রভৃতি দেশের দিয়াশলাই অপেক্ষা কোন  
অংশেই নিকট ছিল না। এই দিয়াশলাই এবং  
এই কারখানার পরিচালক মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায়,  
সম্বন্ধে বহুবার সজাবনী এবং অন্যান্য সাময়িক  
পত্রিকার উল্লেখিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট এই  
কারখানার রিপোর্ট করেই বিভাগের কাগজে  
প্রকাশ করিয়াছেন।

হুঁসের বিষয়, উপরোক্ত কারখানা কলি-  
কাতার স্থাপিত হওয়ার আবশ্যক মত এবং  
যম ব্যয়ে কাঠের সরবরাহ করিতে পারা  
যায় নাই।

## আর বাড়ি নাই।

ভাড়া বাড়াইলেই আর বাড়িবে এতরূপ  
ধারণার এ দেশের রেল কোম্পানীর। রেলের  
ভাড়া বাড়াইয়াছেন। কিন্তু ফলে উদ্ভী  
উৎপত্তি হইয়াছে। বিগত ২৭ সপ্তাহে ভারতীয়  
রেলওয়ে সমূহের আর ব্যয়ের হিসাবে প্রকাশ  
পাইয়াছে যে, এই সময়ের মধ্যে ২ কোটি ৭৭  
লক্ষ টাকা আর হ্রাস হইয়াছে।

## রবারের মোটরকার।

মিঃ ক্রেডেন্সিক কুই রবারের সম্বন্ধে গবে-  
ষণা করিয়া লণ্ডনের ইঞ্জিনিয়ার্স সোসাইটি  
প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রবার-  
রের দ্বারা নীচই এমন কাগজ তৈরী হইবে,  
বাহার দ্বারা খবরের কাগজ, সস্তা দ্বারা বই  
ছাপানো বেশ চলিবে। তার দ্বারা যে এখন-  
কার কাগজের চাইতে চেন কম পড়িবে, সে  
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই  
নহে, রবারের দ্বারা খবরের দেয়াল নানান  
চিত্র বিভিন্ন বেশ-কুসার সুসজ্জিত করা  
চলিবে। মোজাও রবার দ্বারা মুড়িতে পারা  
হইবে, সেদিন বেশী দূরে নহে। তখনই  
আমরা রবারের সত্যিকারের গুণ বুঝিতে  
পারিব।"

(বরাহ)

মিঃ কুই আরো বলেন যে, রবারের ব্যব-  
সার কাগজ নির্মাণেই যে শেষ হইবে তাহা  
নহে। আজকাল চানকা দিয়া যে সব জিনিষ  
তৈরী হয়, তাহার অধিকাংশ জিনিষই রবার  
দ্বারা তৈরী করা চলিবে। পিচবোর্ডও রবার  
দ্বারা তৈরী করা চলিবে, এমন কি দরজা  
জানালা, আসবাব পত্র সব কিছুই এই রবার  
দ্বারা তৈরী হইবে। মোটর গাড়ীও কালক্রমে  
তৈরী হওয়ার বিচিত্র নহে। আর রবারের জয়।

(বরাহ)

## জেলাবোর্ডে মহারাজ।

কাম্বোজার মহারাজ তার বনীব্রতজ  
নন্দী বাহাদুর মুর্শিদাবাদ জেলাবোর্ডের চেয়ার-  
ম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

আর কেন? পুরাতন "কীলেক লোক" গের বইতে চলিল, তৎপর মউন।

### জার্মানীর ভূতপূর্ব সম্রাট।

হল্যান্ড জুর্নের ২৫শে আগস্টের সংবাদে প্রকাশ, জার্মানীর ভূতপূর্ব সম্রাট এখন জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন, এখন আর তিনি দেহরক্ষী লইয়া রাস্তায় বাহির হন না। বাগানের ফুলের গাছের কেরারী তৈয়ার করিতেছেন। তিনি কেরারী তৈয়ার করেন, আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া সাধারণ লোকেও তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলে। সম্রাটের এখন আর একটুও সম্রাট বলিয়া অলঙ্কার নাই। তাঁহার বাড়ীর ধারে যে প্রকাণ্ড নিবিড় অরণ্য আছে, সম্রাট তাহা কাটিয়া ছাটাই ছোট পাতলা করিতেছেন। সময়ে তিনি আপন হাতেও কুঠার ধরা মুক্ত ছেদন করেন। বাগানে কাজ করিবার সময় তিনি সাধারণ একটি শাট গায়ে দিয়া থাকেন মাত্র। তিনি রাজ্য-লষ্ট হইয়া এখনও বেশ আনন্দিত ও হইপুষ্ট আছেন। সময়।

### মন্ত্রীদেব বেতন।

বিলাতের নব নিযুক্ত মন্ত্রী সভায় বিভিন্ন সমস্তগণ নিম্নলিখিত হারে বেতন পাইবেন—প্রধান মন্ত্রী ও ফাট লর্ড অব ট্রেজারি বৎসরে পাউণ্ড ৫০০০, কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেন্ট ২০০০, চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেঞ্জ ৫০০০, লর্ড প্রিভিসিল ৫০০০, লর্ড চ্যান্সেলার ১০০০, সেক্রেটারি অব ট্রেট :—হোম সেক্রেটারি ৫০০০; বৈদেশিক সেক্রেটারি ৫০০০, ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি ৫০০০, যুদ্ধ বিভাগীর সেক্রেটারি ৫০০০, ভারত সচিব ৫০০০, ফাট লর্ড অব দি এডমিরালটি ৫০০০, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ৫০০০, বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্ট ৫০০০, প্রমিক মন্ত্রী ২০০০, শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ২০০০, স্টল্যান্ডের সেক্রেটারি

২০০০, এটনি কেমারেল ৫০০০; (ইহা ছাড়া তিনি কি পাইবেন), লর্ড এডভোকেট ৫০০০ পাউণ্ড। ১ পাউণ্ড প্রায় ১৫ টাকা। ইংরাজ রাজ্যের শাসন ব্যয় খুব লম্বা বটে।

### উড়ের কাণ্ড।

গত এপ্রিল মাসে ৫১ নং নিম্ন গোম্বাধীর লেনের বাবু সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ড উকীল মহাশয় একজন উড়িয়া পাচক রাখেন; কিছু দিন পর লোকটি ২৫০০ টাকার অলঙ্কার লইয়া চম্পট। যথাসময়ে এই ব্যাপার পুলিশকে জানান হয়। পুলিশ অমুসন্ধান করিয়া লোকটিকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই সঙ্গে গোম্বাধী পট্টনায়ক নামে একব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বাড়ীর ৩টা দ্রীলোক অপহৃত অলঙ্কার গুলি পরিধান করিতেছিল, তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তবে সম্প্রতি তাহারা জামীনে মুক্ত আছে। উড়িয়ারা এইরূপ কাজে বেশ দক্ষ আছে। এরা ১ পরসার জিলিপি আনতে গেলেও তার এক প্যাচ পাবড়ী খুলে খেয়ে কেলে। উপরী লাভ করতে এরা বেশ জানে।

### সর্প দংশনের চিকিৎসা।

বহুদিন পূর্বে দ্বিত্ববাদীতে আসাম মরিশান হইতে ত্রিযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন “আমি ৭৮ বৎসর আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী কার্য উপলক্ষে ঘুরিতেছি এবং এদেশের ঔষধাদির খোজ লইয়া থাকি। আলোচ্য ঔষধের বিষয়ে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। কোন বৃদ্ধা নাগার নিকট হইতে এই ঔষধটি জানিতে পারিয়াছি। এই ঔষধে অজ্ঞান অবস্থার

রোগীও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। বিবকাটালির রস অর্দ্ধতোলা ঘোণগুণের গাছের রস অর্দ্ধতোলা কিকিং লবণ মিশাইয়া রোগীর চক্ষের ভিতর করেক কোটা দিতে হইবে, রোগীর অট্টেত্র বা মুত্থা লক্ষণ দেখা দিলেও ক্ষতি নাই, চক্ষু উলটাইয়া কোটা দিতে হইবে। বেওয়া মাত্র রোগী একটি চিংকার করিয়া গভীর অবসাদে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিকিং অধিক ঘণ্টা পরে রোগী চক্ষু মিলিবে। উঠিতে না দিয়া সেই অবস্থাতেই ছদ্ম কিবা অত্যন্ত লম্বা পথ দ্বারা ক্রমে সারাইয়া উঠাইতে হইবে।

২য় ঔষধ। রোগীর মুমূর্ষ অবস্থা হইলেও জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিবে না। জরপালের বীজের রস দু'আনি মাত্রায় রোগীর মস্তক চিরিয়া পুরিয়া দিতে হইবে, কিছু পরেই রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইতে থাকিবে। হঠাৎ আবশ্যকের জন্ত এই ঔষধের আরক তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছি, ছই রকম ঔষধের মূল্য বার আনা মাত্র।

১। একটি মাঝা ভাঙ্গা গাছের শিকড় বাটিয়া খাওয়াইলেও উপকার হয়।

২। সুপাঙ্গ (অপাঙ্গ গাছ কলি উপর মুখো হয়) গাছের শিকড় এক কুচি ও আম-ফলের শিকড় একটু কিকিং লবণ দিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

৩। বনভাঁটের শিকড়ের রস আধপোরা খাওয়াইলে উপকার হয়।

৪। বরুণ ফুলের শিকড় আড়াইটা গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইবে। যে পর্যন্ত বিষ উঠিয়াছে, তাহার উপর কত করিয়া ঐ ঔষধ লাগাইয়া দিতে হইবে।

৫। কাটা নটের গাছ ও শিকড় বাটিয়া আধপোরা রস খাওয়াইলে একবার বমি হইয়া আরোগ্য হয়।

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনি ডাকমাণ্ডল পাঠান।

৩। একটা পান্নে করিয়া এটেল মাটি ও লবণ কিঞ্চি খাওয়াইবে।

৭। লজ্জালুগাছের মূল চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া খাওয়াইতে হয়।

৮। ডুমুরিয়ার মূল গোলমরিচের সহিত খাইতে হয়;

৯। আকনের মূল গোল মরিচের সহিত খাইতে হয়।

১০। আটিয়া কলার মূল ওটা গোল-মরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে বোড়া সাপের বিষ নষ্ট হয়।

১১। কাঁকরালের শিকড় বাটিয়া খাউল কাঁকড়া বিছা বা সাপে কামড়াইলে উপকার হয়।

শরীরে সর্প বিষ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য পরীক্ষা—বিষ থাকিলে কুড়চির শিকড়ের ছাল খাইলে মিষ্ট লাগে। উপরোক্ত ঔষধগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

ডাক্তার—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার।  
কক্সনগর গোয়াড়ী, নদীয়া।  
মে: হিঃ।

## আমাদের জিজ্ঞাস্য।

সুপার কি? আপাং নাকি? বঙ্গ গাছের এদেশে কি নাম? মামা ভান্সা গাছ কেমন? এদেশে পাওয়া যায়? ডাক্তার বাবু এইগুলির বিস্তারিত বিবরণ দয়া করে লিখে পাঠালে “কাজের লোকে” প্রকাশিত হ’তে পারবে।

কা: সঃ।

## মিনার্ভা ভনীভূত।

গিরিশচন্দ্রের বড় সাথের মিনার্ভা থিয়েটার বাড়ী ভনীভূত হইয়াছে। বিলাতের প্রসিদ্ধ ফুরি লেন থিয়েটার ভনীভূত হইলে, বিলাতের নাট্যমোদী সাহিত্যিকদের দ্বারা যেমন

আঘাত লাগিয়াছিল, বাঙ্গালার নাট্যমোদী সাহিত্যিকদের যদি তেমন ক্ষয় থাকে, তাহা হইলে আজ মিনার্ভা থিয়েটার ভনীভূত হইলে তেমনই আঘাত পাওয়া উচিত। শুনা যায় বেলা ১১টার সময় ইলেক্ট্রিক তার পুড়িয়া মিনার্ভা থিয়েটারের প্রায় সব বাড়ীই পুড়িয়া গিয়াছে। মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ীর অনেক ইতিহাস। ঐ বাড়ীরই পূর্ব সংস্করণ আদি পেশাদার থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়ী, আর দ্বিতীয় সংস্করণ মিনার্ভা থিয়েটার বাড়ী। ইহার প্রথম সংস্করণে গিরিশ বাবু, দ্বিতীয় সংস্করণে গিরিশ বাবু। তদে মিনার্ভা রূপে দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাতে গিরিশ বাবু কিছু বেশী। ঠার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী দের সহিত মনোমালিন্য হওয়াতে গিরিশ বাবু ঠাকুর বাড়ীর দৌহিত্র সন্তান নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ধনিক্রমে লইয়া নিজে কর্ম-রূপে সেই পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় ন্যাশনাল থিয়েটার বাড়ী নব নির্মিত করিয়া মহা-সমারোহে মিনার্ভা থিয়েটার নামে উদ্বোধন করেন, সেদিনকার সে মহাসমারোহের কথা থিয়েটার যাত্রীদের মধ্যে এখনও বাঁহাদের মনে আছে, মাত্র তাঁহারাই বুঝিবেন সে কি সমারোহ ব্যাপার। জগৎ কবিসেক্সপীয়রের অমর নাটক “ম্যাকবেথ” বঙ্গ-কবি গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালা নাটকে পরিণত করিয়া মিনার্ভা রঙ্গ-মঞ্চ ডালির প্রথম কুসুম ফলরূপে জনসাধারণের সম্মুখে ধরেন। সেই হইতে আজ পর্যন্ত এই মিনার্ভা থিয়েটার কত পরিচালকের হাতের হইল। কিন্তু এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ থিয়েটার এমন ভাবে যে পুড়িয়া নষ্ট হইবে, তাহা কখন ভাবি নাই! আজ একটি কথা মনে হইতেছে। একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী “নাট্যমালিনী” কাগজে লিখিয়াছিলেন যে, ন্যাশনাল থিয়েটার বাড়ীর ঐ আরগাটিকে সকালের লোকে হানা আরগা

বলিত, ঐ হানা আরগা বাড়ী করিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার খুব চলতি থিয়েটার হইলেও বতগুলি ধনী সন্তান পর পর উহার স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহার সকলেই ফেল হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হানা আরগা যে মিনার্ভা থিয়েটারকে একবারে হনন করিয়া লইবেন তাহা ভাবি নাই। মিনার্ভা থিয়েটারের বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মিত্র ঐ স্থানে বাস্তব বাগ করিয়া আবার বিলাতের ডুরিলেন থিয়েটারের স্থায় মিনার্ভা থিয়েটার বাটী পুনর্নির্মিত করুন। আ: বা:

## ভীম ভবানীর মৃত্যু।

বঙ্গদ্বার গৌরব মহাবীর ভীম ভবানীর নাম সকলেই জানেন। মানবের দৈহিক শক্তি যে কত বেশী হইতে পারে, তাহার প্রমাণ তিনি দিচ্ছিলেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, তিনি আর ইহ জগতে নাই। সেদিন কলিকাতার দক্ষিণস্থ গড়িয়া নামক স্থানে তিনি উত্তর বঙ্গ প্রাবনের সাহায্যের জন্য আগামী সার্কাসে তাঁহার দৈহিক শক্তির শেষ অভিনয় করিয়াছেন। ইহার পর রবিবার দিন তাঁহার মাথায় একটু বেদনা হয়। এই বেদনা হইতেই পবে আর হয়। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ বার্ণাডো ভীম ভবানীর ক্ষয়-যন্ত্রের ক্রিয়া পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার বুকে প্রায় চারি ইঞ্চি পরিমাণ চর্কি জমা হওয়ার দ্বারা পরীক্ষাকারী ডাক্তারী বহু তাহার অক্ষমতা জানার। তাঁহার ক্ষয়যন্ত্র সম্বন্ধে ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারিলেন না। ৩৩ বৎসর ৮ মাস বয়সে তিনি ইহাশয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। আট জন বলিষ্ঠ লোক তাঁহার শব আগ্রহে লইয়া গিয়াছিল। শত শত লোক শবের অঙ্গুগামী হয়। তাঁহার শোকাভূত বৃদ্ধা মাতা ও ভ্রাতৃগণকে আমরা সহায়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছি।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকে” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

## ধূজুটী বিজয়

আয়ুর্বেদোক্ত স্বর্ণবল, মুগনাতি, শিলাজতু, সালম্বি, প্রায়লতা, অম্বগন্ধা, অনন্তমূল, জাক্কা, শুক্রমাতৃকা, বদেধর, লৌহ, শম্ব ও মুক্তাভঙ্গ প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত বিশেষণে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-আমব আবিষ্কৃত। সেবন মাত্রেরই বিন্দু-ঔষধ বিদ্যাতবেগে সর্ব-পর্যায়ের বিসর্পিত হইয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টদায়ক উপলব্ধিাদি যত্নশক্তিবৎ নাশ করে; অকাল বার্দ্ধক্য তিরোহিত হয়।

ধাতুদোষল্যা, পুরুষবহানি, প্রমেহ, বম্ব-বিকার খেত ও রক্ত-প্রদর, কষ্টরজঃ উদরাময়, অন্নশূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, অন্নপিত্ত, উপদংশ, ভগন্দর, রক্তজটী, ইপানি ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অল্প প্রত্যয়ে শক্তি সকার হয়, শুক্র গাঢ় হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ২৫০ টাকা; অসমর্থের পক্ষে (মাত্র ১ হাজার শিশি) প্রত্যেক শিশি ১৫০, ডজন ৫, টাকা। মাতুল যত্ন। সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার নাই।

আর, প্রধান; বি, এ, সেক্রেটারী,

গাঙ্গীআয়ুর্বেদ প্রচার সমিতি।

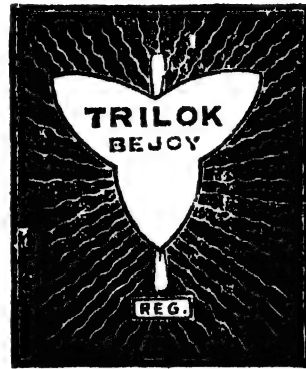
১৫৫, বহুবাজার স্ট্রীট, (শিলালমহের মোড়)  
কলিকাতা



# বিনামূল্যে

## ভাগ্য-পরীক্ষা!

## জনে জনে লক্ষ্মীলাভ!!



বাহার সংসারচক্রের দারুণ আবর্তে বিভ্রান্ত, রোগ-শোক, দুঃখ দারিদ্র্যে প্রসৌড়িত, হৃদয় শনির কোপ-দৃষ্টিতে পতিত আশ্রয়চ্যুত—ঐশ্বর্যচ্যুত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, উদ্বেগসিঁদুরি পথে, আত্মোন্নতির প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা বিঘ্ন পাইতেছেন, বাবসা বাণিজ্যে সর্বস্ব চালাইয়া দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন; শত চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিতেছেন না, মর্কটমা-জালে জড়িত হইয়া পরাজয়ের চিহ্ন আর কুল, অথবা গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রণয়বিচ্ছেদ সম্ভাবনার কাতর হইয়াছেন, তাহার আহ্বান;—

হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপস্বীসিদ্ধ মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিনুর  
ত্রিলোক বা স্পর্শমণি

বাহাকে ইংরেজ সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণ করুন। “স্পর্শমণি”র মঙ্গলময় স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে; অমঙ্গলের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; ধরে ধরে সকল বিকৃতি ছুটিয়া উঠিবে,—আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শান্তি, উন্নতি, স্বপ্ন সম্পন্ন, সৌহার্দ, দীর্ঘায়ু, ধন, জন, খ্যাতি, বংশরক্ষা, চিরযৌবনলাভ ও সর্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া বড়ৈশ্বর্যে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, সকলেই নির্ঝিঁয়ে ধারণ করিয়া জ্বলিত কললাতে সর্ব হউন। গ্রহনকালে স্ত্রী কি পুরুষের ব্যবহার্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

“স্পর্শমণি”র প্রত্যেকটি ঋষিবাছিত ক্রিয়াস্থানে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্ন, জীবনসঙ্কট প্রেরাস ও ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও, বাহাতে ধনী-দরিদ্র নির্ঝিঁশেবে ইহা সকলের সমান অধিকারে আসিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তান্ত্রিক, রোপ্য ও স্বর্ণ মণ্ডিত “স্পর্শমণি”র জন্ম স্বধাক্রমে ২, ৩ ও ১২ টাকা জামিনস্বরূপ ভায়া রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রসহ প্রেরণ করা হইবে। যদি ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন তত্ত্বচর্চনা অসম্ভবিত না হয়, তবে উক্ত “মণি” আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, গৃহীতার পছন্দিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

“ত্রিলোক-বিজয়” বা “স্পর্শমণি” গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের নিয়মাবলী ঐ সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিষ্টিক চারম্ কোং,

১২৩নং লোয়ার সাকুলার রোড,

জামশীন বিল্ডিং কলিকাতা।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেখ হইতে চলিল, তৎপর হউন।



## ডাকটিকিটে লাভালাভ।

—স—

ডাকটিকিটের মূল্যবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্টের কিরপ লাভালাভ, হইল তৎসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিবার জন্য মিঃ জে চৌধুরী গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে উত্তর প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ক্রুসফোর্ড ইহার নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন :—

ডাকটিকিটের মূল্য বৃদ্ধির ফলে চিঠি এবং পোষ্টকার্ডের সংখ্যা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর গত চিঠি ও পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল, মূল্যবৃদ্ধির পরে উহার শতকরা ২৬ হিসাবে কমিয়া গিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না যে, এই হ্রাস মূল্যবৃদ্ধির জন্য ঘটিয়াছে কি ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা অবস্থার জন্য ঘটিয়াছে। গত এপ্রেল মাসের ৭ দিন মাত্র বর্জিত মূল্যে ডাক ট্যাম্প বিক্রীত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ মাসে ডাকটিকিটের বিক্রয় বিলম্বিত হ্রাস হইয়াছিল। উদ্দেশ্যে বলা যায় যে, এই হ্রাসের মূলে অত্র কোনও কারণ আছে। এখন চিঠি পত্রের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, এই বৎসরের শেষভাগে উহা পূর্বের ম্যার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। বড় বড় সহরে চিঠির সংখ্যা থুই কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু পল্লীগ্রাম সকলে তাড়াতাড়ি হ্রাস পায় নাই। ডাকটিকিটের মূল্য বৃদ্ধিতে জ্যাকুপেরেল প্যাকেটের সংখ্যা হ্রাস হয় নাই ও মনিঅর্ডারের কমিশনও কমে নাই। চিঠি পত্রের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু আর থুই বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসরের

তুলনায় প্রতি সপ্তাহে ১৪ লক্ষ টাকা আর বাড়িয়াছে। তা হলেই হলো।

## Technical Education. কার্য্যকরী শিল্প-শিক্ষা।

—:—

এদেশে প্রায় সর্বশ্রেণীর লোকেই বলচেন যে, যে শিক্ষা এতদিন চলে আসছে এ শিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা প্রায় সকলের পক্ষেই হতাশা পূর্ণ। উকিল ডাক্তারগণের কাহার কাহারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় বটে, আর দেশে সেই লোকে যে এতদিন ভেড়ার দলের মতন লোকের উচ্চ শিক্ষার দিকে দৃষ্টি ছিলো, তাও এখন সকলের পক্ষে সুবিধা জনক হবে না এই কথা এখন লোকে বুঝে। তাই লোকের বিশ্বাস ঝাড়োচ্ছে যে, শিল্পশিক্ষা দ্বারা অন্ন সংস্থানের হয়তো সুবিধা হতে পারে। —তাই কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা প্রচলনের জন্য লোকের এত কর্ণধারিকর চিংকার এবং এই চিংকারধ্বনি যে অসমত, তা বলা চলে না—আগু অন্নকরী শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার প্রচলন হওয়া যে এদেশের মত দেশের —বার ভুক্তিক অন্নকরী অন্নের আভরণ স্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে, এ হেন দেশের পক্ষে যে একান্ত আবশ্যক, তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু এই শিল্প শিক্ষা বলতে আমাদের আপামর সাধারণ আগে কি বুঝে, তারই স্থির করার দরকার বেশী। এদেশে শিল্প শিক্ষার ভেতন কিছু উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি না থাকলেও অনেকে বিদেশ—বধা ইংলও জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে যেখানে শিক্ষা

লাভ করে এসেছেন। তাঁদের দশা কি দাড়িয়েছে? দেশে এসে তাঁরা মূলধনের অভাবে কোন প্রচেষ্টা সফল কর্তে পারেন নাই। কোন ধনীও মূলধন প্রদান করে তাঁদিকে কাজে লাগিয়ে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানও করেছেন, এমন দৃষ্টান্তেরও প্রাচুর্য্য নাই। সুতরাং শিল্পশিক্ষাই সার হয়েছে মাত্র, দেশের বা শিল্পীর বিশেষ কিছু উপকার হয়েছে, তাতো বলা যায় না। তাহলেই আমাদের এমন কোন রকমের শিল্পশিক্ষা করার দরকার, যার দ্বারা শিল্পী অন্ন মূলধনে, বা ধনী সাধ্যমত ব্যয়ের কোন প্রতিষ্ঠান কর্তে পারেন। ট্যাকের দিকে তাকিয়ে যেমন সারথ, সেইরূপ শিক্ষার আবশ্যক হবে। বড় বড় শিল্প শিক্ষা করে এসে চাকরী খুঁজে বেড়াতে যদি হলো, যদি সে শিল্পের দেশী ধনীর নিকট চাহিদা না রইল, তবে জাত গেল, পেট ভরলো কৈ? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা চাই। কুটীর শিল্প দ্বারা এই অতীত সিদ্ধ হতে পারে। জাপানের কুটীর শিল্প দ্বারা জাপানের অসীম উন্নতি, জার্মানী, ইংলও প্রভৃতি স্থানেও আমেরিকাতেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ শিল্পের প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে খেলনা প্রস্তুত, এন্ডেলপ প্রস্তুত, জুতার কিতে, লেসবোনা, পাখার কাজ, স্বত্রধরের কাজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামারের কাজ, কত বলবো—অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানজাত দ্রব্যে অগতের বাজার পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানও উপেক্ষা নয়। আমাদের এদেশে জনসাধারণের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুতের শিল্প শিক্ষারই দরকার। অত্র দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান দেখে মনে বাড়াতে কি হবে? দেশ যে অত্যন্ত শূন্য হয়ে উঠেছে। হাতে হেতেরে কিছু শিখে অন্ন অন্ন মূলধন নিয়ে কুটীর শিল্পের উৎকর্ষতা সাধন করে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আর বৃদ্ধি হবে। তখন দেশের

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



প্রকৃত উন্নতির প্রথম সোপান গঠিত হবে। বিদেশী আইডিয়া কপচালে কি হবে? অর্থের অভাবেই লোকে তীক্ষ্ণ কাপুরুষ পণ্ড—বা বল, তাই হয়ে পড়েছে। দেশের অর্থাতাবই এই কাপুরুষতার মূল। পশ্চাৎ থাকলে লোকে নির্ভয়ে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন কর্তে পারে, তার পরিবারবর্গ যে তার অভাবে অনাহারে মরবে না, এইটাই বুঝতে পাল্লেই তার সব হুশিয়ারি বুচে যায়। যত কাহিল করেছে অভাবে। সেইজন্য এ দেশে শির শিক্ষার আবশ্যিক। তা সে শিল্পের বড় বড় ধারণা কল্পে চলবে না, হাতকে চেয়ে কল বড় হলে ধরতে পারা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্খ-প্রতিষ্ঠানেই আমরা বড় হব।

## শস্য রপ্তানী।

—:—

অর্থ নীতিজ্ঞগণ বলে থাকেন, দেশের শস্য রপ্তানী'না হলে দেশের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য হতে পারে না। একথা খুব সত্য। কিন্তু এটাও তো বিখ্যাত নয়, যে দেশের অভাব মোচন না করে সমস্ত শস্য রপ্তানী হয়ে গেলে দেশের অন্নকষ্টও অনিবার্য। এদেশের কৃষকের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, ঋণদ্বারে সে এমন দায়গ্রস্ত যে সারাবছর কঠোর পরিশ্রম করে সে যে শস্য উৎপন্ন করে, সে ছুদিনও ধরে রাখতে পারে না, মহাজনগণের তাড়নায় স্রদের দ্বারে সে তার জীবিকার একমাত্র সম্বল শস্যগুলি প্রকৃত মূল্যের কম দামেও বেচে ফেলে। সে অন্তরাশী রপ্তানী হয়ে বিদেশে চলে যায়, ভারতের তাই অন্নকষ্ট হলে চাহাকার উঠে যায়। সে কালে শস্ত বিদেশে রপ্তানী হতো না, দেশের শস্য দেশের

অভাব মোচনের জন্যই দেশে ঘুরে বেড়াতো, তাই চাল, ধান, ডেল, বী তরিতরকারী সকল জিনিসই স্থলভ ছিল। রপ্তানী হয়ে বিদেশে চলে যাওয়াতেই ভারতের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়েছে। অভাবের তাড়নায় দেশের লোককে তার শস্য বেচেতেই হবে, না হলে তার সাংসারিক অজ্ঞানা খরচ চালান দার হবে! এ রকম ব্যাপার শুধু আমাদের দেশেই যে হয় তা নয়। আয়ারলণ্ডেরও কৃষকগণের এই রকম অবস্থাই আগে ছিল। তাবপর তারা কো-অপারেটিভ পদ্ধতি—বাকে বলে সমবায়, সেট পদ্ধতি চালিয়ে নিজেরাই কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে সমবায় সমিতি স্থাপন করে। সেই টাকায় নিজেদের শস্য নিজেরা রক্ষা কর্তে লাগলো, কৃষকদিগকে সমবায় ব্যাংক হতে অভাবের সময় টাকা দেওয়া হতে লাগলো। শস্য জন্মালে তাদের সমবায় সমিতি শস্য কিনে নিয়ে জমা করতে লাগলো, আর নিজেরাই দেশের অভাব মোচন করে উদ্ধৃত শস্য উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতে লাগলো। এতে অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য এবং অভাবও মোচন হয়ে তাদের অবস্থা এত উন্নত হয়ে উঠলো যে, তা আজ উল্লেখযোগ্য উন্নতি। আয়ারলণ্ডের কৃষক আজ আর দরিদ্র নয়, কৃষকেরও উন্নতি হলে কৃষির উন্নতি হতেই হবে, সে তখন মূল্যবান কৃষিজন্তু, বলদাদি কিনতে পারবে, উন্নতি না করে আর যায় কোথা। পরস্পরের পরিশ্রম ভাত দ্রব্য নিজেদের মধ্যে বাটোয়ারা করে নিয়ে তারা তখন সুখেই থাকবে, হিংসা নীচতা, সংকীর্ণতা বেশ হতে ছর হয়ে যেরে একটা একটা স্থাপন হয়ে যাবে। তখন দেশের সমস্ত লোকই এক উদ্দেশ্যসূত্রে গাঁথা যেরে

বড় বড় কাজ কর্তে পারবে। একতা বুঝের কথাই তো আসে না। ভারতের অনেক লোকই দরিদ্র হলেও ধনীও যে নাই তা নয়, ধানের টাকা আছে, তাঁরা এই উপায়ে অনেকগুলি ধনী একত্র হয়ে প্রথমে এই সমবায় পদ্ধতিতে অর্থনাস্ত করে কৃষকের অবস্থার উন্নতি কর্তে পারেন, সেট কৃষকের অবস্থার উন্নতি হলেই সেও সমিতির সভ্য হবে। প্রচুর অর্থ তখন সমবায় ব্যাংকে জমা হবে। তখন অর্থলোলুপ মহাজনদের অঙ্গুলী নির্দেশে তাদের কষ্টগুরু শস্য আর যা তা হয়ে বিক্রি করে ফেলতে হবে না, সবাই তখন এক সংসারের ছেলেদের মতন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সত্যব রেখে প্রকৃতই এক হয়ে যাবে। এই যে শুভ অনুষ্ঠান, তা এদেশে কখন হবে? এই গুলিই তো আসল কাজের মত কাজ। দেশের কৃষককুলকে এই রহস্ত বুঝিয়ে দেওয়া হোক, তাদিকে প্রকৃত মুক্তির পন্থা দেখিয়ে দেওয়া হোক, তবে দেশের মঙ্গল হবে। দেশের যারা ভিত্তি, সেই কৃষকের কথা কেউ ভাবতে না, অথচ আপনে নিপদে তা দিকে ডাকতে, সে ডাকে কেউ সাড়া দেবে কি?

### বালসুখ

দুর্মল, শীর্ণ ও চির রুগ্ন বালককে  
সুস্থ, সন্মত ও নীরোগ করিবার  
পক্ষে "বালসুখ"ই একমাত্র  
সুপ্রাচীণ ও গ্রিফি ওষধ।  
মূল্য প্রতি শিশু ১০ ও ডাকমা ৩০।  
প্রাপ্তিস্থান  
সুখসুখ কারক কোম্পানী লিমিটেড।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া "কাজের লোক" উল্লেখ করবেন।

## Facts worth noting.

### নূতন কাগজ।

বর্তমান কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বর্তমান হতে “বর্তমান” নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির হইতেছে। আমরা এই নব সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

### “কেরানী মহল”

আমরা করেক সপ্তাহ হতে “কেরানী মহল” নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র পাচ্ছি। “কেরানী মহলে” কেরানী জগতের সুস্তির কথা থাকবে। যে কয় সংখ্যা আমরা পেয়েছি, তাতে সহযোগীর বেশ কৃতিত্বই প্রকাশ পেয়েছে। লেখা, কাগজ—সবই ভাল। বার্ষিক দক্ষিণী সডাক ৩ মাত্র। নগদ মূল্য ১৫, অল্প বেতনের কেরানীদের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হবে। “কেরানী মহলের” কার্যালয়, ১১নং দুর্গাচরণ পিথোরির লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

মিষ্টিক চারম কোম্পানী কলিকাতা ১২৩নং লোরার সাকুলার রোড, তার-মলীন বিল্ডিং এই ঠিকানা হতে “স্পর্শমনি” নামক একটি কবচ দিয়ে থাকেন। ভারতের প্রায় সমস্ত কাগজেই এর বিজ্ঞাপন বেকজে, বোধ হয় পাঠকগণ দেখেছেন। এই “স্পর্শমনি” বহু লোকেই কিনেছেন বিক্রয়ও প্রচুর,। সম্ভ্রতি আমাদের কোম পরিচিত ব্যক্তি এবং গ্রাহক ইহা ব্যবহার করে আনিরেছেন যে, “আমি বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি “স্পর্শমনি” চুপি চুপি

আমি যে ধারণ করে ছিলাম—আমরা সে উদ্দেশ্য নিরাশায় হলেও সকল হয়েছিল। আরও অনেকের কাছে আমরা এই কথাই শুনেছি। এদেশে বহু লোকে কবচ, দৈব সাহায্য, দৈব ঔষধ ব্যবহার করে আরোগ্য লাভ করেন আমরা প্রত্যেক দেখতেও পাই—আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত হয়ে, এখন এদেশের তাবৎ শাস্ত্রীয় দৈব বিবরণকেই কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাই। মহা-ভারতের মধ্যেও দেখা যায়, বড় বড় বীরগণ কবচ দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সমর প্রাঙ্গণে যেতেন। কর্ণের কবচ কোশল ক্রমে অপকৃত না হলে কর্ণবধ সম্ভবই হতো না। “স্পর্শ-মনি” ধারণ যে করে। সে তার মনের দৃঢ় বিশ্বাসেই ধারণ করে সেই যে মনের বিশ্বাস তা দেহের উপরেও কার্যকারী। আমেরিকার এখন এক প্রকার চিকিৎসার অতিশয় প্রচলন হয়েছে—তাতে চিকিৎসক রোগীর বিশ্বাস জন্মিয়ে দেন যে সে বেশ ভাল হচ্ছে—তার কোন রোগ নাই, তাতেই রোগী বেশ সেরে উঠে। কোন ওষুধই আর রোগীকে দেওয়া হয় না। সুতরাং এদেশে হিন্দু মুসলমান কবচ বা দৈব ঔষধকে কখনও অবিশ্বাস করে না, করবেও না। বিশ্বাস এবং ভক্তি দ্বারাই সমস্ত আকাজিক উদ্দেশ্য সফল হতে পারে—বিচিছু কি?

পৃথিবীর ভেতর সব চেয়ে গরম স্থান “ডেথভ্যালি” (Death Valley) এটা কালিকর্ণিরার একটি প্রান্তরের মধ্যে—প্রায় ১২ মাইল লম্বা। এখানের চরম উত্তাপ কারেনহিটের ১৬০ ডিগ্রি—রাজি হুপুংও থারমিটারের পায় ১২০ পর্যন্ত থাকে। এত উত্তাপ যে হুপুং বেগার একটি পাখর কি লোহা হাতে করে সঙ্গে সঙ্গে হাতে

কোসকা করে দেয়। এই জেলা হতে প্রায় সমগ্র জগতে সোহাগা রপ্তানি হয় এবং এক প্রকার বিশেষ প্রকারের মটর গোরি করে নিকটবর্তী রেলওয়ে ট্রেনে—সেটা প্রায় ১৬০ মাইল দূরে,—এই সকল সোরা নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে রোদের সময় জল ফুটে থাকে। এই ভরফর স্থানের সঙ্গে এখন রেলওয়ে দ্বারা অভ্যন্তর সহরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, রেলের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা রাত্তা প্রস্তুত কার্যে ছিল, দ্রুত উত্তাপে তখন কত লোক মরে গেল। কার্টের ডেক্স ৩৪ দিনেই রোদের উত্তাপে বেকে, ফেটে কুচি কুচি হয়ে গিয়েছিল। সেখানে মানুষ কেমন করে বেঁচে থাকে?

সব জীব জন্তু অল্প বিস্তর সাঁতার দিতে পারে, কিন্তু উট সাঁতার দিতে মোটেই পারে না। নদীর স্রোতে যদি কখন-পা কুসলে পড়ে, তবে সে পিঠের ভারে একেবারে চিংপাত হয়—তার পর আশ্চর্য্যকর জন্ত হাত পাও ছোড়ে না, নীরবে ভেবে বেয়ে মারা পড়ে।

বিলাতের একটি কারম নাকি বিজ্ঞাপন প্রচার করে ছিল যে, কেউ যদি ২ শিলিং ৬ পেন্স কী পাঠিয়ে দেয়, তা হলে তাকে এমন একটি পরামর্শ দেওয়া বাবে, যে সে পরামর্শের সমস্তটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তিনি কখনও বুড় হবেন না, এই বিজ্ঞাপন পাঠ করে অসংখ্য লোকে কি পাঠিয়ে দিলে—তার কিছুদিন বাদে, সকলের নিকট উত্তর গেল “We advise all such idiots as you to suicide at the age of Twenty-five” অর্থাৎ দ্বারা কি পাঠিয়েছিল, তাদিকে পরামর্শ দিচ্ছি

বিজ্ঞাপন লেখকরা জিমিস কিনিয়ার সমর “কালের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

য়ে, তোমার মত ব্যাধি আহার্যক তারা বেন  
পশ্চিম বংসর বয়সে আশ্রয় হত্যা করে, তা হলে  
মোটাই বুড়ো হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

লন্ডনের একজন বড় বিচক্ষণ ডাক্তার  
এলচেন—বুঝ ভাঙ্গলিই বিছানা হইতে লাফিয়ে  
নেন্দু পড়া অনেকের একটা ক্যাসান—কিন্তু  
সেইরূপ করা বিশৃঙ্খলক যুগ্মত অবস্থার জন্মদাতার  
ক্রিয়া অনেকটা স্তিমিত অবস্থার থাকে,  
স্বকস্মে উঠে দাঁড়ালে বা দৌড়ে বাইরে গেলে  
হাটের ক্রিয়া বর্জিত হয়। এটা স্বাভাবিক।  
ভাঙে করে অনেক বিপদ হতে পারে।  
বুঝ ভাঙ্গলে অন্ততঃ ৫ মিনিট বিছানার  
থেকে আঙুলে আঙুলে উঠতে হয়, তখন ক্রমে  
জন্মদাতার ক্রিয়া নিরমিত অবস্থার আসে,  
হাঙে পারের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে  
আসে।

পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা মূল বড়  
হয় জুহাজা বোপে। সেখানের এক রকম মূল  
আছে, তার প্রান্ত প্রায় ১ গজ, ওজন ১৫  
পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৭৪ সের।

গত রংসর ইংলণ্ডের রেল ১২১৭৬৮৭০০০  
বাজার মধ্যে মাত্র ১৮ জন টেনে আকস্মিক  
বিপদে মারা গিয়েছিল। এটাও চেপে গেলেই  
হতো। এদেশে এমন হয়।

## জর্মানির ব্যবসায় নীতি।

জার্মানি যে ব্যবসায় বাণিজ্যে অদ্বিতীয়  
হইয়া উঠিয়া ছিল, সমস্ত জগতকে বিগত যুদ্ধে  
ওলট পালট করিবার উপক্রম করিয়াছিল  
তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই সময়কার  
এক বাণি ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত  
কয়েকটি উপদেশ দেওয়া ছিল, পাঠকগণকে  
তাহার অনুবাদটি উপহার দিলাম।

(১) বত ব্যয় হউক, নিজের নিজের  
দেশের স্বয়ং বা স্বার্থ রক্ষা করিও।

(২) কদাচ তুলিও না, যে, যখনই  
তুমি বিদেশীর আমদানী দ্রব্য বত টাকার  
ক্রয় করিবে, তখনই তোমার দেশ সেই  
পরিমাণে দরিদ্র হইবে।

(৩) তোমার টাকার দেশকেই লাভ-  
বান করা উচিত।

(৪) জার্মানীর কল কারখানাকে  
বিদেশীর দ্রব্য ব্যবহারে অকর্মণ্য ও বিকলাঙ্গ  
করিও না।

(৫) তোমার টেবিলে জার্মান জাত  
খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত যেন অন্য দেশের খাদ্য  
প্রাপ্ত না হয়।

(৬) জার্মান কাগজে জার্মান কলমে  
এবং জার্মানীর কালিতে লিখিও।

(৭) জার্মানীর খাদ্য জার্মানীর কল  
জার্মানীর বিহার মত তৈমাকে যথার্থ জার্মান  
কার্যক্ষমতা প্রদান করিবে। জার্মান  
সন্তানের পক্ষে জার্মান জাত সমস্ত দ্রব্যই  
হিতকর।

(৮) জার্মানীর বস্ত্র পরিধান করিবে,  
জার্মানীর টুপি ব্যবহার করিবে।

(৯) সাবধান! বিদেশীর তোষামোদ  
(Flattery) যেন তোমাকে উপরোক্ত  
উপদেশ মত কার্য হইতে বিরত না করিতে  
পারে। তজ্জন্ত দৃঢ় প্রত্যজ হও। অপরে  
বা বলে বলুক, জার্মান জাত পিতৃভূমির দ্রব্য  
জার্মান প্রজার প্রকৃত ব্যবহার্য সামগ্রী।

জার্মান জাত দ্রব্য তো জার্মানীর  
বদেশ প্রাপ্ত জার্মানগণ আজীবন ব্যবহার  
করিয়াই আসিতেছিল, অধিকন্তু সমগ্র  
জগত জার্মান জাত দ্রব্য লইয়া ব্যবসায়  
করিয়া বাইরাছে। যুদ্ধের সময় তাহা  
কাহার নিকট অপ্রকাশ থাকে নাই।  
বলা বাহুল্য, আজও জার্মানীর দ্রব্যের  
অভাব ব্যবসায়ীগণ হাড়ে হাড়ে অনুভব

করিতেছে। এই নীতি জাপান চীন, সমগ্র  
ইউরোপে, আমেরিকাতেও আছে। জাপান  
দেশমাতৃকাকে গৌরবাবর্তিত করিতে হইলে  
দেশমাতৃকাকে দ্রব্যই—তা সে ভালই হউক বা  
মন্দই হউক, ব্যবহার করিয়া দেশের অর্থরানি  
রক্ষা করিতেই হয়। নচেৎ সে দেশ দরিদ্র না  
হইয়া বার না। এই নীতি নাই কেবল  
ভারতে। তাই ভারতের লক্ষ্য অর্জ্য হইত  
হইরাছে, পরাধীন অজ্ঞকরণপ্রিয় জাতিদের  
জাতি—জাতি, তাই বিদেশের পোষাক  
পরিচ্ছদ পরিয়া বিদেশীর দ্রব্য খাইয়া  
বোঁচা মুখের গোঁপে চাড়া দিয়া বেড়াইতে  
লক্ষ্যবোধ করি না। দেশের অর্থ রানি  
অবাধে বহির্গমনের যে সহজ ছিদ্র—এত  
অজ্ঞানই করিয়াছি। দেশের তাবৎ আচার  
ব্যবহার মজলিস, পোষাক পরিচ্ছদ, কথা  
বক্তা সবই বিদেশী অজ্ঞকরণে—অথচ জাতি  
কল্যাণী। এই যে তাবৎ বয়ে জুয়াচুরী  
যে জাতির, এত বেশী, সে জাতি—দেশের  
জাতি কেমন করিয়া করিবে—তাতো  
বুঝিতে পারি না।

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সভাসমিতি  
কংগ্রেস বহুবারই দেখিলাম, কিন্তু কচ  
কচানিই সার হইরাছে, দেশকে স্বদেশী  
করিতে পারে নাই। কখনও পারিবে বলিয়াও  
আশার মলিন ছায়াও দেখিতে পাওনা বার  
না। কেবল অর্থব্যয়—কেবল অসাব্য অল্পনা  
করনা। দেশ রক্ষা হইবে দেশের শিল্পের  
উন্নতিতে—দেশীর, দ্রব্য ব্যবহারে—দেশের  
অর্থ সংরক্ষণের উপরে। দেশের ধন সম্পদ  
বৃদ্ধি লইলে—দেশবাসী কোমরের বলে  
দাঁড়াইতে পারিবে। সুজির এইতো  
উপায়। সে পথে এদেশ কখনও চলি-  
রাছে কি?

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন।

# বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

আমাদের “জীবনদশা” নামক পুস্তক বিতরিত হইতেছে ; অগ্ৰই আবেদন করুন, বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা ।

দৃঢ়তার সহিত সগর্বে বলিতে পারি

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকার

শ্রায় অমৌষ ও ত্বরিত ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই । ইহা স্নায়বিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার একটা অব্যর্থ মহৌষধ । একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাই প্রার্থনা, ৩২ বটিকাপূর্ণ কোটার মূল্য ১১ ।

ম্যালেরিয়া নাশক

“জ্বরাস্তক বটীকা”

“জ্বরের যম”

যে কোন প্রকারের জ্বরই হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে । ৪০ বটিকা পূর্ণ কোটার মূল্য ১১ ।

শিশুদিগের জন্য

## শিশুসখা বটীকা

শিশুগণের বকুৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুঙুড়ী সর্দি ও অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । স্বল্প শিশুরাও ইহা সেবন করিতে পারে । , মূল্য ৩০০ বটিকার ১ কোটা ১১ টাকা ।

## মনি তৈল

শরীর পোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, স্নগন্ধ, হাত পা ছালা প্রভৃতির অমৌষ ঔষধ । ইহা সর্বদা কেশে মর্দন করিলে কেশরাশি সুকোমল শ্রীধারণ করে । ইহা শরীরে মাখিলে দুর্বল ব্যক্তিকে মোটা করে । মূল্য ৫ তোলায় শিশি ১১ টাকা ।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোস্বিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

## Selling goods by mail.

### ডাকে বেচাকেনা।

লেখক—কাজের লোক সম্পাদক।

মকঃবলের লোক সহরে আবৃত্তকীর জিনিস কিনতে আসলে তার অনেক খরচা বেশী হয়, বাতারাতির ব্যয় আছে, থাকবার খাবার ব্যয় আছে, জুয়াচোরের হাতে সর্ব্বদা ধোয়াবার ভয় আছে—অসুবিধা অনেক। এ কথা এখন অনেকে বুঝতে পেরেছে, শুধু এ দেশের লোকেই বুঝেছে তা নয়, সমগ্র জগতের সভ্য জাতি সকলেই সে কথা বুঝেছে। তাই লোকে মকঃবল হতে সহরের কোম্পানীকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখে জিনিসের ক্রমবাইস কভেই তারা জিনিস পাঠিয়ে দিয়ে ডাকঘরের সাহায্যে টাকা আদায় করে জার। ইহার নাম হলো ডাক সিস্টেম। এই যে ডাকে সমগ্র জগতে কেনাবেচা চলবে, সেই কারবারের নাম Mail Order Business অর্থাৎ ডাকে কেনাবেচার কারবার। এই শ্রেণীর হুটী কাজ আছে। একটীর নাম অর্ডার সাপ্লাই, অন্যটীর নাম মেল অর্ডার বিজনেস। এখন এই হুটী কাজের পার্থক্য কি তাই বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

অর্ডার সাপ্লাইএর কাজে অনেক মূলধনের প্রয়োজন। যারা অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করেন, তাঁদিকে একটা স্টক হতে বিশগাড়ী অর্থাৎ পর্যাপ্ত সরবরাহ কর্তে হবে—তাতে না বললে চলবে না। সুতরাং প্রচুর মূলধন হাতে থাকার আবশ্যক। অর্ডার পাবা মাত্রই পাঁচ বারগা হতে নানারকমের জিনিস ক্রেতার ভেত্রে কিনি পাঠিয়ে দিয়ে একটা কমিশন পাওয়া যায়। অর্ডার সাপ্লাইএর কাজ এই রকমের।

যাদের মূলধন কম, তারা নির্দিষ্ট কতক-

খনি জিনিসেরই বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, অর্ডার পেলেই তা তিনি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে টাকা আদায় করে থাকেন। এই কাজটা সমগ্র জগত জুড়ে চলে আসছে। সকল দেশের গবর্ণমেন্টেই ডাক বিভাগের সঙ্গে জিনিস সরবরাহের সুবিধা সুযোগ করে দেওয়াতে এই ডাকে কেনা বেচা এত বেড়ে গেছে যে তাতে সকল গবর্ণমেন্টেরই একটা বিরাট রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে। এরই নাম Mail order Business। পুস্তক, বাড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্যাদি, ঔষধ, মসলা পত্র, কল মূল বা কিছু ডাকে পাঠাবার সুবিধা, তাই মেল অর্ডার কারবারের উপযোগী, তাই এই ডাক অর্থাৎ পোষ্টার্কসের ভাণ্ডারগুলি পদ্ধতিতে চলে আসছে। বাদেই অল্প মূলধন, নীরবে কাজ কর্তে যারা ভালবাসেন, তাঁদের পক্ষে এই কারবারটা যে উপযুক্ত তা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই মেল অর্ডার কাজ কেমন করে আরম্ভ কর্তে হয়, তাই বুঝাবার জন্য বহু ব্যক্তি যাবা অল্পরুচি হয়ে অনেকদিন আগে আমরা সিক্রেট অফ এ “নিউট্রেড্” “Secret of a new trade” নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করে ছিলাম, সে খানি কয়েক মাসের মধ্যেই সাধারণের আগ্রহান্বিতভাবে—নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, সে পুস্তক আর আমরা ছাপাই নাই। এখন আবার বহুগ্রাহক এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য অনুরোধ করেন, সেই জন্য আমরা সংক্ষেপে বিবরণী বতদূর বোঝাতে পারি, বোঝাবার চেষ্টা করব। মেল অর্ডারের কাজ লাভ জনক, সামান্য মূলধনেই আরম্ভ করে বিশ্বস্ততার সহিত চালালে অল্প সময়েই অর্থশালী হতে পারা যায়। সততাই এর অধিক মূল্যবান উপকরণ।

একজন সহরে এবং মকঃবলে উত্তর স্থানেই চালান যায়। লাইসেন্স বাধী ডাকনিতেও বার বাহুল্য হয় না। ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া একাই

একজন একজন পরিচর্য করিয়া কাজ চালান যায়। সুতরাং বিক্রীত জিনিসের পদ্ধতি ও ব্যয় কম হয়। মেল অর্ডার কাৰ্য্যে একটা প্রকাণ্ড মূলধন জ্ঞাত করিতে হয় না—বিজ্ঞাপিত জবোয় অর্ডার পাইয়া বাজার হইতে তৎক্ষণাৎ আনিয়া সরবরাহ করা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রচুর মাল কিনি ওয়াস জ্ঞাত করিতেও হয় না।

### এতে ক্রেতার সুবিধা কি?

ক্রেতাকে সহরে আসিয়া অনেক অধিক ব্যয়ে খরচ করিয়া জিনিস কিনতে হতো, সেই সকল ব্যয়ে খরচ তার বেঁচে যায়। ডাকে একেবারে তার ঘরে বিছানার পাশে রাইয়া মাল উপস্থিত হয়, মুটে ভাড়া, আনা নেওয়ার কোন ঝকিই তাকে পোরাতে হয় না। সং মেল অর্ডার ব্যবসায় মাল মনোনীত না হইলে তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া দেয়। সুতরাং ডাকে এই কেনা বেচার ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই সুবিধা হইয়াছে। তাই সমগ্র জগত জুড়ে এই কাজ বেশ চলে আসবে। এ দেশেও চলা উচিত, চলেও আসবে।

(ক্রমশঃ)

### পত্রাদি।

সিউড়ির বাবু দেবেন্দ্র নাথ ভৌমিক মহাশয়, লিখিতেছেন যে “কাজের লোক” কাপড় কাচা সাবান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন আলোচনা করা হয় নাই। একথা ঠিক নহে, “কাজের লোক” ইতিপূর্বে গার্হস্থ্য এবং বাজার চলিত প্রায় সমস্ত জিনিসেরই প্রস্তুত প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। ১৯১২ সালে “কাপড় কাচি ডিপি সাবান, প্রস্তুত প্রণালী” প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্র বাবু এবং আরও

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



আমাদের গ্রাহকদের অনুরোধে তাহা পুনরুজ্জিত করিতে বাধ্য হইলাম।

## কাপড় কাচা টিপি সাবান।

কলিকাতা ক্যানিং স্ট্রীট বা মুরগী হাটার মধ্যে এই সাবান প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে, অনেকটাই তাহা দেখিয়া থাকিবেন। আজ এই সাবান প্রস্তুতের একটা উৎকৃষ্ট উপায় বলিতেছি। এট সাবানের প্রচুর কাটুতি আছে, বারসোপ অপেক্ষাও এই সাবানে কাপড় ভাল পরিষ্কার হয়। তাহা অনেকটাই দেখিয়াছেন। চুঁচী ১০ হইতে ১০/০ সের বিক্রি হয়। আমরা চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে, নারিকেল তৈল, কলিচূর্ণ এবং সাজিমাটি একত্র মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলে সাবান প্ৰস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে হয়ত আজও অনেকেই অনভিজ্ঞ আছেন। এই সাবান ঢালাই করিতে হইলে কতকগুলি সরঞ্জামের আবশ্যক। কি কি আবশ্যক, তাহা নিয়ে বলিতেছি। ২ খানি বড় লোহার কড়াই, এই বড় কড়াই দুইখানিতে সাবান প্রস্তুত হইবে।

আরও একখানি ছোট কড়াই, কাঠের হাতা, কাঠের চামচে, মাটির বড় গামলা, মশক বা ভিত্তি, খুঁটি, প্রভৃতি। তাহার পর বাহাতে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই সকল মালমসলার কথা বলিতেছি। ভাল সাবানে সচরাচর কৌচড়া বা বাদাম তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতাবে নারিকেল তৈলও ব্যবহৃত হইতে পারে। সাজিমাটি নারিকেল তৈল, কলিচূর্ণের সংমিশ্রণেও সাবান হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার রং কাল হয়।

সেইজন্য কটিক সোডা, চারনারে এবং হোয়াইট পাউডার ব্যবহৃত হইতেছে।

## উৎকৃষ্ট টিপি সাবানে

নিম্নলিখিত পরিমাণ নিম্ন লিখিত জব্যগুলি থাকে, প্রক্রিয়ার কথা পরে বলিতেছি।

কৌচড়া তৈল	২১০	মণ
চারনা রু	৪	মণ
কটিক সোডা	১	মণ
জল	৪	মোষক।

এই পরিমাণ জ্বাষো প্রায় ৭১০, ৮ মণ সাবান হইবে তাহার সম্বন্ধ নাই।

## সাবান প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

প্রথমে একটা বড় কড়াইয়ের বত তৈল দিবে, তাহার দৃশ্য পরিমিত জল দিয়া সেই জলকে ফুটাইতে হইবে। তাহার পর তৈলটা আন্তে আন্তে ঐ ফুটন্ত জলে দিয়া নাড়িতে হইবে। যথেষ্ট ফুটিতে ফুটিতে যখন দেখিবেন যে তৈল এবং জলে মিশিয়া সাদা হইয়া বাই-তেছে, (প্রায় ২১ ঘণ্টা, ৩ ঘণ্টা ফুটাইতে হয়) তখন চুলা হইতে নামাইয়া স্থির এবং শীতল হইতে দিতে হয়। তৈল এবং জলে কখন মিশ্রিত হয় না, ইহা স্বাভাবিক। তবে এই রূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। অনেক সময় তৈলের সহিত ময়লা থাকে, এইরূপে গরমজলে তৈলকে ফুটাইলে ইহার সমস্ত ময়লা পাত্রের নীচে পড়িয়া যায় ও বিসৃজ্য তৈলাংশটা উপরে ভাসিয়া উঠে। আমাদের এই তৈলটুকুই আবশ্যক। সেই জল না শুলাইয়া তৈলাংশ টুকু ঢালিয়া অল্প পাত্রে রাখিয়া সে জলটা ফেলিয়া দিবেন।

তাহার পর বড় যে দুখানি কড়াইয়ের কথা বলিয়াছি, তাহার একখানি উনানে চড়াইয়া দিয়া জল অল্প পরম হইলে তাহাতে কটিক সোডা গুলির বত গুলি ধরিতে পারে,

তাহা খুঁটি বা কাঠের হাতা দ্বারা খুব নাড়িয়া মিশাইয়া ফেলুন। যখন ফুটিতে আরম্ভ হইলে, তখন উপরোক্ত পরিমিত তৈল, বতটুকু কটিক সোডা, সেইপরিমাণ আন্দাজ মত দিয়া খুব নাড়িয়া দিয়া অল্প জালে ফুটাইতে থাকুন। দেখিবেন, জল হইতে কটিক সোডা এবং তৈল মিশ্রিত হইয়া সাবান হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে। উপরোক্ত ভাসমান সাবান যদি পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে আর একটি কাজ করিতে হইবে।

পূর্বে যে মাটির গামলার কথা বলিয়াছি, তাহাতে জল দিয়া একটু কটিক সোডা মিশাইয়া কটিক সোডার জল করিয়া রাখিতে হয়। সেই জলের ছিটা দিলে সাবান পরিষ্কার হইয়া উঠে। কিন্তু অপরিমিত রূপ ব্যবহার করিলে সাবান খারাপও হইয়া যায়, তাহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কড়াইয়ের জল উত্তাপে কমিয়া বাইতেছে, এমন দেখিলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া কাঠের হাতা দ্বারা নাড়িয়া দিতে হয়।

প্রায় ২৪২৫ ঘণ্টার পর সাবান পরিষ্কার রূপ উঠিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থার অর্থাৎ উনানে থাকা অবস্থাতেই বালুতি দ্বারা আন্তে আন্তে উক্ত সাবান তুলিয়া চাইনিজ ক্রের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহার প্রক্রিয়া পরে বলিতেছি। উপরোক্ত সাবান যখন মৃদু উত্তাপে কড়াইয়ের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে সেই সময় দ্বিতীয় বড় কড়াইখানিও জল প্রস্তুত হইতে হইবে। দ্বিতীয় বড় কড়াই খানিতে চারনা ক্রেটাকে পরিমাণ মত সাবান ঠাণ্ডা জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। নরম হইয়াছে বুঝিলেই তাহাকে মৃদু জালে চড়াইয়া ফুটাইতে হইবে। যখন ফুটিতেছে, সেই অবস্থায় পূর্ক কথিত কড়াই হইতে আন্তে আন্তে বালুতি দ্বারা নিরন্তর জল আলোকিত

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিষ কিনিবার সুময় “বাকের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে তুলিবেন না।

লা করিয়া ভাসমান সাবানংশ তুলিয়া লইয়া  
এই চায়না ক্রের কড়াটরে চালিয়া দিয়া  
নাড়িয়া মিলাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর  
জনকরেক লোকে কাঠের হাতার করিয়া  
মালতিতে তুলিয়া হাঁচে চালিতে আরম্ভ  
করিবে। এখন চিনি সাবান হইয়া গেল।  
অবশ্য জমাট বাঁধিতে যথাস্থানে সময় দেওয়া  
আবশ্যক। তাহার পর কর্ণিশ দ্বারা ছাঁকিয়া  
ছোটরা বস্তাবন্ধি করিয়া রাখিতে হইবে।

### অপকৃত সাবান।

অপকৃত সাবানে তৈলের পরিবর্তে চর্কি  
দিয়া থাকে, চায়না ক্রের পরিবর্তে হোয়াইট  
পাউডার ব্যবহার করে। ইহার ১০২০  
টাকার অধিক বিক্রয় হয়না। অপকৃত সাবানে  
যদিও কেহ তৈল দেয়, তাহা হইলে তাহার  
পরিমাণও কম। ২।১ মন মাত্র দিয়া  
করে। সাবানে তৈল কম হইলে নিকট হয়।  
কটক সোডার দর ৩০।৩২ টাকা মণ।  
কোয়াইট পাউডার ২ হইতে ১।০, কৌচড়া  
তৈল ১৬ হইতে ১৮ এবং চায়না ক্রের  
হইতে ২। ২।০ মন বিক্রয় হয়। কলিকাতা  
হুজুরগায়ে এই সকল জিনিস পাওয়া যায়।  
ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লইতে হয়।  
সাবান চালিবার সময় ছাঁচগুলিকে তৈলাক্ত  
করিয়া দিলে ভাল হয়।

### মূলত কেশ তৈল।

অনেক ভাল হেয়ার অয়েল বিলাত হটতেও  
এদেশে আসে, আবার অল্প মূল্যের তৈলও  
সেইরূপ আটসে। তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য  
গুলি আছে। অল্প দ্বায়ে বিক্রয় হয় বলিয়া  
মধ্যবিত্ত লোকে অধিক ব্যবহার করে।

অলিভ বা সুইট অয়েল	২ পাউন্ড
অটো অফ রোজ	১ ড্রাম
অয়েল রোজ মেরী	১ ড্রাম

তৈলের সহিত আলকানেন্ট স্ট্রট দিয়া গরম  
করিলে লাল হইবে। প্রায় শীতলাবস্থায়  
সুগন্ধগুলি মিলাইয়া ৩ আউন্স শিশিতে  
লেবেল দিয়া ১/০ ১০ আনা বিক্রয় করিলে  
এসকল তৈল বেশী কাটে। বিলাতী  
ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক প্রেমীয় লোক আছে,  
তাহারা কেবল মূলত দ্রব্যই প্রস্তুত করে। সে  
সকল জিনিষ লোকে দেখিয়া মাত্র মূল্য  
মূলত বলিয়া ক্রয় করে। উপরোক্ত তৈলের  
সহিত Tinct. Cantherides ৬০ ফোটা  
মিশাটলেই টাকের ঔষধ হইয়া যায়।  
তাহা ১৬/০ আনা শিশি বিক্রয় করা যায়।  
ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই টাকের উপকার হইয়া  
থাকে।

### উৎকৃষ্ট ম্যানিচুরিয়া মিক্চার।

কুইনটন সল্ফ—	২ গ্রেন্স
অ্যান্টিসিড সল্ফিউরিকডিল	৭ ফোটা
ফেরি সল্ফ—	২ গ্রেন্স
লাইকার ট্রিক্লোর—	২ ফোটা
ম্যাগ্ন সল্ফ—	১ ড্রাম
অ্যান্টি কোরাইড—	৭ ১/২ গ্রেন্স
কার্বলিক অ্যান্টিসিড—	১ ফোটা
ইনকিউবন কোয়াসিয়া—	১ আউন্স

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

এইটী হইল ১ ডোজ বা মাত্রা; এমনি ৮  
ডোজ বা মাত্রা করিয়া ৮ আউন্স শিশিতে  
পুরিয়া লেবেল দিয়া ৮টী দাগ করিয়া দিবে।  
যাঁহারা পেটেন্ট ঔষধ করেন, তাহারা এই-  
গুলি অধিক মাত্রায় করিয়া কিলটারিং স্ট্রুটিং  
কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া পরিষ্কৃত করিয়া বিক্রয়  
করিয়া থাকেন। দেশে বেরূপ একপে ম্যালেরিয়া  
রোগের লোকোপ, ইহা দ্বারা পঞ্জীগ্রামে বিলম্ব  
উপায় হইতে পারে। অব মধ্যবিত্তর এই  
ঔষধ ব্যবহার্য, অতি সামান্য অর থাকিলে  
অর্দ্ধমাত্রা তৈলের সহিত মিলাইয়া ব্যবহার  
করিলে সে অরটুকু মর হইয়া যায়। ছেলে-  
দের মাত্রা বয়সানুসারে—এক মাত্রায় সিকি  
ভাগ বা অর্দ্ধভাগ দেওয়া বিধেয়।

প্রায় সমস্ত ম্যালেরিয়ার পেটেন্ট ঔষধ  
এই প্রক্রিয়ার প্রস্তুত। ইহা বর্ণে উপকারী  
ঔষধ সন্দেহ নাই। বহুৎ প্রীতাসংযুক্ত রোগীর  
লক্ষে মহৎ উপকারী। ইহা বলকারক, কুখ-  
সর্দ্ধক এবং পরিবর্তক। এই প্রেসক্রিপশন  
খানি কোন বিখ্যাত পেটেন্ট ম্যালেরিয়া  
মিক্চারের। তথাপি কোন ভাল ডাক্তারকে  
একবার দেখাইয়া লইয়া প্রস্তুত করিলে  
ভাল হয়।

### বাঙ্গলার হিন্দু স্থানীদের

### অন্ন সংস্থান।

বাঙ্গালী ক্রেতার আতি। বিদেশী এবং  
স্বদেশী সমস্ত দ্রব্য সে ক্রয় করিবে, আর  
ভারিক করিবে। হিন্দুস্থানীদের নিকট তাহাদের  
দেশের কথা যখন শুনি তখন বেশ বোকা  
যায়, তাহাদের দেশে অন্ন সংস্থান হওয়া  
স্বকঠিন। কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহাদের

দৈনিক আর ১০ আনাও হয় না। ইহারা এদেশে অর্থাৎ আমাদের বাঙ্গালার নোটা লাটী হুড়ে ভিকা করিতে করিতে পথে পাথের এবং অন্ন সংস্থান করিয়া আসিয়া কেহ ঘরবান, কেহ কনিষ্টবোরান হয়, কেহ গাঁপার তৈয়ারী করে, কেহ আম বেচে, মুড়ীর চাক্তি বেচে। বাঙ্গালী দেখেন না যে তারার দেশের অর্থরানি কেমন করিয়া প্রতি মুহূর্তে অল্প এদেশে বাসী লইয়া গাইয়া তাহাকে অস্ত্রসার শূত্র করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালী গেল অধঃপাতে। বাঙ্গালী ফাঁকা মান লইয়া অনাহারে দারিদ্রের সঙ্গে যুক্তিতেছে। মুড়ী বাঙ্গলার, গুড় ও বাঙ্গলার, মুড়ির চাক্তি করিতেছে হিন্দুস্থানী, বাহার মলীন বস্ত্রের গন্ধে ভুত পলাইয়া যায়, তাহারাই মুড়ির চাক্তী ছোলাব চাক্তি প্রস্তুত করে তামাক করা চিটেগুড়ে। আর বাঙ্গালী আপামর সাধারণ দুগ্ধপোষ্য ছেলে বড়ো তাহাই কিনিয়া খায়—আর তারিক করে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বার না দেখিলেও অর্থ নীতির দিক দিয়া যদি দেখা যায়, বাঙ্গালীর উপার্জনে কত জাতিই যে ভাগ বসাইয়া তাহাকে অস্ত্রসার শূত্র করিতেছে তাহার হিসাব নিকাশ নাই। বাঙ্গালী উপার্জন করিয়া এইরূপেই বিলাইয়া দেয়—বাবু জাতি। কোন বাঙ্গালী বিশেষ বেকার বাঙ্গালীকে এই সকল উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিতে দেখি নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানীগণ এই উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া অল্পদিনেই প্রচুর ধন সম্পত্তি করিয়া লয়। ইহার কারণ, ইহার পরিশ্রমী, বিলাসিতা শূত্র—এবং মিথব্যারী। এই তিনটা গুণেই বাঙ্গাল সম্পত্তিশালী হইয়া উঠে।

## Low wages.

### কম মজুরিও জাতীয়

### অধঃপতনের মূল।

আমরা অনেকই আক্ষেপ করি, এদেশের শ্রমজীবীগণ অকর্মণ্য দুর্বল, অলস। কথটা একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু এই যে জাতিটা অকর্মণ্য অলস, অস্ত্রসার শূত্র হইতেছে, কারণ কি? কারণ কম মজুরী। কেবলিই হউক, আর দিন মজুরীর কুলিই হউক, জীবন ধারণোপযোগী মজুরী সে পার কি? বতরিন হইতে এই কম মজুরীর প্রথা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই অল্পকষ্ট বাড়িয়াছে। অর্দ্ধাশন অনশনে এদেশের লোকে তবে দুর্বল অলস হইবে না কেন? সে শ্রমজীবী কেমন করিয়া পরিশ্রম-পরায়ণ হইতে পারে? সেকালে মজুর পরসার বদলে খাত ও শযা পাইত। দুবেলা উন্নয় পুরিয়া খাইয়া দেহের বলে পরিশ্রম করিতেই সক্ষম ছিল, অভ্যাগত ও ছিল। আজ সমস্ত দিন খাটিয়া দুবেলা পেট তরিয়া কেহু খাটতে পারি কি? এই স্বল্প মজুরী পাইয়া, অর্দ্ধাশন বা অনশনে দিন কাটাইয়া জীতাতাপে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাবে, অর্থব্যয়লা না থাকার উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে—সমগ্র জাতিটা দুর্বল, অলস, কর্তব্যবিমূঢ় অসার ভীক কাপুকব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তারপর অধিন জাতি—স্বব্রেরও স্বাধীনতা নাই। সুতরাং অল্প বেতন একটা সমগ্র জাতীয় অধঃপতনের বেশ উল্লেখ যোগ্য কারণ তাহার সন্দেহ নাই। এদিকে দেশীয় কারকারবার নাই—প্রত্যেক লোকেরই ধনী মিথ্যনী নির্বিশেষে অস্ত্রসার কুলসার ভেদে অর্থব্যয়লা নাই। প্রাণের

ক্ষতি নাই,—সব অভাবগ্রস্ত—সুতরাং কম মজুরিতে দরিদ্রকে খাটাইয়া লইতেই সকলে অভ্যস্ত হইয়াছে। নৈতিক অবনতির দিক দিয়া এসটাকে দেখিতে চাই না। কিন্তু এই স্বল্প মজুরী প্রথা সমগ্র জাতিটাকে অকর্মণ্য করিয়া তুলে, এদেশের জাতীয় অবনতির কারণও তাই। বিদেশীয় ব্যবসায়ের সংখ্যানিক্য বশতঃ তাহা দেরই নির্দিষ্ট মজুরী বতই কম হউক, এ দরিদ্র দেশবাসীকে মাথা পাতিয়া লইয়া কোন রূপে অর্দ্ধাশনের উপায় করিতেই হইবে। নচেৎ তার বাঁচবার উপায় নাই। সুতরাং একপ দেশ সমূহের মনুষ্যক ব্যয়ক বাহা কিছু উপকরণ তাহা ধরণ হইয়া কালে সমগ্র দেশ অকর্মণ্য পঙ্গু হইয়া ইহাঙ্গত হইতে অতি কষ্টে বিদায় হইয়া যায়। এদেশ শনৈঃ শনৈঃ সেই ধরণের পথে অগ্রসর, কিন্তু অতিকারের কোন উপায়ও নাই। দেশ যে কেবল অসহযোগনীতিতেই মুক্তি পাইবে তা নয়—দেশের কাজ চাই, দেশের কর্মী চাই। কথার তো পেট বুঝিবে না, পেট ভরা খাত চাই। স্বাবলম্বী হইলে মজুরীর সমস্তা অনেকটা লঘু হয় বটে—কিন্তু সে সামর্থ্যও তো দেশের নাই।

( গল্প )

### স্ত্রী-বুদ্ধি।

একটা অনেক কালের গল্প বলিতেছি—অর্ধশতাব্দী কনরাড বাভেরিয়ার রাজার ইউনিবার্গ হুর্গ অনেক দিন ধরিয়া অবরোধ করিয়া থাকিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন অর্ধশতাব্দীতে যোদান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টের মধ্যে “ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ” চলিতেছিল। এতদিন

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কালের লোক” উল্লেখ করিবেন।

যদিও বড় ভাঙ্গার উত্তর পক্ষেই এরূপ ভীষণ বিধবের উদ্ভেদ হইয়াছিল যে দুর্গ জরে সন্ধ্যাট পক্ষীরোগ একটা ভীষণ হত্যাভাঙ করিবার ক্ষমতা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল।

যখন আত্মঘাত্যাবে দুর্গ রক্ষার আর কোন উপায়ই রহিল না, তখন ব্যাভিচারিয়ার রাজ্য শক্ত হতে দুর্গ সমর্পণ করিয়া বাহরে বাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সন্ধ্যাট কোন সন্দেশ—দুর্গ রক্ষা বা কাণ্ডারও জীবন ধন করিতে স্বাক্ষর করিলেন না।

তখন ব্যাভিচারিয়ার রাজী দুর্গাতান্তর হইতে জীলোকদিগকে লইয়া বাহির হইয়া বাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সন্ধ্যাট নারী জাতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। দুর্গ জয়ের সময় পাড়ে তাঁহার সৈন্তেরা জীলোকের প্রতি কোন অত্যাচার করে, তাঁহার ঐ একটা ভাবনাও ছিল। তিনি রাণির প্রত্যবে সহজেই মত দিলেন এবং জানাইলেন যে, জীলোক মাজেই আপনাপন সুল্যবান ব্যবসহ অর্থাৎ যিনি বাহা বহন করিয়া লইয়া বাইতে পারেন, তাহা লইয়া—বাহির হইয়া বাইতে পারেন; উহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচারই করা হইবে না।

অল্পকণ পরেই দুর্গ দ্বার খুলিয়া গেল এবং বিশ্বনাথবিট সন্ধ্যাট দেখিলেন যে, রাজী এবং দুর্গস্থ সকল জীলোকেই ব'হু স্বামীকে সঙ্গে লইয়া অভিকটে দুর্গের ফটক পার হইতেছেন। সন্ধ্যাট প্রশ্ন করিলেন “একি ব্যাপার! পুরুষ বাইবার ত অনুমতি ছিল না।” রাজী বলিলেন যে “স্বামী ভিন্ন নারীর অঙ্গ সুল্যবান ব্যব

সার কি হইতে পারে? তাঁহার তাঁহারের সার সর্বস্বদনই লইয়া বাইতেছেন মাত্রে।” সন্ধ্যাট এই কথার কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং দুর্গরক্ষী সকলকেই জীলোকগণের সঙ্গে হইতে নাহিয়া নিরাপদে হাটিয়া বাহির হইয়া বাইতে অনুমতি দিলেন।

## বাণিজ্য সংবাদ।

গত ১১ই নবেম্বর বে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বিলাতী বস্ত্র আমদানির হিসাব।

কোরা কাপড়।

এই বৎসর	গত বৎসর
কলিকাতা ১৬৬০৮০০০ গজ	৮৩১০০০ গজ
মোম্বাই ৪৭৫২০০০ ,,	২২১৯০০০ ,,
মাদ্রাজ ১০৪২০০০ ,,	২০০০০০ ,,

ধোরা কাপড়।

এই বৎসর	গত বৎসর
কলিকাতা ৪২৮৬০০০ গজ	৩৭৭৪০০০ গজ
মোম্বাই ২২৩৭০০০০ ,,	১৩৭৬০০০০ ,,
মাদ্রাজ ১১৬৬০০০ ,,	২২৫৮০০০ ,,

কাপড়ের দর।

যে বিলাতী কাপড়ের মূল্য ১৯১৪ সালের ৩১ জুলাই একশত টাকা ছিল বর্তমান সময়ে তাঁহার মূল্য ১৭১৭ টাকা অর্থাৎ বর্তমান মূল্য শতকরা ৭১৭ টাকা বেশী।

চাউলের মূল্য।

সীডা ১ নং ২৫০ বালার ১ নং ৭৭।

## বকে বোধ কারবার।

গত অক্টোবর মাসে বগাট নতুন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে উহার মোট মূলধন ১১০ লক্ষ টাকা। তদ্ব্যতীত একটি ব্যাঙ্কিং ও টাকা ধার দিবার, একটি ছাপাখানা, সাতটি ব্যবসার সংক্রান্ত এবং একটি খনিজ ত্রব্য ও সিমেন্টের ব্যবসার সম্বন্ধীয়।

## বাজার দর।

২৪ ১১/২২

পাটের বাজার—আমদানী—৪৬০০০/ মণ, গুণানী—৪৩০০০/ মণ, টেক—৩৭০০০/ মণ। বেলায়গণ ৪০০০০/ মণ ১১৪০—১৫৪০ দরে এবং মিলগুলি ২২০০০/ মণ ১১৫০—১৪৭ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছেন।

সোনাকুপা—

সোনা, ইংলিশবার জালনাল ব্যাক ২৬৩/০ কলিকাতা টাকশাল ২৬৩/০ বড়ালবার ২৬৩/০ চীনাপাত ২৬৩/০ রূপা, প্রতি একশত তোলা ৮৬৩/০ খুচরা ৮৩৩/০

চিনি—

সাদা জাতা ১৫৪০/০, লাল ১৫৪১৫ চাউল—বালান নূন ৩০, পুরাতন ৮০/০ ৮০—৮০/০, সরিষার তৈল ২২৪০—২২৫০।

## কারবার বিক্রয়।

একটা খুবই লাভজনক কারবার বিক্রয় হইবে, শতকরা ৩০।৩৫ টাকা লাভ। ৪০০০০ টাকা মূলধন যিনি না ফেলিতে পারিবেন তাঁহার আবেদন নিম্নরোজন। কাজের লোকের কার্যাব্যয়ের নিকট আবেদন করণ তিনি আমার বিষয় জানাবেন।

(বিক্রেতা।)

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

## “কাজের লোকের” আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেম্বরাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরকারী প্রেসে প্রিন্টার্স এলাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ  
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা ছুল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। ভিত্তি নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
লক্ষ্য করিয়া লিখিবেন।

নূতন গ্রাহকের স্বেযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহেই কাজের লোকের মূল্য ২৪০ এবং মাত্র ৪০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে পাঠে  
পাইবেন। মকঃমলে ভি: পি: ও ডাকমাওল সত্তর লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Boots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries,  
China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographs and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,  
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade accounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1844).

35, Abchurch Lane, London,

যদি দেশের উন্নতি চান,

তাহলে সর্বপ্রথমে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করুন।

কিসে সে সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করা যায়, তা' যদি সম্বন্ধে ও মূলতঃ শিখতে চান, তাহলে আজ

স্বাস্থ্য-সমাচার

নামক মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য পত্র লিখুন। গত বৈশাখে একাদশ বর্ষে পদার্পণ  
ক'রেছে। মাতৃ-মঙ্গল, শিশু-চর্যা, ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি, দৈনিক ও মানসিক  
ব্যাধি ও তাহার বিবিধ উপায়ে প্রতিকার, পল্লী স্বাস্থ্য প্রভৃতি অবশ্য জাতব্য বিষয়ের  
আলোচনা, বিশদ ও সরলভাবে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, সমালোচনা আকারে নান্দা চিত্র  
বিভূষিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। এরূপ একখানি পত্রিকা প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে কবচের মত  
সম্বন্ধে রক্ষা করা উচিত। বার্ষিক মূল্য সভাক—১ মাত্র, অগ্রিম দেয়।

কার্যাদাক্ষ—'স্বাস্থ্য-সমাচার',

৪৫ নং আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

"স্বর্ণকারের কার্য"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কারিগর ও গৃহস্থ উভয়েরই এ পুস্তক পাঠ করা উচিত। এই পুস্তক পাঠ করিলে গৃহস্থের  
কোনরূপ ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালায় এরূপ পুস্তক আর নাই।

মূল্য ১০ চারি আনা।

মহামিলন মন্দির,

ভবনালি উত্তরপাড়,

পোঃ কোতরাং, মেলা হুগলী



## সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট—কলিকাতা।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে অমৃতের স্মার উপকার করে। প্রীণ ও বরুত রোগে অমৃতাদি বটিকার শক্তি অতীব অমূল্য।

১ কোটা ১ টাকা ০ কোটা ২৫

১২ কোটা ১০

### মকরদ্বজ

আমাদের প্রস্তুত স্বর্ণঘটিত ঘড়িগুণ বলি কারিত মকরদ্বজ সকল রোগেই ব্যবহার্য।

ইনফ্লুয়েন্জা রোগে ইহা মন্ত্রণাত্মক ভায়ে কার্য করে।

১ সপ্তাহ ১০ ১ ভরি ২৫ টাকা।

### জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পকড়া নিবারণ করিয়া কেশ কৃৎসন, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে।

১ শিশি ১০ ৩ শিশি ২৫ ৬ শিশি ৫০।

১২ শিশি ৯০ এক গোস ১০৮ টাকা।

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

### সুরবল্লী কষায়ই

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কাস্তি পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত করে। এই সালসা সকল ক্ষতভেদে সেবন করা যাইতে পারে। আবাল বৃদ্ধ বনিগ কাগরিও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১৫ ৩ শিশি ৩৫ ১২ শিশি ১৫০

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যাত্মিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

টহা স্মারী কলপ্রদ। সঞ্চিত শোপিতকে জলীয় ঘর্ষবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিন্ন প স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।

## শ্রী শ্রী কালিমাতার স্বপ্নাদ্য আশ্চর্য্য ফলপ্রসূ হুণী মাদুলী।

হুণী গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহুদিনের  
এক লোকের জানিত ও পরীক্ষিত। একটা  
খেলের ব্যামোর। অপরটা বাতের। ধারণ  
মাজেই নতুন পুরোণো সব রকম খেলের  
ব্যামো এবং বাত মাজেই এমন কি বাতে  
পহু হলেও এটা মাদুলী ধারণে নির্দোষ ভাল  
হইবে। প্রতি মাদুলী ১০ ডাঃ মাঃ ৪টা  
পয়সা ১০।

একশীরা কুরণ্ড প্রভৃতি কোষরুদ্ধি  
এবং বাগী, কুচকী, গোব, গরগণ্ড, বহু  
দিনের স্থায়ী আঁব, বিবাক্ত বড় বড় কোড়াদি  
বদি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণায়, এবং কোন  
রকম ঘা দো না করে নির্দোষ ভাল কস্তে  
চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত  
পাঞ্জী গাছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত  
করুন। সার ব্যবহার করুন। মন্ত্রশক্তির মত  
উপকার পাইবেন। খাবার ঔষধ নয়। কেবল  
লাগাইতে হয়। দাম প্রতি শিশি ২, দুই টোকা  
মাঃ মাঃ ১০। ডাক্তার এ সি বিদ্যাস,

হুড়া, বাঙ্গলপাড়া, পোঃ হুগলী।



আমাদের মাদারটিংচার ১০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ত্রয় পয়সা ১০। দৈহার কমে আমরা  
পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তম্ভ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল  
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্তম্ভ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ  
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা  
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বার, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম,  
ডি, চন্দ্রশেখর কালী এম, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম,  
নিতাচরণ হালদার এল, এম, এস; ফীরোজ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল,  
এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বচিকিৎসকগণ  
আমাদের ঔষধের বিত্তম্ভতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন  
মূল্যে পয়সা বাঁচিত পাবে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউন,

৮ নং হ্যারিশন রোড, কলকাতা স্ট্রিট অংশন, ব্রাকিং—৪০ নং ওয়েলফেলি স্ট্রিট, কলিকাতা।

(Published Annually)  
THE

## London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

### MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United  
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other  
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

### EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign  
Markets supplied;

### STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate  
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,  
or Trade Cards of

### DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which  
they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with  
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,  
25, Abchurch Lane, London, E. C. 4  
ENGLAND.

Business established in 1814

## Success Comes Easy

after reading our two volumes of  
'Businessman, 1914—1915.

They start you right and con-  
tains inside informations that is  
most valuable. They speak right to  
the point about the many necessary  
things you need to know and put  
you on the proper need to a real  
humming success. Sent prepaid  
for Rs. 2/8 for Two Big Volumes.  
Only for Bengali gentlemen. If  
you are not satisfied after reading—  
return the books after a week, your  
money will be refunded at once.

Manager

"Businessman"

2, Rjendra Dutta Lane,  
Bowbazar, Calcutta.

## পশু-চিকিৎসার পুস্তক

## পুহ-সংখা

৩০ আনার ডাক টিকিটে পাঠাই।

শ্রীনিলদাস রায়,

৪ নং উইলিয়ামস লেন, কলিকাতা।

## সুরমা ও সূকেশ ।

সূকেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সূকেশী হইতে পারে না। সুরমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্জনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোগ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমাস্তলাদি ১০০।

কবিরাজ ত্রিশঙ্কিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## গ্রামোফোন ও হারমোনিয়ম বিক্রেতা,

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন নং ৫৩৭৫।

আমাদের চণ্ডিফুলট হারমোনিয়ম উৎকৃষ্ট সীজন করা কাঠের প্রস্তুত—ছবলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা সুর বাঁধা। এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিবেন। আমাদের হারমোনিয়মের জন্য দুই বৎসরের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। আমরা এইবার আর্মস্ট্রাংগের পিন আনাইয়াছি, ইহা মূল্যে সস্তা ও ইংলিশ পিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ১ বাক্স মূল্য—১০ আনা ও এক ১০০০ মূল্য ২১০, আমাদের নিকট কুকুর মার্কী গ্রামোফোন পিন পাইবেন—১ বাক্স মূল্য ১৮ ; ১০০০—৫ টাকা। এইবার অনেক ভাল ভাল থিরাটোরের পালা বাহির হইয়াছে। ১। স্বকমারী ৭ খানি রেকর্ড সমেত—২৪১০, ২। মলিনাবিকাশ ৮ খানি রেকর্ড মূল্য ২৮ ও কৃপণের ধন ১০ খানি মূল্য ৩৫। তালিকার অন্য পত্র লিখুন।

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

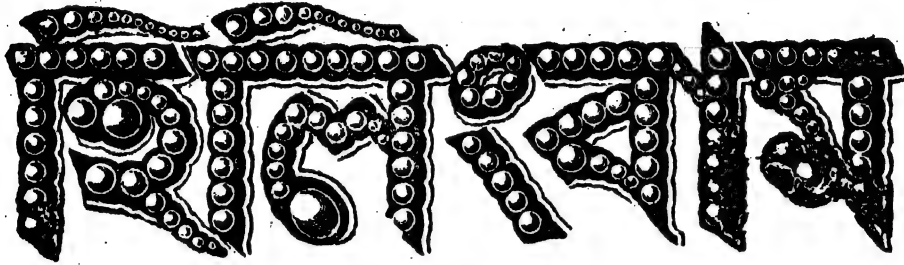
১ সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

# টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা ! কাজের লোক

হিসেব করে তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হজ্যব ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' বার কিছু সাবধান রোগী অর্থের ও দৈহিক অপব্যবহার নিবারণার্থ ঔষধটী দেবে খুব, গাউরে কিনেন। এতে শরীর শীত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা বা' ত' কেনার খরচও বাঁচে। এই কাজেরে সস্তা অনুদে কিছু নাকে কি ? বা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য কবুতে হলে দামী মগলা দিতে হুবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের নাম চড়া না করে পারে কেমন কোরে ? তাই বলি যে নাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা নাকরে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা বীরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

পরীক্ষার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহোষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবায়ের বিশেষ এই—(১) প্রতি যাত্রায় কল (২) ১ দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রংসাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩, মাঝারী ২৫, ছোট ১৫।

আর, লগিন এও কোং—মানুষ্যক্চারিং কেমিস্ট।

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

## গ্রাহকগণের জন্য

## অভিনব সুযোগ।

১৯১১, ১৯১২, ১৯১৫, ১৯১৮, সালের “কাজের লোক” সেট গরমিল হওয়ার অন্ত মাত্র ছাপার দ্বয়ে বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যেক ভলিউমের মূল্য ৩, এই বিজ্ঞাপন পাঠ মাঝেই অর্ডার করিলে প্রত্যেক ভলিউম ৫০ বারো আনা হিসাবে পাইবেন। ভিপি স্বতন্ত্র। এই কম ভলিউমই কবি, নানাপ্রকার গৃহশিল্প প্রস্তুতপ্রণালী, ব্যবসায়ের বিবিধ কুটনীতি, কল্লিসন্নিতে এবং চিকিৎসা বিষয়ক প্রংকে পরিপূর্ণ। আজই আসিয়া লইয়া বাড়ুন, বা ডাকে গ্রহণ করুন।

১০০ ব্যাক লোট পেপার গ্রাহকগণের নাম ঠিকানা ছাপাইয়া বেশ প্যাড বীধান অক্টোভো সাইজ মূল্য ছাপাই খরচ সমেৎ মাত্র ২, ভি পি স্বতন্ত্র।

ই ২৫০ কপি ২৫.০০০ ৩০ ভিপি স্বতন্ত্র লাগে।

১৯১১, ১৯১২, ১৯১৮, ১৯১৫, একত্রে লইলে একখানি ৫০০ মূল্যের “বেকারের উপহার” উপহার দেওয়া যায়।

ম্যানেজার,

“কাজের লোক।”

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার কলিকাতা।



## আমমুজ ভারতে সকল মহিলাই কেন্দ্রের মাথেন

**জানক**—ইহাতে কেন্দ্র মুক্তি, কোমল ও মনন হয়। বহু দিন ব্যবহারে কেন্দ্রের আলিত্য বা চাকরোণ আশ্রয় হয়।

**কাঠন**—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার চাক, পড়িলে, অকাঠন চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও ঘিবর্ণ হইলে, "কেন্দ্রের" ব্যবহারে এ সব দুর্ভাগ্য দূরীভূত হয়।

**কারণ**—ইহা অত্যধিক অপরূপ, অধিক চিত্তা, সর্ববিধ শিরঃশ্রীড়া, মস্তক-ঘর্ষন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমগ্ন হৃদয়ে চিত্তের প্রকৃষ্টতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল সাতি আনা।

## উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে ছাতে ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবলী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিদোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিক্রান্তে "বৃহৎ অমৃতবলী কষায়" মস্তকীয় ভায় কার্য্য করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২০ ছই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৫০ ভের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড.

আম্বেরদৌর ঔষধালয়, ১৮১১ ও ১১ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছায়পোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে

মস। মাছি ছায়পোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মূহুর্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লওনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন টিকানায় পাওর যার।

বি. কে. পাল এণ্ড কোং.

খেনাকিল্ড সেন, কলিকাতা।



কবি, বিদ্বান, চিত্রকর, প্রমুখ

CUTTACK

KL 45  
100923

নগর দলী

# THE BUSINESSMAN.



Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

New Series.  
December, 1922,

নতুন সংস্করণ।  
ডিসেম্বর ১৯২২।

Vol. XVI  
No 12.

## শানমেটো। SANMETTO

শ্রী পুরুষ ও বালক কালিকাগণের মূত্র এবং অনন্যস্ব স্বাস্থ্যের পীড়া নিবার  
সকলপ্রকারে বলাকারী ঔষধ।

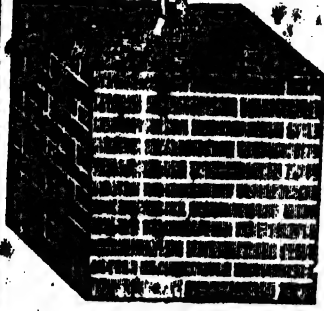
নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মতঃযন্ত্র (Kidney and Bladder) বর্নিত পীড়ার প্রত্যাবর্তনে ভীষণ বয়নাগ্নিক মিশ্রিত পদার্থ বা অন্যান্য ল্যুরে শিশু ও বালকগণের শয্যা যত্রে সার্বিক যাতিক বাইবেচ্যিত যে কোন পীড়ার কাল বাহ্যিক দর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং ক্রমশঃ বয়স্ক বয়স্কান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাট একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

যাঙ্গি শান কোন নেশার ভিনিব নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই গ্রহণীয় ব্যাকার। প্রতি মুতেই শানমেটো বাক্য উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকক। ইহা প্রতি শিলি ও ১০ সের ডাক্তারখানার পাণ্ডুর ব্যাক্য।

আমরাই শানমেটোই একমাত্র প্রস্তুতকারক

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কী সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।  
৩৬ টেম কোং, ৬৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ.এস.এ.  
ON O'BRYEN CO., 36, 69, 71 Barrow Street, New York U. S. A.

সীলেন্ট চূণ



সীলেন্ট চূণের

পাথুরি একক ও কঠিন প্রস্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।

(গ্রাহকদের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলো কিম্বা ষ্টামারে বুক  
করিয়া দিহ।

কিলবরণ এণ্ড কোং,

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডিয়ান একজিভিসনে  
বর্ণ ও রোগ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালায়ুত, হুসল, নিভেদে  
জনা

বাটলিওয়ালার অলকিয়োরবান, সর্দিএকক  
নিঃসীতা আঘাতজনিত ও  
বর্ণায় জনা

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এক  
হুসলতার জনা

বাটলিওয়ালার (কলেয়োল) কলেয়োল এক  
রক্তমাণ রক্ত জনা

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন, টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ ব্রে) করিয়া)

ভারতের সর্বাঙ্গ গাওয়া বায়  
মূল্য আনিবার জন্য লিখুন।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay.

স্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

হৃদযন্ত্রের রোগ বা বাৎক, অতিবল, এবং যেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির ক্ষত সমস্ত  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ স্রীলোকের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলতার উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নবাহ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। দোষনোহুই  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিম্নে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের রুতকার্যতা দেখিয়া প্রচারকগণ আল করিতেছে। জরুর সময় সেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. সূত্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য অতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১৯ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
ন্যূয়র্ক।

RIO CHEMICAL COMPANY.  
(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যাগাজিনের  
মহোদয়।



সর্বপ্রকার জার্মান  
মহোদয়।

জার্মান ভাষায় সেবন করা চলে।

একদিনে জার্মান ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নতুন পুরাতন সকল জার্মান সমান ফলপ্রসূ  
সেবনে পথের বিচার নাই। স্বান আহাৰ স্বাভাবিক।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা। গ্রোস ৫০ ডাক ও রেল মাণ্ডল স্বতন্ত্র  
পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার মারকুলার রোড,

আল, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co., Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messers. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
B. C ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা পদ্ধতি, রেপারটরী নামে সংকলিত পুস্তক  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োদী প্রকাশিত। মূল্য ১. তি পি বস্ত্র।

ম্যামেজার, "কাজের লোক,"

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

যদি ঘরে বসিয়া ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ  
পাইতে চান—তবে আমাদের সঙ্গে  
পত্র লিখার করুন।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর বাস্তবিক গুরু-  
ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, ছবি, কাঁচি, সুর, ফানুজ  
কলম—ওমদ পত্র—ছবি, বই, খেলনা  
হেলেনের জন্ত উড়ে আঁহা চলন্ত টীমলপ  
এঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক ছোট কলকারখানা ইত্যাদি  
ও অসংখ্য অনেক জিনিষ আঁহকের পছন্দমত  
ভায়ে সরবরাহ করে থাকি। কারখানার  
কমিশন মাত্র পাঁচশা—ঠিক কলিকাতার দরে—  
কোন কোন জিনিষ আরও সস্তায় দিতেছি।  
অর্ডারের সঙ্গে শিক মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে  
একবার পরখ করে দেখুন—খুশী হন কি না।  
ঠিকবার ভয় নেই। যে কেহ এ সময়ের  
সদস্য হতে পারেন। "গুরুত্ব সম্বন্ধে"

শ্রীযুক্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এন-এ, এম, আর,  
এ, এস।

শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
১১নং বনমালি চাট্টাচারী স্ট্রীট, টালা, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ১৫ ভলিউম

## “কাজের লোক” সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩ স্বপে ১১০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১১০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিহ বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is repleted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”  
*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture.  
*Bengalee.*

“A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endcavours.  
*The Indian Nation.*

\* \* \* “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”  
*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, হুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গতঃ কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা হুসিদ্ধ হয়।”  
সময়।

“আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া বৎপরোন্মত্তি আনন্দিত হইরাছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেহেতু মঙ্গল, সেইজন্যই উপযোগী।”  
বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কাৰ্য্যিকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হইয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচক্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইরাছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাস্থ্য ও উন্নতি কামনা করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” পুঁইয় মাত্রেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু। \* \* \*  
জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞায প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাহিনী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ত্রুণসী প্রাংশো করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোক, কলিকাতা।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

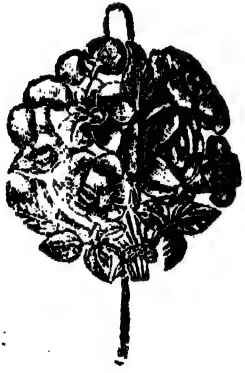
১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অন্যান্য, অগ্নিক্রিয়া ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব মূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারাদেশারিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অস্মান নং) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম ৫ ও ১০। কলেবা ও যুহ-চিকিৎসার বায়ু ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১, ৩১, ৩৬, ৫১, ৬১ ও ১১১। সুগার প্লোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্যে। মফঃস্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শী ও ইছদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর প্রহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রূক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ছাপার কাজ।

সকল প্রকার ছাপার কাজ সুলভে

তৎপন্ন করিয়া থাকি।

ম্যানেজার কাজের লোক।

আমি

৪০ বৎসর চাউল ও ধানাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্বত্র সুলভে

অল্পব্যয়ে শীঘ্র সরবরাহ করি—পত্র লিখুন।

শ্রীফেলারাম মণ্ডল,

পল্লী পোঃ বর্ধমান।



# কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিল্প।

শ্রীহরিপদ চন্দ্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকগাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেভেয়ে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরূপে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। মুদ্রার ক্রমাৎ, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ কর লিখুন।

## HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং লোকসমাজের পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা প্ররোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপীয় আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২, টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বান্ধান, পরিষ্কার করে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের পরে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thous-  
and Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to  
make (secondhand Book)

Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

## বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কন্দি গন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল সহসংখ্যক অপ্রকাশিত পদ্মা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোতুলকাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অডার করিবেন, পকেট সাইজ, কুলিসকাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১০ আনা। ভিঃ পি স্বতন্ত্র।

## ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহস্রসাধ্য জিনিস প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২, যুদ্ধের পরে মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমা-  
দের বেশী কষ্টকারী নাই যে, সর্বদাই এই  
কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা  
পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যবসমানই,  
অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়।  
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের  
লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাক্য আমা-  
দের নাই, তেমন পুস্তকও বড়ার করিলে নষ্ট

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন  
শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের  
জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের  
লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

## প্রনিধান করুন

আপনার পকেট চকু বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন  
চকুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
অমূল্য চকুরকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু  
তাহা জরুরী নয়। প্রকৃত নির্দেশ চসমা  
উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয়;  
তাহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই  
চকুরের রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চকু  
পরীক্ষা বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনিয়াছি।  
চকুর বিবরণ আনাদিগকে যেন একবার অতি  
অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-  
দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবস্থামিত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
দে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং সালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"খ্রীষ্টীআপদ নাশিনীর ত্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে এক-  
খানা বই পাঠানো হয়।

যেরে যেরে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা  
মান্তল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার "শতদল"

১৪ নং বনমালী চাটাজির হাট, টালা

কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রাহ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্য্যায়।

Vol. XVI.

১২শ সংখ্যা।

DECEMBER, 1922. ডিসেম্বর ১৯২২।

No. 12.

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই সংখ্যার সহিত “কাজের লোক” পত্রের ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইল। গ্রাহকগণের মধ্যে বাহারা ১৯২০ সালের জুলাই গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন আত্মসারী ১৫ই তারিখের মধ্যেই স্ব স্ব অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আনাদিগকে অহুগৃহীত করেন, ইহাই সাধনের প্রার্থনা। নচেৎ আত্মসারী সংখ্যাই ভিঃ পিতে পাঠাইয়া দিয়া টাকা আদায় করিতে বাধ্য হইব। টাকা মণ্ডিত্য করিয়া পাঠাইনাই সুবিধা অনেক— তাহাতে ব্যয় কম হয় এবং আনাদেরও পরিশ্রম ও কঠোর সন্তাননা থাকে না। আশা করি, আনাদিগকে বাহারা ১৬ বৎসর অগ্রিম করিয়া “কাজের লোক” পত্রকে প্রীতিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা আনাদের এই প্রার্থনায় কে অবসোবোধী না হন। গত

বৎসর অনেক গ্রাহক সমস্ত বৎসর কাগজ লইয়া টাকা দেন নাই। এবার আমরা সেই জন্ত অগ্রিম টাকা না পাইলে কাগজ পাঠান বন্ধ করিব। বার্ষিক ২৫ টাকা, এও যদি দিতে কতিবন্দী করিতে হয়, তবে অতিশয় পরিতাপের কথা।

কার্য্যাদায়ক।

### দেশের বর্তমান সমস্যা।

কংগ্রেস মিডিল ডিসঅবিজিয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট বাহির হলো, মিডিল ভারতীয় কংগ্রেসকমিটি বন্স, বক্তৃতা বাহ প্রতিনিধি হলো অনেক, কিন্তু কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হইল না, অবশেষে গরা কংগ্রেসে যা হয় একটা কিছু সিদ্ধান্ত করা হবে বলে এখন সকলে মন বলে মনে পড়লেন।

বেশ্। আমরা সাধারণ লোকে কৃষি-লাভ, ঐ বাকবিত্ততা সভা সমিতিই সার হলো, কাজে কিছু হলো না। আসল কথা হচ্ছে কি জান, শুধু বাক বিত্ততা সভা সমিতি করিয়া দেশ উদ্ধার হবে না। দেশের অন্নাতাব— অর্থাতাব। দেশ যে আগিয়া ছিল একদিন, তার মানে হচ্ছে, তারা তেবে ছিল এই আন্দোলনে সাধারণ লোকের কিছু সুবিধা হবে, পুলিশের অধিদায়ের অত্যাচারের মাজ। কন্বে, হয়তো টাক্স খাজনা কন্বে, লোকে হীপ ছেড়ে বাচবে। সে সব বখন কিছু হলো না দেখলে, তখন লোকের উৎসাহ কন্বে গেল, লোকে দেখলে, টাক্স খাজনার তার তো অগদল পাথরের মত বুক রইলই, তার উপর নানান টাকার তার বাফে পড়ে গেল—অথচ কাজে কিছু হলো না। তাই সাধারণ লোকের যে একটু চাকল্য তাব দেখা সেছিল, তা নিতে গেল।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে সুমিথেন না।

ডিসেম্বর—১

যারা বাস্তবিক জাগলে দেশের স্বার্থ কল্যাণ হতো, কেউ তাদের কথা বোটেই তাবলে না, সেই তারা হলো দেশের সাধারণ লোক—চারী ভূষোরদল। অসংখ্য টাকা মানাম দিকে ব্যয় হলো, কিন্তু এদের যে হুং, তাই ররে গেল, তাদের আপনায় করে নিতে কেউ চেষ্টাও করে না, কলে যা কবার তাই হলো। এখন আর দেশের কথাই কেউ কাণ দেয় না, এতে তাদের দোষ নাই, এ দেশের নেতারা শেব রক্ষা কতে কখনও পারেন নাই, পারবেন যে সে আশাও খুব কম। মহাত্মার অহিংস অসহযোগ নীতির তুলনাই নাই, দেশ যদি সেই মহাবাক্যের অনুসরণ কতো, তাহলে স্বরাজ লাভ হু মন দিনের কথা নয়, ২৪ ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়ে যেতো। এ কর্ম হুই বাধু ফেলাসের কর্ম নয়। আবার যদি স্বরাজই লাভ হতো, তা হ'লেও গরীবদের সেই সমান অবস্থাই থাকতো। তাঁর সাক্ষী মিউনিসিপালিটি, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি। গরীব দিকে ফুসলে ভোটের জোগাড় করে নিয়ে তাদের কাত-রাগিতে কেউ কাণও দেয় না। তারা চোরের তরে রাজে ঘুসুতে পার না, ম্যালেরিয়ার মরে বিনা ওষুধে—পচা পুতুরের পচা জল খেয়ে। তাই দেশের মাতব্বর লোকদের ভাবগতিক দেখে আর কেউ বেলতলার আসে না। শিক্ষিত লোক যদি হাতে কন্মতা পার, তাহলে তারা আমলা তত্ত্ব গবর্নমেন্টের বাবা হয়ে দাঁড়ায়। দেশের নৈতিক উন্নতি যদি হতো, তা' হলে এই গরীবদের কথা লোকে ভাবতে শিখতো। আমরা যা দিকে চালা নিরোধ সুখ্য বলি, তারা বাস্তবিক তেমন নয়, তারাও সারভস্ব বোঝে। তারা চাসে সার-দিন রাত খাটে, বিনা চিকিৎসায় মরে, তত্ত্বলোকের হুকুমে আসর জমিয়ে দেয়, আর নেতারা হুখে স্বচ্ছন্দে আপনায় পিঠেতে গুড় মাখিয়ে মজা দারে, এ রহত দেশের সুখ্য

লোকেও বুঝতে পেরেছে বলেই তারা আর সাড়া দিই দিতে চার না।

ওদিকে আমলা তত্ত্ব বেশ বুঝে নিয়েছে, যে বর্ডই হৈ চৈ কর বাপু স্কল, আর্মারের ডাঙা পিটের কাছে তোমাদের সকল মতলবই কে'সে বাবে। হয়েছেও তাই। প্রথম প্রথম গবর্নমেন্ট নেতা দিকে বড় পাকড় কতে সাহস করে নাই বা ইতস্ততঃ করেছিল, তার পর বেই বুঝুকে এগিয়ে পড়লো, অমনি সবই হুতা ঠাঙা হয়ে গেল। অথচ নেতারা ইল্লেন, সাবধান—কেউ টু এক করো না বাবা, অহিংসা ব্রত ভাঙা হবে। সাধারণ লোকের চখে সেটা ঠেকলো কেনন? তারা তাবলে যখন দেশের মাতব্বর লোক সকল জেলে পচতে লাগলো, তখন কাজ নাই বাবা ছা—পোনা নিয়ে ঘর করি অতি কটে—কে তাদের দেখবে। এ তাবলে গরীবের কলিজার আর জোর থাকে কতকণ? এই তো দেশের অবস্থা। এত আলগোচে কি কিছু হয়?

## দেশ কিসে উদ্ধার হবে ?

দেশ উদ্ধার হবে অপ্রীত্য কৃষি শিল্পের উন্নতির অবিরাম চেষ্টায়। চাই কোমরের বল—অর্থ—অন্নবস্ত্রের সংস্থান। দেশের কাঁচা মাল উৎপন্ন কর্তে হ'বে, শিল্পের প্রতিষ্ঠানের দিকে দেশের লোককে মন দিতে হবে, দেশকে আগে শিক্ষিত কর্তে হ'বে। দেশের লোক যখন নিজের সংসারে স্বাধীনতার আশ্বাসন বুঝতে পারবে, তখন সে বাহিরের স্বাধীনতার জন্ত হাত বাড়াবে, হুদিন বসে থেকে সে অহিংস অসহযোগ নীতি চালাতে পারবে। ঘরে নাই তাত—এই ঘোর মারি-গজার দিন, লোকে আপনায়

সংসার নিরৈই বিভ্রত, অহিংস অসহযোগ নীতি সে হাতে কলমে কতকণ রাখতে পারে? তার পেটতো কোন কথাই ভুন্বে না। তার আলমুহ অতাব অভিযোগ, সে কি Practically কোন প্রকার আন্দোলনে যোগ দিয়ে চিত্তস্থির রাখতে পারে? নিরস্ত্র জাতির পক্ষে কোন চাকল্য দেখান সম্ভব নয়। অহিংস অসহযোগ এইরূপ জাতির একমাত্র উপায়। কিন্তু এ দরিদ্র দেশের পেটের জালা সে পথে অন্তরায়। দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে, কৃষির উন্নতিতে যদি এই অতাব এবং অন্ন সংস্থানের উপায় হয়, লোকে হুটী পেট ভরে খেতে পার, তার পিছু টান না থাকে, তাহ'লে দেশের সাধারণ লোক তারা জালা ভুঝে, তারাও আপনায় সুবিধার স্বার্থের জন্ত প্রতিকূল প্রতিবন্ধক হুয় কদবার চেষ্টা না করে থাকতেই পারে না। সকল দেশের মানুষ এই করে স্বাধীনতার চিন্তা কর্তে শেখে। দেশের করটি পান্চাত্য শিক্ষিত লোকেই যনে মানে কুলে শীলে বড় হলোই দেশের সব অতাব মোচন হয় না। অশিক্ষিত চাষা শ্রমীর লোকও চাই, তারা গভরের মেহনতে খেটে দেশের কাঁচা মাল উৎপন্ন করে দেবে, দেশের রপ্তানী বাড়বে, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হবে সুতরাং শিল্প শ্রমীর লোকও উপেক্ষার নয়। শিক্ষিত লোকেদের সাহায্যও অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিতের সম্মিলন না হ'লে কোন কর্মই সম্পন্ন হবে না। অশিক্ষিত থেকে যস্লে শিক্ষিতের মূলধন নিষ্চল হয়ে পড়বে, সুতরাং দেশের জীবন মরণের কাটা হলো—সাধারণ লোক। তারিফে হুয়ে রাখলে সর্বনাশ হবে। তারিফে শিক্ষিত কর্তে হবে, কোলে তুলে নিয়ে আপনায় করে নিতে হবে। যখন গরীব ও ধনীরা স্বার্থ এক হবে, তখন একতরফি হুটি হবে, সেই বে অমুভ খামা,

তাতেই বেশ অমর্য লাভ করবে—সেই অমর্যই হলো স্বাধীনতা—মুক্তি। সেই মুক্তি কি এখনই পাবার সময় এসেছে?

সেই মুক্তি প্রত্যেক লোকেরই সংসারের মধ্যেই প্রথম আশ্রয় হয়, লোকে যখন তার সংসারের ক্ষুদ্র রাজ্যে পারিবারিক অভাব অভিযোগের লোহার বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে, তখন সে কতকটা স্বাধীন হয়ে স্বাধীনতার আবাদন পেরে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দিকে অগ্রসর হয়। বনের বাঘ যেমন একবার রক্তের আবাদন পেরে জীবন পণ করে রক্ত পিপাসু হয়ে ওঠে, সকল জাতিই তেমনি স্বাধীনতার আবাদন পেরে তা পাবার জন্য চিরজাগ্রত থাকে। তাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া এখন উচিত, কিসে আমাদের বিলাসিতা কমিয়ে, অপব্যয় কমিয়ে অস্বস্তির স্বাচ্ছন্দ্যতা আনতে পারা যায়, তার চেষ্টা করা। আমরা হয়ে পড়েছি বিলাসী, অপব্যয়ী—অলস, অকর্মণ্য জাতি। আমাদের তাই অভাবে সকল উন্নয়ন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই অভাব মোচনের জন্য আমাদেরকে বহু কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠান করে নিতে হবে। চাকরীর জন্য আমাদের এই যে এত ঘোষা মনোতা, সেটা সবই যে জীবিকার জন্য তা নয়, বিলাসিতার জন্যই অধিক। সভ্যতার অঙ্কুরোদয় দেখিয়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে আমাদের বাবুদিগি বেড়ে গেছে—বাজে খবরের মাজাই হয়েছে অধিক। যদি আমরা যেমন অবস্থা, সেই রকমে মোটা জাত মোটা কাপড়ে সেফালের দায়িত্ব ত্যাগের মত থাকিতে শিখি, বিলাসিতার অপব্যয় কমিয়ে দিই, তা হলেই দেশের প্রকৃত কাজ করাও হবে। অনেক দিন গোলাবী করে—মনিষকের ইকিত ইসারায় যে আমরা একেবারে লোককে উৎসাহিত করে—অত্যন্ত হয়েছি, আমাদের বরাদ্দ

লাভ হলেও সহজে যে বহু অভ্যাগ হুত্বে না। মোটা হুত্বে আমাদের সেই আর্থ শিক্তা নীতিতে—তাতে ধর্ম তার হবে—উৎসাহিত কর্তে প্রবৃত্তি আসবে না।

চাষের জমি তৈয়ারী না হলে, তাতে বীজ বপন করে কোন ফলের আশা করা যেমন একটা বড় রকমের পাগলামী, দেশের লোকের ক্ষমতা না পড়ে তুলে তাতে শুধু উপদেশের বীজ বুনে কোন ফলই পাওয়া যেতে পারে না।

তাই আমরা বলি, যে প্রকারেই হউক, দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান করে, কৃষির উন্নতি করে অল্পের সংস্থান করে সংসার হতে অভাব তাড়িয়ে মুক্ত হতে। মুক্ত পুরুষেরই এখন দরকার। এ মুক্তপুরুষের মানে আমরা আধ্যাত্মিক মুক্তি বলে মনে করি নাই—এ মুক্তি সংসারের অভাব হতে মুক্তলাভ—তাতে অর্থের আবিস্কৃতি, সেই অর্থ এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা উঠতে পারে, সকল দেশেই তাই ওঠে। দেশের অসংখ্য যুবক কর্মহীন বেকার অবস্থায় শুধু সিগারেট কুকে অস্বস্তি করে দিন কাটাচ্ছে, তাদের একটা গতি হতে পারে।

কাজ না থাকলেই মতির গতি অন্তরিক্তে যায়, তারা ধীরেতার বারম্বার দেখে বেড়ায়, বিলাসী হয়ে ওঠে, বাবু সাজে, অভ্যাসের শূন্য হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধী কুটির শিল্পের জন্য ধরে ধরে চরকার প্রচলন কর্তে পরামর্শ দিয়েছিলেন, নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলিকে কোলে তুলে নিতে বলেছিলেন, তাদের বার্ষিক দ্বিগুণ তাকাতে বলেছিলেন, দুর্ভিক্ষ না হলেও নিরস্ত্র জাতি বলে অহিংস হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে কথা শুনি কাজে তো পরিণত হলো না, তার নানা কর্মসূচি অর্থ হয়ে উঠলো—এক কাউন্সিলে প্রবেশ করবার প্রেরণা

উঠে। কাউন্সিলে হুত্বে পাবলে তো লভ্যও করবে? এই সব দৃষ্টিতে দত্তে মত পরিবর্তন দেখলে সাধারণ লোকই বা তোটা ঘেবে কেন? ও সব পদা ঠিক নয়, আগে নিজে নিজের অবস্থার উন্নতি করাই হলো আসল মুক্তির পদা। অভাব থাকলে তার ধর্ম সাধনাও হয়ে উঠে না। অন্য কথা তো পরের কথা।

## ছুট ছাট্।

তুলার বীজে গয়দা।

আমেরিকার তুলার বীজ হইতে প্রচুর পরিমাণে ময়দা তৈয়ারী হইতেছে। এই ময়দা নাকি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও লোকের ব্যবহারোপযোগী। কর্ণেল এলিসন এই ময়দা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে ইহাকে এলিসন ময়দা বলে। এই ময়দার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছানা জাতীয় ও আট ভাগ বসা জাতীয় পদার্থ আছে।

ভারত গভর্ণমেন্ট আইন পাশ করিয়াছিলেন, ১২ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদিগকে বকরের মাল বহন বা নাড়াচাড়া কাজে নিযুক্ত করা হইবে না। ভারতের দারিদ্র্য বেকার ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বালকদিগকে নানা রূপ শ্রমসাধ্য কাজে আশ্রয়নিয়োগ করিতে হইতেছে। বাহা তাহারা পারে না, বাহা তাহাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা উভয় দিক হইতেই অপকারী, তাহাও তাহাদিগকে অনেক সময় করিতে হয়। একই জাতির কতি বিভাগ কর হইতেছে না। স্ততরাং এই সব কতি না হয়, আইন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে

বিজ্ঞাপন জেরিয়া কোন ক্রিমি আবাদিয়ার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন।

হইবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা করা  
দরকার, বাহ্যতে উপযোগী কাজের অভাবে  
বালকদিগকে বসিয়া থাকিতে না হয়। এই  
দ্রষ্টব্য দেখে কি বালক কি বৃদ্ধ বসিয়া থাকি-  
বার অবসর কাহারো মাই—অধিকারও  
কাহারো নাই। সুতরাং কতকগুলি কাজ  
আইন করিয়াই বালকদের অস্ত্র আলাদা  
রাখা দরকার।

### নতুন ট্যাক্সে আয়।

ট্যাক্স ও কোর্টফীর মূল্য বাড়াইয়া এবং  
আমোদ কর বনাইয়া গভর্ণমেন্টের কত  
টাকা আয় হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য  
ঐযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় এক  
প্রশ্ন করার তত্ত্বজ্ঞেয় মিঃ ডোনাল্ড জানাইয়া-  
ছেন যে, ১৯২১ সালের ৩১এ অক্টোবর হইতে  
গত ৩১এ অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসর  
ট্যাক্সের মূল্য বাড়াইয়া পূর্ব বৎসর অপেক্ষা  
৬,৮৯,৮৯৬ টাকা, এবং কোর্টফীর মূল্য বাড়-  
াইয়া ৭,৮০,২৪০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। তদ্ব্যতীত  
নবপ্রবর্তিত আমোদ কর দ্বারা ঐ সময়ে  
১,০৮,৫০০ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব  
বৎসরে ট্যাক্সে ৪২,৭৬,৯১৫ টাকা ও কোর্ট-  
ফীতে ১,০৫,১৮,৬০৮ টাকা আয় হইয়াছিল;  
তৎফলে ঐ বৎসর যথাক্রমে ট্যাক্সে ৪৯,৬৬,  
৮১২ টাকা ও কোর্টফীতে ১,১২,৯৮,৮৯১  
টাকা আয় হইয়াছে। এই তিন ট্যাক্স হইতে  
যত টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা  
হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ৮৫ লক্ষ টাকা আয়  
কম হইয়াছে।

## ব্যবসা ও বিজ্ঞান।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

অক্টোবর সংখ্যার আবারা বলেছিলাম,  
“বিজ্ঞাপনকে ব্যবসায় হীন অঙ্গ (Subsidiary

adjunct) বলা চলে না; কথাটা বলবার  
কারণ আছে, উপস্থিত সময়ে ব্যবসায় প্রতি-  
যোগিতা যথেষ্ট; আর সেই প্রতিযোগিতার  
একটুও জয় লাভ করা সম্ভব কিসে?—তুচ্ছ  
জিনিষ ভাল হলে নয়, সস্তা দাম হলেও নয়;  
কারণ অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, খারাপ  
জিনিষও কেটে যায়, আবার কখনো পাওয়া  
যায়, এমন জিনিষই বেশী দামে বিক্রি হয়।  
ব্যবসায়ে কৃতকাব্যতা, প্রতিযোগিতার জয়  
লাভ, পশায়ে (credit and good will)  
এর উপরই নির্ভর করে, আর শুদ্ধ জিনিষ  
ভাল বা সস্তা করলেই যে সেই পশার বাড়িয়ে  
তোলা যায়, একথা ভাবা সম্পূর্ণ না হলেও,  
কতকটা ভুল বটে। মোটের উপর জিনিষও  
ভাল হবে, দাম যে সস্তা হবেই এমন কোনও  
কথা নাই, তবে সকলের (mass of the  
people) সঙ্গতির অমুরূপ হলেই ভাল হয়।  
আর সব চেয়ে দরকারী হচ্ছে, জিনিষটার  
সঙ্গে দেশের বেশী ভাগ লোকের চেনা পরিচয়  
করিয়ে দেওয়া। যত বেশী জিনিষটাকে চিনবে,  
জানবে ততই তাদের ভেতর সেই জিনিষের  
প্রতিপত্তি বাড়বে। আর তারা সে জিনিষের  
জন্ম আগ্রহ দেখাবে; ক্রমে এই আগ্রহ  
তাদের এমন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে,  
যে তারা সেই জিনিষ ভিন্ন অন্য সেই রকম  
জিনিষ ভাল হলেও নিতে চাইবে না। এ  
রকম করে সকলকে জানিয়ে দেওয়াটা বিজ্ঞা-  
পনেরই কাজ, আর এরকম লোকের আগ্রহ  
বাড়ানও বিজ্ঞাপনেরই ক্রমতা; তবে সাধারণ  
ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে সেটা আশা করা চলে  
না; কারণ লোকের মন আকর্ষণ করে তা  
থেকে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া নিতান্ত  
সোজা ব্যাপার নয়; এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন  
সুচিন্তিত আর সুলিখিত হওয়া বিশেষ  
দরকার। আর সেইরূপ (Judiciously  
and tactfully written) বিজ্ঞাপন

ব্যবহারের জন্য—হ একবারের জন্য নয়,  
লোকের সামনে ধরতে হবে, তাদের অনবরত  
মনে পড়িয়ে দিতে হবে। ব্যবসায় এমন  
করার কারণ আছে; সচরাচর লোকে  
নিজের স্বার্থ, সুখ দুঃখ ছাড়া অন্য সকল  
বিষয়ই অতি সহজে ভুলে যায়; যাতে তারা  
বিজ্ঞাপিত জিনিষটা ভুলে যেতে না পারে,  
কিছু ভুলে গেলেও আবার যাতে সেই  
জিনিষটা তাদের মনে পড়ে, এজন্যই বিজ্ঞাপন  
পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাতে হয়। বিজ্ঞাপন  
ব্যবহার আবৃত্তি হলেই জিনিষটা অতি সহজে  
সাধারণের মনে দৃঢ় হয়ে বসে যায়; এ রকম  
করে সকলের মনে একটা স্থায়ী স্মৃতি  
(permanent impression) রেখে  
যাওয়া বিজ্ঞাপন আবৃত্তির প্রধান গুণ। এখন  
এই যে লোকে জিনিষটার বিষয় মনে  
করিয়ে দেওয়া, এর ভেতর কি রহস্য  
(psychological mystory) আছে দেখা  
যাক :—

নতুন একটা বিজ্ঞাপন তা সেটা ভাল  
অর্থাৎ সুসুচিন্তিত আর সুলিখিত হউক বা  
না হউক, প্রথম বারেই নজরে পড়লেও  
অনেকে তা বিশেষ লক্ষ্য করে না, আর  
লক্ষ্য করলেও তার ভেতরে নিজেকে  
যেতে দেয় না। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনই  
যখন পরপর কয়েকবার বেরতে থাকে,  
তখন তার একটা আগ্রহ ও কৌতুহল  
(subconscious curiosity) আসে; তাতে  
প্রথমে যে বিজ্ঞাপনটা সে একবারেই পড়েনি,  
সেইটাই সে পড়ে দেখে; আর যদি সে সেটা  
পূর্বে পড়ে থাকে, তাহলে তার মনের অগে-  
কার জ্ঞান (derived knowledge of  
article advertised) ক্রমে গাঢ় হতে  
থাকে, জিনিষটার সম্বন্ধে তার মনে একটা  
স্থায়ীতাব (permanent impression)  
থেকে যায়, তার মনটা অজান্তে

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



(unconsciously) জিনিষটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, ক্রমে জ্ঞাতসারেও (voluntarily) সে সেই জিনিষটার ভক্ত হয়ে দাঁড়ায়। একটা উদাহরণ দিলেই এ ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিজ্ঞাপন দাতা লিখলেন :—“Sen's Coco is delightful and refreshing.” বিজ্ঞাপনটা ক্রমাগত বেরিয়ে প্রায় সকলের নজরেই পড়ল ; বিজ্ঞাপনের ভাষায় অনেকে আকৃষ্ট হ’লেন, আবার অনেকে তা লক্ষ্যও করলেন না। শেষে কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম :—

ক্রেতা দোকানে গিয়ে বললেন ;—মশাই ! একটা Coco দিন ত।

বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করলেন,—কার Coco মশায় ?—এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতার মনে একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে গেল (unconscious vibrations of mental thoughts and their projections in memory) ; বরাবর বিজ্ঞাপনে sens coco is delightful and refreshing” দেখে দেখে, ক্রেতার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে “sen's Coco” ; তিনি যেন ভুলে গেলেন যে, sen's coco ছাড়াও আর অন্য কোনও Coco থাকতে পারে ; প্রস্তুত হবার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সুপ্ত শক্তি (latent energy) উত্তেজিত (Kinetic energy) হয়ে ক্রিয়া করলে (materialization of thought), নিজের অজ্ঞাতে যেন ক্রেতা বলে ফেললেন “Scns' Coco.”

(কবঃ)  
শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী।

## আত্মনির্ভরতা ।

প্রত্যেক লোকেরই আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার। এই আত্মনির্ভরশীল হতে গেলেই তাকে বহু বিষয় জানতে হবে, বহু কাজ হাতে হেতেয়ে শিখতে হবে। নিজের অনেক জিনিস নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে নিজের অভাব মোচন কর্তে হবে। প্রতিহাত পরমা খরচ করে কিনতে গেলে, ছোট বড় পৌড়ার ডাক্তার কব্জেরকে টাকা দিতে গেলে বাঁচবে কতক্ষণ ? তাই অল্পবিস্তর চিকিৎসাও শিখতে হবে, সকল বিষয়েই জ্ঞান লাভ কর্তে হবে, তাতে বাজে ব্যয় কমবে, পেটে দুটো খেতে পেয়ে কিছুদিন বাঁচবে। ছোট ছোট খরচ একসঙ্গে ঠিক দিয়ে দেখেছ কি—কত বাজে খরচ ? খরচ কমাতে, মান অপমান বোধ কল্লে চলবে না। যে কাজই কর তুমি, সাইডলাইন কিছু না রাখলে চলতে পারে না। চাকরি করে এসে চ্যাং ছড়িয়ে পড়ে পড়ে রাজা উজির মারবার্ অবসর আমাদের দেশের লোকের নাই। তাই আত্মনির্ভরশীল না হ’লে চলবে, না। যতদূর সম্ভব, মাশা যোকর্দমার, বিবাদ বিসম্বাদে না থেয়ে মিতব্যয়ী হতে হবে। সকল দিকে প্রকৃত কাজেরলোক প্রস্তুত হতে হবে, তবে দেশের ভাল কাজের দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর পাবে। “কাজের লোক” বোল বৎসর এই আলোচনা করে আসচে—আত্মনির্ভরতার বিবিধ পন্থা দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু দেশের গোলামীপরায়ণ জাতি আমরা, আমাদের এই আত্মনির্ভরতা একটুও তো লাগে নাই, সেই শত শত শিক্ষিত যুবক হা—চাকরী যো—চাকরী করে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, এরা হিন্দুহানী কেরিওয়ালা পানওয়ালাদেরও অধম—কিন্তু

কারো মুখে তো শুভেতে পাই না যে স্বাধীন হয়ে ফেরি করে—উপার্জন কর্তেও প্রবৃত্তি হয়েছে। তা হলে সেটা হচ্ছে যে চাকরী করে বাবুগিরিই প্রধান লক্ষ্য। আমার দেশ আমার দেশ বলা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। অভাবে পড়ে লোকে নানা প্রকার মূর্তিতে ভিক্ষে বেরুচ্ছে, লোকের দেশের দিকে এখন একটু অমরাগের সঞ্চার হয়েছে, তাই গৃহস্থ মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর লোকে যে কিছু না দিচ্ছে—তাও নয়। কিন্তু সে অর্থ কোথায় বাচ্ছে—জায়গা ঠিক ঠিকানা নাই। দেশে নানান শ্রেণীর কেবল ভিক্ষকের সংখ্যাই বেড়ে বাচ্ছে—কিন্তু স্বাধীন হতে তো—বাকালী যুবকদের প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া বাচ্ছে না। তাই তো আমরা বলি যে, উচ্চ শিক্ষার কেবল আত্মাভিমান বেড়েছে—জদর গঠিত নাই। খেতে পায় না—না খেয়ে ঘরে পিতা মাতা জীপুত্র মরচে, তবু যুবতীর চিত্রযুক্ত নাটক নভেল পড়ে—চিত্রকলার সমালোচনা হচ্ছে। সারাদিন উপভাস বুকে রেখে চিং হয়ে শুয়ে শুয়ে প্রেমকাহিনী পড়তে পড়তে বাছাদের পিঠে কড়া পড়ে গেল—এরা আত্মনির্ভরতার উপায় ভাবে কখন ? এই শ্রেণীর বিলাসী অকর্মণ্য লোক দেশের উন্নতির যখন স্বপ্ন দেখে কপ্চাতে থাকে, তখন বাস্তবিক তারিক না করে থাকা যায় না। দেশ জেগে থাকতে পারে হয় তো ; কেন না—লোকে বলচে। কিন্তু এটা ঠিক ভেগে স্বপ্ন দেখতে যাত্র। আগরপের কাজ এখনও কিছু দেখতে পাওয়া বাচ্ছে না।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না ।

## ধ্রুজ্জটী বিজয়

আয়ুর্বেদোক্ত স্বর্ণবঙ্গ, যুগনাভি, শিলাজতু, সালয় মিশ্রী, শ্রামলতা, অম্বগন্ধা, অনন্তমূল, জাক্কা, শুক্রমাতৃকা, বজ্রেশ্বর, লোহ, শঙ্খ ও মুক্তাভঙ্গ প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্বেদোক্ত ভিত্তিতে বিশেষভাবে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-আসব আবিষ্কৃত। সেবন মার্জেট বিন্দু-ঔষধ বিজ্ঞাতবেগে সর্ব-শরীরে বিসর্পিত হইয়া সেট মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টদায়ক উপসর্গাদি মস্তশক্তিবৎ নাশ করে; অকাল বার্ককা তিরোহিত হয়।

শাতুদোকল্যা, পুরুষত্বহানি, প্রমেহ, স্বপ্ন-বিকার শ্বেত ও রক্ত-প্রস্রব, কষ্টরজঃ, উদরাময়, অল্পমূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, অল্পপিত্ত, উপদংশ, ভগন্ধর, রক্তজটী, হাঁপানি ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অল্প প্রত্যয়ে শান্তি সকার হয়, শুক্র গাঢ় হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ২৫ টাকা; অসমর্থের পক্ষে (মাত্র ১ হাজার শিশি) প্রত্যেক শিশি ১৫০, ডজন ৫, টাকা। মাসুল স্বতন্ত্র। সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার নাই।

আর, প্রধান ; বি, এ, সেক্রেটারী,

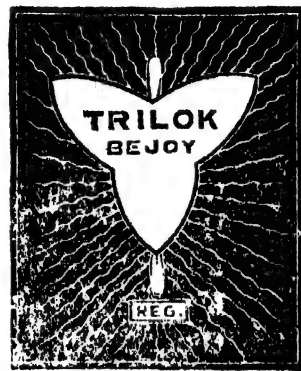
গান্ধীআয়ুর্বেদ প্রচার সমিতি।

১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিলাজতু-মোড়) কলিকাতা



# ত্রিলোক

## ভাগ্য-পরীক্ষা !



## জনে জনে লক্ষ্মীলাভ !!

যাঁহারা সংসারচক্রের দারুণ আবর্তে বিভ্রান্ত, মোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যে প্রণীড়িত, দুরন্ত শনির কোপ-দৃষ্টিতে পতিত আশ্রয়চ্যুত—ঐশ্বর্যচ্যুত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, উদ্বেগমিহির পথে, আত্মহারাতির প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা বিষয় পাইতেছেন, বাবসা বাগিজো সর্বস্ব চাণিরা দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন; শত চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিতেছেন না, মর্কন্দমা-জালে জড়িত হইয়া পরাজয়ের চিত্তের আকুল, অথবা গর্গাবচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রণয়বিচ্ছেদ সম্ভাবনার কাতর হইয়াছেন, তাঁহার আশ্রয়,—

হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপস্মাসিন্দু মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিমুর

## ত্রিলোক

## —বিজয়

## বা স্পর্শমণি

যাহাকে ইংরেজ সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণ করুন। “স্পর্শমণি”র মঙ্গলময় স্পর্শে শরীর রোমান্থিত হইবে; অমঙ্গলের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; খরে খরে সকল বিকৃতি কুটিল উঠিবে—আরোগ্য, বাহ্য, শান্তি, উন্নতি, সুখ সম্পদ, মৌহাৎ, দীর্ঘায়ু, ধন, জ্ঞান, খ্যাতি, নৃশংসকা, চিরযৌবনলাভ ও সর্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া যৈড়ৈশ্বর্যে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক পরিবারস্থ জ্ঞা-পুরুষ, বালক-বালিকা, সকলেই নিষ্কিণে ধারণ করিয়া জ্বলিত ফললাভে সমর্থ হউন। গ্রহনকালে জ্ঞা কি পুরুষের ব্যবহার্য্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

“স্পর্শমণি”র প্রত্যেকটি স্ববিবাহিত ক্রিয়াস্থানে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্না জীবনসঙ্কট প্রয়াস ও ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও, বাহাতে ধনী-দরিদ্র নিষ্কিণেই ইহা সকলের সমান অধিকারে আনিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তাত্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মণ্ডিত “স্পর্শমণি”র মূল্য যথাক্রমে ২, ৩ ও ১২ টাকা জামনস্বরূপ জমা রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রসহ প্রদান করা হইবে। যদি ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন শুভসূচনা অনুভূত না হয়, তবে উক্ত “মণি” আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, গৃহীতার গচ্ছিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যর্প করা হইবে।

“ত্রিলোক-বিজয়” বা “স্পর্শমণি” গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের নিয়মাবলী ঐ সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিষ্টিক চারমু কোং,

১২৩নং লোরার সাকুলার রোড,

দায়দলীর বিল্ডিং, কলিকাতা।

আর কেন ? পুরাতন “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

## গঠন কার্য।

এদেশে স্বরাজ লাভের জন্য গঠন কার্য বলে একটা কথা উঠেছে, সে কি রকম গঠন কার্য, আমরা ত ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। গঠন যদি কিছু এদেশে আবশ্যক হয়ে থাকে, তা চরিত্র গঠন। এই চরিত্র যা—আমরা পশ্চাত্য শিক্ষার গুণে লাভ করে বুক কুলিয়ে বেড়াচ্ছি; এই চরিত্র নিয়ে দেশে কোন গঠনই হ'তে পারে না—একথা বহুবার বলেছি। এই শিক্ষার গুণে আমরা দেশী চালচলন, দেশী হাবভাব দেশী দেশাত্ম বোধ চারিগে বলেছি—পশ্চাত্য জাতির আচার ব্যবহার চালচলন নিয়ে দেশের যারা দেশী, যাদের এখনও কথার ঠিক আছে, যারা পাটোয়ারী বুদ্ধিতে এখনো পাকা হয়ে ওঠেনি, সেই শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গঠন গঠন করে চেঁচিয়ে মরছি, এ চেয়ে আর আশ্রয় কিছু হতে পারে কি? শিক্ষিত আমরা, দেশের সবটুকু ভেঙ্গে চুরমার করে ব্যক্তি, আইন কাহন পড়ে দেশের যারা নীরবি চাষা তাদের ভিতরে বত কুপরা-মর্শ, মাংসা মোকদ্দমার প্রবৃত্তি চুকিয়ে দিয়ে বতটুকু একতা, নিঃস্বার্থতা, মহাপ্রাণতা—সব ভেঙ্গে চুর করে ফেলেছি—অথচ গঠন কার্য গঠন কার্য করে চেঁচাচ্ছি। পার যদি চরিত্র গঠন কর—জেন ছাড়, সাবেকী চাল ধর। পরকে ভালবাসতে হলে চরিত্রের বলের আবশ্যক আছে। এদেশে যখন চরিত্রের গঠন কাজ সেই কুড়ে ঘরের টোল পাঠালা হতে হতো—তখন পরে পরকে ভাল বাসতো, তখন অহঙ্কার বলে লোকে কিছু জানতো না, সরল প্রাণে সরল কথা, সরল পোষাক পরিচ্ছদে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে, সরল ধর্মাত্মনে দিন বাপন কতো, স্বর্গ চক্ষু সাক্ষ্য রেখে দেব দেব হতো—কোথার গেল সে

চরিত্র—সে দিন? অহিংসা তখন ধর্ম বলে পরিণত হ'তো। গঠন কর্তে হলে এদেশের আবহাওয়া যে গঠন টিকবে, আগে তারই দরকার—আর তার মাল মসলা হলো চরিত্র গঠন, তাতে বিদেশী ভেজাল থাকবে না। সেই গঠনেরই দরকার। ও ক'কি বাজীর কিছুতে মুক্তি নাই বাবা—মুক্তি আসলে। অস্ত্রায় করে কেন আপনা আপনি খাওয়াখায়ী করে মরছি? অস্ত্রায় বুঝলে স্বীকার করবার সাহস থাকবে, ভাল মন্দ বিচার করবার শক্তি থাকবে—সাহসে কুলুবে, ধন, মান দয়া দাক্ষিণ্য করতে নৈতিক সাহস থাকবে, তবে প্রকৃত গঠন কার্য সাধিত হবে। বুক তাত দিয়ে দেখ দেখি সব, তেমন ভাবে একজনও গঠিত হয়েছি কিনা?

## Home Industries.

### গার্হস্থ্য-শিল্প।

#### LIQUID DENTIFRICE.

#### তরল দন্তধাবন।

দাকচিনির তৈল	১০ ফোঁটা
কমলা লেবুর তৈল	১০ ফোঁটা
White Castile soap	২ আউন্স
Rectified Spirit	৮ আউন্স
Distilled water	৮ আউন্স
Lequid cochineal	৮ আউন্স

প্রথমে কাষ্টাইল সাবানটাকে টুকরা টুকরা করিয়া জলে দিয়া মুছ জালে গলাইয়া কেলিতে হইবে, তাহার পর Oil Cinnacuon (দাকচিনি তৈল, Oil orange (লেবুর তৈলকে) রেক্টিফায়ড স্পিরিটে গলাইয়া লইয়া ঐ

দ্রবীভূত সাবানের সলুইশনের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেলিয়া তাহার পর কোচিনিয়া নিলেই গোলাপী রং হইলে তাহার পর ষেদুপ গন্ধ প্রিয় বলিয়া বোধ হইবে, মিশাইয়া দিতে হইবে। ইহা একটা উৎকৃষ্ট দন্তধাবন। মুখের হর্গন্ধ, অশক্ত দাঁতের গোড়ার ও মাড়ীর রোগ ইহা দ্বারা বিহীন হইবে, মুখে স্বগন্ধ হইবে। ইহা পেটেন্ট করিয়া বিক্রয় করা যায়।

## Fricle Lotion.

### ব্রণ নিবারক আরক।

লেবুর রস	১ আউন্স
বোরাক্স (সোডা গ্লাস)	অর্ধ ড্রাম
চিনি	অর্ধ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা শিলিতে গুলিয়া ছই চারদিন নিভৃত স্থানে রাখিয়া দাও। এই লোশন মুখে শরনের পূর্বে রাখিয়া শরন করিবে, প্রাতে দুইবার ফেলিবে। ইহা দ্বারা ব্রণ ছই মুখ সুন্দর ও দাগ মুক্ত হইবে।

### ঘরকমার টুকিটাকী।

পুড়ে গেলে ১ পাউন্ড লার্ড বা চর্কির সঙ্গে বত টুকু খড়ির শুড়ো মিশ্রিত করে বেশ ঘন আটার মত হবে, তাই দখ স্থানে যদি একটু পুক করে মাখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কোন্ডা তো হয়ই না, অধিকন্তু আগা বহুগা ও তৎক্ষণাত্বে ধোয়ে যায়।

দখ স্থানটাতে কাঠের করলায় ফুস চূর্ণ চাপিয়ে দিলে তৎক্ষণাত্বে বহুগা দূর হয়।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন।

চারকোল বা কাঠের করলার শুক্ক কতস্থানের উপর চাপিয়ে রাখলে অতি সস্তার কত ও আরোগ্য হয়ে যায়।

মধু দধি স্থানে মাখিয়ে দিলেও যন্ত্রণা নীত্র উপশমিক হয়। যা হয় না।

কডলিভার অয়েল খেতে ভারি কষ্ট হয়। এর গন্ধের জন্ত যদি এর সঙ্গে এক চামচ আন্ডাজ Cinnamon water দাফ-চিনির জল মিশিয়ে খাওয়া হয়, তা হ'লে গন্ধ লাগে না। দাফচিনির জলও বায়ু-নাশক।

### কাচা পের্পের চাটুনি।

এই চাটুনি যেমন সুখপ্রিয়, তেমনই হিত-কারী। একবার খেলে ভুলতে পারবেন না। নিয়ে এর প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হলো।

মাল মসলা।

একটি গোটা বড় কাঁচা পেপিয়া  
অর্ধ হটাক আম আদা  
আধখানি লঙ্কা

অর্ধ তোলা তেঁতুল

অর্ধ তোলা বা ১ তোলা চিনি

একতোলা আন্ডাজ রাই সরিষা বাটা।

প্রথমে পেপিয়াটির ছাল ছাড়িয়ে ফেল, বীজগুলি ফেলে দিয়ে কালি কালি করে কাট, এবং জলে ফেলে বেশ করে কচলে ঘুরে নাও। তারপর আম আদা গুলিকেও পরিকার করে নাও। তারপর এখন সরসে, লঙ্কা পেপে আম আদা গুলিকে নীলে এক সঙ্গে বাট, যেন পাতলা না হয়ে যায়—জল সামান্য দিও। বেশ মিহি করে বাটা হলে, তাহতে একটু তেঁতুল মাড়ী দাও এবং চিনিটুকু দাও। দিয়ে বেশ

করে মিশিয়ে পাথর বাটীতে রাখিয়া দাও। একে আঙুনে চড়াতে হবে না। কাঁচাই খেতে হবে। এ এত সুন্দর হবে যে খাবার সময় মনে হবে, কচি আনের চাটুনি খাচ্ছি। গুণও ভাল, পেপেতে বকুতের কাজ ভাল করে, তাই খাওয়া দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়ে যাবে।

কখন ঘরের মধ্যে কেরোসিনের আলো জ্বলে বা করলার উনানে রেক্কে সেই ঘরেই শুয়ে ঘুমিও না কার্বন গ্যাস জন্মে সকলেই মারা যাবে। কত লোকই এই রকমে মরেছে।

কালী বা লোহার মরিচার দাগ যদি কাপড়ে লাগে, তা হলে Salt of Lemon (Oxalate of Potass) সলুইশনে ধুলেই উঠে যাবে।

### পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র।

ইংরেজের নীতি শাস্ত্রেই বলে যে, to delay justice is injustice" বিচার কর্তে বিলম্ব করে তাকেও অবিচার বলে। তবে এদেশের মৌকদ্দমার বিচার কর্তে যে অবধা বিলম্ব করা হয়, সে অবিচারের বিচার কর্তে কে পারে? তা হলে ইংরেজের বা তার নীতি, এদেশে তার কোন মানে

ইংরাজী নীতি শাস্ত্রে বলচে "Economy is itself a great income." শুনতে বেশ কথা, কিন্তু এদেশে ইংরাজ রাজ নীতিজগণ মিতব্যরী হয়ে আর বাড়তে চান না, গরীব প্রজার রক্তশোষণ কবেই আর বৃদ্ধির পক্ষ

পাতি। ভারতের অদর্শ নীতি এখানে চোতা হয়ে যায়। মিতব্যরিতার দিকে লক্ষ্য রাখলে আর লর্ড ইকিকেনপকে কুঠার হাতে কোপাতে আসতে হতো না।

তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, এ যুগে নীতি শাস্ত্র অধঃপতনের মত অসার জিনিস, তার মূল্য নাই। আর আমরা এতকাল এই নীতিই শিখে এসেছি।

### DANGER OF SLEEPING IN NEWLY PAINTED APARTMENT.

সস্তা রংকরা ঘরে নিদ্রা যাওয়ার বিপদ। Dr. Good (ডাক্তার গুড) এইরূপ বিপদের বিবরণ দিয়ে ছিলেন যে, লণ্ডনের একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসকের বাড়ী মেরামত হয়ে রং করা হচ্ছিল বলে তাঁর পরিবার বর্গকে পল্লী গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নিজে লণ্ডনেই কার্ণোপলকে ছিলেন এবং তাঁর সস্তা রং করা (newly paintd) ঘরের মধ্যে কয়েকদিন ঘুমিয়ে ছিলেন। কলে প্রায় একমাস পরে তাঁর "Painters Colic" "রংরাজকর্মের শূল" নামক উৎকট যন্ত্রণা দারক পীড়া উৎপন্ন হয়েছিল। প্রথমে ডাক্তারগণ একথা বুঝতে পারেন নাই, তারপর বোঝা গেছিল যে এই সস্তা রং করা ঘরে শুয়েই এই পীড়ার উৎপত্তি। এই পীড়াতেই ডাক্তার মৃত্যুবরণে পতিত হয়েছিলেন। সুতরাং সস্তা রং করা ঘর বহুদিন ধরে খুলে রেখে দিতে হয়। ইহার বিকট গন্ধ ঘুর হইলে, রং শুকলে তবে বহ্যরোপযোগী হয়। নতুন চূর্ণকার করা ঘরেও শুতে নাই।

"কাজের লোকের" সূচাপত্রের জন্ত /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

# বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

আমাদের “জীবনদশা” নামক পুস্তক বিতরিত হইতেছে ; অগ্গই আবেদন করুন, বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা।

দৃঢ়তার সহিত সগর্বে বলিতে পারি

## আতঙ্কনিগ্রহ বটীকার

চায় অমোঘ ও ভরিত ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ইহা মায়বিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার একটা অব্যর্থ মহৌষধ। একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাই প্রার্থনা, ৩২ বটিকাপূর্ণ কোটার মূল্য ১।

ম্যালেরিয়া নাশক

“জ্বরাস্তক বটীকা”

“জ্বরের যম”

যে কোন প্রকারের জ্বরই হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৪০ বটিকা পূর্ণ কোটার মূল্য ১।

শিশুদিগের জন্য

## শিশুসখা বটীকা

শিশুগণের ষকুৎ, প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুঙুড়ী সর্দি ও অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। স্বস্থ শিশুরাও ইহা সেবন করিতে পারে। মূল্য ৩০০ বটিকার ১ কোটা ১ টাকা।

## মনি তৈল

শরীর পোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, ক্ষুণ্ণ, হাত পা জ্বালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। ইহা সর্বদা কেশে মর্দন করিলে কেশরাশি অকোমল শ্রীধারণ করে। ইহা শরীরে মাখিলে দুর্বল ব্যক্তিকে মোটা করে। মূল্য ৫ তোলায় শিশি ১ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোলবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



## নতুন খবর।

### জীব সৃষ্টির নতুন তথ্য।

—:—

লিটলফিল্ড (Littlefield) থেকে ডাঃ চার্লস ওয়েন্ট ওয়ার্থ (Dr. Charles Wentworth) জীবের জন্ম-ভবের নতুন খবর দিয়ে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সবাইকে স্তম্ভিত করেছেন।

তিনি তাঁহার নিজের রাসায়নিক পরীক্ষা গারে অদ্ভুত উপায়ে অক্রেব (প্রাণহীন) খনিজ দানাদার (Cristal) পদার্থ থেকে জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাঁর পরীক্ষালব্ধ আশ্চর্য ঘটনার কতকগুলো ফটো বৈজ্ঞানিকদের কাছে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করেছেন।

এ ছাড়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক প্রকার খনিজ লবণ থেকে তিনি নাকি মানুষের শরীরের উপাদানও তৈরী করতে পেরেছেন। তাঁর বিবাস, এইবার তিনি পৃথিবীর জীব-সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন।

### কলকজার ওপর লোকের

#### বদ্ধমূল ধারণা।

“স্ট্রিমসিপ্” বা কলের জাহাজ যখন আবিষ্কার হয় নি—লোকে তখন পাল তোলা জাহাজে করে সাগরে পাড়ি দিত। আর বিপদও ঘটতো পদে পদে, কারণ তখন জাহাজ ইত্যাদি জলযান ইচ্ছামত চালানোর ক্ষমতা লোকের আরাধনীয় বড় একটা ছিল না; বাতাসের দয়ার ওপরই প্রায় নির্ভর করতে হতো, কাজেই মাঝি মাজারা অলক্ষণ হুল্লুঙ্গণ আমাদের হাঁচি টিক্‌টিক্‌র মতোই বড়

বাছনি করতো। তারা তাদের জাহাজটাকে মানুষ প্রভৃতির মত ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট এক অদ্ভুত দেবীর মত সম্মান ও ভয়ের চখে দেখতো।

এমন কি—“স্ট্রিম” এসে প্রাকৃতিক শক্তি পুঞ্জের ওপর দখল করা সত্ত্বেও এই অদ্ভুত ধারণা লোপ পায়নি। আজ কালও অনেক “স্ট্রিম্ গোকোমোটর্” মটরকার ও অগ্নিশ্রবাপ্পীর বা বৈদ্যুতিক রথের চালকেরা তাদের যান শুধোকে জী জাতীয় জৈবশক্তি সম্পন্ন বলে মনে করে। বড় বড় কলের কামান, স্ট্রিম-হানার, উড়ো-জাহাজ, ডুবো-জাহাজ, মানওয়ার প্রভৃতি অদ্ভুতকথা যন্ত্রাদির মালিক বা পরিচালকদের এ বিশ্বাসের দৃঢ়তাই দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণ বুদ্ধি বা বিশ্বাসের অমূল্য কোণ ঘটনা ঘটলেই সেই ধারণা অমূল্য হওয়া সত্ত্বেও লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। আধুনিক এ সমস্ত বিপুলকার অদ্ভুত শক্তিশালী কলকজা সমূহের প্রায় প্রত্যেকটার সঙ্গেই একটা না একটা হৃদয়টনা ঘটে এই বিশ্বাস টাকে জন্মঃ বাড়িয়েই চলেছে।

প্রশিয়ার রাজকুমার হেনরি প্রকাণ্ড একখানা মোটর গাড়ী কিনে বের্নিন প্রথম চালাতে গেলে সেই দিনই এক পথিককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তার ইহলীলা শেষ করে দেয়। প্রথম তারিখেই এই হুল্লুঙ্গণ দেখে তিনি গাড়ী থানাকে বেচে ফেলেন, যিনি কিনলেন—তিনি আরেকজনকে খুন করে গাড়ী থানা অলক্ষণে বলে বেচে ফেলেন, এই রকমে চার জনের হাত বদলার; আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যেকেই এক একজন মানুষ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। গাড়ী থানার নামই হয়ে যায়—তারপর থেকে—যমের গাড়ী বা মৃত্যুর গাড়ী (Car-of-death)

আর কেমন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কিছুদিন আগে সে গাড়ী থানা আরেকজনের হাতে গিরে কলোনের (Cologne) বুলানো পুলের উপর একজন মানুষকে চাপা দিয়েছে।

ওই রকমের আরো অনেক ঘটনা শোনা যায়। আরেকটা ঘটনার কথা বলছি—পেন্সিলভেনিয়ার (Pennsylvania) জার্সি সহরে (City of Jersey) রেলওয়ে কোম্পানির একটা এঞ্জিন ছিল, সেটার নাম দেওয়া হয়েছে “The Assassin” অর্থাৎ গুলি হত্যাকারী” কিছু দিন আগে থেকে মাত্র সে হত্যাকারী আরম্ভ করে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

## গ্রন্থ পরিচয় ও সমালোচনা।

পল্লী-মঙ্গল।

(Village Organisation Constructive Programme) আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বাগ প্রমুখ বালী সমন্বয়ে শ্রীমতিনী কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১০, বাক্সটি ১০, পুস্তকের একমাত্র এজেন্টস মেঃ চক্রবর্তী এণ্ড কোং লিমিটেড্ ১নং কলেজ স্কয়ার কলিকাতা। পল্লীমঙ্গল সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে অনেক গবেষণা তুলিয়াছি এবং পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আলোচ্য “পল্লীমঙ্গল” পুস্তকখানির সহতুল্য এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক ইতিপূর্বে কখনও যে আমাদের চক্ষুগত হইরাছে, তাঙ্গা মনে হয় না। পল্লী মঙ্গলের প্রত্যেক পরামর্শ সহজসাধ্য এবং যুক্তি পূর্ণ, ভাষা সতেজ এবং সাজল, প্রত্যেক পাঠক পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বাগ মহোদয় যে বলিয়াছেন, “পুস্তকের পরিচয় পড়ে, পড়ে কার্যকারণিতা প্রতিপাদ পূরণে,” এ কথা খুবই সত্য। ইহার

বিশাল স্থতীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া "কাজেরলোকের" সংকীর্ণ স্থানে একেবারেই অসম্ভব। পল্লীমঙ্গলের নির্দিষ্ট উপদেশে প্রত্যেক গ্রামের, প্রত্যেক গ্রহস্থের, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হইবে। আমরা এমন হিতকর পুস্তকের গ্রহপঞ্জিকা প্রস্তুত প্রত্যাশা করি যেখানে দেখিলে সুখী হইব।

পল্লীগ্রামে বাস করিয়া যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিলে মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, ইহাতে সে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই স্থান পাইয়াছে। পরিচাপ, বিষয় সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবারও স্থান নাই।

মনিমোহন জীবন—(স্বরচিত) শ্রীরামকুমার নাথ সংকলিত, ৩ খানি হাপটোন সম্বন্ধ—মূল্য ১৯, আলোচ্য পুস্তকখানি যোগী জাতির উন্নতিকামী একজন। একনিষ্ঠ কর্মীর জীবন চরিত। তিনি যোগী জাতির উন্নতি করিবার জন্য প্রকার চর্চাটানয় মধ্য দিয়াও ক্রমশঃ কবিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহাই স্বয়ং রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। জীবন চরিত খানি ঘটনা বৈচিত্রে পরিপূর্ণ—উপজ্ঞাসের জায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা। একপ এক নিষ্ঠ কর্মবীরের জীবনী পাঠে সকল সমাজেরই উপকার আছে।

### দিক্ ডুল।

বারাণসীর "ত্রিশূল" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা। পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত—স্বার্থে বিতর্কিত বিপথগামী যুবকের আত্মকাহিনী পাঠ করিতে করিতে যুগায় ক্রোধে লজ্জায় ভ্রমমান হইতে হয়। দিক্ ডুল পড়িয়া অনেক নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকের চৈতন্য হইবে। এখানি সমাজ চিত্র

প্রচলনের ২য় পুস্তক, মূল্য ১/০। বারাণসী যাবে ত্রিশূল কাৰ্যালয়ে প্রাপ্তব্য—ছাপা সুন্দর।

### পুরাণতত্ত্ব।

১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীমদ ব্রহ্মসানন্দ ভারতী কর্তৃক ব্যাখ্যাত এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভার আহুকুলো ত্রিশূল যন্ত্রে ত্রিশীশচন্দ্র শর্মা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ১/০ মাত্র। পুরাণতত্ত্ব ভারতীয় মহাশয়ের পতীর গবেষণা এবং কৃতিত্বের পরিচায়ক। পৌরাণিক অনেক নূতন তথ্য জানিয়া আমরা বহু হইলাম। পুরাতন তত্ত্ব পাঠে হিন্দুধর্মে আগ্রহান ব্যক্তি মাত্রেই সুখী হইবেন।

### দীক্ষাতত্ত্ব।

১ম খণ্ড। বাবেজ্ঞ রাজ কুলশুক্র শ্রীযুক্ত চর্চনাস তত্ত্বরত্ন প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত রাধা শশিশেখরেশ্বর রায় বাচ্চাহর লিখিত ভূমিকা সম্বিত। ব্রাহ্মণ সভার আহুকুলে "ত্রিশূল" মুদ্রাযন্ত্রে ১নং পঞ্চকেশী বোড, নাগোর কাশী-ধাম এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। ইহা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য, দীক্ষা সম্বন্ধে অতি শুভ জ্ঞাতব্য বিষয় সরল বাঙ্গালা অনুবাদসহ প্রকাশিত হওয়ার সাধারণের পক্ষে দীক্ষাতত্ত্ব বুঝিবার পথ সুগম হইয়াছে। দীক্ষা কি, ইহা মন্ত্র গ্রহণ কি, গুরু ও শিষ্যের কর্তব্য কি, কিরূপ মন্ত্র কাহার উপযোগী ও হিতকর, এসকল বিষয় হিন্দুধর্মেরই জ্ঞাত হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। দীক্ষাতত্ত্ব তাহা প্রমাণাদি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

### অসুখের কারণ।

বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার করেক বৎসরের চিকিৎসার প্রতি বৎসরে ২০ হাজার পাউণ্ড—প্রায় ৩ লাখ টাকা কি পেরে

ছিলেন। তারপর শেষের ৩ বৎসরের প্রতি বৎসরে তিনি কি কারণে যে এত রোগ হয়েছে, তার একটা স্মারক লিপি রেখে ছিলেন। তা হতে হিসেব করে দেখিয়ে ছিলেন যে, ভক্সেল, থিয়েটার এবং গীর্জা হতে ১৬০০, ময় এবং তামাক সেবন হতে ১৩০০, নিষ্কর্মা হয়ে বসে দিন কাটানোর জন্য বিবিধ রোগ ১০০০, আর অকস্মাৎ জল বায়ু পরিবর্তনের জন্য ১২০০, উত্তর পশ্চিমের বায়ুর জন্য ১০০০, অহরহ বোগের চিন্তা ও বোগের ভয়ে উৎপন্ন বোগের বোগী ১৫০০, হাতুড়ের ঔষধ খেয়ে ২০০, ভাল বাসা বা প্রেমের বোগী ১৫০, বিবাদের বোগ ৮৫০, জুগাধেলার অকৃত কার্যতার জন্য ২০০, সংক্রামকতার ২০০, অতিশয় অধ্যয়ন জনিত ২৫০, নভেল পড়ে ৪৫০, আর ডাক্তার ১৫০০। এই হিসেব করে তিনি স্মারক লিপি করে গেছেন যে, জগতের যত পীড়া প্রধানতঃ এই সকল কারণেই জন্মে থাকে এবং জগতের লোকস্বরূপ করে। মানুষ যদি সাবধান হয়ে এই সকল কারণগুলি হতে দূরে থাকতে পারে, তা হলে রোগও হয় না, আর ডাক্তারদেরও অচল হয়। তা কি হবে, মানুষ খেলালেই মরে কিনা।

### স্কটল্যান্ডে বাঙ্গালী ভাস্কর।

শ্রীমান কণীন্দ্রনাথ বসু পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত তারানাথ বসু। কণীন্দ্রবাবু চৌদ্দ বৎসর বয়সে গভর্নমেন্ট আর্টস্কুলে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়া এডিনবরাহ রয়েল ইনষ্টিটিউট পার্শি প্লেটসমাউথ নামক ওস্তাদ মিস্ত্রীর নিকট চিত্র ও ভাস্কর শিল্পা শিক্ষা করেন এবং কৃতিত্বের জন্য অনেকগুলি বৃত্তি ও মেডেল প্রাপ্ত হন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্মৃতি পরিদর্শন ও শিল্পীদের কাছে শিক্ষার জন্য তাঁকে একটি

"কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ১/০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

Travelling ব্যক্তি প্রদান করা হয়। শিল্প কলার চরম কেন্দ্রে ইতালী ও ফ্রান্সে তিনি এক বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বিখ্যাত করাসী ডাক্তার রোগ্যাব সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। সেখান চাইতে তিনি স্কটল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া অসং একটি কাবখানা খুলিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল স্কটিশ একাডেমিতে তিনি কয়েকটি মূর্তি পাঠাইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজ্ঞাবৃত্তায় বহুদোষাদি সহোয লাভ করিয়া স্বীয় বাক্যে কয়েকটি মূর্তি প্রস্তুতের জন্ত আহ্বান করেন। এখন তিনি স্কটল্যাণ্ডে নিজের বাবসার উন্নতি লাভে বিশেষ মনো-বোগী হইয়াছেন।

“প্রবাসী”

## Medical.

### বাইওকেমিক নোটস

বা

প্রেসক্রাইবার।

লেখক—ডাঃ অকুলচন্দ্র বিশ্বাস।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

### বাত রোগ।

—:—

সকালে বিছানা থেকে ওঠার পর হঠাৎ বেদীকণ বিশ্রামের পর চলা ফেরা কালে বেদনাদি বাড়ে। আন্তে আন্তে নড়া চড়াতে ধীরে ধীরে দোলাটলে—আক্রান্ত স্থান আন্তে আন্তে নাড়িলে কতকটা সুস্থ বোধ হয়। আবার ক্রমাগত বেদী চলা ফেরার বা নাড়াতে বেদনা বেশী হয়। বেদী টেনে ধরে—আড়ই হয়ে যায়। যেখানে এই সব লক্ষণ দেখা যাবে—তা যে রকম বাতাই হোক—সেই হলে

এই ওষুধ সহ অপরাপর দরকারী ওষুধ—পর্যায়ক্রমে দিলে খুব শীঘ্রই রোগের প্রতি-কার করে।

৪৫৬টি ওষুধ পর্যায়ক্রমে ক্রমশঃ পব পর হিসাব করে ঠিক মত খাওয়ান বড়ই শক্ত ব্যাপার। বেশ তাঁসবার শিক্ষিত লোক না হলে—প্রায় টপেটা পাণ্টা হয়ে যায়। বিশেষতঃ আমাদের এই সব পল্লিগামে। ৪৫৬টি ওষুধ—একটী বোগীকে দিতে হলে—তা পর্যায়ক্রমে না দিলে ২৩টী ওষুধ একত্রে মিশাইয়া দেওয়ার একটী সংকেত এখানে বলে রাখলুম।

দরকার হলে বাইওকেমিক ওষুধ ২৩টী একত্রে দেওয়া যেতে পারে, তবে এ বিষয়ে অনেক বড় বড় ডাক্তারগণের মতামত আছে। এ সব এর পর ভাল করে বলবো। এখানে দরকারী কথাটা বলে রাখি। নির্দোষ ওষুধের মধ্যে যে কয়টী এক জাতীয় ওষুধ, থাকবে অর্থাৎ যদি ৩টী কস—যথা—নেট্রিন-কস, ফেরাম কস, ক্যালি-কস দেওয়া দরকার হয়, তা হলে মাত্রা মত প্রত্যেক ওষুধটী যদি ৬ গ্রেণ করে মাত্রা দ্বিগুণ হয়, তবে ৮ গ্রেণ করে প্রত্যেকটী ওষুধ কবে খলে রেখে বেশ করে মিশাইয়া, মাড়িয়া ৪টী বোড়া তৈরী করে দিবে। এই রকম হিসাবে—মিথব বা মাল্ফ যা কিছু থাকে, সবই দরকার মত মিশাইয়া দিতে পারা যায়। এতে গোলও হয় না আর বার বার হিসাব রেখে ৪৬ দফা ওষুধ ও খাওয়াতে হয় না। বড় জোর ২ দফা বা তিন দফা ওষুধ হয়।

একত্রে ২৩টী চূর্ণ ওষুধ গুল্লার খলে মিশাইয়া মাড়িয়া দিলে ওষুধের তেজ বাড়ে, ফল ও খুব ভাল পাওয়া যায়।

মাগ্ কস ২x৩x Mag-Phos 2x3x তীব্র কনকনে ঝন্ঝনে বেদনা, আক্ষেপিক বেদনা, আয়বিক বেদনা, আক্রান্ত ব্যাঘাতে

যেন ভাল বিদ্ধ হতেছে, মনে হয় যেন ভিতরে কেহ ক্রু বিধে দিতেছে। এরকম বেদনা—সার্ভাসিক বাতাই হোক, বা কোনও ব্যাঘাত আংশিক বাতাই হোক। বাত আরের সঙ্গে যদি গরম যাতনাদি থাকে, তা হলেও এই মাগ্-কসই তাব একমাত্র ওষুধ।

বাতের চিকিৎসার কেবল এই একমাত্র মাগ্ কস—দিয়ে নিশ্চয় হয়ে থাকলে চলবে না। এর সঙ্গে বাতের অন্যান্য লক্ষণ মত তাব প্রধান ওষুধের সঙ্গে পর্যায় ক্রমে দিতে হয়। যেখানেই কেন হোক না, প্রবল যাতনাদি থাকলে, তখনই মাগ্-কস ব্যবস্থা কর্তে যেন ভুল না হয়। আমরা প্রবল যাতনাদিতে ৩x ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পেয়েছি। তবে ২x থেকে ২০০x শক্তি সবই ব্যবহার হয়। অনেকে বলেন, প্রবল যাতনাতে ২x থেকে ১২x পর্যন্ত খুব ভাল কাজ করে।

ক্যালকেরিয়া-কস ৩x৬x Calcarea-Phos 3x6x যেন রাখা উচিত যে, সব রকম বাত রোগেই—মধ্যে মধ্যে ২১১ মাত্রা করে ক্যাল-কস দেওয়া দরকার।

বাতের যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ সকল—যদি রাতে বাড়ে, জলো বাতাসে, ভিজ়ে বাতাসে বা অন্য রকম বদ হাওয়াতে বাড়ে, তা হলে এই লক্ষণটী ফেরাম কসের সঙ্গে পর্যায় ক্রমে দিলে বেশ উপকার করে। ক্যাল-কসের আর একটী মহৎগুণ এই যে, কোনও রকম গরম প্রয়োগেই হোক, ঠাণ্ডা প্রয়োগেই হোক, অথবা ঋতু পরিবর্তনের জন্তই হোক যদি যাতনাদি বাড়ে, তা হলে ইহা অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে পর্যায় ক্রমে দিলে সে ওষুধের কাষ বাড়ায়, আর যাতনাদিও তৎক্ষণাৎ কম পড়ে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন।

## ( ছেলেদের রচনা )

### ব্যথা ।

নয়নের বারি নয়নে রাখিব  
 যেখান না করে আর,  
 তবু লগতের আধারের কোণে  
 অশ্রু ক'রেছি সার ;  
 ব্যথার গীথা নিরবে গাঁথিব  
 শুধু সৃষ্টির হৃদয়ে,  
 অতীতের কথা জাগিবে কিরিতা  
 অর্ধ মিলিত নেত্রে ;  
 নিয়ব সাথীয়ে জন্মে রাখিব  
 কহিব মরণ কথা,  
 সে আর বিনে গো এ চেন দীনের  
 কেইবা জানিবে ব্যথা ।  
 আধার নিশিতে হিয়ার দোয়ারে  
 নিরবের পাই দেখা ;  
 উত্তরের রাগে অচলের ভাগে  
 সে যে গো জীবন সখা ।  
 শ্রীধনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।  
 ৫১নং পার্কসী বোম্বের লেন ।  
 বড়বাঙ্গার, কলিকাতা ।

### আঁধারে আলো ।

কাল—সন্ধ্যা । শরতের রান সন্ধ্যা অরুণিমা  
 তখনও আকাশের কোল হতে একেবারে  
 বৃহৎ বার নি, পশ্চিমের আকাশটা তখন  
 বিরহ বিধুরা, লজ্জা নম্র তরুণীর মত অতিমান  
 ভরে রাঙিয়ে উঠেছিল ।  
 স্থান—সুহৃদ দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে, তখন  
 পাকা ধানের সোণালী তবকগুলো, ফুরফুরে  
 বাতাসে হুলুচিল । তাহারই পাশে একটা  
 উঁচু জায়গাই আমাদের স্থান ।  
 ঠিক এমনি শোভন দৃশ্য দেখে মনে হলো,  
 আমাদের সোণার বাংলার কমনীয় মাতৃহৃদয় ।  
 গরবিনী মা আমাদের, তোর আকাশে,  
 বাতাসে কলে, ফুলে কি মিষ্টতা রাখিয়ে  
 রেখেছিল মা, বার জন্ম, তোর সন্তানদের  
 জন্ম এত উঁচু, এত মহৎ ? তোর ছেলেদের  
 কি দিয়ে গড়েছিল মা, বার বলে বাঙ্গালী সব  
 কহতে পারে ? মা, আজ, বাঙ্গালীর অসাধ্য  
 কিছু নেই মা ।

মেহনতী মা, আমার ? তোর ছেলেমা  
 অসি ধরতে পারে, তোর ছেলেমা লগতকে  
 সাহিত্য বিজ্ঞানের নূতন তথ্য জানাতে পারে,  
 আর পারে তারা তাদের জন্মের গভীরতা  
 জানাতে । তার সঙ্গে ফুটে উঠে তাদের  
 অন্তরের উচ্ছ্বাস, জন্মের মহৎ ও অব্যক্ত  
 প্রেম ।

মা, বাঙ্গালীর যদি কিছু বর্গীয় জিনিষ  
 থাকে, তবে তা তাদের জন্ম । তাদের  
 সরল মন বড় মিষ্ট, বড় মধুর । পরের লজ্জা  
 অমান বদনে বাঙ্গালী সব ছাড়তে পারে ।

পাঠক কমা করবেন, ঠিক এমনি মধুর  
 স্থানে, কোন উপস্থানের নায়ক নায়িকার  
 মধুর প্রেমালপ বর্ণিত হয়নি । বাহা হুটেছিল,  
 তাহা বাস্তব জীবনের অতি নিছক সত্য কথা ।

এমনি, মধুর স্থান কালের মহাকাব্য উপেক্ষা  
 করে তর্ক করেছিল হুটী তরুণ জন্মের কিশোর ।

তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো দেখ  
 ভাই, আজ আমরা এমন, উনার উন্মত্ত  
 আকাশের নীচে বসে কত কল্পনা করছি,—  
 কিন্তু যখন বড় হব,—জগতকে চিনতে  
 শিখবো,—সংসারকে বুঝবো, তখন বোধ  
 হয়, আমাদের এত ভাব থাকবে না ।

বার্থের একটা কালো পর্দা এসে  
 আমাদের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়াবে,  
 পরস্পর পরস্পরকে ভুলে যাবো, প্রাণের এত  
 টান, এত মেহ মমতা, সবই প্রত্যাহার স্বপ্নের  
 মত অলীক বলে বোধ হবে । তাই বিশ্বের এ  
 অনন্ত শ্রোতের ধাক্কা খেয়েও কি আমরা  
 পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকতে  
 পারবো ?

২য় বালক আবেগ ভরে বলে উঠলো,  
 “হ্যাঁ ভাই, শপথ করছি, যে বিশ্বের বুকে রুড়  
 তুকান বয়ে গেলেও আমরা একত্র থাকবো  
 কিন্তু ভাই এটাও যে ভ্রম সত্য যে মানুষের  
 মানবতা, জন্মের মহৎ, চরিত্রের গৌরব  
 বা পঙ্কিলতা, সবই ফুটে উঠে আমাদের  
 জীবনের বড় তুকানের মধ্য দিয়ে । সত্যিই  
 ভাই, লক্ষ্য তো আমাদের একই, তবে কেন  
 আমরা মিছে ভয় পাচ্ছি ।

সাগর যদি আমাদের উপর দিরা  
 কলোজিরা বার, হৃদয়ের লোল কিংবা যদি  
 আমাদের গিলতে আসে, তবুও যেন আমরা  
 পরস্পর পরস্পরকে ভুলে না যাই । আর

তাই বিশ্ব-নিরস্তা যদি আমাদের উপর এতট  
 বিরপ হন, জীবনের ধারা যদি সত্য সত্যই  
 ধর শ্রোতা নদীর মত ভিন্ন দিকে কলোজিরা  
 যায়, তবে যেন আমাদের বিচ্ছেদে আকাশ  
 বাতাস কেঁপে উঠে, পাহাড় পর্বতও  
 হাতাকার করে উঠে, বৃক্ষশির শব্দশব্দ করে  
 এ কথা বিশ্বের বুকে প্রচার করে !

১ম বালক ধরা গলুর বগে উঠলো “হ্যাঁ  
 ভাই আমি শপথ করছি, সে লক্ষ্য আমাদের  
 একই হবে । আর জীবন না করণ যদি কোন  
 ভ্রান্তি এসে আমাদের মাঝে আড়াল  
 করে দাঁড়ায়, তবে যেন ফোণা শ্রোতবতীও  
 কুলুকুলু হবে আমাদের এ করণ কাহিনী  
 প্রচার করে, চন্দ্র সূর্য্য ও যেন মহান স্রষ্টার  
 বিরুদ্ধে, যুদ্ধোদ্যম হয়ে এ বার্তা ঘোষণা করে ।  
 ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে এ  
 দৃশ্যেরও ঘনিষ্ঠতা পড়ে গেল ।

তারপর কতমাস কত বৎসর চলে গেছে ।  
 তাদের মধ্যে একজন হয়েছে কবি, আর  
 একজন হয়েছে শুধু সাধারণ মানুষ ।

কবি কল্পনার মন্দির নেত্রে কত সুখ-স্বপ্ন  
 দেখেন, বিশ্ব সোন্দর্য্যে আপনাকে ডুবিয়ে  
 রাখেন, বহুর কথা,—সাক্ষ্য শপথের কথা,  
 তাঁর মনে পড়ে না ।

আর সে—আহা দীন সে, কবিকে এখনও  
 ভোলেনি, অন্তরের প্রেত আশীষটুকু সে তারই  
 তরে সঞ্চিত করে রাখে । নিজের দৈন্ত ভুলে  
 গিয়ে সে শুধু কবিরই উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করে ।  
 তার জীবনের সাধনা, কবির উন্নতি কামনা ।  
 আর সে,—মেহের প্রতিদান চায় না ।

তাই পূজা কার আমি জন্মবান বাঙ্গালীর  
 জন্মকে ।

শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ ।

৩৪নং মলঙ্গা লেন ।

বহুবাজার ।

## বালসুখা

দুর্ভোগ, যৌগ ও দ্বিগুণ বালককে  
 সুস্থ পুষ্ট ও গীর্বাণ করিবার  
 পক্ষে “বালসুখা” ই একমাত্র  
 সুপ্রসিদ্ধ ও চিহ্নিত ঔষধ ।  
 মূল্য প্রতিপিনি ৮ ও ১০ পিনি  
 প্রাপ্তিস্থান  
 দুখনকারক কোম্পানী প্রথমা

“কাজের লোকের” সূচীপত্রের লক্ষ্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান ।

## “কাজের লোকের”

১৯২২ সালের আনুগত্যকীর্তি বিষয়ক সম্মেলনের

## ফটোপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অমরসদান	২,২৭	,, ত্রণ ওয়া নিবারণের	১৬৬	কলিকাতার পরদেশীর সংখ্যা	২৫
অমৃতের কারণ	১২৫	অনিষ্টা “ ”	১৬৬	কলিকাতার বিপদ	২৫
অভিজ্ঞের উপদেশ	৮৬	চুল ওঠা “ ”	১৬৬	কৌতুক কথা	১৩২
অপ্রত্যাশিত তথ্য সংগ্রহ	১	দশকে মুক্তার জায় খেতবর্ণ করিবার		কর্তব্য জ্ঞান	১৩৭
আর্কেমিডিস	৭	উপায়	১৭২	কাজের কথা	১৬৬
Addisons Disease	১৩	উপবাসে উপকার	১৩২	কেরানীর মহত্ব	১৭১
Aphonia (বরভঙ্গরোগ)	১৩	উড়ের কাণ্ড	১৬৬	কাণ্ডকারী শিক্ষা	১৭৫
আগার উদ্দেশ্য	৪৩	A few better things	৩৮	কম মজুরী জাতীয় অধঃপতনের মূল	১৮৩
আধারে আলো	১২৭	ক্রিয়াক্ষমতা	১৩০	গৃহ যোগ	২৩
Advertising	৬২	কপূর	২	গঠন কার্য	১২১
আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন কে ?	৭৪	কৃষিকথা ৩,৬০,৭৫,৮৩,২৪,১০৮,১২২		গার্হস্থ্য জাতীয় বিষয় ( Household Informations )	৫২,১২৪,১২৫
আব্রাহাম লিংকলনের রক্ষণ-নীতি	৭২	কাজের লোক হইবার সঙ্কেত	১৪	গার্হস্থ্য শিল্প প্রস্তুত প্রণালী	৫২,৮৫,১০৩
আচার্যের আক্ষেপ	১০২	Courses of Study in Germany	২৭		১১৫,১৪২,১৪৩,১৮০
আত্মনির্ভরতা	১৮২	কি ছিল—কি হইয়াছে।	৫২	গাছ গাছড়ার বংশবিস্তারের কক্ষ	৬৩
আচার্য্য জগদীশ বসুর নূতন আবিষ্কার	১২৬	কুলপীর বরফে বিপদ	৭৫	গাভী পালনের কেন দরকার	২১
Enquiries	২,২৭	কনডেল মিক বা গাঢ় হৃৎ	৭২	গোড়ার গলদ	১০৮
উপায়—পেয়াজ রক্ষার	৩	কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি	৮১	ওগা সন্ধ্যা নূতন আইন	১৬২
,, মুক্তা পরিষ্কারের	১১	কবির উর্ধ্বাশক্তি কি	৮৩	আলোর গুণ	৭৩
,, মুক্তা পালিশের	১১	কমিয়াছে ?	৮৩	দরকার টুকিটাকী	১৩১
দীর্ঘ পরমাণুগাভের	১২	Canning Fruits	৮৭	চরকা ও তাঁত	৩,১৬৩
,, কাটা কড়াই সাবার	১৪২	The Process of Canning	৮৭		

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনা হইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া “কাজের লোক” উল্লেখ করিবেন।



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চরকা ও খন্দর তথ্য	১২	নতুন আইন	১৮৮	কাল বার্মিং	১১৬
Cheer up	২৫	নতুন টাক্সেস আর	১৮৮	ক্রিটাল বার্মিং	১১৬
চিকিৎসা বিষয়ক	৬১	নতুন খপর	১২৪	ফ্রেজ পালিস	১১৬
চুলের ব্যবসায়	৮১	নতুন কটোগ্রাফী	১৯	লাল লাকারিং	১১৬
চীনের বিবাহ পদ্ধতি	১২৩	No chance for imitators	২৫	Indilible Ink or Marking Ink	১৪২
ছেলেদের অন্ত দেশবিদেশের কথা	৩০	নিজদের কথা	১৩৭	কাঁচা পেপের চাটনী	১২২
ছাগলের গ্রহি সংযোগে বাত্যালাত	২৫	শ্রমীর রক্ষার অতীত আবিষ্কার	২	কোল্ড ক্রিম ( ওয়িয়েটাল )	১৪৯
ছুটকাট	১৮৭	পাশ্চাত্য নীতি-শাস্ত্র	১২২	মূলত পারকিউমারী—চন্দন	
ছুতমার্গ	১৩৮	প্যারিস নগরের নতুন পুলিশ সজ্জা	১৮	গোলাপ, খসখসের এসেন্স	১৫০
জাপানী দেশলাইয়ের কথা	১১	পিরামিড্ তথ্য	৩০	কৃত্রিম হস্তিন্ত প্রস্তুতের নতুন প্রণালী	১৬৬
জননীর জাতব্য বিষয়	২৮	Produce reports	৪১	কাপড় কাচা চিপি সাবান	১৮০
জীবাগার	১৪৯	পারাগ্রাস	৪১	মূলত কেশ তৈল	১৮২
জার্মানীর ভূতপূর্ব সম্রাট	১৭২	প্রতিশোধ (গল্প)	৫০	উৎকৃষ্ট ম্যালেরিয়া মিক্চার	১৮০
জার্মানীর ব্যবসায় নীতি	১৭৮	পুলিসের কীর্তি	১১৯	ফ্রিলিগাইনে শিল্প-শিক্ষা	৮০
Tea Shops (Calcutta)	২৭	পেপিরার চাব	১২৯	ফাক্টরীতে নৈতিক উপদেশ	১০০
Twelve rules for long life	৩৮	পূজার বাজার	১৬২	কাঁকা আওয়ার	১৪১
টেলিফোন ও বজ্রাঘাত	৭৮	পরের মন্ড চেটার নিজে মন্ড আগে হয়	১৭০	Facts worth noting	১৭৭
Technical Education	১৭৫	পত্রাদি	১৮০	ঐশ্বর্য (কবিতা)	৩
Don't miss your chance	২৬	প্রস্তুত প্রণালী		বাইওকেমিক নোটস	১৩, ৫২, ৬২, ১২৬, ১২৭, ১৩২, ১৬৪
ডিনারাইট দ্বারা ভূমি কর্ষণ	১০৮	Shaving Soap	১১	বিলাতি কাপড়ের কলের শক্ত	৪৫
ডাক টিকিটে লাভালাভ	১৭৫	Sticking Plasters বা ওকোপটা	৫২	বসন্তোৎসব	৪৬
ডাকে কেনা বেচা	১৮০	Hair dye (চুলের কাল কলপ)	৫২	বাখা	১২৭
ডুলার বীজের মরদা	১৮৭	দেশী দস্তমজান	৫২	বিজ্ঞাপন রহস্য	৪৬
দুর্ভাগীর কদর	১৯	তরল দস্তমজান	১২১	বাজালা দেশের আর ব্যয়	৪৮
দেশী দস্ত মজান	৫২	ত্রণ নিবারণক লোশন	১২১	বাতরোগ চিকিৎসা	১২৬
দাড়ী বিবেচ	২৫	নারকেল ক্রিম প্রস্তুত প্রণালী	৭৮	বিহারীলাল সরকার পরলোকে	৫১
দীনের মহত্ব	১০৯	কলকারখানার অন্ত লিউব্রিকান্ট অয়েল	৮৫	ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায়	৫৭
দর্পচূর্ণ ( ক্ষুদ্র গল্প )	১১০	Embrocation বা মালিস	৮৬	বসন্ত রোগের দেশীয় চিকিৎসা	৬১
দেশ বন্ধুর কারা মুক্তি	১৬৩	ওয়াটার প্রফ সলুইশন	৮৬	বাজালায় ব্যবসায় কথা	৯৩
দেশ লাইনের কারখানা	১৭১	ড্রাইন ও পেট পালিস	১০০	Business-like Nation-building	১০১
দেশের বর্তমান অবস্থা	১৮৫	পিসি, লিউবিন্স টুথপাউডার	১১৫	বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ	১৩১
দেশ কিসে উদ্ধার হবে	১৮৬	গোলাপী দস্তমজান প্রস্তুতপ্রণালী	১১৫	ব্যক্তিগত স্বরাজ	১৩৫
Notes of Interest	১৮, ৫৫, ৭৩, ৯৩, ১২১, ১৬৯	ব্লু ব্লাক ইক প্রস্তুতের নতুন পদ্ধতি	১১৫, ১১৮	বিনা বিজ্ঞাপনে ব্যবসায় চলে কি না	১৩৫
		লাকার প্রস্তুত প্রণালী	১১৫	ব্যবসায়ীর কথা	১৩৪
		পিত্তল পালিস	১১৬		

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিষয়	মূল্য	বিষয়	মূল্য	বিষয়	মূল্য
ব্যবসায় ও বিজ্ঞান	১৮৮	Mill cloth (by M. K. Gandhi)	৩৯	Smiles spells success	২৫
ব্যবসায়ের উন্নতি	১৮৯	মহাশয়ী বন্দী ও দণ্ডিত	৫৮	Small beginning and great ending	২৫
বকে দুর্গোৎসব	১৯০	মল্লভূত	৫০	সমালোচনা	৫৫, ৭১, ১১৮, ১৫২, ১৯৯
বাংলায় হিন্দুধর্মীদের অন্ন সংস্থান	১৮২	মূল্যবান ব্যবসায় নীতি	৭৭	Small Inventions pays best	৩৮
বানিজ্য সংগ্রহ	১৮৪	মূলধন ও শ্রম	৭৭	স্বার্থভাগ	৩৭
Business Hints	২৫	মটর গাড়ীর আয়দানী	৩৫	সং প্রসঙ্গ	৮২
Be all round man	৩৯	মিট্রোপোলিটান সাকারিন ও তাহার অনিষ্টকারিতা	১০১	সমস্ত রং করা গৃহে শরনের বিপদ	১৯২
ব্যবসায় রথচাইন্ডের সিদ্ধিলাভের উপদেশাবলী	২০	শুণ	১৬০	স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞাতব্য বিষয়	২৭
কলীর ব্যবস্থাপক সভার ভাষ্যবহর	১০৫	মজলিস	১৬৪	সাপের অভিনব ব্যবহার (ভেজালে)	১০০
বাতাস চইতে বিজ্ঞান সংগ্রহ	১১০	মস্তিষ্কের বেতন	১৭২	সাপের মূল্য বৃদ্ধিতে আর বাড়ে নাই	১৭১
ব্যবসায় ও বিজ্ঞান	১৬২	মিনার্তা থিয়েটার তদ্বিত্ত	১৭০	Selling goods by mail	১৮০
বস্ত্রের কারণ কি	১৭০	Rubber	২৬	স্বীকৃতি (গল্প)	১৮০
ভারতবর্ষে অপ মৃত্যুর হিসাব	৫	রবারের মটরকার	১৭১	How to clean pearls	১১
ভারতগণবর্ষের আর ব্যয়	৪১	লিচুর চাস	৬০	How to polish pearls	১১
ভেবে দেখ্ লেই চক্ষু হির	১০৫	Letter of appreciation	১০১	How to make shaving soap	১১
ভারতে সূতা ও কাপড়	১০৭	শ্রীকো (পাক্ষাত্য) সম্বন্ধে—		How to succeed in life	৩৭
ভূ-পৰ্য্যটক মার্টিনেট্	১০৭	ভার জন উদ্ভবের অভিমত	১৫	Hints on advertising	৩৯
ভারতে চিনির কাজ	১২৯	Short hand training in Bengal	৮০	How to save money	৩৯
ভুল ভালা	১৪৪, ১৫০	শিক্ষকে উত্তপান করাইবার বিধি	২৮	হাতবড়ি ব্যবহারে বিপদ	২৪
ভবিষ্যৎ (গল্প)	১৫৫	শিক্ষার মান	১২৪	হিন্দু হোটেল (কলিকাতায়)	২৭
ভাগ্যলক্ষী	১৭০	রেলগাড়ীর শিকল টানা	১৪০	হাইকোর্টের জারি বিচার	১২২
ভীম ভবানী	১৭০	শত রপ্তানি	১৭৬	হাসি কারার ব্যায়াম	১৩৮
জাত বালকের পুনঃ জাগরণ	১৮	জিভিল গার্ডের খরচ	৫	Home Industries	১১, ৫২, ৮৫, ১০৩, ১১৫, ১৪২, ১৪৯, ১৮০, ১৯১
সরপের পর বাঁচিয়ে রাখা	১৮	স্বাস্থ্য হাসির ব্যায়াম	৫		
সমু এবং হৌ মোর	২১	সর্পদংশন চিকিৎসা	১৭, ১৭২	সম্পূর্ণ।	

“কাজের লোক” অফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২০৭এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরকারী প্রেসে শ্রীমদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন চইতে প্রকাশিত।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ  
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মিত্র নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাহেই কাজের লোকের মূল্য ২৫.০ এবং মাত্র ৫.০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি “কাজের লোক” হাতে পাঠে  
পাইবেন। মফঃস্বলে ভি: পি: ও ডাকমাত্র ৩০ সতর লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Boots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries,  
China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographic and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,  
etc., etc.

Commission 2½% to 6%.

Trade discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1844),

25, Abchurch Lane, London,

যদি দেশের উন্নতি চান,

তাহ'লে সর্বপ্রথমে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করুন।

কিসে সে সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করা যায়, তা' যদি সম্বন্ধে ও সুলভে শিখতে চান, তাহ'লে জামাই

স্বাস্থ্য-সমাচার

নামক মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য পত্র লিখুন। গত বৈশাখে একাদশ বর্ষে পদার্পণ  
ক'রেছে। মাহ-মঙ্গল, শিশু-চর্চা, ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি, দৈনিক ও মানসিক  
ব্যাদি ও ভাষার বিবিধ উপায়ে প্রতিকার, শরী পাস্থ্য প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের  
আলোচনা, বিশদ ও সরলভাবে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, সমালোচনা আকারে নানা চিত্র  
বিভূষিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। এরূপ একখানি পত্রিকা প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে কবচের মত  
সম্বন্ধে রক্ষা করা উচিত। বার্ষিক মূল্য সন্ডাক—১ মাত্র, অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাদাক্ষ—“স্বাস্থ্য-সমাচার”,

৪৫ নং আমহাষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

“স্বর্ণকারের কার্য্য”

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কারিগর ও গৃহস্থ উভয়েরই এ পুস্তক পাঠ করা উচিত। এই পুস্তক পাঠ করিলে গৃহস্থের  
কোনরূপ ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালার এরূপ পুস্তক আর নাই।

মূল্য ১.০ চারি আনা।

মহামিলন মন্দির,

ভদ্রকালি উত্তরপাড়া,

পোঃ কোতরং, জেলা হুগলী

## সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের প্রস্রাভ।

১ অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে অমৃতের স্থায় উপকার করে। শ্রীগ ও গুরুত্ব রোগে অমৃতাদি বটিকার শক্তি অসীম অদ্বিত।

১ কোটা ১ টাকা ৩ কোটা ২৫০

১২ কোটা ১০০

### মকরধ্বজ।

আমাদের প্রস্তুত স্বর্ণধতিত যড়গুণ বলি ভারিত মকরধ্বজ সকল রোগেই ব্যবহার্য।

ইনফ্লুয়েন্সারোগে ইহা মস্তশক্তির স্থায় কার্য করে।

১ সপ্তাহ ১০ ১ তরি ২৫ টাকা।

### জবাকুমুদ তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পকতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃৎসন, দীর্ঘ ও কৃষ্ণিত করে।

১ শিশি ১০ ৩ শিশি ২৫ ৬ শিশি ৫০।

১২ শিশি ৯০ এক গোস ১০৮ টাকা।

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

### সুরবল্লী কষায়ই

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কাস্তি পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত করে। এই সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে পারে। আবাল বৃদ্ধ বনিঃ কাণ্ডরও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১৫ ৩ শিশি ৩৫ ১২ শিশি ১৫০

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্য কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে অলৌকিক শক্তিবিদ্যুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সন্নে সন্নে উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ডিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

## শ্রী শ্রী কালিমাতার স্বপ্নাদ্য আশ্চর্য্য কলপ্রদ ২টী মাদুলী।

হুড়া প্রাসের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহুদিনের ও বহু লোকের জানিত ও পরিকীত। একটা শেতের ব্যামোর। অপরটা বাতের। ধারণ মাত্রেই নূতন পুরোণো সব রকম খেতের ব্যামো এবং বাত মাত্রেই এমন কি বাতে পজু হলেও এই মাদুলী ধারণে নির্দোষ ভাল হইবেন। প্রতি মাদুলী ১০ ডাঃ মাঃ ৪টা পর্য্যন্ত ১০।

একশীরা কুরণ্ড প্রভৃতি কোষরুদ্ধি এবং বাগী, কুঁচকী, গোদ, গরগণ্ড, বহু দিনের স্থায়ী আব, বিধাক্ত বড় বড় কোড়াপি যদি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণায়, এবং কোন রকম না ঘো না করে নির্দোষ ভাল কর্ত্তে চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাহাড়ী গাছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত তরল সার ব্যবহার করুন। মন্ত্রশক্তির মত উপকার পাইবেন। খাবার ওষুধ নয়। কেবল লাগাইতে হয়। দাম প্রতি শিশি ২০ টুকরা টাকা ডাঃ মাঃ ১০। ডাক্তার এ সি বিশ্বাস, হুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ হুগলী।



## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই তাবিতে হইবে, যে বিত্তীয় ঐশ্বর্য্য না হইলে চিকিৎসাকাঙ্ক্ষা সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিত্তীয়—টাকা, আমেরিকার এসিড ঐশ্বর্য্য প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন; ঘোষ এম ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ফিরোজ আমাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ আমাদের ঐশ্বর্য্যের বিত্তীয়তার জন্যই আমাদের ঐশ্বর্য্য ব্যবস্থা করেন মূলতঃ পরস্পর বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃ।

আমাদের মালারটিংচার ১০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ১০। হুঁহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস,

৩৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ স্ট্রিট অংশন, ব্রাকঃ—৪৫ নং ওয়েলেন্সলি স্ট্রিট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

## MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

## EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied;

## STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

## DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4

ENGLAND.

Business established in 1814.

## Success Comes Easy

after reading our two volumes of  
'Businessman, 1914—1915.

They start you right and contains inside informations that is most valuable. They speak right to the point about the many necessary things you need to know and put you on the proper road to a real humming success. Sent prepaid for Rs. 2/8 for Two Big Volumes. Only for Bengali gentlemen. if you are not satisfied after reading—return the books after a week, your money will be refunded at once.

Manager

"Businessman"

2, Rrjendra Dutta Lane,  
Rowbazar, Calcutta.

## পশু-চিকিৎসার পুস্তক

## গৃহ-সংগ

৩০ আনা ডাক টিকিটে পাঠাই।

শ্রীনিলদাস রায়,

৪ নং উইলিয়ম্‌স লেন, কলিকাতা।



## সুরমা ও সুরেশ

সুরেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুরেশী হইতে পারে না। সুরমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরশ্চীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্জনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোগ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমাশুলাদি ১০০।

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

## গ্রামোফোন ও হারমোনিয়ম বিক্রেতা,

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন নং ৫৩৭৫।

আমাদের চণ্ডিফুট হারমোনিয়ম উৎকৃষ্ট সীজন করা কাঠের প্রস্তুত—সুস্থলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা তৈরি করা। এই বিশেষ কথাটা স্মরণ রাখিবেন। আমাদের হারমোনিয়মের জন্য দুই বৎসরের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। আমরা এইবার আশ্বাণীর পিন আনাইয়াছি, ইহা মূল্যে সস্তা ও ইংলিশ পিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ১ বাক্স মূল্য—১০ আনা ও এক ১০০০ মূল্য ২১০, আমাদের নিকট কুকুর মার্ক। গ্রামোফোন পিন পাইবেন—১ বাক্স মূল্য ১৮ ; ১০০০—৫৮ টাকা। এইবার অনেক ভাল ভাল থিয়াটারের শালা বাহির হইয়াছে। ১। ককমারী ৭ খানি রেকর্ড সমেত—২৪১০, ২। মলিনাবিকাশ ৮ খানি রেকর্ড মূল্য ২৮ ও কপণের দন ১০ খানি মূল্য ৩৫। তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এন বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা।







